দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধান নামক

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ৮ আইন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার যে যে আদালত রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই সেই আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন।

(হেতুবাদ।)

দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারার্থে যে যে আদালত রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত হয় নাই, সেই সেই আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করা বিহিত, এই কারণে নীচে এই বিধান হইল।

প্রথম অধ্যায়ঃ।

(দেওয়ানী আদালতের এলাকা।)

[বিশেষমতে নিষেধ না হইলে সকল প্রকারের মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইবার কথা।]

১। পার্লিমেন্টের কোন আক্টে, কিম্বা বাঙ্গালা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই দেশের চলিত কোন আইনেতে, কিম্বা হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কোন আক্টে, দেওয়ানী আদালতে যে যে মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবার নিষেধ হইয়াছে, সেই২ মোকদ্দমা ছাড়া দেওয়ানী সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

[কিন্তু পূর্ব্বে শুনা গিয়াছে ও নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত মোকদ্দমা গ্রাহ্য না হইবার কথা।]

২। যদি কোন মোকদ্দমা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন, কোন আদালতে শুনা গিয়াছে ও নিষ্পত্তি হইয়াছে, তবে ঐ মোকদ্দমার উভয়পক্ষের মধ্যে, কিম্বা সেই উভয়পক্ষ যে ব্যক্তিরদের অধীন হইয়া দাওয়া করে তাহারদের মধ্যে, সেই হেতুর অন্য মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না।

নজীর।—যে স্থলে এক একমালি জমা বাবৎ নানা প্রতিবাদিন বিরুদ্ধের এক মোকদ্দমায় সেই জমা একমালির নহে, পৃথক্২ লোকের বলিয়া ডিসমিস হইয়া গিয়াছে সে স্থলে ১অনুজ

সালের ৮ আইনের ২ ধারামতে পৃথক্ জমা বাবতে তাহারদিগের প্রত্যেকের নামে পরে বাদী যে নালিশ করিতে পারিবে না এমত নহে। বাবু ত্রিলোকধারী সাহু—বঃ—বাবু বিশ্বেশ্বরনারায়ণ সাহি। ১৮৬৩ সাল ২২ এপ্রেল।

[দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার।]

৩। দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার করিবার যে বিধি এই আইনেতে আছে সেই বিধিমতে যে আদালতের নিষ্পত্তি হয় সেই আদালত, কিম্বা আপীলী মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত ব্যতীত অন্যত্র দেওয়ানী আদালতের কোন বিচার সংশোধিত হইতে পারিবেক না।

[কোন ব্যক্তির জন্মস্থান কিম্বা বংশ প্রযুক্ত এলাকার বহির্ভূত না হইবার কথা।]

৪। কোন ব্যক্তি জন্মস্থান কিম্বা বংশপ্রযুক্ত দেওয়ানী সম্পর্কীয় কোন প্রকারের কার্য্যেতে কোন দেওয়ানী আদালতের এলাকার বহির্ভূত নহেন।

[দেওয়ানী আদালতে এলাকার কথা।]

৫। যে সময়ে যে আইন চলন থাকে তদনুসারে মোকদ্দমার মূল্যের কি প্রকারের যে সীমা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে কি হয় তাহা মানিয়া, একই শ্রেণীর দেওয়ানী আদালতে যে মোকদ্দমা এই ধারামতে বিচার্য্য হয়, সেই সকল মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারিবেক, এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। অর্থাৎ জমীর কি অন্য স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা হইলে আদালতের এলাকার সীমা বুঝিয়া, যে আদালতের এলাকার কোন স্থানে ঐ জমী কি বস্তু থাকে সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক। ও অন্য কোন মোকদ্দমা হইলে যে আদালতের সীমার মধ্যে ঐ মোকদ্দমার হেতু জন্মিয়াছিল, কিম্বা মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার সময়ে আসামী যে আদালতের সীমার মধ্যে বাস করে কি কারবার কিম্বা নিজে কর্ম্ম করে, সেই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক।

[যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার, ও মোকদ্দমা খারিজদাখিল করিবার কথা।]

৬। অতি নিম্ন শ্রেণীর যে আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক। কিন্তু কোন জিলার আদালতের অধীন যে কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই আদালত হইতে ঐ মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার উপযুক্ত কারণ জানিলে, ঐ জিলার আদালত সেই মোকদ্দমা খারিজ করিয়া আপনি তাহার বিচার করিতে পারিবেন, কিম্বা আপনার অধীন অন্য যে আদালত মোকদ্দমার মূল্য বুঝিয়া তাহার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন সেই আদালতে, তাহা অর্পণ করিতে পারিবেন। সেই প্রকারেও সদর আদালতের অধীন যে কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা কি আপীলী মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহা হইতে সেই সদর আদালত তাহা উঠাইয়া দিয়া আপনার অধীন অন্য যে

আদালত ঐ মোকদ্দমা কি আপীলের মূল্য বুঝিয়া তাহার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন্‌, সেই আদালতে তাহা গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নজীর।—১৮৫৯ সালের ৮ আইনের যে ৬ ধারামতে কোন জেলার আদালতকে তদধীন কোন আদালত হইতে দায়ের হওয়া কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া, হয় নিজে সেই মোকদ্দমার বিচার করেন নয় বিচারে সোপর্দ্দ করেন এমত ক্ষমতা দেয় সেই ধারামতে সেই অধীন আদালতের নথি হইতে ডিক্রীজারীর মামলা জেলার আদালতের তলব করিয়া লওয়া কিম্বা একজন সরবরাহকার নিযুক্ত করা ন্যায্য হয় না। লক্ষ্মীপৎ ডোকর—বং—মহারাজা জগদীন্দ্র বনওয়ারিলাল। ১৮৬২ সাল ২৪ নবেম্বর।

[মোকদ্দমাতে সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিবার কথা ও দাওয়ার এক অংশ ত্যাগ করিবার কথা।]

৭। মোকদ্দমার হেতুতে যত টাকার দাওয়া হয় সেই সম্পূর্ণ দাওয়া মোকদ্দমাতে ধরিতে হইবেক, কিন্তু ফরিয়াদী ঐ মোকদ্দমা কোন বিশেষ আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতার মধ্যে আনাইবার জন্যে ঐ দাওয়ার কোন ভাগ ত্যাগ করিতে পারিবেক। যদি ফরিয়াদী আপনার দাওয়ায় কোন ভাগ ত্যাগ করে কিম্বা সেই ভাগের বাবতে নালিশ না করে, তবে যে ভাগ ত্যাগ করা গেল কি ছাড়িয়া দেওয়া গেল তাহার বাবতে অন্য মোকদ্দমা পরে গ্রাহ্য হইবেক না।

নজীর।—১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৭ ধারায় লেখে যে যে মোকদ্দমার কারণ হইতে যে দাবি উৎপত্তি হয় এক মোকদ্দমাতে তৎসমুদায় থাকিবে কিন্তু বাদী কোন আদালতের এলাকার অন্তর্গত করিবার অভিপ্রায়ে নিজ দাবির কতক অংশ ত্যাগ করিতে পারেন। যদি বাদী নিজ দাবির কোন অংশ ত্যাগ করে বা তাহার নিমিত্ত নালিশ করিতে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই ত্যাগ করা বা ভুলিয়া যাওয়া অংশের নিমিত্ত মোকদ্দমা পরে দায়ের করিতে পারিবে না, অবধারিত হইল, যে স্থলে বাদি গবর্ণমেন্টের [illegible] অধিক পরিমাণের সম্পত্তি [illegible] ব্যক্তি তঞ্চক করিয়া [illegible] লইয়াছে বলিয়া [illegible] মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর বাদী তাহাতে ডিক্রী পায় সে স্থলে যে গবর্ণমেন্টের কাগজ পূর্ব্বের মোকদ্দমাতে ধরা হইতে পারিত, কিন্তু ভ্রম ক্রমে ধরা হয় নাই, সেই কাগজাৎ সূত্রে বাদী যে নূতন নালিশ করিতে পারিবে না এমত নহে। মোসম্মাৎ সামসুন্নিসা বেগম—বং—মুন্সি বজলল রহিম। ১৮৬২ সাল ১৩ ফিব্রুয়ারি।

[নালিশের নানা কারণ একি মোকদ্দমাতে সংযোগ করিবার কথা।]

৮।—একি পক্ষের নামে বিপক্ষের নালিশ করিবার নানা কারণ থাকিলে, ও সেই২ কারণ একি আদালতের বিচার হইতে পারিলে, সেই সকল কারণ একি মোকদ্দমায় ধরা যাইতে পারিবেক। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, ঐ মোকদ্দমাতে যত টাকা কি সম্পত্তির যত মূল্য লইয়া সম্পূর্ণ দাওয়া হয় সেই মূল্যের দাওয়া ঐ আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।

[কোন২ স্থলে নালিশের সেই নানা কারণের পৃথক পৃথক বিচার হইবার হুকুম করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।]

৯।—নালিশ করিবার দুই কি অধিক কারণ যদি একি মোকদ্দমাতে ধরা যায়, ও আদালত যদি বোধ করেন যে সেই সেই কারণ একত্র ধরিয়া অক্লেশে বিচার হইতে

পারে না, তবে আদালত নালিশের সেই সেই কারণের স্বতন্ত্র বিচার হইবার হুকুম করিতে পারিবেন।

[জমীর ওয়াসিলাতের দাওয়া নালিশের ভিন্ন২ কারণ জ্ঞান হইবার কথা।]

১০।—জমী উদ্ধার করিবার দাওয়া ও সেই জমীর ওয়াসিলাতের দাওয়া ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার অর্থমতে নালিশের ভিন্ন২ কারণ জ্ঞান হইবেক।

[একি জিলার ভিন্ন২ এলাকায় যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার বাবৎ মোকদ্দমার কথা।]

১১।—ভূমি কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা হইলে, যদি সেই সম্পত্তি একি জিলার সীমানার মধ্যে কিন্তু ভিন্ন২ আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে, তবে সেই জমীর কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির কোন ভাগ যে কোন আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ঐ মোকদ্দমা ব্যতিক্ত সম্পত্তির মূল্য বুঝিয়া সম্পূর্ণ দাওয়া ঐ আদালতের বিচার্য্য হয়, এমত স্থলে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার অনুমতি পাইবার জন্যে জিলার আদালতে প্রার্থনা করিবেন।

[ভিন্ন২ জিলাতে যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার মোকদ্দমার কথা।]

১২।—সেই প্রকারে যদি ভূমি সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলার সীমানার মধ্যে থাকে, এবং যে জমী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা হয়, তাহার কোন ভাগ যে কোন আদালতের এলাকায় থাকে, সেই আদালত অন্য প্রকারে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ মোকদ্দমা তাহাতে করা যাইতে পারিবেক। এমত স্থলে, যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার অনুমতি সদর আদালতের নিকটে প্রার্থনা করিবেন। যদি জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তবে ঐ আদালত যে জিলার আদালতের অধীন থাকেন তাঁহার দ্বারা ঐ প্রার্থনা করিবেন।

[ভিন্ন২ সদর আদালতের অধীন জিলার আদালতের স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমা হইবার কথা।]

১৩।—ভূমি সম্পত্তি যে২ জিলার আদালতের সীমার মধ্যে থাকে সেই২ জিলা যদি ভিন্ন২ সদর আদালতের অধীন হয়, তবে যে জিলাতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহা যে সদর আদালতের অধীন থাকে সেই সদর আদালতে ঐ প্রার্থনা করিতে হইবেক, ও যে সদর আদালতে প্রার্থনা করা যায় সেই সদর আদালত, অন্য জিলা যে সদর আদালতের অধীন থাকে তাহার সঙ্গে ঐক্য হইয়া, ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

[জমী আদালতের এলাকার সীমাস্থানে পড়িলে ও অন্য আদালতের এলাকার শামিলে আছে, আসামী এই কথা কহিলে সেই জমীর মোকদ্দমার কথা।]

১৪।—জমী লইয়া কোন মোকদ্দমা হইলে, যদি সেই জমী আদালতের এলাকার সীমানার স্থানে থাকে, ও সেই জমী ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে নয় বলিয়া যদি আসামী ঐ মোকদ্দমা শুনিবার আপত্তি করে, তবে আদালত সেই কথার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। ও সেই জমী তাঁহার এলাকার শামিলে আছে ইহা জানিতে পাইলে, সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। পরন্তু, ঐ বিবাদের জমী অন্য আদালতের এলাকার অন্তর্গত কোন মহালের কি কিস্মতের কি তৌজির অন্য প্রভেদ অংশের শামিল আছে, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারক পূর্ব্বে এমত নিষ্পত্তি করিয়াছেন ইহা যদি প্রকাশ হয়, তবে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়াছে সেই আদালত ঐ নালিশের আরজী অগ্রাহ্য করিবেন, কিম্বা উপযুক্ত আদালতে দাখিল করিবার জন্যে ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেন।

[স্বত্ব নির্ণয়ের মোকদ্দমা।]

১৫।—কেবল স্বত্ব নির্ণয়ার্থ ডিক্রীর কি হুকুমের প্রার্থনা হইয়াছে বলিয়া, কোন মোকদ্দমায় আপত্তি হইতে পারিবেক না। দেওয়ানী আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে অন্যের উপকারার্থে কোন ফল প্রদান না করিয়াও স্বত্ব নির্ণয়ের ডিক্রী জারী করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মোকদ্দমা প্রথম কর্ম্মের বিধি।

[উভয় পক্ষের নিজে কিম্বা প্রামাণ্য মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার কথা।]

১৬।—দেওয়ানী আদালতে যে সকল দরখাস্ত করিতে হয় তাহা দরখাস্তকারী আপনি কিম্বা তাহার স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা কিম্বা তাহার তরফে কার্য্য করিতে উচিত মতে নিযুক্ত উকীলের দ্বারা দাখিল করিবেক। ও কোন দেওয়ানী আদালতে যে সকল পক্ষের হাজির হইতে হয়, তাহারা নিজে হাজির হইবেক, কিম্বা তাহারদের স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা কিম্বা তাহারদের তরফে কার্য্য করিতে উচিতমতে নিযুক্ত উকীলের দ্বারা হাজির হইবেক। কিন্তু যদি এই আইনেতে সেই বিষয়ের অন্য প্রকারের স্পষ্ট বিধান থাকে তবে সেই বিধান বহাল থাকিবেক।

[স্বীকৃত মোক্তার কাহাকে বলে তাহার কথা।]

১৭।—উভয়পক্ষ যাহাদের দ্বারা দরখাস্ত দাখিল করিতে ও হাজির হইতে পারিবেক, এমত স্বীকৃত মোক্তারেরা এইং প্রকারের লোক হইতে পারিবেক।

[যাহারা মোক্তারনামা পাইয়াছে তাহারা।]

(১) কোন পক্ষ আদালতের এলাকার মধ্যে না থাকিয়া আপনার তরফে দরখাস্ত করিবার ও হাজির হইবার ক্ষমতা দিয়া যে লোককে আম-মোক্তারনামা দেয়, সেই লোক ঐ প্রকারের মোক্তার হইতে পারে।

[যাহারা অনুপস্থিত লোকেরদের জন্যে বাণিজ্য ব্যবসায় করে তাহারা।]

(২) কোন পক্ষ আদালতের এলাকার মধ্যে না থাকিয়া যদি সেই প্রকারের দরখাস্ত করিবার কি হাজির হইবার কারণে অন্য কোন মোক্তারকে বিশেষমতে ক্ষমতা না দেয় তবে যে লোক তাহার নামে বাণিজ্য ব্যবসায় করে সেই লোক বাণিজ্য ব্যবসায়ের সংক্রান্ত বিষয়ে তাহার মোক্তার হইতে পারে।

[যাহারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহারা।]

(৩) যাঁহারা কোন মোকদ্দমা কিম্বা আদালতের কোন রুবকারী সম্পর্কে আপনারদের পদোপলক্ষে কিম্বা অন্য প্রকারে গবর্ণমেণ্টের তরফে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহারা সেইরূপ মোক্তার হইতে পারেন;

[কোন স্বাধীন রাজার নিমিত্তে মোকদ্দমা চালাইতে যে লোকেরা বিশেষমতে নিযুক্ত হন তাঁহারা।]

(৪) ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের মধ্যে কি বাহিরে যে স্বাধীন রাজা কি স্বাধীন সরদার বাস করেন, তাঁহার আদেশমতে যে লোকদিগকে তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমার তদবীর করিতে কি জওয়াব করিতে গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে বিশেষমতে নিযুক্ত করা যায় তাঁহারা সেইরূপ মোক্তার হইতে পারেন।

[মোকদ্দমার যে যে কার্য্য কোন পক্ষের করিতে আজ্ঞা হয় তাহা তাঁহার স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা হইতে পারিবার ও স্বীকৃত মোক্তারের উপর এত্তেলা প্রভৃতি জারী করিবার কথা।]

এই আইনমতে যখন মোকদ্দমার কোন পক্ষের হাজির হইবার আদেশ হয়, তখন আদালতের অন্য প্রকারের আজ্ঞা না হইলে সেই রূপ স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা সেই পক্ষ হাজির হইতে পারিবেক। ও এই আইনমতে কোন পক্ষের দ্বারা যে কোন কর্ম্ম করা যাইবার আদেশ কি অনুমতি হয়, তাহা তাঁহার স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা করা যাইতে পারিবেক। ও আদালত অন্য রূপ হুকুম না করিলে কোন মোকদ্দমা সম্পর্কে যে সকল এত্তেলা স্বীকৃত মোক্তারকে দেওয়া যায়, কি যে সকল পরওয়ানা তাহার নামে জারী হয়, তাহা সেই মোকদ্দমাসংক্রান্ত সকল কার্য্যের নিমিত্তে নিজ সেই পক্ষকে দিবারমতে কি তাহার উপর জারী হইবার মতে সফল হইবেক। ও

মোকদ্দমার কোন পক্ষের উপর এত্তেলা কি পরওয়ানা জারী করিবার বিষয়ে এই আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা সেই প্রকারের স্বীকৃত মোক্তারের উপর এত্তেলা কি পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্যেতে খাটিবেক।

[উকীলকে নিযুক্ত করিবার কথা ও উকীলেরদের উপর এত্তেলা জারী করিবার কথা।]

১৮। সেই প্রকারে দরখাস্ত করিবার কিম্বা সেই প্রকারে হাজির হইবার জন্যে, উকীলকে লিখনক্রমে নিযুক্ত করিতে হইবেক, ও সেই লিপি আদালতে দাখিল করিতে হইবেক। দাখিল হইলে পর, যাবৎ সেই লিপি অন্যথা করিবার অন্য লিপি আদালতে দাখিল না করা যায় তাবৎ তাহা সম্পূর্ণরূপে বলবৎ জ্ঞান হইবেক। মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন এত্তেলা কি পরওয়ানা, কোন পক্ষের স্বয়ং হাজির হইবার নিমিত্তে হইলে কি না হইলে, যদি সেই পক্ষের উকীলকে দেওয়া যায়, কিম্বা তাহার উপর জারী হয়, কিম্বা সেই উকীলের দপ্তরখানায় কি নিয়ত বাসস্থানে দেওয়া যায়, তবে তাহা ঐ উকীল যে পক্ষের প্রতিনিধি হয় ঐ পক্ষকে উচিতমতে দেওয়া গেল, ও তাহাকে জ্ঞাত করা গেল এমত বোধ হইবেক, ও মোকদ্দমা সম্পর্কীয় সকল কার্য্যের নিমিত্তে তাহা নিজ সেই পক্ষকে দেওয়া যাইবার মতে, কিম্বা তাহার উপর জারী হইবার মতে সফল হইবেক। কিন্তু যদি আদালত অন্য রূপ হুকুম করেন তবে সেই হুকুম বহাল থাকিবেক।

[হুদ্দাদারের কি সিপাহীরা ছুটী পাইতে না পারিলে আপনারদের নিমিত্তে হাজির হইতে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিবার কথা।]

১৯। যখন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ হয়, আপনি মোকদ্দমা চালাইবার কি জওয়াব দিবার জন্যে নিয়মিত কি অন্য প্রকারের ছুটী পাইতে না পারে, তখন সে আপনার পরিবর্ত্তে আপন পরিবারের কোন লোককে কি অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে ও চালাইতে ও তদবীর করিতে কিম্বা বিষয় বিশেষে তাহার জওয়াব দিতে ক্ষমতা দিতে পারিবেক। সেই ক্ষমতা সর্ব্বদাই লিখিয়া দেওয়া যাইবেক ও সেই হুদ্দাদার কি সিপাহী আপনার অধ্যক্ষ সেনাপতি সাহেবের সাক্ষাতে তাহাতে দস্তখৎ করিবেক, ও সেই সাহেবও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ও তাহা আদালতে দাখিল করা যাইবেক। যখন সেই প্রকারে দাখিল করা গিয়াছে তখন ঐ ক্ষমতাপত্র উপযুক্তমতে করা গিয়াছে, ও যে হুদ্দাদার কি সিপাহী তাহা দিয়াছিল সে আপনি মোকদ্দমা চালাইবার ও জওয়াব দিবার নিমিত্তে নিয়মিত ছুটী কি অন্য প্রকারের ছুটী পাইতে পারিল না, ইহার প্রচুর প্রমাণ ঐ সেনাপতি সাহেবের দস্তখৎ হইবেক।

[সেই প্রকার ক্ষমতা গ্রাহ্য লোকের হাজির লইবার কি উকীলকে নিযুক্ত করিবার কথা।]

[illegible]—ইহার পূর্ব্বের ধারামতে হুদ্দাদার কি সিপাহী আপনার নিমিত্তে যে কোন

ব্যক্তিকে মোকদ্দমার তদবীর করিতে কি জওয়াব দিতে ক্ষমতা দেয়, সেই ব্যক্তি ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহী আপনি হাজির হইলে যে প্রকারে করিতে পারিত সেই প্রকারে আপনি ঐ মোকদ্দমার তদবীর করিতে কি জওয়াব দিতে পারিবেক, অথবা ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার কি জওয়াব দিবার জন্যে আদালতের এক জন উকীলকে নিযুক্ত করিতে পারিবেক। আর পূর্ব্বোক্ত হুদ্দাদার কি সিপাহীর স্থানে সেই প্রকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির উপরে কিম্বা সেই হুদ্দাদার কি সিপাহীর নিমিত্তে কি তরফে কার্য্য করিবার জন্যে সেই ব্যক্তির পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কোন উকীলের উপরে, মোকদ্দমা সম্পর্কীয় যে সকল এত্তেলা কি পরওয়ানা জারী হয়, তাহা সেই পক্ষেরই উপরে কিম্বা তাহারই নিযুক্ত উকীলের উপরে জারী হইবার মতে ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় সকল কার্য্যের নিমিত্তে সফল হইবেক।

[কোন২ স্ত্রীলোকের নিজে হাজির না হইবার কথা।]

২১।—দেশের আচার ও রীতিমতে যে স্ত্রীলোকেরদিগকে প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত করান উচিত নয়, তাহারদিগকে আদালতে হাজির করাইতে হইবেক না।

[কোন২ লোককে হাজির না করাইতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি দিবার কথা।]

২২।—কোন লোকের মান বুঝিয়া যদি গবর্ণমেণ্টের বিবেচনামতে তাঁহাকে আদালতে হাজির করান উচিত নয়, তবে গবর্ণমেণ্ট আপনার বিবেচনামতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন, ও আপন বিবেচনামতে সেই মুক্ত করণের অনুগ্রহ রহিত করিতে পারিবেন। যদি সেই প্রকারের কোন লোকদিগকে মুক্ত করা যায়, তবে তাঁহারা যে জিলার প্রধান দেওয়ানী আদালতের মধ্যে বাস করেন সেই জিলার আদালত স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ তাঁহাদের নামের এক ফর্দ্দ পাঠাইবেন, ও সেই প্রকারের লোকেরদের নামের এক এক ফর্দ্দ সেই আদালতে ও সেই জিলার অধঃস্থ ভিন্ন২ আদালতে রাখিতে হইবেক।

নজীর।—এক রাজা আপনার তরফ এক মোক্তারকার নিযুক্ত করিয়া ১৮৫৯ সালের ১ আইনমতে এক নালিশ করিলে ডেপুটী কালেক্টর ঐ রাজাকে নিজে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে তলব দেন তাহাতে সেই রাজা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২২ ধারামতে স্বাধীন ক্ষমতার ওজর দেখাইয়া দরখাস্ত দ্বারা এই প্রার্থনা করে যে তাহার সাধারণ কারপরদাজ অর্থাৎ আম মোক্তারকারের জোবানবন্দি লওয়া হয় অনন্তর ডেপুটী কালেক্টর ঐ আম মোক্তারকারের জোবানবন্দি না লইয়া এইহেতুতে ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস করেন যে সেই আম-মোক্তারকার দ্বারা মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা উচিত ছিল এবং তাঁহার তলব মান্য করিতে রাজা নিজে আবদ্ধ ছিল। এস্থলে অবধারিত হয় যে আম মোক্তারকারের সাক্ষ্য লইয়া সেই সাক্ষ্য প্রমাণে সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে ডেপুটী কালেক্টর আবদ্ধ ছিলেন এবং রাজার স্বাধীন ক্ষমতার কথা কহিয়া হাজির হইতে অস্বীকার করা এবং মোকদ্দমা চালাইতে আম মোক্তারকারের পরিবর্ত্তে এক বিশেষ কারপরদাজ বা মোক্তারকার নিযুক্ত করা সেই মোকদ্দমা ডিসমিস করণের কোন কারণ নহে। মহারাজা জগদিন্দ্র বনোওয়ারি [illegible] বাহাদুর ও অপর—বঃ—সূর্য্যকুমার চৌধুরী ও অপর। ১৮৬৬ সাল ২২ জুলাই।

২৩।—এই ধারা (১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১ ধারামতে) রহিত হইয়াছে।

[নালিশের আরজী কি কৈফিয়ৎ প্রভৃতি সত্য আছে এই কথা মিথ্যা করিয়া লিখিবার দণ্ডের কথা।]

২৪।—কোন নালিশের আরজীর কি বর্ণনাপত্রের কি লিখিত এজহারের কথা সত্য আছে এই কথা যে আরজীতে কি বর্ণনাপত্রে কি এজহারে লিখিবার হুকুম এই আইনেতে হয়, সেই আরজী প্রভৃতি সত্য বলিয়া যে জন লিখে সে যদি তাহার কোন কথা মিথ্যা জানিত কি বিশ্বাস করিত, কিম্বা সত্য বটে ইহা জানিত না কি বিশ্বাস করিত না তবে তৎকালের চলিত আইনের বিধানমতে অসত্য প্রমাণ দিবার কি সাজাইয়া দিবার যে দণ্ড হয় ঐ লোকের সেই দণ্ড হইবেক।

নজীর।—বাদিনীর নাম দিয়া তাহার মোক্তারকার যে এক আরজি তজদিক করে তাহাতে এই বিবরণ থাকে যে, যে কএক কেতা দস্তাবেজের অকৃত্রিমতা বিষয়ে পূর্ব্বের এক মোকদ্দমায় মীমাংসা হইয়াছিল সে তাবৎ জাল এমতে অবধারিত হইল যে [illegible] সালের [illegible] আইনের [illegible] ধারামতে ইহাকে মিথ্যা তজদিক বলা যায় না। [illegible]—[illegible] প্রভৃতি। ১৮৬[illegible] সালের [illegible] সেপ্টেম্বর।

তৃতীয় অধ্যায়।

চূড়ান্ত ডিক্রী না হওয়া মোকদ্দমার কার্য্য। মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বিধি।

[নালিশের আরজী দাখিল করিয়া মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার কথা।]

২৫।—নালিশের আরজী দাখিল করিলে মোকদ্দমা আরম্ভ হইবেক। সেই আরজী ফরীয়াদী আপনি আদালতে দাখিল করিবেক কিম্বা তাহার স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা কিম্বা তাহার তরফে কার্য্য করিতে উচিতমতে নিযুক্ত উকীলের দ্বারা দাখিল হইবেক। কিন্তু এই আইনেতে যদি অন্য কোন প্রকারের বিধান বিশেষমতে হইয়া থাকে, তবে সেই বিধান বহাল থাকিবেক।

[নালিশের আরজীতে যের বৃত্তান্ত থাকিবেক তাহার কথা।]

২৬।—আদালতের সম্মুখে রুবকারী কার্য্যেতে যে ভাষা রীতিমতে চলন, সেই ভাষাতে নালিশের আরজী স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক ও তাহাতে এই এই বৃত্তান্ত থাকিবেক।

(১) ফরিয়াদীর নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি বাসস্থান।

(২) আসামীর নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও বাসস্থান যে পর্য্যন্ত জানা যাইতে পারে সেই পর্য্যন্ত।

(৩) যে প্রকারের উপকার প্রার্থনা হয় তাহা ও দাওয়ার বিষয়, ও মোকদ্দমার মূল কারণ ও সেই কারণ যে সময়ে হইয়াছিল তাহা। ও সেইরূপ মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার জন্যে কোন আইনক্রমে রীতিমতে যে মিয়াদ দেওয়া যায়, তাহার অধিক কাল অবধি যদি মোকদ্দমার কারণ হইয়া থাকে, তবে সেই আইন হইতে মুক্ত হইবার দাওয়া যে কারণে হয় তাহা।

এই স্থলে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

যদি খৎ কি অন্য লিপিক্রমে পাওনা টাকা আদায়ের জন্যে মোকদ্দমা হয় তবে।

এত টাকা পাইবার বাবতে নালিশ। সেই টাকা এত টাকার খৎ (কি বিষয় বিশেষে অন্য লিপিক্রমে) পাওনা হয়। তাহার তারিখ অমুক। ও অমুক তারিখ টাকা আদায়ের দিবস। বিশেষতঃ।

আসল	০০
সুদ	০০
কিছু আদায় হইলে তাহা	০০
বাকী পাওনা	০০

যদি ফরিয়াদী মিয়াদের কোন আইন হইতে মুক্ত হইবার দাওয়া করে তবে এই কথা লিখিতে হইবেক।

অমুক তারিখ অবধি অমুক তারিখ পর্য্যন্ত ফরিয়াদী নাবালগ ছিল (কিম্বা অন্য যে কারণ হয় তাহা লিখিতে হইবেক)।

যদি বিক্রয় করা দ্রব্যের মূল্য আদায়ের জন্যে মোকদ্দমা হয় তবে, এত টাকা পাইবার বাবতে নালিশ। অমুক সালের অমুক তারিখে এত মোন (চাউল কি নীল কি চিনি প্রভৃতি) বিক্রয় হইয়াছিল, তাহার মূল্যের বাবতে ঐ টাকা পাওনা সেই টাকা অমুক সালের অমুক তারিখে দেনা হইল। হিসাব এই।

যদি ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে মোকদ্দমা হয় তবে, ফরিয়াদীর যে ক্ষতি হইয়াছে (যে প্রকারের ক্ষতি হইয়াছে ও টাকার ক্ষতি হইলে তাহার বিশেষ এই স্থানে লিখিতে হইবেক) তাহার জন্যে এত টাকা পাইবার বাবতে নালিশ।

(৪) টাকা ভিন্ন যদি কোন সম্পত্তির দাওয়া হয় তবে তাহার আন্দাজী মূল্য লিখিতে হইবেক।

উদাহরণ এই।

যদি সরকারের খেরাজী কোন মহালের কি মহালের কোন অংশের নিমিত্তে মোকদ্দমা হয় তবে, অমুক জিলার শামিল অমুক নামের অমুক মহালের, কিম্বা মহালের

অমুক অংশের দখল পাইবার বাবতে নালিশ। সেই মহালের সদর জমা এত। তাহার মূল্য অনুমান এত। তাহাতে ফরিয়াদী অমুক সালের অমুক তারিখে বেদখল হইয়াছে (কিম্বা বিষয় বিশেষে বলপূর্ব্বক কি চাতুরীক্রমে বেদখল হইয়াছে) কিম্বা ফরিয়াদী অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে (কিম্বা বিষয় বিশেষে দান কি ক্রয় প্রভৃতির বলে) তাহার অধিকার পাইতে পারে।

(৫) যদি জমীর নিমিত্তে কি জমীতে কোন সম্পর্কের নিমিত্তে দাওয়া হয়, তবে পাট্টা কি সম্পর্ক যে প্রকারের হয় তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। যদি কিসমতের কি অন্য প্রসিদ্ধ ভাগের শামিল কোন জমীর নিমিত্তে, কি বাগান বাড়ী প্রভৃতির নিমিত্তে দাওয়া হয়, তবে তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া, কিম্বা অন্য যে বর্ণনাতে তাহা নিশ্চয়মতে চেনা যাইতে পারে এমত বর্ণনা করিয়া তাহার স্থান নিরূপণ করিতে হইবেক।

(৬) গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কি গবর্ণমেণ্টের নামে যে মোকদ্দমা হয়, কি সরকারী পদোপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারকের দ্বারা কি তাঁহার নামে যে মোকদ্দমা হয়, কি চার্টর প্রাপ্ত যে সমাজের কি যে কোম্পানির কোন কার্য্যকারকের কি ট্রষ্টির দের নাম ধরিয়া ঐ সমাজ কি কোম্পানী নালিশ করিতে পারেন কিম্বা ঐ সমাজের কি কোম্পানির নামে নালিশ হইতে পারে, সেই সমাজের কি কোম্পানির দ্বারা কি তাঁহাদের নামে যে মোকদ্দমা হয়, তাহাতে (১) ও (২) নম্বরমতে ফরিয়াদী কি আসামীর নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি নালিশ পত্রে না লিখিয়া "গবর্ণমেণ্ট" কিম্বা "অমুক স্থানের কালেক্টর" প্রভৃতি যে কার্য্যকারক হন্ তাঁহার খ্যাতি, কিম্বা চার্টর প্রাপ্ত সমাজের নাম কিম্বা কোম্পানির ঐ কার্য্যকারকের কি ট্রষ্টিরদের নাম সকল নালিশপত্রে লিখিতে হইবেক। কিন্তু অন্য সকল মোকদ্দমাতে উভয়পক্ষের সকল লোকের নাম বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

নজীর।—নালিশের মিয়াদ গত হইবার পূর্ব্বদিবসে আদালতে আরজি দাখিল হয়, কিন্তু ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৬ ধারামতে বিবরণ লিখিয়া সংশোধন করান অভিপ্রায়ে তাহা বাদীকে ফেরৎ দেওয়া হয়। তাহার পরদিবস রবিবার হওয়ায় অপর দ্বিতীয়দিবসে আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া তাহা পুনর্ব্বার দাখিল হয়। এস্থলে অবধারিত হইল যে আদালত প্রথম আরজি দাখিল হইবার কালে তমাদি আইনাম বাঁচাইবার কারণ ঐ মোকদ্দমা আরম্ভ হয়, অতএব সংশোধনের পর যে দিবস ঐ আরজি দাখিল হয় তাহা তমাদির অতিরিক্ত হইলেও ইহা মেয়াদ মধ্যে হইয়াছে। শ্যামচাঁদ কুণ্ডু প্রভৃতি—বঃ—কালীকান্ত রায় প্রভৃতি। ১৮৬৩ সাল ৯ মার্চ্চ।

[নালিশের আরজীতে দস্তখৎ হইবার ও সত্য হওয়ার কথা লিখিবার কথা।]

২৭।—নালিশের আরজীতে ফরিয়াদী দস্তখৎ করিবেক, ও তাহার উকীল থাকিলে উকীল দস্তখৎ করিবেন। ও সেই আরজী সত্য, এই কথা ফরিয়াদী তাহার নীচে এই পাঠে কি ইহার মর্ম্মমতে লিখিবেক।

উক্ত নালিশের ফরিয়াদী অমুক আমি ইহা জানাইতেছি, ঐ আরজীতে যে কথা লিখিয়াছে তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

[ফরিয়াদী উপস্থিত না থাকাতে যদি তাহাতে দস্তখৎ করিতে ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে না পারে তবে সেই স্থানের বিধি। চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কি কোম্পানির মোকদ্দমায় ডৈরেক্টর কি সেক্রেটরী সাহেবের তাহা লিখিবার কথা।]

২৮।—ফরিয়াদী উপস্থিত না থাকিলে কি অন্য উপযুক্ত কারণে, যদি ঐ নালিশের আরজীতে দস্তখৎ করিতে ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে না পারে, তবে তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে আদালত যাহাকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, এমত কোন লোককে ফরিয়াদীর তরফে ঐ নালিশের আরজীতে দস্তখৎ করিতে ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে অনুমতি দিতে পারিবেন। কোন কার্য্যকারকের কি ট্রষ্টির নাম ধরিয়া চার্টর প্রাপ্ত যে সমাজ কি যে কোম্পানী নালিশ করিতে পারেন কিম্বা সমাজের কি কোম্পানির নামে নালিশ হইতে পারে সেই সমাজের কি কোম্পানির দ্বারা মোকদ্দমা হইলে, ঐ সমাজের কি কোম্পানির কোন ডৈরেক্টর কি সেক্রেটারী, কিম্বা প্রধান যে কার্য্যকারক মোকদ্দমা ঘটিত বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারেন তিনি, ঐ সমাজের কি কোম্পানির তরফে সেই নালিশের আরজীতে দস্তখৎ করিবেন ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিবেন।

নজীর।—আইনের আদেশিত ঠিক কএক বর্জ্জনীয় স্থল ভিন্ন যে স্থলে বাদী অনুপস্থিতে বা অন্য কোন কারণে আরজীতে দস্তখৎ করিতে পারে নাই সেই সকল স্থল ব্যতীত বাদী ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিকে আরজিতে তজদিক করিতে জিলা আদালত সমূহের দেওয়া উচিত নহে অতএব এই ধারামতে যে স্থলে বাদী নিজে আরজি দাখিল করে নাই সে স্থলে বাদী যে তাহাতে প্রকৃতরূপে দস্তখৎ করিয়াছে এ বিষয়ে আদালতের হৃৎপ্রত্যয় হওয়া উচিত। রাজা নরসিংহ দেব—বং—রামমোহন মুখোপাধ্যায় ও দোষরা ব্যক্তি। ১৮৬২ সালের ৫ নবেম্বর।

[নালিশের আরজীতে আজ্ঞানতের বিশেষ কথা প্রভৃতি লেখা না থাকিলে আদালতের তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা।]

২৯।—নালিশের আরজীতে যে সকল কথা লিখিবার বিধান এই আইনে হইয়াছে তাহা যদি লেখা না থাকে, কিম্বা বিশেষ যে কথা লিখিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহার অধিক ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কি অসম্পর্কীয় কোন কথা যদি লেখা থাকে, কিম্বা সেই সকল কথার যদি অনাবশ্যকমতে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা হয়, কিম্বা এই আইনেতে যেমন বিধান হইয়াছে তেমনি যদি ঐ নালিশের আরজীতে দস্তখৎ না হয়, ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লেখা না যায়, তবে আদালত সেই আরজী অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, কিম্বা আপনার বিবেচনামতে তাহা সংশোধন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

নজীর।—আদালত যে প্রতিকার দিতে পারেন তাহা আরজিতে প্রার্থনা করে ও যে সকল বিষয় অন্য এক মোকদ্দমাতে একবার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে সে তাবতেরও পণ করিতে চাহে

সুতরাং আরজিতে লিখিত শেষ বিষয় আদালত গ্রহণ করিতে পারেন না। এ স্থলে অধীন আদালত বাহুল্য কারণ ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৯ ধারামতে আরজি অগ্রাহ্য করেন। অবধারিত হইল যে মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া যে সকল বিষয় পূর্ব্বের এক মোকদ্দমাতে মীমাংসা কৃত হয় নাই সেই সকল বিষয় মীমাংসা করিয়া পূর্ব্বের মীমাংসা হওয়া বিষয় উল্লেখে যেং এজ-হার থাকে সে তাবৎ উঠাইয়া ফেলিয়া আরজি সংশোধন করাই জিলার জজ সাহেবের উচিত ছিল। রাণী রোসনজীহান—বঃ—সৈএদ ইনায়ৎহোসেন। ১৮৬২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর।

[দাওয়া আদালতের ক্ষমতার অতিরিক্ত হইলে ফিরিয়া দিবার কথা।]

৩০।—ফরিয়াদী দাওয়ার যত টাকা ব্যক্ত করে, কি তাহার আন্দাজী যে মূল্য ধরে, তাহা যদি আদালতের ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়, তবে উপযুক্ত আদালতে দাখিল হইবার জন্যে ঐ আরজী ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।

[দাওয়ার উপযুক্ত মূল্য ধরা না গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা।]

৩১।—দাওয়ার অতিরিক্ত মূল্য ধরা গিয়াছে, কিম্বা মূল্য উপযুক্ত রূপে ধরা গেলেও নালিশের আরজী অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে, আদালত যদি ইহা দেখিতে পান তবে আদালত সেই অতিরিক্ত মূল্য শুধারাইতে, কিম্বা অধিক যত ইষ্ট্যাম্প কাগজ আবশ্যক হয় তাহা দিতে ফরিয়াদীকে আজ্ঞা করিবেন। ও ফরিয়াদী সেই আজ্ঞা না মানিলে আদালত ঐ আরজী অগ্রাহ্য করিবেন।

[ফরিয়াদীর নালিশ করিবার কারণ নাই, কিম্বা মিয়াদ অতীত হওয়াতে নালিশ করিবার ক্ষমতা রহিত হইল আদালতের এই রূপ বিবেচনা হইলে আরজী অগ্রাহ্য করিবার কথা। ও নালিশের আরজী সংশোধন করিবার কথা।]

৩২।—নালিশের আরজীতে যে বিষয় লেখা আছে তাহাতে মোকদ্দমা করিবার কারণ হয় না, কিম্বা মিয়াদ অতীত হওয়াতে নালিশ করিবার ক্ষমতা রহিত হইয়াছে, ঐ নালিশের আরজীর পাঠে, কিম্বা ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যদি আদালতের এই বোধ হয়, তবে আদালত সেই আরজী অগ্রাহ্য করিবেন। পরন্তু যদি উচিত বোধ হয়, তবে আদালত সেই আরজী সংশোধন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

৩৩।—এই ধারা (১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ৯ ধারামতে) রহিত হইয়াছে।

[ফরিয়াদী যদি ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে বাস করে, তবে নালিশের আরজী দাখিল করিবার সময়ে ফরিয়াদীর খরচের জামীন দিবার কথা ও না দিলে নালিশের আরজী অগ্রাহ্য হইবার কথা।]

৩৪।—ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে কোন লোক সচরাচর বাস করিয়া যদি মোকদ্দমা করে, ও যে সম্পত্তি লইয়া সেই মোকদ্দমা হয় তাহা ভিন্ন যদি সেই দেশের মধ্যে তাহার অন্য জমী কি স্থাবর সম্পত্তি না থাকে, তবে সেই মোকদ্দমাতে আসামীর যত খরচ হইতে পারে সেই সমুদয় খরচ দিবার জামিনী, ঐ ফরিয়াদী নালিশের আরজী দাখিল করিবার সময়ে, কিম্বা আদালত অন্য যে সময় নিরূপণ

করেন সেই সময়ের মধ্যে না দিলে, মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবেক না। ও সেই জামিনী না দিলে আদালত নালিশের আরজী ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেন।

[ফরিয়াদী ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করে ইহা দৃষ্ট হইলে মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে খরচার জামীন দিবার হুকুম হইতে পারিবার কথা।]

৩৫।—ফরিয়াদী কেবল এক জন হইয়া ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে বাস করে, ইহা যদি মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে আদালত জ্ঞাত হন, তবে সেই মোকদ্দমাতে আসামীর যত খরচ হইয়াছে ও হইবেক সেই সকল খরচ দিবার জামিনী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে আদালত তাহাকে হুকুম করিবেন। সেই মিয়াদ ঐ হুকুমনামায় নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। সেই নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে যদি সেই জামীন দেওয়া না হয়, ও ৯৭ ধারার বিধানমতে যদি ফরিয়াদীর সেই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার অনুমতি না হয়, তবে আদালত ক্রটিপ্রযুক্ত বলিয়া ফরিয়াদীর বিপক্ষে হুকুম করিবেন।

[নালিশের আরজী অগ্রাহ্য করিবার হুকুমের উপর আপীল হইবার কথা।]

৩৬।—ইহার পূর্ব্বের কোন ধারামতে নালিশের আরজী অগ্রাহ্য হইলে, সেই অগ্রাহ্য করিবার হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক। ২৯ ও ৩১ ধারার লিখিত কোন কারণে নালিশের আরজী অগ্রাহ্য হইলেও তৎপ্রযুক্ত নালিশের সেই কারণে ফরিয়াদীর নূতন আরজী দাখিল করিবার বাধা হইবেক না।

[ভিন্ন ভিন্ন এলাকার শামিল যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার মোকদ্দমাতে কার্য্য করিবার বিধি।]

৩৭।—মোকদ্দমা যে ভূমি, কি স্থাবর অন্য যে সম্পত্তি লইয়া হয়, তাহার এক অংশ যদি আদালতের এলাকার মধ্যে ও অন্য অংশ অন্য এক কি অধিক আদালতের এলাকায় থাকে, তবে আদালত বিষয় বুঝিয়া ১১ কিম্বা ১২ কিম্বা ১৩ ধারার বিধিমতে কার্য্য করিবেন।

[নালিশের আরজী গ্রাহ্য হইতে পারিলে, রেজিষ্টরে যে যে কথা লিখিতে হইবেক তাহার কথা ও সেই রেজিষ্টর লিখিবার পাঠ।]

৩৮।—নালিশের আরজী গ্রাহ্য হইতে পারে আদালত যদি এমত বিবেচনা করেন তবে ২৬ ধারার কথা লিখিয়া রাখিবার এক বহীতে সেই সকল কথা লেখা যাইবেক। সেই বহীর নাম দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর। ও প্রতি বৎসরে নালিশের সকল আরজী যে ক্রমে উপস্থিত করা যায়, সেই ক্রমানুসারে ঐ বহীর লেখা কথাতে নম্বর দিতে হইবেক। এই আইনের শেষে (A) চিহ্নিত তফসীলে যে পাঠ লেখা হইয়াছে সেই পাঠে ঐ রেজিষ্টর লিখিতে হইবেক।

[নালিশের আরজী আদালতে দাখিল হইলে দলীলও উপস্থিত করিবার ও আরজীর সঙ্গে দলীলের এক কেতা নকল দাখিল করিবার, ও আসল দলীলে চিহ্ন দিয়া তাহা ফিরিয়া দিবার কথা ও ফরিয়াদীর ইচ্ছা হইলে নকল না দিয়া আসল দলীল আটক করিয়া রাখিতে আদালতের হুকুম করিবার কথা ও আরজী দাখিল হইবার সময়ে দলীল না দেওয়া গেলে তাহা প্রমাণে অগ্রাহ্য হইবার কথা।]

৩৯।—ফরিয়াদী যদি লিখিত কোন দলীলের উপর মোকদ্দমা করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন দলীলের প্রমাণে আপন দাওয়া সাবুদ করিবার আশা রাখে, তবে আরজী দাখিল করিবার সময়ে সেই দলীল আদালতে উপস্থিত করিবেক, ও নালিশের আরজীর সঙ্গে নথির শামিল করিবার জন্যে ঐ দলীলের এক কেতা নকলও সেই সময়ে দাখিল করিবেক। ঐ দলীল যদি দোকানের খাতার কি অন্য বহীর লেখা কথা হয় তবে লেখা যে কথার উপর নির্ভর করে সেই কথার এক কেতা নকল সমেত সেই বহীও ফরিয়াদী আদালতে উপস্থিত করিবেক। সেই দলীল চিনিবার নিমিত্তে আদালত তৎক্ষণাৎ তাহাতে এক চিহ্ন দিবেন ও সেই নকল দৃষ্টি করিয়া আসলের সঙ্গে তাহা মোকাবিলা করিলে পর আদালত সেই দলীল ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেন। ফরিয়াদী যদি চাহেন তবে নথিতে রাখিবার জন্যে নকল না দিয়া আসল দলীল দিতে পারিবেক। লিখিত সেই প্রকারের যে কোন দলীল উপস্থিত করা যায় তাহা উপযুক্ত কারণ থাকিলে আদালত আটক করিয়া রাখিতে ও যতকাল ও যে নিয়ম আদালতের উচিত বোধ হয় ততকাল পর্য্যন্ত সেই নিয়মমতে আদালতের কোন আমলার জিম্মায় রাখিতে হুকুম করিতে পারিবেন। নালিশের আরজী দাখিল করিবার সময়ে ফরিয়াদী যে দলীল উপস্থিত না করে, এমত কোন দলীল মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে তাহার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক না। কেবল আদালত অনুমতি দিলে গ্রাহ্য হইবেক।

[আসামীর নিকটে যে দলীল থাকে তাহা উপস্থিত করাইতে ফরিয়াদীর প্রয়োজন হইলে তাহার কথা।]

৪০।—আসামীর কাছে কিম্বা তাহার ক্ষমতার মধ্যে থাকা কোন দলীল উপস্থিত করা যায় ফরিয়াদীর যদি এমত প্রয়োজন থাকে তবে তাহা উপস্থিত করাইবার আজ্ঞা আসামীকে দেওয়া যাইতে পারে, এই কারণে ফরিয়াদী নালিশের আরজী দিবার সময়ে ঐ দলীলের বর্ণনাও আদালতে দিবেক।

আসামীকে শমন করিবার বিধি।

নালিশের আরজী রেজিষ্টরী করা গেলে আসামীর নামে শমনজারী হইবার কথা। ঐ শমন ইষু নির্ণয় করিবার নিমিত্তে, কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে হইবার কথা।]

৪১।—নালিশের আরজী রেজিষ্টরী হইলে পর, বিচারকর্ত্তার দস্তখৎ ও আদালতের মোহরযুক্ত এক শমন আসামীর নামে বাহির হইবেক। তাহার মর্ম্ম এই যে আসামী ঐ শমনের নিরূপিত দিনে আপনি হাজির হইয়া, কিম্বা আদালতের যে উকীল উপযুক্তমতে উপদেশ পাইয়া মোকদ্দমা সম্পর্কীয় গুরুতর সকল সওয়ালের উত্তর দিতে পারেন এমত উকীলের দ্বারা, কিম্বা সেই সকল সওয়ালের উত্তর করিতে পারে এমত অন্য কোন লোক উকীলের সঙ্গে দিয়া সেই উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া দাওয়ার জওয়াব করে। ঐ শমন কেবল ইষু নির্ণয় করিবার নিমিত্ত হয়, কি মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে হয়, এই কথা আদালত শমন দিবার সময় নির্দ্ধার্য্য করিবেন, ও তদনুসারে শমনে আদেশ থাকিবেক।

[আসামী কি ফরিয়াদী ৫০ মাইলের মধ্যে কিম্বা আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে কোন স্থানে থাকিলে তাহার স্বয়ং হাজির হইবার কথা।]

৪২।—আসামী নিজে হাজির হয় এমত হুকুম করিবার কারণ যদি আদালত জানেন, তবে শমনে এই হুকুম থাকিবেক যে আসামী ঐ শমনের নিরূপিত দিনে আপনি আদালতে হাজির হয়। ও সেই দিনে ফরিয়াদীও আপনি হাজির হয়, এমত হুকুম করিবার কারণ আদালত জানিলে তাহাকেও হাজির হইতে হুকুম করিতে পারিবেন। পরন্তু আদালতের বৈঠক যে স্থানে হয় তাহা হইতে পঁচিশ ক্রোশের অধিক দূর কোন স্থানে আসামী কি ফরিয়াদী সেই সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে বাস করিলে তাহার নিজে হাজির হইবার হুকুম হইবেক না, কিন্তু আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করিলে হইতে পারিবেক।

[অসামীকে দলীল উপস্থিত করাইবার হুকুম শমনে থাকিবার কথা।]

৪৩।—আসামীর কাছে কিম্বা তাহার ক্ষমতার মধ্যে থাকা যে কোন লিখিত দলীল দৃষ্টি হইবার প্রার্থনা ফরিয়াদী করে, কিম্বা যে দলীলের দ্বারা আসামী আপনার জওয়াব সাবুদ করিতে মনস্থ করে, তাহাও উপস্থিত করিবার হুকুম আসামীর হাজির হইবার ঐ শমনে থাকিবেক।

[শমন লিখিবার পাঠের কথা।]

৪৪।—এই আইন সংলগ্ন (B) চিহ্নের যে তফসীল আছে তদনুসারে কিম্বা তাহার মর্ম্মমতে শমনে লিখিতে হইবেক।

[আসামীর হাজির হইবার দিন নিরূপণ যে প্রকারে করিতে হইবেক তাহার কথা।]

৪৫।—আসামী যে স্থানে বাস করে ও শমনজারী করিবার যতকাল লাগিবেক তাহা বিবেচনা করিয়া আদালত আসামীর হাজির হইবার দিন নির্দ্ধার্য্য করিবেন। ও আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা আসামীর জওয়াব করিতে হাজির হইবার উপযুক্ত সময় থাকে, ইহা বুঝিয়া দিন নির্দ্ধার্য্য হইবেক।

[চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কি কোম্পানির নামে নালিশ হইলে তাহার ডৈরেক্টরের কি সেক্রেটারীর হাজির হইবার হুকুম করিবার কথা।]

৪৬।—যদি চার্টর প্রাপ্ত কোন সমাজের কি কোম্পানির নামে নালিশ হয়, ও সেই সমাজের কি কোম্পানির কোন কার্য্যকারকের কি ট্রষ্টিরদের নাম ধরিয়া ঐ সমাজের কি কোম্পানী নালিশ করিতে পারেন, কিম্বা তাঁহাদের নামে নালিশ হইতে পারে, তবে আদালত উচিত বোধ করিলে ঐ সমাজের কি কোম্পানির কোন ডৈরেক্টরের কি সেক্রেটারীর কিম্বা প্রধান অন্য যে কার্য্যকারক মোকদ্দমা সংক্রান্ত গুরুতর সকল সওয়ালের উত্তর দিতে পারিবেন তাঁহার নিজে হাজির হইবার হুকুম করিতে পারিবেন।

আসামীর উপর শমনজারী করিবার বিধি।

[আদালতের আমলার দ্বারা শমনজারী হইবার কথা।]

৪৭।—শমনপত্র আদালতের নাজিরকে কি উপযুক্ত অন্য আমলাকে দেওয়া যাইবেক, ও তিনি আপনি কি আপনার অধীন কোন আমলার দ্বারা তাহা জারী করাইবেন ও তাহার উপযুক্তমতে জারী হইবার দায় ঐ নাজির প্রভৃতির প্রতি থাকিবেক।

[শমন যে রূপে জারী হইবেক তাহার কথা ও আসামী অনেক জন থাকিলে শমনজারীর কথা।]

৪৮।—বিচারকর্ত্তার দস্তখৎ ও আদালতের মোহরযুক্ত শমন পত্রের এক কেতা নকল আসামীকে দিলে কি তাহাকে দেখাইয়া তাহা লইতে বলিলে শমনজারী হইবেক। যদি আসামী এক জনের অধিক থাকে, তবে এক এক জন আসামীর উপর শমনজারী করিতে হইবেক।

[নিজ আসামীর উপর শমনজারী হইতে পারিলে হইবেক কিম্বা মোক্তারের উপর জারী হইলে সিদ্ধ হইবার কথা।]

৪৯।—নিজ আসামীর উপর শমনজারী করিতে পারিলে করিতে হইবেক। কিন্তু তাহার সেই শমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার থাকিলে, সেই মোক্তারের উপর শমন জারী হইলে সিদ্ধ হইবেক।

[শমন গ্রহণ করিবার মোক্তার যাঁহারা হইতে পারে তাহাদের কথা।]

৫০।—১৭ ধারামতে যে ক্ষমতাপন্ন মোক্তারদের কথা আছে তাহারা, ভিন্ন আদালতের এলাকার মধ্যে যে কোন লোক বাস করে, সে শমন পত্র ও অন্য অন্য পরওয়ানা গ্রহণ করিবার মোক্তারী পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেক।

[সেই প্রকারে মোক্তারকে লিখিত পত্রদ্বারা নিযুক্ত করিবার ও সেই লিপি আদালতে দাখিল করিবার কথা।]

৫১।—সেই প্রকারের মোক্তারকে লিখিত পত্রের দ্বারা নিযুক্ত করিতে হইবেক। ও তাহাকে নিযুক্ত করিবার আসল লিপি, কিম্বা আম-মোক্তারনামা হইলে তাহার এক কেতা নকল, আদালতে দাখিল করিতে হইবেক।

[গবর্ণমেন্টের মোক্তার।]

৫২।—প্রত্যেক আদালতে গবর্ণমেন্টের যে উকীল থাকেন, তিনি সেই আদালত হইতে গবর্ণমেন্টের নামে বাহির হওয়া শমন ও আদালতের অন্য সকল পরওয়ানা গ্রহণ করিবার নিমিত্তে গবর্ণমেন্টের মোক্তার স্বরূপ জ্ঞান হইবেন।

[যদি আসামীর সন্ধান না পাওয়া যায় ও তাহার মোক্তার না থাকে তবে তাহার পরিবারের কোন পুরুষের উপর শমনজারী হইবার কথা।]

৫৩।—যদি আসামীর সন্ধান না পাওয়া যায়, ও শমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার মোক্তার না থাকে, তবে সেই শমন তাহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত যে কোন পুরুষ তাহার সঙ্গে বাস করে তাহার উপর জারী হইতে পারিবেক।

[যাহার উপর শমনজারী হইল শমন পত্রের পৃষ্ঠে তাহার দস্তখৎ করিবার কথা। কিন্তু দস্তখৎ না হইলেও শমনজারী হইলে সিদ্ধ হইবেক।]

৫৪।—শমন নিজ আসামীর উপর জারী হইলে কি তাহার তরফে কোন মোক্তারের কি অন্য লোকের উপর জারী হইলে পর, ঐ শমনজারী হইয়াছে আসল শমন পত্রের কিম্বা আদালতের মোহরযুক্ত তাহার এককেতা নকলের পৃষ্ঠে লেখা এই কথায় ঐ শমনজারী করণীয়া সেই আমলা, যাহার উপর জারী করিয়াছে তাহাকে, দস্তখৎ করিতে আজ্ঞা করিবেক। সেই লোক যদি দস্তখৎ করিতে স্বীকার না করে তবে তাহা জারী হইয়াছে ইহার প্রমাণ অন্য কোন প্রকারে আদালতের হুকুমমতে করা গেলে তাহাই সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক।

[শমনজারী হইতে না পারিলে তাহার নকল বসত বাটীর দ্বারে লাগাইবার কথা ও আসামী উল্লিখিত স্থানে বাস না করিলে জারী না হওনের কথা পৃষ্ঠে লিখিয়া ফিরিয়া দিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

৫৫।—যদি আসামীর সন্ধান পাওয়া না যায়, ও শমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন মোক্তার না থাকে, ও যাহার উপর শমনজারী হইতে পারে এমত অন্য লোকও না থাকে, তবে আসামী যে বাটীতে বাস করে তাহার বাহিরের দ্বারে ঐ শমন

জারী করণীয়া আমলা ঐ শমনের নকল লটকাইবেক। ও আসামী শমনের লিখিত স্থানে যদি বাস না করে তবে শমনজারী করণীয়া আমলা তাহা জারী করিতে পারিল না এই কথা পৃষ্ঠে লিখিয়া, ঐ শমন যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে ফিরিয়া দিবেক। কিন্তু শমনের লিখিত স্থান ভিন্ন ঐ আদালতের এলাকার শামিল অন্য কোন স্থানে আসামীকে পাওয়া যায় কি তাহার নিবাস আছে, ঐ শমন জারী করণীয়া আমলা এমত সম্বাদ পাইলে, শমন জারী করিবার জন্যে সেই স্থানে যাইতে পারিবেক।

[শমনজারী হইলে, যে সময়ে ও যেপ্রকারে জারী হয় তাহা পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।]

৫৬।—যদি শমনজারী হয়, তবে যে সময়ে ও যে প্রকারে জারী হইয়াছে তাহা শমনজারী করণীয়া আমলা আসল শমনের কিম্বা আদালতের মোহরযুক্ত তাহার নকলের পৃষ্ঠে লিখিবেক।

[শমনজারী না হইয়া ফিরিয়া আনা গেলে, ও আসামী ঐ শমন হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাইতেছে ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে তাহা অন্য প্রকারে জারী করিবার কথা।]

৫৭।—শমন যদি জারী না হইয়া আদালতে ফিরিয়া আনা যায়, ও শমনজারী না হয়, এই অভিপ্রায়ে আমলা আদালতের অভিপ্রায় হইতে সঙ্গোপনে থাকে এমন বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ আছে, ইহা যদি ফরিয়াদী আদালতের হৃদ্বোধমতে দেখাইতে পারে তবে আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে ও আসামী যে স্থানে শেষে বাস করিয়াছে জানা গেলে তাহার সেই শেষ বাসগৃহের দ্বারে ঐ শমনপত্রের এককেতা নকল লটকাইয়া তাহা জারী হয়, আদালত এমত হুকুম করিতে পারিবেন, কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে উচিত বোধ করেন শমন সেই প্রকারে জারী হয়, এমত আজ্ঞা করিবেন। ও আদালতের হুকুমক্রমে অন্য যে প্রকারে শমনজারী হয়, তাহা পূর্ব্বের লিখিত প্রকারে জারী হইবার মতে সর্ব্বতোভাবে সফল হইবেক।

[শমন অন্য প্রকারে জারী হইবার আজ্ঞা হইলে হাজির হইবার সময় নিরূপণের কথা।]

৫৮।—ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত শক্তিক্রমে যদি আদালতের হুকুম মতে শমন অন্য প্রকারে জারী হয়, তবে বিষয় বুঝিয়া আসামীর হাজির হইবার যে সময় নিরূপণ করিতে হয় আদালত এমন সময় নিরূপণ করিবেন।

[আসামী অন্য আদালতের এলাকায় বাস করিলে ও শমন গ্রহণ করিবার তাহার মোক্তার না থাকিলে শমন যে প্রকারে জারী হইবেক তাহার কথা।]

৫৯।—মোকদ্দমা যে আদালতে করা যায় তাহার এলাকার ভিন্ন যদি আসামী অন্য

কোন আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করে, ও শমন গ্রহণ করিতে পারে, তাহার এমত মোক্তার যদি না থাকে, তবে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই আদালত আপনার কোন আমলার দ্বারা কিম্বা ডাকযোগে, অর্থাৎ যে উপায়ে অতি সুবিধামতে শমনজারী হয় সে উপায়ে, আসামী যে স্থানে বাস করে, সেই স্থান যে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে সেই আদালতে ঐ শমন পাঠাইবেন, ও বিষয় বুঝিয়া আসামীর হাজির হইবার যে সময় নিরূপণ করিতে হয় এমত সময় নিরূপণ করিবেন। যে আদালতে ঐ শমন পাঠান যায় ঐ আদালত সেই শমন পাইলে উপরের বিধান-মতে জারী হইবার জন্যে, ঐ আদালতের নাজিরকে কি উপযুক্ত অন্য আমলাকে দিবেন, ও শমনজারী করণীয় আমলা তাহা ফিরিয়া আনিলে, যে আদালত হইতে প্রথমে বাহির হইল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবেক।

[আসামী ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে বাস করিলে, ও শমন গ্রহণ করিবার তাহার মোক্তার না থাকিলে শমনজারী হইবার ও হাজির হইবার সময়ের কথা, ও হাজির না হইলে কোন নিয়মাধীনে মোকদ্দমা চলিবার হুকুম করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।]

৬০।—আসামী ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে যদি বাস করে, ও তাহার শমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন মোক্তার না থাকে, তবে আসামী যে স্থানে থাকে সেই স্থানের নাম, ও আসামীর নাম, শমনের শিরনামায় লিখিয়া তাহা ডাকযোগে তাহার নিকট পাঠান যাইবেক। তাহা হইলে আদালত ঘর যে স্থানে আছে সেই স্থান হইতে ডাকযোগে আসামীর বাস স্থানে পত্র পঁহুছিবার যত দিন লাগে, তাহা বুঝিয়া আসামীর হাজির হইবার সময় নিরূপণ করিতে হইবেক, ও মোকদ্দমার শুনিবার যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে, কিম্বা তখন মুলতবী রাখিয়া অন্য দিনে মোকদ্দমা শুনা যায় সেই দিনে, যদি আসামী আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, তবে ফরিয়াদী আদালতে দরখাস্ত করিলে, আদালত যে প্রকারে ও যে নিয়মে উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে ও সেই নিয়মে ফরিয়াদী মোকদ্দমা চালাইতে পারে এমত হুকুম করিতে পারিবেন।

[স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্তে মোকদ্দমা হইলে সেই সম্পত্তি যে কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকে তাহার উপর কোন২ স্থলে শমনজারী হইবার কথা।]

৬১।—মোকদ্দমা যদি জমীর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির বাবৎ হয়, ও কোন কারণে সেই শমন নিজ আসামীর উপর জারী হইতে না পারে, ও আসামীর শমনপত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন মোক্তার না থাকে, তবে সেই জমী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি আসামীর যে কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকে তাহার উপর শমনজারী হইতে পারিবেক।

[সরকারের চাকরেরদের ও সেনাপতিরদের ও সৈন্যেরদের উপর
শমন জারী করিবার বিধি ।]

৬২ ।—আসামী যদি সরকারী কর্ম্মে থাকে, তবে যে দপ্তরখানায় কর্ম্ম করে তাহার প্রধান কার্য্যকারকের নিকটে সেই শমনের এক কেতা নকল পাঠাইলে অতি সুবিধামতে জারী হইতে পারিবেক, আদালত এমত বিবেচনা করিলে, ঐ শমন তাহার উপর জারী হইবার জন্যে, সেই কার্য্যকারকের নিকটে পাঠাইবেন। আসামী যদি সেনাপতি কি সৈন্য হন, তবে যে পল্টনে থাকেন সেই পল্টনের অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে আদালত ঐ শমনের এককেতা নকল আসামীর উপর জারী হইবার জন্যে পাঠাইবেন। ঐ শমন সৈন্যাধ্যক্ষ যে সাহেবের কি যে কা[illegible]কের নিকটে পাঠান যায়, তিনি যদি পারেন তবে যাঁহার নামে শমন দেওয়া গে[illegible]াহার উপর জারী করাইবেন, ও শমনজারী হইয়াছে ঐ শমনপত্রের পৃষ্ঠে এই[illegible]য় আসামীর দস্তখৎ করাইয়া সেই শমনপত্র আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন। শ[illegible] যাঁহার নামে দেওয়া দিয়াছে তাঁহার উপর যদি কোন কারণে জারী হইতে না[illegible]া, তবে যে কারণে হইতে পারে নাই তাহা লিখিয়া শমনপত্র যে আদালত হইতে [illegible]ঠান গিয়াছে সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবেক। তাহা হইলে আদালত শমনজারী করিবার অন্য যে উপায় উচিত বোধ করেন সেই উপায় মতে জারী করিবেন।

[চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কি কোম্পানির উপর জারী হইবার কথা।]

৬৩ ।—কোন চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কি কোম্পানির নামে মোকদ্দমা হইলেও সেই সমাজ কি কোম্পানি নালিশ করিলে কি তাহারদের নামে নালিশ হইলে যদি তাঁহার কোন কার্য্যকারকের ট্রুষ্টিরদের নাম ধরিয়া নালিশ করিবার কি নালিশ হইবার অনুমতি হয় তবে ঐ কোম্পানির রেজিস্টরী করা দপ্তরখানা থাকিলে সেই দপ্তরখানায় শমন পাঠাইলে কিম্বা পত্রের শিরোনামায় সেই দপ্তরখানার ঠিকানা লিখিয়া পত্রের দ্বারা ডাকযোগে পাঠাইলে, কিম্বা চার্টর প্রাপ্ত ঐ সমাজের কি কোম্পানির কোন ডৈরেক্টর কি সেক্রেটারী কি প্রধান অন্য কার্য্যকারককে দিলে ঐ শমনজারী হইতে পারিবেক।

[শমনের পরিবর্ত্তে পত্র না পাঠাইবার কথা।]

৬৪ ।—যাঁহার হাজির হইবার প্রয়োজন হয়, তিনি যে শ্রেণীর লোক হন তাহা বুঝিয়া যদি বিশেষ সম্মানের যোগ্য হন, তবে শমন না পাঠাইয়া বিচারকর্ত্তার দস্তখৎ ও আদালতের মোহরযুক্ত পত্র কি উপযুক্ত অন্য লিপি তাঁহার নামে পাঠান যাইতে পারিবেক, ও ইহার পূর্ব্বের কোন বিধির কোন কথাতে ইহার বাধা হয় এমত অর্থ করিতে হইবেক না। শমনে যে সকল বিশেষ কথা লিখিবার আজ্ঞা হইল, তা[illegible] সেই পত্রেতে কি অন্য লিপিতে লেখা থাকিবেক ও সেই পত্রাদি লইয়া, সর্ব্ব প্রকারের শমনের ন্যায় কার্য্য হইবেক।

[এমত স্থলে পত্র জারী করিবার কথা।]

৬৫।—ইহার পূর্ব্বের ধারার বলে যদি শমনের পরিবর্ত্তে পত্র কি অন্য লিপি পাঠাইতে হয়, তবে তাহা ডাকযোগে, কিম্বা আদালতের মনোনীত বিশেষ কোন দূতের দ্বারা, কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই প্রকারে পাঠান যাইতে পারিবেক। কিন্তু আদালতের পরওয়ানা গ্রহণ করিতে পারেন আসামীর এমত মোক্তার থাকিলে, ঐ মোক্তারকে ঐ পত্রাদি দেওয়া গেলে তাহা উপযুক্তমতে জারী হইয়াছে জ্ঞান হইবেক।

[ডাকযোগে প্রেরিত শমন ও পত্রাদির উচিতমতে জারী হইবার ও পঁহুছিবার [illegible]ের কথা।]

৬৬। কোন শমন কি পত্র [illegible]ন্য লিপি যাঁহার নামে দেওয়া যায় তাঁহার নিকটে ডাকযোগে পাঠাইবার বিধি [illegible] স্থলে খাটে, এমত স্থলে ঐ শমনের কি পত্রের কি অন্য লিপির উপযুক্তমতে জারী হইবার ও পঁহুছিবার প্রমাণ যদি না থাকে তবে সেই লোকের বাসস্থান উপযুক্তর [illegible] শিরোনামায় লেখা গিয়াছিল ও তাহা "ডাক [illegible]রের কার্য্যনির্ব্বাহের এবং ডাক মাস্[illegible]র নিয়ম করণের এবং ডাকঘরের বিপরীত দোষের দণ্ড করণের বিষয়ি আইন" নামে ১৮৫৪ সালের ১৭ আইনের [illegible] ধারামতে উচিতরূপে তাকে দেওয়া গিয়াছিল ও রেজিষ্টরী করা গিয়াছিল ইহার প্রমাণ যদি হয় তবে ঐ শমন কি পত্রাদির উপযুক্তমতে জারী হইবার ও পঁহুছিবার প্রচুর প্রমাণ হইবেক।

গবর্ণমেণ্টের নামে সরকারী কার্য্যকারকেরদের নামে যে মোকদ্দমা হয় তাহার বিধি।

[গবর্ণমেণ্টের নামে মোকদ্দমা হইলে গবর্ণমেণ্টের উকীলের উপর শমন জারী করিবার ও তাহার হাজির হইবার ও জওয়াব করিবার কথা।]

৬৭।—মোকদ্দমা যদি গবর্ণমেণ্টের নামে হয় তবে গবর্ণমেণ্টের উকীলের উপর শমন জারী করিতে হইবেক, ও গবর্ণমেণ্টের তরফে ঐ নালিশের আরজীর জওয়াব করিবার দিন নিরূপণ করণ সময়ে উপযুক্ত কার্য্যকারক সাহেবেরদের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আবশ্যকমতে লেখা পড়া হইতে পারে, ও গবর্ণমেণ্টের তরফে হাজির হইয়া জওয়াব করিবার উপদেশ গবর্ণমেণ্টের উকীলকে দেওয়া যাইতে পারে, আদালত ইহার উপযুক্ত অবকাশ দিয়া দিন নিরূপণ করিবেন, ও গবর্ণমেণ্টের উকীল প্রার্থনা করিলে আদালত আপনার বিবেচনামতে ঐ মিয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। আরো

* এই আইন এক্ষণে ১৮৬৬ সালের ১৪ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে অতএব উক্ত ১৪ আইন দেখ।

আদালত যদি উচিত বোধ করেন তবে মোকদ্দমা সংক্রান্ত গুরুতর সকল সওয়ালের উত্তর দিতে পারে এমত কোন লোকের হাজির হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[সরকারী পদে যে কর্ম্ম হইয়াছে এমত কোন কর্ম্মের জন্যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরদের নামে নালিশ হইতে তাঁহারদের উপর শমন জারী হইবার কথা।]

৬৮।—গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারকের কোন কর্ম্মের নিমিত্তে ফরিয়াদী যদি তাঁহার নামে নালিশ করে, অথচ সেই কর্ম্ম তিনি আপন পদোপলক্ষে করিয়াছেন ইহা যদি বলে, তবে শমন হইবার পূর্ব্ব লিখিত বিধানমতে সেই কার্য্যকারকের উপর জারী হইবেক।

[সেই কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টে প্রস্তাব করিতে পারেন আদালতের এমত অবকাশ দিবার কথা।]

৬৯।—সেই কার্য্যকারক শমন পাইলে পর যদি নালিশের আরজীর জওয়াব দিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টে কোন কথা প্রস্তাব করা উচিত বোধ করেন, তবে উপযুক্ত কার্য্যকারকেরদের দ্বারা সেই প্রস্তাব করিবার ও তদ্বিষয়ের হুকুম পাইবার যত সময় আবশ্যক হয় তাহা বুঝিয়া আদালত শমনের নিরূপিত মিয়াদ বৃদ্ধি করেন, তিনি এমত প্রার্থনা আদালতে করিতে পারেন, ও সেই প্রকারের প্রার্থনা হইলে, আদালত যত দিন আবশ্যক জ্ঞান করেন তত দিন পর্য্যন্ত মিয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

[যদি গবর্ণমেণ্ট জওয়াব দিতে মনস্থ করেন তবে গবর্ণমেণ্টের উকীলের হাজির হইয়া তাঁহার হাজির হওয়ার কথা রেজিষ্টরে লেখা যায় এমত প্রার্থনা করিবার কথা।]

৭০।—যদি গবর্ণমেণ্ট সেই নালিশের জওয়াব দিতে স্থির করেন,তবে গবর্ণমেণ্টের উকীলকে হা[illegible]র হইয়া সেই নালিশের আরজী জওয়াব দিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ও তিনি প্রার্থনা করিলে আদালত সেই মর্ম্মের মন্তব্য কথা রেজিষ্টরী বহীতে লিখিতে হুকুম করিবেন।

[যদি সেইরূপ প্রার্থনা না হয়, তবে সাধারণ দুই পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমা যেমন চলে তেমনি চলিবার, কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে আসামীকে কয়েদ করিয়া না রাখিবার কথা।]

৭১ ধারা।—আসামী হাজির হইয়া নালিশের আরজী জওয়াব দিবার যে দিন এত্তেলাতে নিরূপিত হইল সেই দিন কি তাহার পূর্ব্বে যদি গবর্ণমেণ্টের উকীল সেই প্রকারের প্রার্থনা না করেন তবে সেই মোকদ্দমা সাধারণ দুই পক্ষের মধ্যে চলিবার মতে চলিবেক। কেবল এই বিশেষ যে, নিষ্পত্তি হইবার আগে আসামীকে কয়েদ করিয়া রাখা যাইতে পারিবেক না।

[কোন২ স্থলে আসামীর নিজে হাজির না হইবার কথা।]

৭২।—সেই প্রকারের কোন মোকদ্দমাতে যদি আদালত আসামীর স্বয়ং হাজির

হইবার আজ্ঞা করেন, ও আপন কর্ম্ম ছাড়িয়া গেলে সরকারী কর্ম্মে অবশ্য ক্ষতি হই-বেক ইহা যদি আসামী আদালতের হৃদ্বোধমতে দেখাইতে পারেন, তবে আদালত তাঁহার হাজির হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন, কিন্তু অনুপস্থিত সাক্ষির জোবানবন্দী যে যে প্রকারে লওয়া যাইতে পারে সেই আসামীর জোবানবন্দী সেই প্রকারেও লওয়া যাইতে পারিবেক।

যাহাদের নাম আদালতে দেওয়া যায় নাই এমত লোকদিগকে মোকদ্দমার একপক্ষের মধ্যে গ্রহণ করিবার বিধি।

[মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া মোকদ্দমাতে যাহাদের সম্পর্ক দৃষ্ট হয় তাহারদিগকে মোকদ্দমার এক পক্ষের মধ্যে গ্রহণ করিতে আদালতের আজ্ঞা করিবার কথা।]

৭৩।—মোকদ্দমা যে বিষয় লইয়া হয় তাহার কোন অংশে কি সম্পর্কে যাহারদের স্বত্ব কি দাওয়া থাকে, কিম্বা মোকদ্দমার শেষ ফলে যাহারদের ক্ষতি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, এমত সকল লোককে মোকদ্দমার দুই পক্ষের মধ্যে ধরা গেল না, কোন মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে যদি আদালতে এমত দৃষ্ট হয়, তবে আদালত মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন, ও সেই সকল লোককে বিষয় বুঝিয়া ফরিয়াদী কি আসামী করা যায় এমত হুকুম করিতে পারি-বেন। এমত স্থলে আসামীর উপর শমন জারী করিবার যে বিধি এই আইনেতে আছে সেই বিধিমতে আদালত সেই লোকেরদের উপর এত্তেলা জারী করাইবেন।

মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে আসামীকে আটক করিয়া রাখিবার বিধি।

[অস্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় আসামী এলাকা ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইলে, তাহার হাজির জামীন লইবার জন্যে ফরিয়াদীর দরখাস্তের কথা।]

৭৪।—জমীর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির মোকদ্দমা না হইয়া অন্য কোন মোকদ্দ-মাতে, ফরিয়াদী হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি তাহার বিলম্ব করিবার জন্য কিম্বা আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাহা জারী করিবার বাধা কি বিলম্ব হয় এই অভিপ্রায়ে যদি আসামী আদালতের এলাকা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়, কিম্বা আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিয়া কি আদালতের এলাকা হইতে স্থানা-ন্তর করিয়া থাকে, তবে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে, কিম্বা তাহার পরে নিষ্পত্তি হইবার অগ্রে কোন সময়ে, ফরিয়াদী আদালতে এই দরখাস্ত করিতে পারিবেক, যে মোকদ্দমাতে আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে আসামী তাহার মতে কর্ম্ম করে এই নিমিত্তে তাহার হাজির হইবার জামীন লওয়া যায়।

[আসামীর জামীন দিবার কারণ নাই ইহা দর্শাইবার জন্যে আদালত তাহাকে আনাইবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন।]

৭৫।—আদালত সেই দরখাস্তকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে পর, ও অধিক যে তদারক আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিলে পর, যদি এমত বুঝিতে পান যে, আসামী ফরিয়াদী হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যে কি তাহার বিলম্ব করিবার জন্যে আদালতের এলাকা হইতে স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত আছে, কিম্বা কোন ডিক্রীজারীর বাধ কি বিলম্ব হয় এজন্যে আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিয়াছে, কিম্বা আদালতের এলাকা হইতে স্থানান্তর করিয়াছে, ইহা যদি বিশ্বাস করিবার কারণ আছে তবে আসামীর উত্তম ও উপযুক্ত হাজিরজামীন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, এমত কারণ দর্শাইবার জন্যে তাহাকে আদালতের সম্মুখে আনাইতে আজ্ঞা করিয়া আদালত উপযুক্ত আমলাকে পরওয়ানা দিবেন।

[আসামী কারণ দর্শাইতে না পারিলে তাহার জামীন দিবার হুকুমের কথা ও আপীলের কথা।]

৭৬।—যদি আসামী সেইরূপ কারণ দেখাইতে না পারে, তবে মোকদ্দমা যত কাল উপস্থিত থাকে, ও মোকদ্দমাতে তাহার বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী যতকাল জারী না হয় কি শোধ হয় ততকাল তাহাকে কোন সময়ে তলব করা গেলে সে হাজির হয়, এই নিমিত্তে আদালত তাহাকে জামীন দিতে আজ্ঞা করিবেন। ও তাহার জামীন কি জামিনেরা এই করার করিবেক যে, আসামী যদি হাজির না হয় তবে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিমতে তাহার যত টাকা দিবার হুকুম হয় সেই টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আমরা দিব। এই ধারার বিধানমতে আদালত যে কোন হুকুম করেন তাহার উপর আসামী আপীল করিতে পারিবেক।

[জামীনের পরিবর্ত্তে টাকা আমানৎ।]

৭৭।—যদি আসামী হাজির জামিনী না দিয়া তাহার উপর যে দাওয়া আছে মোকদ্দমার খরচা সমেত সেই দাওয়ার যত টাকা হয় তত টাকা কি তত মূল্যের সম্পত্তি আমানৎ করিতে চাহে তবে আদালত সেই আমানৎ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

[আসামী জামিনী না দিলে তাহাকে হাজতে রাখিবার কথা।]

৭৮।—যদি আসামী জামিনী না দেয় ও উপযুক্ত টাকা আমানৎ করিতে প্রস্তাব না করে, তবে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যতকাল না হয়, কিম্বা আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাহা যতকাল জারী না হয়, ততকাল আদালত হুকুম করিলে তাহাকে হাজতে রাখা যাইতে পারিবেক।

[আসামীকে অনুপযুক্ত কারণে আটক করিয়া রাখা গেলে তাহার ক্ষতিপূরণের কথা ও ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

৭৯।—উপযুক্ত কারণ না থাকিতেও আসামীকে আটক করিয়া রাখিবার দরখাস্ত

হইয়াছে, আদালত যদি ইহা দেখিতে পান, কিম্বা যদি ক্রুটিপ্রযুক্ত কি অন্য কারণে ফরিয়াদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হয়, কি তাহার বিপক্ষে ডিক্রী হয়, ও মোকদ্দমা করিবার কোন সম্ভাবিত কারণ ছিল না, আদালতের যদি এমত বোধ হয়, তবে আসামী দরখাস্ত দিলে তাহার সেইরূপ আটক থাকাপ্রযুক্ত যে কিছু ক্ষতি কি হানি হইয়া থাকিবেক তাহার পরিশোধে, আদালত হাজার টাকা পর্য্যন্ত যত উচিত বোধ করেন ফরিয়াদীর তত টাকা দিবার হুকুম ডিক্রীতে লিখিবেন। কিন্তু খেসারতের নালিশে ঐ টাকা আদালত যত টাকার ডিক্রী করিতে পারেন, তাহার অধিক টাকার হুকুম এই ধারামতে ক্ষতির পরিশোধে করিবেন না। এই ধারামতে ক্ষতিপূরণের হুকুম হইলে, সেই-রূপ আটক থাকা প্রযুক্ত খেসারতের মোকদ্দমা হইতে পারিবেক না।

[যদি আসামী দেশ ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হয়, তবে আদালতে দরখাস্ত হইবার কথা।]

৮০।—কোন মোকদ্দমার আসামী যদি ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশ ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হয়, ও তাহার বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী হইলে ফরিয়াদীর সেই ডিক্রীজারি করিবার বাধা কি বিলম্ব হইবেক কি হইতে পারিবেক, তাহার যদি এত কাল বিদেশে থাকিবার মানস হয়, তবে ফরিয়াদী পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মের ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দরখাস্ত আদালতে করিবেক, ও তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বের বিধিমতে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য হইবেক।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে সম্পত্তি ক্রোক করিবার বিধি।

[ডিক্রীর পূর্ব্বে আসামীর স্থানে ডিক্রীমতে কার্য্য করিবার জামিনী লইবার ও তাহা না দিলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।]

৮১।—আসামীর বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হইতে পারে সেই ডিক্রীজারীর বাধা কি বিলম্ব হয় এই মানসে যদি আসামীর আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিতে, কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের এলাকা হইতে তদ্রূপ কিছু সম্পত্তি স্থানান্তর করিতে উদ্যত হয় তবে ফরিয়াদী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কালে কিম্বা তৎপরে নিষ্পত্তি হইবার আগে কোন সময়ে ঐ আদালতে এই দরখাস্ত করিতে পারিবেক যে, মোকদ্দমায় আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে সে ঐ ডিক্রীমতে কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত জামিনী দেয়, ও না দিলে, আদালতের যাবৎ অন্য হুকুম না হয় তাবৎ তাহার স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকে আদালতের এমত হুকুম হয়।

[দরখাস্ত যে প্রকারে করিতে হইবেক।]

৮২।—যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হয় তাহাও একং দ্রব্যের কি দফার অনুমান যত মূল্য হয় তাহা ঐ দরখাস্তে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক, ও আসামী পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছে, ঐ দরখাস্ত করিবার সময়ে ফরিয়াদীর এমত এজহার করিতে হইবেক।

[যে পরওয়ানা জারী হইবেক তাহার পাঠ।]

৮৩।—ডিক্রীজারী হইবার বাধা কি বিলম্ব করিবার নিমিত্তে আসামী আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে উদ্যত আছে, এই কথা দরখাস্ত কারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেও অধিক যে তদারক করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিলে পর যদি আদালত হৃদ্বোধ-মতে জানেন, তবে আদালত উপযুক্ত আমলাকে আসামীর উপর এই হুকুমজারী করিবার পরওয়ানা দিবেন যে, আসামী উক্ত সম্পত্তি কিম্বা তাহার মূল্য কিম্বা ডিক্রীমতে কার্য্য হইবার জন্যে তাহার যত প্রচুর হয় তত ঐ আদালতের হুকুম হইলে উপস্থিত করিবেক ও তাহা লইয়া আদালত যেমন হুকুম করেন তেমনি করিবার জন্যে অর্পণ করিবেক এই প্রকারে, ঐ হুকুমনামাতে যত টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত টাকা জামিনী স্বরূপে আদালতের নিরূপিত সময়ে দাখিল করে, কিম্বা হাজির হইয়া সেই জামিনী দিবার প্রয়োজন না থাকার কারণ জানায়। আরো আদালত ঐ পরওয়ানাতে এই হুকুম করিতে পারিবেন যে, ঐ সমুদয় সম্পত্তি কিম্বা তাহার যত ঐ দরখাস্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত সম্পত্তি অন্য রূপ হুকুম যাবৎ না হয় তাবৎ ক্রোক করিয়া রাখা যায়।

[কারণ না জানান গেলে কি জামীন না দেওয়া গেলে সম্পত্তি ক্রোক হইবার ও ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।]

৮৪।—যদি আসামী সেইরূপ কারণ না জানাইতে পারে কি যে জামিনী দিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহা আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে না দেয়, তবে দরখাস্তে যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা আগে ক্রোক না হইলে, আদালত তাহা, কিম্বা ডিক্রী-মতে কার্য্য হইবার জন্যে যত সম্পত্তি প্রচুর হয় তাহা অন্যরূপ হুকুম যতকাল না হয় ততকাল ক্রোক করিয়া রাখা যায়, এমত হুকুম করিতে পারিবেন। যদি আসামী তদ্রূপ কারণ জানায়, কিম্বা হুকুমমতে জামিনী দেয়, ও দরখাস্তের লেখা সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ যদি আগে ক্রোক হইয়া থাকে তবে, আদালত সেই ক্রোক উঠাইয়া দিতে হুকুম করিবেন।

[সম্পত্তির ক্রোক যে প্রকারে হইবেক তাহার কথা ও আপীলের কথা।]

৮৫।—যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবেক তাহার প্রকার বুঝিয়া টাকা ডিক্রী-জারী ক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে বিধি ইহার পরে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, সেই বিধি-

মতে ক্রোক করিতে হইবেক। ইহার পূর্ব্বের ধারামতে সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে কোন হুকুম হয় তাহার উপর আসামী আপীল করিতে পারিবেক।

[নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহার উপর দাওয়া হইলে তাহার বিচারের কথা।]

৮৬।—নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর যদি কেহ দাওয়া করে, তবে টাকার ডিক্রীজারী ক্রমে যে সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহার উপর কোন দাওয়ার বিচার করিবার যে বিধি ইহার পরে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে সেই বিধিমতে ঐ দাওয়ার বিচার হইবেক।

[জামিনী দেওয়া গেলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।]

৮৭।—নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে যদি সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তবে আসামী পূর্ব্বোক্ত মতের জামিনী, ও ক্রোক করিবার খরচের জামিনী দিলে যে আদালত হইতে ক্রোক করিবার হুকুম হইয়াছিল সেই আদালত কোন সময়ে ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবেন।

[অনুপযুক্ত কারণ প্রভৃতিতে ক্রোক হইবার দরখাস্ত হইতে ক্ষতিপূরণের কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

৮৮।—যে কারণে ক্রোক হইবার দরখাস্ত হইয়াছিল তাহা যদি আদালতের বিবেচনাতে মাতব্বর না হয়, কিম্বা যদি ফরিয়াদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হয়, কিম্বা ক্রটিপ্রযুক্ত কি অন্য কারণে তাহার বিপক্ষে হুকুম হয়, ও আদালতের বিবেচনাতে যদি মোকদ্দমা করিবার কোন সম্ভাবিত কারণ ছিল না, তবে আসামী দরখাস্ত করিলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক হওয়া প্রযুক্ত তাহার যে খরচ কি হানি হইয়াছে তাহার পরিশোধে আদালত হাজার টাকা পর্য্যন্ত যত টাকা উচিত বোধ করেন ফরিয়াদীর তত টাকা দিবার হুকুম ডিক্রীতে লিখিবেন। পরন্তু খেসারতের নালিশে ঐ আদালত যত টাকার ডিক্রী করিতে পারেন, তাহার অধিক টাকার হুকুম এই ধারামতে করিবেন না। এই ধারামতে ক্ষতির পরিশোধে হুকুম হইলে পর সেই ক্রোক করা প্রযুক্ত খেসারতের কোন নালিশ হইতে পারিবেক না।

[সেই মোকদ্দমাতে যাহারা এক পক্ষ না হয় তাহারদের স্বত্বের হানি সেই ক্রোকেতে না হইবার কি ডিক্রীজারীর বাধা না হইবার কথা।]

৮৯।—নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বে যে ক্রোক করা যায় তাহাতে মোকদ্দমার কোন পক্ষের মধ্যে যাহারা না হয় এমত লোকেরদের স্বত্বের হানি হইবেক না, ও আসামীর বিপক্ষে যে কোন লোক পূর্ব্বে ডিক্রী পাইয়া থাকে তাহার সেই ডিক্রীজারীক্রমে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম হইবার দরখাস্ত করিতে বাধা হইবেক না।

[প্রতারণা করিয়া যে ডিক্রী পাওয়া যায় তাহার জারী হইবার দরখাস্ত হইলে, ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম আদালতের স্থগিত করিবার কথা।]

৯০।—যে ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তির নীলাম হইবার দরখাস্ত হয়, সেই ডিক্রী

চাতুরীক্রমে কিম্বা অন্য প্রকারে অনুচিতমতে পাওয়া গিয়াছে এমত বোধ করিবার উপযুক্ত হেতু আছে নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বে সম্পত্তি ক্রোক করিবার হুকুম যে আদালত করিয়াছিলেন, সেই আদালত যদি এমত বুঝিতে পান, তবে ঐ ডিক্রী সেই আদালতের ডিক্রী হইলে ঐ সম্পত্তির নীলাম হইবার অনুমতি দিতে নারাজ হইতে পারেন। যদি ঐ ডিক্রী অন্য আদালতের ডিক্রী হয়, তবে উপস্থিত মোকদ্দমার ফরিয়াদী সেই ডিক্রী অন্যথা করিবার কার্য্য করিতে পারে এই কারণে ঐ আদালত উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন।

[ভূমি লইয়া মোকদ্দমা হইলে কোন পক্ষকে অগৌণে দখল দেওয়া যায় এমত বিশেষ গতিকের কথা।]

৯১।—যদি সরকারের খেরাজী জমী লইয়া কিম্বা " কোন২ অধিকার সিদ্ধ হওনের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখনের ও জমীদারদিগের ও পত্তনি তালুকদার ওগায়রহের পরস্পর স্বত্বের বিবরণ প্রভৃতির " বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধানমতে যে জমীর সরাসরী নীলাম হইতে পারে এমত জমী লইয়া যদি মোকদ্দমা হয়, তবে যে ব্যক্তি ঐ মহালের কি তালুকের দখিলকার হয় সে যদি সরকারী মালগুজারী দিতে কিম্বা বিষয় বিশেষে মহালের মালিকের পাওনা খাজানা দিতে ত্রুটি করে, ও যদি তৎপ্রযুক্ত নীলাম হইবার হুকুম হয়, তবে ঐ মোকদ্দমার যে পক্ষ দখীলকার নহে সে ঐ নীলাম হইবার পূর্ব্বের পাওনা মালগুজারী কিম্বা খাজানা দাখিল করিলে ও আদালতের যেমন বিবেচনা হয় তেমনি জামিনী দিলে কি না দিলে ঐ জমীর কি তালুকের দখল তাহাকে অগৌণে দেওয়া যাইবেক, ও সেই রূপে যত টাকা দেওয়া গেল তাহা ও তাহার উপর আদালত যে হিসাবে সুদ ধরা উচিত বোধ করেন সেই হিসাবে ঐ টাকার সুদ আসামীর দিতে হইবেক এই আজ্ঞা ডিক্রীতে লিখিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রীর মধ্যে যে কোন হিসাব চুকাইয়া দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে সেই হিসাবে, ঐ দেওয়া টাকা ও তাহার উপর আদালত যে হিসাবে সুদ ধরিবার আজ্ঞা করেন ঐ সুদও লিখিতে পারিবেন।

নিষেধ আজ্ঞা।

[অপচয় প্রভৃতি নিবারণার্থে আজ্ঞার, কিম্বা গ্রাহকের, কি সরবরাহকারের নিযুক্ত হইবার কথা, ও যে স্থলে কালেক্টর সাহেব গ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন তাহার কথা।]

৯২—। কোন মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় সেই সম্পত্তির ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষের দ্বারা অপচয় কি ক্ষতি হইবার কি হস্তান্তর হইবার আশঙ্কা

হয়, এই কথা যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রকাশ করা যায়, তবে আদালত ঐ পক্ষের নামে এই হুকুমজারী করিতে পারিবেন যে তদ্রূপ বিশেষ যে কার্য্যের নালিশ হইয়াছে তাহা করিতে ক্ষান্ত হয় কিম্বা তাহার দ্বারা সম্পত্তির অপচয় কি ক্ষতি কি হস্তান্তর করণ হইতে ও নিবারণ করিবার জন্যে আদালত অন্য যে হুকুম উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন, আর মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়, তাহা রক্ষা করিবার জন্যে কিম্বা তাহা আরো উত্তম রূপে সরবরাহ করিবার কি জিম্মায় রাখিবার জন্যে আদালত আবশ্যক বোধ করিলে ঐ সম্পত্তির গ্রাহক কি সরবরাহকার এক জনকে সর্ব্বদা নিযুক্ত করিতে পারিবেন ও যদি প্রয়োজন হয়, তবে ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির কি ব্যক্তিদিগের দখলে কি জিম্মায় থাকে তাহাদের দখল কি জিম্মা হইতে লইয়া ঐ গ্রাহকের কি সরবরাহকারের জিম্মায় রাখিতে পারিবেন ও সেই সম্পত্তির সরবরাহকারের জন্যে, কিম্বা তাহা রক্ষা করিবার কি আরো উত্তম করিবার জন্যে ও তাহার খাজানা ও উপস্বত্ব আদায় করিবার জন্যে ও সেই খাজানা ও উপস্বত্ব প্রয়োগাদি করিবার জন্যে আদালত যে সকল ক্ষমতা উচিত বোধ করেন, তাহা ঐ গ্রাহককে কি সরবরাহকারকে দিতে পারিবেন। ঐ সম্পত্তি যদি সরকারের রাজস্ব দেওয়া জমী হয় ও কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধারণে থাকিলে তাহাদের ঐ জমীর সম্পর্ক থাকে তাহাদের লাভ হইতে পারিবেক এমত যদি বোধ হয়, তবে আদালত কালেক্টর সাহেবকে সেই জমীর গ্রাহকের ও তত্ত্বাবধারকের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু সেই কর্ম্মেতে কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত না হন এমত কোন সাধারণ হুকুম যদি গবর্ণমেণ্ট করেন, কিম্বা যদি কোন বিশেষ স্থলে কালেক্টর সাহেবের সেই প্রকারে গ্রাহকতা পদে নিযুক্ত হইবার নিষেধ করেন, তবে কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত হইবেন না।

নজীর।—বাদী মোয়াজ্জমআলী ১৮৫১ সালের ২০ জুন তারিখে নালিশ রুজু করিয়া — তারিখে এই মর্ম্মে দরখাস্ত করে যে বিরোধীয় সম্পত্তি ক্রোক করা যায় কারণ প্রথম প্রতিবাদী হস্তান্তর করণের উদ্যোগ করিতেছিল এবং আর্জীর মুসাবিদা প্রস্তুত হয় তখন তাহার পিতা ... প্রতিবাদী তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কিয়দংশ সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তর করে ও কিয়দংশ পত্তনী ও অন্যান্য প্রকারে বিলি করে এবং নালিশ রুজু হইলে পরেও কোন কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করণের চেষ্টা করিতেছে। তাহাতে প্রধান সদরআমীন মোকদ্দমার সাক্ষী প্রমাণাদি বিবেচনায় বিরোধীয় সম্পত্তি রক্ষার্থে এক জন রিসিবর নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ করেন এবং ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৯২ ধারা মতে কার্য্য করিয়া রিসিবর স্বরূপ ঐ সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে জেলা ঢাকার কালেক্টর সাহেবকে অনুমতি করেন।

এ আদালত এই স্থির করিলেন যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৮৩ ও ৮৪ ধারা বিরোধীয় সম্পত্তি ছাড়া অন্য সম্পত্তির প্রতি খাটে এবং ডিক্রীজারির প্রতি বাধা দিবার কি বিলম্ব করিবার মানসে বাদী যে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় কি স্থানান্তর করিতে উদ্যোগী হয় সেই সম্পত্তির প্রতি খাটে, কিন্তু যখন বিরোধীয় সম্পত্তির দখলকারী ব্যক্তির দ্বারা অপচয় কি ক্ষতি কি হস্তান্তর হওনের সম্ভাবনা হয়, তখন আদালত যে রীতিতে কার্য্য করিবেন তাহা ৯২ ধারায় লিখিত আছে, অর্থাৎ ঐ প্রকার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকা যদি মিসিলের প্রমাণ দৃষ্টে সাক্ষী

প্রকাশ হয় তবে আদালতের কর্ত্তব্য যে, মোকদ্দমার রকম কি ? সেই মোকদ্দমায় জয় হওন সম্ভব এরূপ কিছুই বিবেচনা না করিয়া এক জন রিসিবর নিযুক্ত হওন বিষয়ে উক্ত ৯২ ধারার বিধান খাটাইবেন।

আর ইহাও নিশ্চিত হইল যে এই আইনের ২২৩ ধারায় এই বিধি স্পষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ নালিশ রুজু হইলে পর কোন পক্ষ প্রতিপক্ষের ক্ষতি হয় এরূপ ভাবে বিরোধীয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবে না। তথাপি ক্লেশ জনক হস্তান্তরের দ্বারা আইনের বিরুদ্ধে কার্য্য না হয় সেই জন্য এই আইনের ৯২ ধারায় আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা দেওয়া যা'তেছে যে আদালত এই মর্ম্মে নিষেধ আজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারিবেন অর্থাৎ যে সমস্ত কার্য্য আইন সিদ্ধ হইলেও প্রতিকার করণ সময় ভবিষ্যতে ক্লেশ হইতে পারে কোন পক্ষ তাহা না করে।

আরও ইহাতে নিশ্চিত হইল যে অত্র মোকদ্দমায় যে সমস্ত কার্য্যের বিরুদ্ধে দরখাস্ত হইয়াছে সে তাবতই নালিশ রুজুর পূর্ব্বে করা হয় অতএব বিরোধীয় সম্পত্তির অপচয় অথবা ক্ষতি হওন সম্ভব কি না ? এ বিষয় স্থির করণ কালীন আদালত যদিও ঐ সমস্ত কার্য্য লইয়া বিবেচনা করিতে পারেন বটে কিন্তু সেই সমস্ত কার্য্য জন্য ৯২ ধারামতে রিসিবর নিযুক্ত হইতে পারে না। আর ঐ সমস্ত কার্য্যের দ্বারা বিরোধীয় সম্পত্তির কোন ক্ষতি হয় নাই এবং চিরকালের জন্য তৎপ্রতি ক্ষতি হয় প্রতিবাদী এরূপ কোন কার্য্য করিবার যে মানস করিয়াছে কি করণের সম্ভাবনা আছে দরখাস্তকারী আদালতে স্ববোধমতে এরূপ কিছুই দর্শায় নাই, কিন্তু আদালতের সমক্ষে যে প্রমাণ উপস্থিত তাহাতে প্রতিবাদির আচরণদৃষ্টে ন্যায়মতে এই অনুভব করা যাইতে পারে, যে নিষেধ আজ্ঞা দ্বারা নিবারণ না করিলে প্রতিবাদী বিরোধীয় সম্পত্তির কিয়দংশ হস্তান্তর করিয়া ক্লেশ দিতে পারে, অতএব নিষেধের আজ্ঞা জারী হইবার অনুমতি হইল। মৌলবী আবদুলালী—বঃ—মৌলবী ওয়াহেদআলী। ২৪ ডিসেম্বর ১৮৫৯।

[চুক্তিভঙ্গ প্রভৃতির নিবারণ করিবার মোকদ্দমা ও চুক্তি ভঙ্গ পুনরায় করিবার কি করিতে থাকিবার নিষেধের কথা, ও বর্জ্জিত কথা।]

৯৩।—আসামীর কোন চুক্তি ভঙ্গ কি অন্য ক্ষতি না করে ইহা নিবারণের জন্যে কোন মোকদ্দমাতে, নালিশের সঙ্গে ক্ষতি পুরণের কোন দাওয়া হউক কি না হউক সেই মোকদ্দমার আরম্ভ হইবার পর কোন সময়ে ডিক্রী হইবার পূর্ব্বে কি পরে, ফরিয়াদী আদালতে এই দরখাস্ত করিতে পারিবেক যে, অন্যায্য যে কার্য্যের কি যে চুক্তিভঙ্গের নালিশ হইতেছে তাহা আসামী পুনরায় না করে কিম্বা করিতে না থাকে, কিম্বা সেই চুক্তি হইতে কি সেই সম্পত্তি কি স্বত্ব সম্পর্কীয় যে কোন চুক্তি ভঙ্গ কি সেই প্রকারের ক্ষতি হয় তাহা না করে, আদালত এমত নিষেধ করেন। আর ঐ নিষেধ যতকাল বলবৎ থাকিবেক তাহার কিম্বা হিসাব রাখিবার কি জামিনী দেওন প্রভৃতির যে নিয়ম সেই আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে ঐ নিষেধ করিতে পারিবেন। সেই নিষেধ যদি অমান্য হয়, তবে বিশেষ কার্য্য করিবার ডিক্রী হইলে যেমন হইতে পারে তেমনি আসামীকে কয়েদ করিয়া ঐ নিষেধ প্রবল করা যাইতে পারিবেক। পরন্তু ঐ হুকুমেতে যদি কোন পক্ষ সন্তুষ্ট না হয়, তবে সেই পক্ষ দরখাস্ত করিলে আদালত কোন নিষেধ রহিত কি [illegible] সর্ত্ত কি বাতিল করিতে পারিবেন।

[আপীলের কথা।]

৯৪।—ইহার পূর্ব্বের দুই ধারামতে যে কোন হুকুম করা যায়, তাহার উপর আসামী আপীল করিতে পারিবেক।

[নিষেধ করিবার পূর্ব্বে বিপক্ষপক্ষকে উপযুক্ত এত্তেলা দিবার হুকুমের কথা।]

৯৫।—আদালত নিষেধ করিবার পূর্ব্বে, তাহা করিবার দরখাস্ত হইয়াছে ইহার উপযুক্ত সময়ের যে এত্তেলা বিপক্ষপক্ষকে দেওয়া উচিত বোধ করেন তাহা দিবার হুকুম সর্ব্বদাই করিতে পারিবেন।

[নিষেধ আজ্ঞার আবশ্যক না হইলেও দেওয়া গেলে আসামীর ক্ষতি শোধ করিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

৯৬।—ঐ নিষেধ করিবার দরখাস্ত অনুপযুক্ত কারণে হইয়াছে ইহা যদি আদালত বুঝিতে পারেন, কিম্বা যদি ফরিয়াদীর দাওয়া ডিস্মিস্ হয়, কিম্বা ত্রুটিপ্রযুক্ত কি অন্য কারণে তাহার পক্ষের ডিক্রী হয়, ও মোকদ্দমা করিবার কোন সম্ভাবিত হেতু ছিল না ইহা যদি আদালত বুঝিতে পারেন, তবে সেই নিষেধ আজ্ঞা জারী হওয়াতে তাহার যে ক্ষতি কি খরচা হইয়াছে তাহার পরিশোধে আসামীর দরখাস্তমতে আদালত হাজার টাকা পর্য্যন্ত যত টাকা উচিত বোধ করেন ফরিয়াদীর তত টাকা দিবার হুকুম ডিক্রীতে লিখিবেন। পরন্তু খেসারতের নালিশে ঐ আদালত যত টাকার ডিক্রী করিতে পারেন এই ধারামতে আসামীর ক্ষতিপূরণের জন্যে তাহার অধিক টাকার হুকুম করিবেন না। এই ধারামতে ক্ষতিপূরণের হুকুম হইলে ঐ নিষেধ আজ্ঞাজারী হওনের সম্পর্কে খেসারতের কোন নালিশ হইতে পারিবেক না।

মোকদ্দমা উঠাইয়া দিবার ও রফা করিবার বিধি।

[ফরিয়াদীকে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া নূতন মোকদ্দমা করিবার অনুমতি দিবার কথা।]

৯৭।—ফরিয়াদীকে মোকদ্দমাতে দস্তবরদার হইয়া সেই বিষয়ের নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দেওনের উপযুক্ত কারণ আছে, এই কথা যদি ফরিয়াদী শেষ নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদালতের হৃদ্বোধমতে জানাইতে পারে, তবে আদালত খরচ প্রভৃতির যে নিয়ম করা উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে ঐ অনুমতি দিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ প্রথম মোকদ্দমা না করিলে ফরিয়াদীর নালিশ করিবার মিয়াদের যে বিধিতে রক্ষ হইত, সেই বিধিমতে ঐ নূতন মোকদ্দমার কার্য্যেতে

বন্ধ হইবেক। যদি ফরিয়াদী সেইরূপ অনুমতি না পাইয়া মোকদ্দমাতে দস্তবরদার হয়, তবে সেই বিষয়ের নূতন মোকদ্দমা করিতে পারিবেক না।

নজীর।—১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৯৭ ধারায় লেখে যে যদি আদালতের অনুমতি না লইয়া বাদী মোকদ্দমা এবরা করে তবে সেই ব্যক্তি সেই বিষয়ে এক নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে না এই নিয়ম ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের মোকদ্দমা সম্বন্ধে খাটে না। দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি—বঃ—দ্বারিকানাথ মিশ্র প্রভৃতি। ১৮৭২ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

[রফানামা কি রাজীনামার কথা, ও মোকদ্দমার রফা হইলে নালিশের আরজীর যে ইষ্টাম্প লাগিয়াছিল আদালতের তাহা ফিরিয়া পাইবার সর্টিফিকটের কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

৯৮।—যদি আপোসে বন্দোবস্ত কি রফা হইয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দেওয়া যায়, অথবা যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় সেই বিষয়ে যদি আসামী ফরিয়াদীকে খাতির জমা করে, তবে সেই বন্দোবস্ত কি রফানামা কি সোলেনামা রিকার্ড করা যাইবেক ও তদনুসারে সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক। ফরিয়াদী সেই রাজীনামার কি রফানামার কি সোলেনামার মর্ম্ম লিখিয়া দরখাস্ত করিলে, ও সেই রাজীনামা কি রফানামা কি সোলেনামা নিতান্ত করা গিয়াছে কি হইয়াছে ইহা যদি আদালত নিশ্চয় রূপে জানেন, তবে সেই দরখাস্ত ইস্যু নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে করা গেলে, নালিশের আরজীর যত ইষ্টাম্পের মাসুল দেওয়া গিয়াছে তাহার সমুদয় কালেক্টর সাহেবের স্থানে ফিরিয়া পাইবার অনুমতি এক সর্টিফিকট আদালত ফরিয়াদীকে দিবেন। অথবা ইস্যু নির্ণয় হইবার পরেও কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার আগে ঐ দরখাস্ত দেওয়া গেলে ঐ ইষ্টাম্পের মাসুলের অর্দ্ধেক ফিরিয়া দিবার সর্টিফিকট দিবেন। পরন্তু যদি উভয়পক্ষের মধ্যে সেই রফা হইলেও ডিক্রী করিবার প্রয়োজন থাকে ও সেই ডিক্রীজারীর পরওয়ানাও যদি লওয়া যাইতে পারে, তবে সেই প্রকারের সর্টিফিকট দেওয়া যাইবেক না।

বাদীর কি প্রতিবাদীর মরণ কি বিবাহ হইলে ও দেউলিয়া কি যোত্রহীন হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিধি।

[কোন২ স্থলে মরণ হইলে মোকদ্দমা স্থগিত না হইবার কথা।]

৯৯।—ফরিয়াদীর কি আসামীর মরণ হইলেও, যদি মোকদ্দমা করিবার কারণ প্রবল থাকে তবে মোকদ্দমা স্থগিত হইবেক না।

[অনেক ফরিয়াদীর কি আসামীর মধ্যে একজন মরিলেও যদি নালিশের কারণ প্রবল থাকে তবে মোকর্দ্দমার কার্য্য চলিবার কথা।]

১০০।—যদি দুই কি অধিক জন ফরিয়াদী কি আসামী থাকে, ও তাহারদের একজন মরে, ও যে ফরিয়াদী কি ফরিয়াদীরা বর্ত্তমান আছে কেবল তাহারদের উপর, কিম্বা যে আসামী কি আসামীরা বর্ত্তমান আছে কেবল তাহারদের বিপক্ষে যদি নালিশের কারণ প্রবল থাকে তবে যে ফরিয়াদী কি ফরিয়াদীরা বর্ত্তমান আছে তাহারদের উদ্যোগক্রমে ও যে আসামী কি আসামীরা বর্ত্তমান আছে তাহারদের নামে মোকর্দ্দমা চলিবেক।

[অনেক ফরিয়াদীর এক জন মরিলেও যদি নালিশের কারণ বর্ত্তমান ব্যক্তির উপর ও মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের উপর প্রবল হয়, তবে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কথা।]

১০১।—দুই কি তাহার অধিক জন ফরিয়াদী হইলে যদি তাহাদের এক জন মরে, ও যদি নালিশের কারণ কেবল বর্ত্তমান ফরিয়াদীর কি ফরিয়াদীরদের উপর না বর্ত্তে কিন্তু তাহারদের সঙ্গে মৃত ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সংযুক্ত হইলে বর্ত্তিতে পারে, তবে ঐ মৃত ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে, আদালত ঐ মৃত ফরিয়াদীর নামের পরিবর্ত্তে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নাম মোকদ্দমার রেজিষ্টরে লেখাইতে পারিবেন, ও বর্ত্তমান ফরিয়াদীর কি ফরিয়াদীদের সঙ্গে মৃত ফরিয়াদীর আইনমতের ঐ রূপ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির উদ্যোগক্রমে মোকর্দ্দমা চলিবেক। মৃত ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভিষিক্তের কর্ম্মের দাওয়াদার কোন লোক যদি আদালতে দরখাস্ত না করে, তবে বর্ত্তমান ফরিয়াদী কি ফরিয়াদীরদের উদ্যোগক্রমে মোকদ্দমা চলিবেক, ও সেই বর্ত্তমান ফরিয়াদীর কি ফরিয়াদীরদের সঙ্গে মৃত ফরিয়াদীর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সংযুক্ত হইয়া মোকদ্দমা চালাইলে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে তাহার যে প্রকারে সম্পর্ক থাকিত ও তাহাতে সে যে প্রকারে দায়গ্রস্ত হইত, সংযুক্ত না হইলেও তাহার তত্তুল্য সম্পর্ক থাকিবেক ও সে তত্তুল্য রূপে দায়গ্রস্ত হইবেক।

[একি জন ফরিয়াদী কিম্বা অবশিষ্ট একি জন ফরিয়াদী মরিলে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কথা।]

১০২।—যদি কেবল একি জন ফরিয়াদী হইয়া কিম্বা অবশিষ্ট একি জন থাকিয়া তাহারও মরণ হয়, তবে সেই ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে, আদালত ঐ ফরিয়াদীর নামের স্থানে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নাম মোকর্দ্দমার রেজিষ্টরে লেখাইতে পারিবেন, তাহা হইলে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবেক। আদালত যাহা উপযুক্ত সময় বোধ করেন এমত সময়ের মধ্যে মৃত একি ফরিয়াদীর কিম্বা অবশিষ্ট একি ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত হইবার দাওয়াদার হইয়া কোন

ব্যক্তি যদি তদ্রূপ দরখাস্ত না করে, তবে আদালত ঐ মোকদ্দমা রহিত হইল এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও মোকদ্দমার জওয়াব দেওনেতে আসামীর যে সকল উপযুক্ত খরচ হইয়াছে তাহা তাহাকে দেওয়াইতে পারিবেন। সেই খরচ ঐ মৃত একি ফরিয়াদীর কি মৃত অবশিষ্ট একি ফরিয়াদীর সম্পত্তি হইতে আদায় হইবেক। অথবা আসামীর দরখাস্তমতে আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে ও খরচার যে নিয়ম উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া, মৃত একি ফরিয়াদীর কি মৃত অবশিষ্ট একি ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে এক পক্ষ করিবার, ও বিবাদী বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার জন্যে মোকদ্দমা চালাইবার অন্য যে হুকুম, মোকদ্দমার ভাব গতিক বুঝিয়া ন্যায্য ও উপযুক্ত বোধ করেন, তাহা করিতে পারিবেন।

[মৃত ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত কে হয়, এই কথা লইয়া বিবাদ হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।]

১০৩।—"মৃত ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত কে হয়" এই কথা লইয়া যদি বিবাদ হয়, তবে অন্য মোকদ্দমা করিয়া সেই কথার যে পর্য্যন্ত উচিতমতে নিষ্পত্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত আদালত ঐ মোকদ্দমা স্থগিত করিতে পারিবেন, অথবা সেই মোকদ্দমা চালাইবার জন্যে আইনমতের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে কে গ্রাহ্য হইবেক, এই কথা ঐ মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে কি তাহার পূর্ব্বে ঐ আদালত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

[আসামীরদের এক কি অধিক জন, কি একি আসামী কি অবশিষ্ট একি আসামী মরিলে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কথা।]

১০৪।—যদি দুই কি ততোধিক জন আসামী থাকে, ও তাহারদের এক জন মরে, ও মোকদ্দমার হেতু কেবল অবশিষ্ট একি জন কি অধিক জন আসামীর উপর যদি না বর্ত্তে, আরো যদি একি জন কি অবশিষ্ট একিজন আসামী মরে, কিন্তু নালিশের কারণ প্রবল থাকে, তবে ফরিয়াদী যাহাকে ঐ আসামীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত কহে, ও তাহার পরিবর্ত্তে যাহাকে আসামী করিতে চাহে, তাহার নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি বাসস্থান লিখিয়া আদালতে দরখাস্ত দিবেক। তাহা করিলে আদালত আসামীর পরিবর্ত্তে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নামে ঐ মোকদ্দমার রেজিষ্টরে লেখাইবেন, ও তাহার নামে শমন জারী করিয়া তাহাকে মোকদ্দমার জওয়াব দিবার জন্য ঐ শমনের লিখিত দিবসে হাজির হইতে হুকুম করিবেন। তাহাতে ঐ স্থলাভিষিক্ত প্রথমে আসামী হইবার মতেও মোকদ্দমার পূর্ব্ব কার্য্যেতে এক পক্ষ হইবার মতে মোকদ্দমা চলিবেক।

[আসামী কি ফরিয়াদী স্ত্রীলোক হইয়া বিবাহ করিলে মোকদ্দমা স্থগিত না হইবার কথা।]

১০৫।—ফরিয়াদী কি আসামী স্ত্রীলোক হইলে যদি সে বিবাহ করে, তবে তাহাতে মোকদ্দমা স্থগিত হইবেক না, কিন্তু সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে

পারিবেক, ও তাহার উপর যে ডিক্রী হয় তাহা কেবল ঐ স্ত্রীলোকের উপর জারী হইতে পারিবেক। আর যাহাতে স্বামী আপন স্ত্রীর কর্জ্জের জন্যে আইনমতে দায়ী হয়, মোকদ্দমা যদি সেই রূপের হয়, তবে আদালত অনুমতি করিলে ঐ ডিক্রী স্বামীর উপরেও জারী হইতে পারিবেক। ও যদি স্ত্রীর পক্ষে ডিক্রী হয়, তবে যে টাকার কি যে দ্রব্যের ডিক্রী হয় তাহাতে যদি আইনমতে স্বামীর স্বত্ব থাকে, তবে আদালতের অনুমতি হইলে স্বামীর দরখাস্তমতে ঐ ডিক্রীজারী হইতে পারিবেক।

[যে স্থলে দেউলিয়া কি যোত্রহীন হইলেও মোকদ্দমা স্থগিত না হয় তাহার কথা।]

১০৬।—যদি ফরিয়াদী দেউলিয়া কি যোত্রহীন হয়, ও যদি তাহার আসৈনি মহাজনেরদের উপকারের জন্য সেই মোকদ্দমা চালাইতে পারেন, তবে ফরিয়াদীর দেউলিয়া কি যোত্রহীন হওয়া ঐ মোকদ্দমা চলিবার বলবৎ আপত্তি হইবেক না, কিন্তু যদি আসৈনি ঐ মোকদ্দমা চালাইতে না চাহেন, ও আদালত উপযুক্ত যে সময়ের হুকুম করেন; সেই সময়ের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার খরচার যামিনী না দেন, তবে মোকদ্দমা স্থগিত হইবেক। যদি আসৈনি মোকদ্দমা চালাইতে ও সেই হুকুমের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সেই প্রকার যামিনী দিতে ত্রুটি করেন কি স্বীকার না করেন, তবে সেই ত্রুটি কি অস্বীকার হইলে পর আট দিনের মধ্যে আসামী মোকদ্দমা স্থগিত হইবার জন্যে এই কারণ জানাইতে পারিবেক, যে ফরিয়াদী দেউলিয়া কি যোত্রহীন হইয়াছে।

দলীল উপস্থিত করিবার এত্তেলার, ও তাহা জারী করিবার বিধি।

[হাতের লেখা দুই এত্তেলা আদালতের উপযুক্ত আমলাকে দিবার কথা।]

১০৭।—মোকদ্দমা শুনিবার কোন সময়ে কোন দলীল কি লিপি কি অন্য দ্রব্য আদালতে উপস্থিত করা যায় মোকদ্দমার কোন পক্ষের লোক যদি এমত ইচ্ছা করে ও সেই লিপি প্রভৃতি ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষের অন্য লোকের কাছে আছে কিম্বা তাহার ক্ষমতার মধ্যে আছে তাহার যদি এই রূপ বোধ হয়, ও সেই দলীল কি লিপি কি অন্য দ্রব্য ৪০ ও ৪৩ ধারামতে উপস্থিত করাইবার আদেশ যদি পূর্ব্বে না হইয়া থাকে, তবে ঐ দলীল কি লিপি কি অন্য দ্রব্য তাহার জ্ঞানমতে যাহার কাছে কি যাহার ক্ষমতার মধ্যে থাকে তাহার নামে সেই লোক ঐ দলীল প্রভৃতি উপস্থিত করিবার দুই কেতা এত্তেলা হাতে লিখিয়া সুযোগ পাইলেই আদালতে দাখিল করি-

বেক। তাহার এক কেতা আদালতে নথীর শামিল করা যাইবেক। অন্য কেতা সেই লোকের উপর জারী হয় এই নিমিত্তে আদালত নাজিরকে কিম্বা উপযুক্ত অন্য আমলাকে দিবেন।

[যদি কোন পক্ষ আপনার তরফে কার্য্য করিবার জন্যে উকীলকে নিযুক্ত না করে তবে তাহার উপর এত্তেলা ও আদালতের অন্যান্য পরওয়ানা জারী হইবার কথা।]

১০৮।—মোকদ্দমার কোন পক্ষ আপনার তরফে কার্য্য করিবার নিমিত্তে যদি উকীলকে নিযুক্ত না করে, তবে তাহার উপর যে সকল এত্তেলা ও আদালতের অন্য যে সকল পরওয়ানা জারী করিতে হয় তাহা, আসামীর হাজির হইয়া জওয়াব করিবার শমন জারীর যে বিধি এই আইনেতে হইয়াছে সেই বিধানমতে জারী হইবেক।

উভয়পক্ষের হাজির হইবার বিধি, ও হাজির না হইলে তাহার ফল।

[উভয় পক্ষের নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির হইবার কথা।]

১০৯।—আসামীর হাজির হইয়া জওয়াব করিবার যে দিন শমনে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে, সেই দিনে উভয়পক্ষের নিজের কি উকীলের দ্বারা আদালত ঘরে হাজির হইতে হইবেক মোকদ্দমা তখন শুনা যাইবেক। কিন্তু যদি তখন মোকদ্দমা মুলতবী রাখা যায় তবে আদালত অন্য দিন নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

[উভয় পক্ষ হাজির না হইলে মোকদ্দমার ডিস্‌মিস্ হইবার ও ফরিয়াদীর নূতন মোকদ্দমা করিবার অনুমতির কথা, কিম্বা হাজির না হইবার উপযুক্ত ওজর করিলে নূতন শমন জারী হইবার কথা।]

১১০।—আসামীর হাজির হইয়া জওয়াব করিবার যে দিন নির্দ্ধার্য্য হয়, কিম্বা তখন মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া শুনিবার অন্য যে দিন নির্দ্ধার্য্য হয়, সেই দিন যদি দুই পক্ষ আদালত হইতে তলব হইলেও নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, তবে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবেক। এই ধারামতে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইলে ফরিয়াদীর নূতন মোকদ্দমা করিবার অনুমতি হইবেক, কেবল নালিশ করিবার মিয়াদের বিধিমতে যদি বাধা হয় তবে করিতে পারিবেক না। অথবা তাহার হাজির না হইবার উপযুক্ত কারণ ছিল এই কথা যদি ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতের হৃদ্বোধমতে দর্শাইতে পারে, তবে পূর্ব্বে যে আরজী দাখিল হইয়াছিল তাহার বলে আদালত নূতন শমন জারী করিতে পারিবেন।

[কেবল ফরিয়াদী হাজির হইলে ও শমন উচিতমতে জারী হইবার প্রমাণ থাকিলে একতরফা বিচার হইবার কথা। মোকদ্দমা শুনিবার নির্দ্ধারিত অন্য দিনে আসামী হাজির হইয়া পূর্ব্বে হাজির না হইবার উত্তম কারণ জানাইলে তাহার জওয়াব শুনিবার কথা।]

১১১।—ফরিয়াদী যদি নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হয়, কিন্তু আসামী যদি নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, ও শমন উচিতমতে জারী হইয়াছে এই কথা যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ করা যায়, তবে আদালত ঐ মোকদ্দমার একতরফা বিচার করিবেন ; মোকদ্দমা মুলতবী হইয়া তাহা শুনিবার অন্য যে দিন নির্দ্ধার্য্য হয় সেই দিনে যদি আসামী হাজির হইয়া আপনার পূর্ব্বে হাজির না হইবার উত্তম ও মাতবর কারণ জানায়, তবে খরচা প্রভৃতি যে নিয়ম আদালত আজ্ঞা করেন সেই নিয়মানুসারে তাহার জওয়াব শুনা যাইতে পারিবেক, অর্থাৎ তাহার হাজির হইবার নির্দ্ধারিত দিনে হাজির হইলে যেমন শুনা যাইত তেমনি শুনা যাইবেক।

[কেবল ফরিয়াদী হাজির হইলেও শমন উচিতমতে জারী হইবার প্রমাণ না থাকিলে দ্বিতীয়বার শমন জারীর হুকুমের কথা।]

১১২।—যদি ফরিয়াদী নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হয়, ও আসামী নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, ও শমন জারী হইবার যে যে বিধি পূর্ব্বে করা গিয়াছে তাহার কোন বিধিমতে শমন উচিত রূপে জারী হইল এই কথার প্রমাণ যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে না করা যায়, তবে আদালত আসামীর নামে উক্ত কোন বিধিমতে দ্বিতীয়বার শমন জারী হইবার হুকুম করিতে পারিবেন।

[কেবল ফরিয়াদী হাজির হইলে ও শমন জারী হইবার প্রমাণ থাকিলে, কিন্তু সময়েতে জারী না হইলে, মোকদ্দমা মুলতবী রাখিবার ও আসামীকে এত্তেলা দিতে হুকুম করিবার কথা।]

১১৩।—যদি ফরিয়াদী আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, ও আসামী আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, ও তাহার উপর শমন জারী হইয়াছে বটে কিন্তু আসামী ঐ শমনের নিরূপিত দিনে হাজির হইয়া জওয়াব করিতে পারে এমত সময়েতে জারী হয় নাই, এই কথার প্রমাণ যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে করা যায়, তবে আদালত মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নির্দ্ধার্য্য করিয়া মোকদ্দমা মুলতবী রাখিবেন, ও আসামীকে সেই দিনের এত্তেলা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[কেবল আসামী হাজির হইয়া যদি দাওয়া কবুল না করে তবে ক্রটি প্রযুক্ত ফরিয়াদীর বিপক্ষে ডিক্রী হইবার কথা ও সেই প্রকারের ডিক্রী হইলে পর কোন নূতন মোকদ্দমা না হইবার কথা।]

১১৪।—যদি আসামী আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির হয়, কিন্তু ফরিয়াদী আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, তবে আদালত ফরিয়াদীর ক্রটি প্রযুক্ত

তাহার বিপক্ষে ডিক্রী করিবেন। কিন্তু যদি আসামী দাওয়া কবুল করে, তবে আদালত সেই কবুলমতে আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী করিবেন। যদি ক্রটি প্রযুক্ত ফরিয়াদীর বিপক্ষে হুকুম হয়, তবে সে নালিশের সেই কারণে নূতন মোকদ্দমা করিতে পারিবেক না।

[ফরিয়াদী কি আসামী অনেক জন থাকিলে এক জন আপনার নিমিত্তে অন্যকে উপস্থিত হইবার ক্ষমতা দিতে পারিবেক।]

১১৫।—যখন দুই কি তাহার অধিক জন ফরিয়াদী থাকে তখন তাহারদের কোন এক কি অধিক জনের নিমিত্তে তাহারদের অন্য এক কি অধিক জনকে উপস্থিত হইয়া সওয়াল জওয়াব করিতে ও কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবেক। সেই প্রকারেও যখন দুই কি অধিক জন আসামী থাকে তখন তাহারদের কোন এক কি অধিক জনের নিমিত্তে তাহারদের অন্য এক কি অধিক জনকে উপস্থিত হইয়া সওয়াল জওয়াব করিতে ও কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবেক। পরন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ঐ ক্ষমতা সর্ব্বদাই লিখিয়া দেওয়া যায় ও আদালতে দাখিল করা যায়। সেই প্রকারে দাখিল করা গেলে পর যে ব্যক্তি তদ্রূপ উপস্থিত হইতে সওয়াল জওয়াব করিতে কি কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়, সে আদালতের উকীল হইলে, ঐ ক্ষমতাপত্র যে রূপে সফল হইত সেইরূপে সর্ব্বতোভাবে সফল হইবেক।

[ফরিয়াদীরদের এক কি অধিক জনের উপস্থিত না হইবার ফল। আসামীরদের এক কি অধিক জনের উপস্থিত না হইবার ফল।]

১১৬।—যদি দুই কি ততোধিক জন ফরিয়াদী থাকে, ও তাহারদের এক কি অধিক জন নিজে কি উকীলের দ্বারা উপযুক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহ ফরিয়াদীর দ্বারা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারদের অবশিষ্ট লোক কি লোকেরা নিজে কি উকীলেরদ্বারা কি উপযুক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহ ফরিয়াদীর দ্বারা উপস্থিত না হয়, তবে সকল ফরিয়াদী উপস্থিত হইলে আদালত যে প্রকার করিতে পারিতেন সেই প্রকারে উপস্থিত থাকা ফরিয়াদীর কি ফরিয়াদীরদের উদ্যোগক্রমে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন, ও মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া যে রূপ ন্যায্য ও উচিত হয় সেইরূপ হুকুম করিতে পারিবেন। যদি দুই কি ততোধিক জন আসামী থাকে, ও তাহারদের এক কি অধিক জন নিজে কি উকীলের দ্বারা কি উপযুক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহ আসামীর দ্বারা উপস্থিত হয় কিন্তু তাহারদের অবশিষ্ট লোক কি লোকেরা নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা কিম্বা উপযুক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহ আসামীর দ্বারা, উপস্থিত না হয়, তবে আদালত মোকদ্দমার বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, ও নিষ্পত্তি করিবার সময়ে অনুপস্থিত আসামীর কি আসামীরদের বিষয়ে তিনি মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া যে হুকুম ন্যায্য ও উচিত জ্ঞান করেন সেই হুকুম করিবেন।

[মোকদ্দমার কোন পক্ষের হাজির হইবার শমন কি হুকুম হইলে ও উপযুক্ত কারণ না জানাইয়া হাজির না হওয়ার ফল।]

১১৭।—৪২ ধারার বিধানমতে কোন ফরিয়াদীর কি আসামীর নিজে হাজির হইবার হুকুম কি শমন হইলে যদি সে আপনি হাজির না হয়, ও হাজির না হইবার উপযুক্ত কারণ আদালতের হৃদ্বোধমতে না জানায় তবে আসামীরা কি ফরিয়াদিরা নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির না হইলে, তাহাদের উপর ইহ'র পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধারার যে সকল বিধান খাটে সেই বিধানমতে ও ঐ ফরিয়াদীর কি আসামীর প্রতি কার্য্য হইবেক।

[যে কারণ জানান যায় তাহার প্রমাণে এজহার গ্রাহ্য করিবার কথা।]

১১৮।—ফরিয়াদীর কি আসামীর নিজে হাজির না হইবার যে কারণ জানান যায় তাহার পোষকতায় আদালত ইষ্ট্যাম্প না হওয়া কাগজে লিখিত কোন এজহার গ্রাহ্য করিবেন, কিন্তু সেই এজহারে ঐ ফরিয়াদীর কি আসামীর দস্তখৎ করিতে হইবেক ও নালিশের আরজী সত্য হওয়ার কথা লিখিবার যে বিধি এই আইনে হইয়াছে, সেই বিধিমতে ঐ এজহার সত্য এই কথা লিখিতে হইবেক।

[একতরফা বিচারে ক্রটি প্রযুক্ত যে ডিক্রী হয় তাহার উপর আপীল না হওয়ার কথা, ও আসামীর বিপক্ষে একতরফা ডিক্রী যখন ও যে প্রকারে অন্যথা হইতে পারে, ও ক্রটিপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর বিপক্ষে ডিক্রী যখন ও যে প্রকারে অন্যথা হইতে পারে তাহার কথা, ও বিপক্ষপক্ষকে এত্তেলা না দিলে ডিক্রী অন্যথা না হইবার কথা ও ডিক্রী অন্যথা করিবার হুকুম চূড়ান্ত হইবার কথা, ও যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে তাহাতে অগ্রাহ্য করিবার হুকুমের উপর আপীলের কথা, ও বর্জ্জিত বিধি।]

১১৯।—আসামী হাজির না হইলে একতরফা বিচার হইয়া তাহার বিপক্ষে যে ডিক্রী হয়, অথবা ফরিয়াদী হাজির না হইলে ক্রটিপ্রযুক্ত তাহার বিপক্ষে যে ডিক্রী হয়, তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না। কিন্তু একতরফা বিচার হইয়া আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রীমতে কার্য্য হইবার কোন পরওয়ানা জারী হইলে পর ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত উপযুক্ত কোন সময়ের মধ্যে আসামী ঐ ডিক্রীকরণীয়া আদালতে তাহা অন্যথা করিবার হুকুম হইবার দরখাস্ত করিতে পারিবেক। তাহাতে শমন উপযুক্তমতে জারী হয় নাই, কিম্বা মোকদ্দমা শুনিবার জন্যে যে সময়ে তলব হইয়াছিল, সেই সময়ে আসামী উপযুক্ত কোন কারণে হাজির হইতে পারিল না এই কথার প্রমাণ যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে করা যায়, তবে আদালত ঐ ডিক্রী অন্যথা করিবার হুকুম করিবেন ও মোকদ্দমার বিচার করিবার দিন নির্দ্ধার্য্য করিবেন। যখন ফরিয়াদী ক্রটিপ্রযুক্ত তাহার বিপক্ষে ডিক্রী হয়, তখন সেই ডিক্রীর তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে ফরিয়াদী সেই ডিক্রী অন্যথা করিবার হুকুম হইবার দরখাস্ত করিতে পারিবেক। ও মোকদ্দমা শুনিবার জন্যে যে সময়ে তলব হইয়াছিল

সেই সময়ে ফরিয়াদী কোন উপযুক্ত কারণে হাজির হইতে পারিল না এই কথার প্রমাণ আদালতের হৃদ্বোধমতে করা গেলে, আদালত ক্রটিপ্রযুক্ত উক্ত যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহা অন্যথা করিবার হুকুম করিবেন ও মোকদ্দমার বিচার করিবার জন্য দিন নির্দ্ধার্য্য করিবেন। পরন্তু বিপক্ষ পক্ষকে এত্তেলা না দেওয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন দরখাস্ত মতে কোন ডিক্রী অন্যথা হইবেক না। আদালত যখন এই ধারামতে ডিক্রী অন্যথা করিবার হুকুম করেন, তখন সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে এমত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালত ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন, তবে ঐ মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তির যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক। কিন্তু ঐ শেষ নিষ্পত্তির উপর আপীল করিবার যে মিয়াদ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার হুকুমের উপর আপীল করিতে হইবেক, ও যে স্থলে দরখাস্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই স্থলে ঐ আদালতের নিকটে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিবার বিধান আছে সেই মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে ঐ আপীলের দরখাস্ত লিখিতে হইবেক।

নজীর।—কোন জওয়াব অর্থাৎ বর্ণনাপত্র দাখিল না করিয়া একাএক বা ওকালতন হাজির হইলে তাহাকে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১১৯ ধারার মর্ম্মানুযায়ী হাজির বলা যায়, এবং ইহার পরে যে নিষ্পত্তি হয় তাহাকে একতরফা ডিক্রী বলা যায় না, অতএব এক আপীল হইবে। গোলকবর—বঃ—বিশ্বনাথ গিরি। ১৮৭২ সাল ১৫ জুলাই।

বর্ণনাপত্রের বিধি।

[মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে উভয়পক্ষের লিখিত বর্ণনা দিবার কথা ও সেই বর্ণনা ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিবার কথা।]

১২০।—মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে উভয় পক্ষ কিম্বা তাহাদের উকীলেরা আপন২ মোকদ্দমার বর্ণনা পত্র দাখিল করিতে পারিবেক, ও আদালত তাহা গ্রাহ্য করিয়া নথির শামিল করিবেন। যে স্থলে দরখাস্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই স্থলে ঐ আদালতের নিকটে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে বিধি আছে সেই মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে ঐ বর্ণনা লিখিতে হইবেক।

[দাওয়া কাটিবার জন্য দাওয়ার বিশেষ কথা বর্ণনাপত্রের মধ্যে লিখিবার কথা। ঐ অন্য দাওয়ার টাকা অধিক হইলে সেই অধিক টাকা ছাড়িয়া দিবার কথা।]

১২১।—কর্জ্জের বাবৎ মোকদ্দমা হইলে ফরিয়াদী আসামীর স্থানে যত দাওয়া করে, তাহা কাটিবার জন্যে যদি আসামী ফরিয়াদীর স্থানে আপনার পাওনা কিছু টাকা দাওয়া করিতে চাহে, তবে আসামী আপনার সেই দাওয়ার বেওরা ঐ বর্ণনাপত্রে

লিখিয়া দাখিল করিবেক, তাহাতে আদালত সেই কথা তদন্ত করিবেন। কিন্তু আসামী যত টাকার দাওয়া করে তাহা যদি সেই আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতার অধিক হয়, তবে যত অধিক হয় আসামী তত টাকা ত্যাগ করিতে পারিবেক। না করিলে আপনার ঐ পাওনা টাকার দাওয়া করিয়া ফরিয়াদীর দাওয়া কাটিতে পারিবেক না।

[মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার পরে আদালত হইতে তলব না হইলে ঐ বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য না হইবার কথা ও আদালতের কোন সময়ে ঐ বর্ণনাপত্র তলব করিবার কথা।]

১২২।—মোকদ্দমা প্রথমে শুনা যাইবার পরে, আদালত হইতে তলব না হইলে কোন বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবেক না। কিন্তু শেষ নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদালত কোন বর্ণনাপত্র কিম্বা পূর্ব্বের দাখিল করা বর্ণনা ছাড়া অন্য বর্ণনা কোন পক্ষের স্থানে তলব করিতে পারিবেন আদালত সেই প্রকারের বর্ণনা তলব করিলে তাহা ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে গ্রাহ্য হইবেক।

[বর্ণনাপত্র যে পাঠে লিখিতে হইবেক তাহার কথা ও তাহাতে দস্তখৎ করিবার ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিবার কথা।]

১২৩।—বিষয় বুঝিয়া যত সংক্ষেপে হয় তত সংক্ষেপ করিয়া বর্ণনাপত্র লিখিতে হইবেক, তাহা তর্ক বিতর্কের মতে কিম্বা বিপক্ষের জওয়াব দিবার মতে লিখিতে হইবেক না। কিন্তু যে পক্ষ ঐ বর্ণনা লেখে কিম্বা যাহার নিমিত্তে ঐ বর্ণনা লেখা যায় সেই পক্ষ মোকদ্দমা বুঝিয়া যে সকল কথা প্রয়োজন বোধ করে ও আদালত হইতে তলব হইলে যে সকল কথার প্রমাণ করিতে পারিবেক বোধ করে কেবল সেই২ কথার সামান্য বর্ণনা ভিন্ন সাধামতে আর কিছু লিখিবেক না। আরজীতে দস্তখৎ করিবার ও তাহার কথা সত্য ইহা লিখিবার যে বিধি এই আইনেতে হইয়াছে সেই বিধিমতে ঐ বর্ণনা পত্রেতেও দস্তখৎ করিতে হইবেক ও তাহার কথা সত্য ইহা লিখিতে হইবেক, ও সেই প্রকারে দস্তখৎ না হইলেও তাহার লিখিত কথা সত্য ইহা না লেখা গেলে কোন বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবেক না।

[কোন বর্ণনাতে তর্ক বিতর্কের কথা কি বাহুল্য কথা কি অসম্পর্কীয় কথা থাকিলে আদালতের তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা।]

১২৪।—কোন পক্ষ আপন ইচ্ছামতে কিম্বা আদালত হইতে তলব হওয়াতে যে বর্ণনাপত্র দাখিল করে, কিম্বা তাহার তরফে যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, তাহাতে তর্ক বিতর্কের কথা কিম্বা অনাবশ্যক মতে বহু কথা আছে, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় নহে এমত কথা তাহাতে আছে, আদালতের যদি এমত বোধ হয়, তবে আদালত সেই বর্ণনাপত্র অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, ও তাহার পীঠে অগ্রাহ্য করিবার হুকুম লিখিয়া তাহা সেই পক্ষকে ফিরিয়া দিতে পারিবেন। ও উক্ত কোন কারণে যে পক্ষের বর্ণনাপত্র অগ্রাহ্য হইয়াছে, সে অন্য বর্ণনাপত্র দাখিল করিতে পারিবেক

না। কেবল যদি আদালত তলব করেন কি অনুমতি দেন, তবে দাখিল করিতে পারিবেক।

উভয়পক্ষের জোবানবন্দী লইবার বিধি।

[কোন পক্ষ প্রভৃতির বাচনিক জোবানবন্দীর, ও শপথের কথা ও জোবানবন্দীর মর্ম্ম লিখিবার কথা।]

১২৫।—মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে, ও আবশ্যক হইলে তাহার পর যে কোন সময়ে মোকদ্দমা শুনা যায় সেই সময়ে, যে কোন পক্ষ স্বয়ং হাজির হয় কি আদালতে উপস্থিত থাকে তাহার, কিম্বা কোন পক্ষ উকীলের দ্বারা হাজির হইলে সেই উকীলের, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় গুরুতর সকল জিজ্ঞাসার উত্তর যে করিতে পারে এমত অন্য লোক যদি উকীলের সঙ্গে থাকে তবে সেই লোকের বাচনিক জোবানবন্দী আদালত লইতে পারিবেন। জোবানবন্দী সেই শপথ কি প্রতিজ্ঞাক্রমে, কিম্বা সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের যে আইন যে সময়ে চলন থাকে সেই আইনের বিধানমতে লওয়া যাইবেক, কিন্তু উকীলের জোবানবন্দী লওয়া গেলে শপথ কি প্রতিজ্ঞাক্রমে লওয়া যাইবেক না। ঐ জোবানবন্দীর মর্ম্ম লিখিয়া লওয়া যাইবেক ও তাহা মোকদ্দমার কাগজ পত্রের শামিল করা যাইবেক।

[কোন পক্ষ জওয়াব দিতে স্বীকার না করিলে তাহার ফল।]

১২৬।—কোন পক্ষ স্বয়ং হাজির হইলে কিম্বা আদালতে উপস্থিত থাকিলে, ও আদালত তাহাকে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন গুরুতর কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করিলে, যদি সে কোন উপযুক্ত ওজর না থাকিতে ও উত্তর দিতে স্বীকার না করে, তবে আদালত তাহার বিপক্ষে ডিক্রী করিতে পারিবেন, অথবা বিষয়ের ভাবগতিক বুঝিয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্য যে হুকুম উচিত জ্ঞান করেন তাহা করিবেন।

[উকীল উত্তর দিতে স্বীকার না করিলে কি না পারিলে তাহার ফল।]

১২৭।—যদি কোন পক্ষ উকীলের দ্বারা উপস্থিত হয়, ও যদি সেই উকীল মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন গুরুতর জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে স্বীকার না করে কি না পারে, ও আদালত যদি বোধ করেন যে উকীল যে ব্যক্তির নিমিত্তে উপস্থিত আছে তাহাকেই ঐ কথা জিজ্ঞাসা করা গেলে তাহার ঐ কথার উত্তর দেওয়া উচিত হইত ও সে দিতে পারিত, তবে আদালত ঐ মোকদ্দমা শুনিবার অন্য এক দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন, ও সেই পক্ষ নিজে সেই দিনে হাজির হয় এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। সেই প্রকারের আজ্ঞা যে পক্ষকে দেওয়া যায় সে যদি উপযুক্ত ওজর না থাকিতেও সেই প্রকারের নিরূপিত দিবসে নিজে উপস্থিত না হয়, তবে আদালত তাহার বিপক্ষে

চলা করিতে পারিবেন, অথবা বিষয়ের ভাব গতিক বুঝিয়া মোকদ্দমা [illegible] সংক্রান্ত অন্য যে হুকুম উচিত জ্ঞান করেন তাহা করিবেন।

দলীল উপস্থিত করিবার বিধি।

[মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে দলীল উপস্থিত করিবার [illegible]।]

[illegible] পূর্ব্বে আদালতে [illegible] দাখিল হয় না

১২৮।—উভয় পক্ষের যে কোন প্রকারের দলীল [illegible] তাহাও মোকদ্দমা শুনিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত সময় থাকিতে যে কোন [illegible] তাহারদের উপর জারী হইয়া থাকে তাহাতে যে সকল দলীল কি খত কি [illegible] নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা সকলই ঐ উভয় পক্ষ কি তাহারদের [illegible] সঙ্গে [illegible] করিবেক, ও মোকদ্দমা প্রথমবার শুনিবার সময়ে আদালত আজ্ঞা করিলেই [illegible] জন্যে প্রস্তুত রাখিবেক। তৎপরে মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে [illegible] পক্ষ কি তাহারদের কেহ কোন প্রকারের যে কোন দলীল [illegible] উপস্থিত [illegible] তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না। কিন্তু যদি প্রথমবার শুনিবার সময়ে ঐ দলীল উপস্থিত না করিবার উপযুক্ত কারণ আদালতের [illegible] তবে পরে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

[দস্তাবেজ আদালতের দ্বারা গ্রাহ্য করিয়া দৃষ্টি [illegible] করিবার কথা।]

১২৯।—উভয় পক্ষ যে সকল দস্তাবেজ উপস্থিত করে [illegible] গ্রাহ্য করিবেন ও তাহাতে দৃষ্টি করিবেন। কিন্তু দৃষ্টি করিলে পর আদালতের [illegible] ক্ষমতা থাকিবেক যে, তাহার মধ্যে যে কোন দস্তাবেজ মোকদ্দমার সম্পর্কীয় কি অন্য প্রকারে গ্রাহ্য হইবার অনুপযুক্ত বোধ করেন তাহা অগ্রাহ্য করেন ও অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া রিকার্ড করেন।

[দলীলে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প না থাকিলে ও বাকী মূল্য ও জরীমানা দিলে পর তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

১৩০।—যে সময়ে যে আইন কি আক্ট চলন থাকে তদনুসারে যাহার উপর ইষ্ট্যাম্পের মাসুল লাগে, ঐ দস্তাবেজ যদি সেই প্রকারের দলীল কি খত কি লিপি হয় ও তাহা ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা হইলেও উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা যায় নাই ইহা যদি আদালত দেখিতে পান, তবে যে পক্ষ তাহা আদালতে আনে সে [illegible] যে [illegible] আদেশমতে তাহা জানা যায় যে, ঐ ইষ্ট্যাম্পের বাকী মাসুল দিলে ও সেই বাকীর [illegible] টাকা জরীমানা দিলে, ও সেই দলীলের অন্য কোন কারণে [illegible] কিছু আপত্তি না থাকিলে, আদালত তাহা প্রমাণে গ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু

ইষ্টাম্পের আইন প্রতারণা করিয়া এড়াইবার অভিপ্রায়ে ঐ দলীল কি খতে কি লিপিতে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই, আদালতের বিবেচনামতে যদি এমত বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ থাকে, তবে আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

[উক্ত প্রকারে যে টাকা পাওয়া যায় তাহার হিসাব রাখিবার ও তাহার রিটর্ণ মাসে মাসে কালেক্টর সাহেবকে দিবার কথা।]

১৩১।—সেই টাকা দেওয়া গিয়াছে এই কথা, ও যত টাকা দেওয়া গেল তাহা আদালতের রাখা এক বহীতে লিখিয়া রাখিতে হইবেক, ও সেই কথা সেই দলীলের কি খতের কি লিপির পিঠে লিখিতে হইবেক, ও তাহাতে আদালতের বিচারকর্ত্তা দস্তখৎ করিবেন। আদালত সেই প্রকারে মাসুল বলিয়া কি জরীমানা বলিয়া যেসকল টাকা পান, তাহার এক রিটর্ণ মাসের শেষে জিলার রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। ও মাসুল বলিয়া যত টাকা ও জরীমানা বলিয়া যত টাকা পাইয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন, ও মোকদ্দমার নম্বর ও খ্যাতি, ও যাহার স্থানে সেই টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার নাম, ও তারিখ থাকিলে সেই তারিখ, ও সেই দলীল প্রভৃতি চিনিবার জন্যে তাহার বর্ণনাও সেই রিটর্ণে লিখিবেন। ও সেই টাকা আদালত রাজস্বের কালেক্টর সাহেবকে দিবেন, কিম্বা তিনি সেই টাকা লইবার জন্যে যাহাকে নিযুক্ত করেন তাহার হাতে দিবেন ও পূর্ব্বোক্তমতে পিঠে দস্তখৎ করা সেই দলীল কি খত কি লিপি রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের কি উপযুক্ত অন্য কার্য্যকারকের নিকটে আনা গেলে তিনি পূর্ব্বোক্তমতের দেওয়া টাকা বুঝিয়া সেই দলীলে কি খতে কি লিপিতে অধিক যত ইষ্টাম্প ছাপান আবশ্যক হয় তাহা ছাপাইবেন।

[যে দস্তাবেজ গ্রাহ্য হয় তাহাতে চিহ্ন দিয়া নথীতে রাখিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

১৩২।—যখন কোন দস্তাবেজ আদালতে গ্রহণ করা যায় ও প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হয়, তখন তাহার পৃষ্ঠে মোকদ্দমার নম্বর ও খ্যাতি ও যে ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করে তাহার নাম ও যে তারিখে তাহা উপস্থিত করা যায় তাহা লেখা যাইবেক, ও তাহা নথীর এক কাগজ বলিয়া নথীর শামিল করা যাইবেক। পরন্তু ঐ দস্তাবেজ যদি দোকানের খাতার কি অন্য বহীর লেখা কথা হয়, তবে যাহার পক্ষে সেই খাতা আনা যায় তাহার সেই লেখা কথার এক কেতা নকল দাখিল করিতে হইবেক। সেই নকলের পিঠে পূর্ব্বোক্তমতে লেখা যাইবেক, ও তাহা নথীর এক কাগজ বলিয়া নথীর শামিল করা যাইবেক ও ঐ বহী যে জন আনিয়াছিল তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।

[দস্তাবেজ উপস্থিত করিবার কি দাখিল করিবার জন্যে ইষ্টাম্পের মাস্থল না লাগিবার কথা।]

১৩৩।—কোন দস্তাবেজ উপস্থিত করিবার কি দাখিল করিবার জন্য কোন ইষ্টাম্পের মাস্থল লাগিবেক না। ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা কোন আইনে কি আক্টে থাকিলেও লাগিবেক না।

[যে দস্তাবেজ অগ্রাহ্য হয় তাহা আদালতে না রাখিলে তাহাতে চিহ্ন দিয়া ফিরিয়া দিবার কথা।]

১৩৪।—যখন কোন দস্তাবেজ আদালতে অগ্রাহ্য হয়, তখন তাহার পৃষ্ঠে ১৩২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে লেখা যাইবেক. ও তদ্ভিন্ন "অগ্রাহ্য হইল" এই কথাও লেখা যাইবেক, ও পৃষ্ঠের সেই কথাতে বিচারকর্ত্তা দস্তখৎ করিবেন তৎপরে যে জন ঐ দস্তাবেজ উপস্থিত করিয়াছিল তাহাকে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক, কিন্তু আদালত (জাল হওয়ার সন্দেহ প্রভৃতি) বিশেষ কারণে তাহা রাখা উপযুক্ত বোধ করিলে রাখিতে পারিবেন।

[আপীল করিবার মিয়াদ অতীত হইলে পর, প্রমাণে যে সকল দস্তাবেজ উপস্থিত করা গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।]

১৩৫।—মোকদ্দমাতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার উপর আপীল করিবার মিয়াদ অতীত হইলে পর, কিম্বা যদি সেই নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়া থাকে তবে সেই আপীলী মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইলে পর, মোকদ্দমার এক পক্ষ হউক কি না হউক যে কোন লোক মোকদ্দমাতে দস্তাবেজ উপস্থিত করিয়াছিল, সে তাহা ফিরিয়া পাইতে চাহিলে যে আদালতে ঐ দস্তাবেজ থাকে সেই আদালতে দরখাস্ত করিয়া তাহা ফিরিয়া লইবার স্বত্ব থাকিবেক। কিন্তু যদি ডিক্রীর লিখিত কথার দ্বারা সেই দস্তাবেজ অকর্ম্মণ্য হয় কিম্বা যদি আদালত যথার্থ বিচার কার্য্যের উপলক্ষে তাহা রাখিবার হুকুম করিয়া থাকেন, তবে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না।

[নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে বিশেষ কারণে দস্তাবেজ ফিরিয়া দিবার ও তাহার দস্তখতী নকল রাখিবার কথা।]

১৩৬।—দলীল যে আদালতে আছে সেই আদালত যদি বিশেষ কারণে তাহা ফিরিয়া দিবার হুকুম করা উপযুক্ত বোধ করেন, তবে ইহার পূর্ব্বের শেষ লিখিত ধারায় নিরূপিত সময়ের আগে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিবেক। কিন্তু আসল দলীলের পরিবর্ত্তে, তাহার উপযুক্তমতে দস্তখৎ করা এক কেতা নকল সর্ব্বদাই মোকদ্দমার নথীতে দিতে হইবেক। সেই নকল ঐ দলীল লইয়া যাইবার প্রার্থনা যে করে তাহার খরচে করা যাইবেক।

নজীর।—নিশ্চয় হইল যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৩৬ ধারার বিধি অনুসারে যে সমস্ত মোকদ্দমা দায়ের থাকে কেবল সে তাবতেরই দলীলের নকলাদি লওয়া যাইবে। পার্ব্বতীচরণ রায় প্রভৃতি দরখাস্ত কারীগণ। ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩।

[দস্তাবেজ ফিরিয়া দেওয়া গেলে তাহার রসীদ লইবার কথা।]

১৩৭।—দস্তাবেজের রসীদবহী আদালতে রাখিতে হইবেক, ও কোন দস্তাবেজ একবার আদালতে গ্রহণ হইয়া ও প্রমাণে গ্রাহ্য হইয়া যখন ফিরিয়া দেওয়া যায় তখন যে জন তাহা লইয়া যায়, সে তাহা পাইয়াছে বলিয়া ঐ বহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেক।

[আদালতের নিজ কিম্বা সরকারী অন্য দপ্তরখানা হইতে কি অন্য আদালত হইতে রাজ্য সম্পর্কীয় কাগজপত্র ছাড়া কাগজপত্র তলব করিবার কথা।]

১৩৮।—দেওয়ানী কোন আদালত যদি বোধ করেন যে অন্য কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র দৃষ্টি করিলে, তাহার সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে তাহার বৃত্তান্ত আরো স্পষ্ট করা যায় ও যথার্থ বিচারের ফলোৎপাদন হয়, তবে সেই আদালত আপনার ইচ্ছামতে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, আপনার সিরিস্তা হইতে কিম্বা সরকারী অন্য কোন দপ্তরখানা হইতে কি অন্য আদালত হইতে অন্য কোন মোকদ্দমার কি বিষয়ের কাগজপত্র তলব করিতে পারিবেন। কিন্তু রাজ্য সম্পর্কীয় যে কাগজপত্র দর্শান রাজ্য নিয়মের বিরুদ্ধ হয় তাহা তলব করিতে পারিবেন না।

ইসু নির্ণয়ের বিধি।

[ইসু লিখিবার কথা।]

১৩৯।—উভয় পক্ষের মধ্যে আইন ঘটিত কি বৃত্তান্ত ঘটিত যে বিশেষ কথা লইয়া বিবাদ হয়, তাহা আদালত মোকদ্দমা গ্রহণের [illegible] নির্ণয় করিয়া [illegible] করিবেন, ও তদনুসারে আইন ও বৃত্তান্ত ঘটিত যে বিশেষ কথার বিচার হইলে যথার্থ নিষ্পত্তি হয়, তাহা লিখিয়া রিকার্ড করিবেন। উভয়পক্ষ কি তাহাদের উকীলেরা যদি বর্ণনাপত্র দাখিল করে, ও উভয় পক্ষকে তাহাদের উকীলেরদের জোবানবন্দী লইলে যে বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় তাহার সঙ্গে যদি ঐ বর্ণনাপত্রের বৃত্তান্ত না মিলে, তবে আদালত সেই জোবানবন্দী হইতে যে বৃত্তান্ত বুঝেন তাহা ধরিয়া ঐ ইসু নির্ণয় করিতে পারিবেন।

[ইসু নির্ণয় করিবার আগে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার কি দলীল দৃষ্টি করিবার কথা।]

১৪০।—আদালতে যাহারা হাজির থাকে তাহাদের ছাড়া অন্য কোন লোকের জোবানবন্দী না হইলে, কিম্বা তদ্রূপ কোন লোকের যাহা দাখিল করে নাই এমত কোন দলীল না পড়িলে ইসু ঠিক রূপে নির্ণয় হইতে পারে না, আদালতের যদি এমত বিবেচনা হয়, তবে তৎকালে কার্য্য মুলতবী রাখিয়া ইসু নির্ণয় করিবার অন্য দিন

নির্দ্ধার্য্য করিবেন, ও শমন কিম্বা উপযুক্ত অন্য পরওয়ানা জারী করিয়া ঐ লোককে হাজির করাইবেন, কিম্বা দলীল যাহার হাতে থাকে তাহার দ্বারা সেই দলীল আনাইবেন।

[ইষু সংশোধন করিবার ও অধিক ইষু নির্ণয় করিবার কথা।]

১৪১।—মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মমতে ইষু শুধরাইতে পারিবেন, কিম্বা অধিক ইষু নির্ণয় করিতে পারিবেন, ও উভয়পক্ষের মধ্যে প্রকৃত যে কথা কি বিবাদ থাকে তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবার জন্যে ইষুর যে সংশোধন করা আবশ্যক হয় তাহাও করিতে হইবেক।

উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে ইষুর কথা।

[উভয়পক্ষের সম্মতি পূর্ব্বক বৃত্তান্ত কি আইন ঘটিত কোন কথা ইষুমতে ব্যক্ত হইবার কথা।]

১৪২।—মোকদ্দমার উভয়পক্ষের মধ্যে বৃত্তান্ত কি আইন ঘটিত এক কি অনেক যে কথার নিষ্পত্তি করিতে হইবেক, তদ্বিষয়ে যদি উভয়পক্ষের অনৈক্য না থাকে তবে তাহারা সেই কথা ইষুর মতে ব্যক্ত করিতে পারিবেন, ও এই মর্ম্মের একরারনামাও লিখিয়া দিতে পারিবেক, যে আদালত ঐ ইষুর বিচার করিয়া যাহা মঞ্জুর করেন কি নামঞ্জুর করেন তদনুসারে একরারনামাতে যত টাকা ধরা গিয়াছে তত, কিম্বা টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবার যে কথা ইষুর মধ্যে লিখিয়া দেওয়া গেল সেই কথাক্রমে আদালত যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন তত টাকা আমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে দিবেক কিম্বা মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় সেই একরারনামার লিখিত এমত কোন সম্পত্তি সেই বিচারানুসারে আমারদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে দিবেক, কিম্বা বিবাদের বিষয়ের সঙ্গে যে যে কার্য্যের সম্পর্ক থাকে একরারনামার লিখিত আইন সম্পর্কীয় এমত কোন বিশেষ কার্য্য সেই বিচারানুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে এক কি অধিক লোক করিবেক কি সাধন করিবেক, কিম্বা কোন বিশেষ কার্য্য করণে কি সাধনে ক্ষান্ত হইবেক। ঐ একরারনামায় কোন ইষ্ট্যাম্পের মাসুল লাগিবেক না।

[বিচারকর্ত্তা যদি হৃদ্বোধমতে জানেন যে একরারনামা সরল ভাবে করা গিয়াছে তবে তিনি তদনুসারে ডিক্রী করিতে পারিবেন।]

১৪৩।—উভয় পক্ষের কি তাহারদের উকীলদের জোবানবন্দী লইয়া, ও যে প্রমাণ উচিত জ্ঞান করেন তাহা গ্রহণ করিয়া যদি আদালত হৃদ্বোধমতে জানেন যে, ঐ একরারনামা উভয়পক্ষ উপযুক্তমতে লিখিয়া দিয়াছে, ও যে কথা ধরা গিয়াছে তাহার নিষ্পত্তিতে উভয়পক্ষের সরলভাবে স্বার্থ সম্পর্ক আছে ও তাহা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার উপযুক্ত কথা বটে, তবে আদালত তাহা রিকার্ড করিয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন, ও আদালত আপনি সেই ইষু নির্ণয় করিলে যে প্রকারে করিতেন

মুলতবী রাখিবার বিধি।

[অবকাশ দিতে পারিবার কি অন্য দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা মূলতবী রাখিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

১৪৬।—উভয়পক্ষকে কি কোন পক্ষকে অবকাশ দিবার উপযুক্ত কারণ প্রকাশ হইলে, আদালত মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে তদ্রূপ অবকাশ দিতে পারিবেন ও মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য সময়েং মূলতবী রাখিতে পারিবেন। তাহা করিলে আদালত মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিনও নিরূপণ করিবেন। পরন্তু এমত সকল স্থলে মোকদ্দমা মূলতবী থাকাতে যে খরচ হয় তাহা যে পক্ষ অবকাশ প্রার্থনা করে সেই পক্ষ দিবেক। কিন্তু আদালত অন্য রূপ আজ্ঞা করিলে দিবেক না।

[যদি উভয়পক্ষ নিরূপিত দিনে হাজির না হয় তবে আদালতের যে রূপে কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৪৭।—মোকদ্দমা মূলতবী রাখিয়া তাহা শুনিবার অন্য যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে, যদি উভয়পক্ষ কি কোন পক্ষ নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, তবে আদালত ঐ মোকদ্দমা লইয়া ১১০ ধারার কিম্বা বিষয় বিশেষে ১১১ কি ১১৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কার্য্য করিবেন, অথবা ভাবগতিক বুঝিয়া অন্য যে হুকুম ন্যায্য ও উচিত বোধ হয় সেই হুকুম করিতে পারিবেন।

[কোন পক্ষ প্রমাণ কি সাক্ষি উপস্থিত না করিলেও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিবার কথা।]

১৪৮।—মোকদ্দমার কোন পক্ষকে অবকাশ দেওয়া গেলে, যদি সে প্রমাণ উপস্থিত না করে কি সাক্ষিদিগকে হাজির না করায়, কিম্বা অন্য যে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে অবকাশ দেওয়া গিয়াছিল সেই কর্ম্ম না করে, তবে তাহার সেইরূপ ত্রুটি হইলেও আদালত নথীর কাগজপত্র দেখিয়া সেই মোকদ্দমার বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

সাক্ষিদিগকে তলব করিবার বিধি।

[শমনের নিমিত্তে দরখাস্তের কথা। [

১৪৯।—যদি মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে শমন হয় তবে আসামীর নামে শমন জারী হইলে পর কোন সময়ে, কিম্বা আসামীর নামে যে শমন জারী হয় তাহা যদি কেবল ইস্যু নির্ণয়ের নিমিত্তে হয় তবে ইস্যু রিকার্ড হইলে পর কোন সময়ে, উভয় পক্ষ কিম্বা তাহারদের উকীলেরা আদালতে দরখাস্ত করিয়া, সাক্ষ্য দিবার কি দলীল আনিবার জন্যে সাক্ষিরদের কিম্বা অন্য ব্যক্তিদের নামে হাজির হইবার শমন পাইতে পারিবেক। তদ্রূপ কোন শমনে যত লোকের নাম লেখাইতে চাহে তত লেখাইতে পারিবেক।

[শমনের নিমিত্তে দরখাস্তের উপর ইষ্টাম্পের মাসুল না লাগিবার কথা।]

১৫০।—সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল আনাইবার জন্যে কোন সাক্ষির কি অন্য ব্যক্তির নামে হাজির হইবার শমন জারী করিবার যে দরখাস্ত হয় তাহার নিমিত্তে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক না। ইহার বিরুদ্ধ কোন কথা কোন আইনে কি আক্টে থাকিলেও লাগিবেক না।

[শমন জারী করিবার পূর্ব্বে সাক্ষিরদের খরচ দিবার কথা। খরচ যে হিসাবে ধরিতে হইবেক তাহার ও সাক্ষিকে সেই খরচ লইতে বলিবার কথা ও খরচ না কুলাইলে তাহার কথা, ও সাক্ষিরদিগকে কিছু দিন রাখা গেলে তাহার কথা।]

১৫১।—এক এক জন সাক্ষির কি শমনের লিখিত অন্য ব্যক্তির যে আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হয়, সে আদালতে যাইবার ও তথা হইতে ফিরিয়া যাইবার ও তথায় এক দিন থাকিবার জন্যে যত পথখরচ ও অন্যান্য খরচ আদালত উচিত বোধ করেন তত খরচ শমন জারী করিবার দরখাস্তকারী ব্যক্তির ঐ আদালতে দিতে হইবেক ঐ আদালত যদি অন্য আদালতের অধীন থাকে, তবে যাহার নিজ অধীন থাকে সেই আদালত যদি খরচের কোন বিধি করিয়া থাকেন, তবে সেই বিধান মানিয়া ঐ খরচের হার ধরিতে হইবেক। শমন যাহার নামে হয় নিজ সেই ব্যক্তির উপরে জারী হইতে পারিলে, যে টাকা সেইরূপে আদালতে দেওয়া গেল তাহাও শমন জারী হইবার সময়ে সেই সাক্ষিকে কি অন্য ব্যক্তিকে লইতে বলা যাইবেক। সাক্ষির কি অন্য ব্যক্তির আদালতে যাইবার ও ফিরিয়া যাইবার পথখরচ ও অন্যান্য খরচের নিমিত্তে বলিয়া যত টাকা আদালতে দেওয়া যায় তাহাতে সেই খরচ কুলায় না, ইহা যদি আদালত বোধ করেন, তবে তাহার নিমিত্তে অধিক যত টাকা আবশ্যক বোধ হয় তাহা ঐ সাক্ষিকে কি অন্য ব্যক্তিকে দিতে আদালত হুকুম করিতে পারিবেন। ও সেই টাকা যদি না দেওয়া যায় তবে টাকা দিতে যাহার প্রতি হুকুম হইয়াছিল তাহার মাল ক্রোক ও নীলাম করিয়া আদায় করিবার হুকুম করিতে পারিবেন, অথবা সাক্ষিকে সাক্ষ্য দিবার হুকুম না করিয়া বিদায় করিতে পারিবেন। যে সাক্ষিকে কি অন্য ব্যক্তিকে শমন করা গেল তাহাকে যদি এক দিনের অধিক রাখিবার প্রয়োজন হয় তবে তাহার সেই অধিক কালের খরচ যত টাকাতে কুলায়, তত টাকা আদালত যাহার প্রার্থনামতে যাহাকে শমন করা গেল তাহাকে আদালতে আমানত করিতে সময়েং আজ্ঞা করিতে পারিবেন,ও সেই টাকা আমানৎ না করিলে ঐ সাক্ষিকে সাক্ষ্য দিবার হুকুম না করিয়া বিদায় করিতে হুকুম করিতে পারিবেন।

[হাজির হইবার সময় ও স্থান ও অভিপ্রায় শমনে লিখিবার কথা।]

১৫২।—সাক্ষির কিম্বা অন্য ব্যক্তির হাজির হইবার শমনে তাহার যে সময়ে ও স্থানে হাজির হইতে হইবেক তাহা ও সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার

জন্যে কি দুই কারণে, অর্থাৎ যে অভিপ্রায়ে তাহার হাজির হইবার আদেশ হয় তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। ও সাক্ষিকে কি অন্য ব্যক্তিকে বিশেষ কোন দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে তলব হইলে শমনে তাহারও সুবিধামতে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে হইবেক।

[দলীল উপস্থিত করিবার শমনের কথা।]

১৫৩।—কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউক কি না হউক তাহার নামে সাক্ষ্য দিবার শমন না হইয়াও দলীল উপস্থিত করিবার শমন হইতে পারিবেক। ও যে ব্যক্তির নামে কেবল দলীল উপস্থিত করিবার শমন করা যায়, সে যদি ঐ দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে আপনি হাজির না হইয়াও সেই দলীল উপস্থিত করায়, তবে ঐ শমনেতে কার্য্য নির্ব্বাহ জ্ঞান হইবেক।

সাক্ষির নামে শমন জারী করিবার বিধি।

[শমন যখন ও যে প্রকারে জারী করিতে হইবেক তাহার কথা।]

১৫৪।—সাক্ষিকে কি অন্য ব্যক্তিকে আসল শমন দেখাইলে ও তাহার নকল দিলে কি লইতে বলিলে শমন জারী হইবেক। আর শমনে ঐ সাক্ষির কি অন্য ব্যক্তির হাজির হইবার যে সময় লেখা থাকে তাহার পূর্ব্বে ঐ লোকের প্রস্তুত হইবার ও যে স্থানে হাজির হইতে হইবেক সেই স্থানে যাইবার তাহার উপযুক্ত অবকাশ হয় এমত উপযুক্ত সময় থাকিতে, শমন জারী করিতে হইবেক।

[সাক্ষির উপর কিম্বা তাহার পরিবারের কোন পুরুষের উপর জারী হইবার কথা।]

১৫৫।—যাহার হাজির হইবার হুকুম হয় তাহারই উপর শমন জারী করা যাইতে পারিলে করা যাইবেক কিন্তু যদি তাহাকে না পাওয়া যায়, তবে তাহার পরিবারের প্রাপ্ত ব্যবহার যে কোন পুরুষ তাহার সঙ্গে বাস করে তাহার উপর জারী হইতে পারিবেক।

[যদি শমন জারী হইতে না পারে তবে আদালতে ফিরিয়া দিবার কথা।]

১৫৬।—যাহার হাজির হইবার হুকুম হয় তাহার সন্ধান যদি না পাওয়া যায়, ও যাহার উপর শমন জারী হইতে পারে তাহার পরিবারের প্রাপ্ত ব্যবহার এমত কোন পুরুষ না থাকে, তবে জারী করণীয়া আমলা তাহা জারী করিতে পারিল না এই কথা শমনের পিঠে লিখিয়া, যে আদালত হইতে বাহির হইল সেই আদালতে ফিরিয়া দিবেক।

[শমনজারী হইবার সময় ও প্রকার তাহার পিঠে লিখিবার কথা।]

১৫৭।—যদি শমনজারী হইয়াছে, তবে যে সময়ে ও যে প্রকারে জারী হইয়াছে তাহা শমনজারী করণীয়া আমলা আসল শমনের পিঠে সর্ব্বদাই লিখিবেক।

[সাক্ষী অন্য এলাকায় বাস করিলে তাহার উপর শমনজারী হইবার কথা।]

১৫৮।—যাহার হাজির হইবার হুকুম হয় সেই জন, মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত থাকে তাহা ছাড়া যদি অন্য কোন আদালতের এলাকায় বাস করে, তবে মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত থাকে সেই আদালত ঐ সাক্ষীর বাসস্থান যে যে আদালতের এলাকায় থাকে এমত যে কোন আদালত হইতে ঐ শমন অতি অক্লেশে জারী হইতে পারে সেই আদালতে পাঠাইবেন। ও যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালত তাহা পাইলেই উপরের লিখিত আজ্ঞামতে জারী হইবার জন্যে আপনার নাজিরকে কি উপযুক্ত অন্য আমলাকে দিবেন। ও জারী করণীয়া আমলা ঐ শমন ফিরিয়া দিলে তাহা যে আদালত হইতে প্রথমে বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবেক।

[সাক্ষী পলায়ন করিলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক হইবার কথা।]

১৫৯।—প্রমাণ দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে হাজির হইবার শমন যাহার নামে বাহির হয় তাহার উপর যদি ইহার পূর্ব্বের লিখিত কোন প্রকারে জারী হইতে না পারে, তবে আদালত জারী করণীয়া আমলার রিটর্ণের দ্বারা তাহা নিশ্চিতরূপে জানিলে, ও সেই সাক্ষির সাক্ষ্য কিম্বা সেই দলীল উপস্থিত করা গুরুতর বিষয়, ও শমনজারী না হয় এই কারণে ঐ সাক্ষী কি অন্য ব্যক্তি পলায় কি লুকাইয়া থাকে এইং কথার প্রমাণ হইলে, আদালত তাহার ঘরের কি বাসস্থানের কোন প্রকাশ্য স্থানে ইস্তিহার লটকাইয়া দেওয়াইবেন। সেই ইস্তিহার নামাতে ঐ লোককে আজ্ঞা হইবেক যে ঐ ইস্তিহারনামার লিখিত সময়ে ও স্থানে সাক্ষ্য দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে হাজির হয়। ও যদি ইস্তিহারনামার লিখিত সময়ে ও স্থানে হাজির না হয়, তবে যে পক্ষ ঐ শমন বাহির হইবার দরখাস্ত করিয়াছিল সে প্রার্থনা করিলে, আদালত যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন ঐ লোকের তত টাকা পর্য্যন্তের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার হুকুম করিতে পারিবেন। কিন্তু ক্রোক করিবার যত খরচ হয় ও ইহার পরের ধারার বিধানমতে ঐ লোকের যত জরীমানা হইতে পারে তাহা লইয়া যত টাকা হয়, তাহার অধিক টাকার সম্পত্তি ক্রোক হইবেক না।

[সাক্ষী হাজির হইলে আদালতের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।]

১৬০।—সম্পত্তি ক্রোক হইলে যদি সেই সাক্ষী কি অন্য লোক হাজির হইয়া, শমনজারী না হইবার কারণে পলায় নাই কি লুকাইয়া থাকে নাই কিন্তু ইস্তিহারের লিখিত সময়ে ও স্থানে হাজির হইবার জন্যে উপযুক্ত অবকাশমতে সেই ইস্তিহারের সম্বাদ পায় নাই, এই কথা আদালতের সন্তোষমতে জানায়, তবে আদালত ঐ ক্রোক হইতে সম্পত্তি খালাস করিবার হুকুম করিবেন, ও ক্রোক করিবার খরচের বিষয়ে যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি হুকুম করিবেন। যদি সেই সাক্ষী কি অন্য লোক হাজির না হয়, কিম্বা যদি হাজির হইয়া, শমনজারী না হইবার কারণে পলায় নাই কি লুকা-

ইয়া থাকে নাই ও পূর্ব্বোক্তরূপে অবকাশমতে ইস্তিহারের সম্বাদ পায় নাই এই২ কথা আদালতের খাতিরজমামতে জানাইতে না পারে, তবে ঐ ক্রোক করার যত খরচ হয় তাহা শোধ করিবার জন্যে, ও কোন সাক্ষী শমনজারী না হইবার কারণে পলাইলে কি লুকাইয়া থাকিলে তাহার দণ্ডের যে আইন যে সময়ে চলন থাকে সেই আইনের বিধানমতে আদালত ঐ সাক্ষির কি অন্য লোকের যত জরীমানা দিতে হুকুম করেন সেই জরীমানার টাকা আদায় করিবার জন্যে, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি কি তাহার কোন ভাগ নীলাম করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি সেই সাক্ষী কি অন্য লোক ঐ খরচ কি জরীমানার টাকা আদালতে দাখিল করে, তবে আদালত ক্রোক হইতে সম্পত্তি খালাস করিতে হুকুম করিবেন।

সাক্ষীস্বরূপে উভয়পক্ষের জোবানবন্দী লইবার বিধি।

[মোকদ্দমার কোন পক্ষ স্বয়ং হাজির হইলে তাহার নিজ তরফে কি অন্য কোন লোকের তরফে জোবানবন্দী লইবার কথা।]

১৬১।—যখন মোকদ্দমার কোন পক্ষ মোকদ্দমা শুনিবার কোন সময়ে নিজে হাজির হয়, তখন তাহার সেই মোকদ্দমার এক পক্ষ না হইবার মতে তাহার নিজ তরফে কি মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষের তরফে সাক্ষীস্বরূপে তাহার জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিবেক।

[সাক্ষীস্বরূপে কোন পক্ষের জোবানবন্দী লইবার বিশেষ দরখাস্ত হইবার কথা।]

১৬২।—যদি মোকদ্দমার কোন পক্ষ ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষকে সাক্ষীস্বরূপে বলপূর্ব্বক হাজির করাইতে চাহে তবে সে আপনি কি উকীলের দ্বারা ঐ পক্ষের হাজির হইবার হুকুম করিতে আদালতে বিশেষ দরখাস্ত করিবেক, ও ঐ দরখাস্তের পোষকতায় আদালতের হৃদ্বোধমতে উপযুক্ত কারণ দর্শাইবেক, নতুবা শমনজারী হইবেক না।

[প্রথমে কারণ দর্শাইবার এত্তেলা জারী হইবার কথা।]

১৬৩।—যদি আদালত উচিত বোধ করেন, তবে সেইরূপ হুকুম করিবার পূর্ব্বে, সেই ব্যক্তির হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে না হয় ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে দিন নিরূপণ করিয়া, ঐ ব্যক্তিকে কি তাহার উকীলকে এত্তেলা দেওয়াইবেন, আরো যদি আবশ্যক হয় তবে উত্তম ও উপযুক্ত কারণ থাকিলে ঐ হেতু দর্শাইবার মিয়াদ সময়ের বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

[যে হেতু দর্শান যায় তাহার পোষকতায় লিখিত এজহার গ্রাহ্য করিবার কথা।]

১৬৪।—যে হেতু দর্শান যায় তাহার পোষকতায়, আদালত ইষ্ট্যাম্প না হওয়া কাগজে লেখা ঐ ব্যক্তির কোন এজহার গ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু তাহাতে ঐ ব্যক্তির দস্তখৎ করিতে হইবেক, ও আরজীর কথা সত্য ইহা লিখিবার যে বিধান এই আইনে হইয়াছে, সেই বিধানমতে ঐ এজহারের কথা সত্য ইহা লিখিবেক, ও আপন কিম্বা উকীলের দ্বারা সেই এজহার আদালতে দিবেক।

[প্রচুর কারণ দর্শান না গেলে শমনজারী হইবার কথা।]

১৬৫।—নিরূপিত দিবসে, কিম্বা তাহার পর অন্য যে কোন দিন পর্য্যন্ত আদালত ঐ কার্য্যের নিমিত্তে অবকাশ দিয়া থাকিবেন, সেই দিনে যদি উপযুক্ত কারণ দর্শান যায়, তবে আদালত ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার হুকুমজারী করিবেন।

[কোন সময়ে আদালতের স্বেচ্ছামতে সাক্ষির শমন হইবার কথা।]

১৬৬।—আদালত যদি যথার্থ বিচার হইবার নিমিত্তে মোকদ্দমার কোন পক্ষের জোবানবন্দী লওয়া, কিম্বা তাহার কাছে কি তাহার ক্ষমতায় থাকা কোন দলীল দৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ করেন, তবে মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে স্বেচ্ছামতে ঐ পক্ষের নামে শমনজারী করাইয়া, ঐ শমনের নিরূপিত দিনে হাজির হইয়া সাক্ষির মতে সাক্ষ্য দিতে, কিম্বা সেই দলীল তাহার কাছে কি তাহার ক্ষমতায় থাকিলে তাহা দেখাইতে, শমন করিতে পারিবেন। ও খোলা কাছারীতে সাক্ষিরমতে ঐ পক্ষের জোবানবন্দী লইতে পারিবেন, কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে হুকুম করেন সেই প্রকারে ঐ পক্ষের জোবানবন্দী লইবেন।

সাক্ষিরদের হাজির হওনের বিধি ও হাজির না হইলে তাহার ফল।

[যাহারদের নামে সাক্ষ্য দিবার শমন হয় তাহাদের হাজির হইতে হইবার কথা।]

১৬৭।—কোন মোকদ্দমায় যে কোন ব্যক্তিকে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে শমন হয়, সেই ব্যক্তির ঐ কার্য্যের নিমিত্তে শমনের লিখিত সময়ে ও স্থানে হাজির হইতেই হইবেক।

[কোন সাক্ষির হাজির না হইবার ফল।]

১৬৮।—যদি সাক্ষ্য দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার কোন শমন কোন ব্যক্তির

উক্ত ১৫৫ ধারার লিখিত কোন এক প্রকারে জারী করা যায়, ও সে যদি ন্যায্যমতের ওজর না থাকিতেও সেই শমনমতে কার্য্য না করে, তবে আদালত তাহাকে ধরিয়া আদালতে আনিতে হুকুম দিতে পারিবেন। যদি সে পলায় কি লুকাইয়া থাকে ও তাহাতে ধরা যাইতে কি আদালতের সম্মুখে আনা যাইতে না পারে, তবে সাক্ষির কি অন্য ব্যক্তির উপর শমনজারী হইতে না থাকিলে তাহার সম্পত্তি লইয়া ১৫৯ ও ১৬০ ধারাতে যে রূপে ও যে বিধিমতে করিবার বিধান আছে, সেইরূপে ও সেই বিধিমতে ঐ ব্যক্তিরও সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবেক।

[সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিবার ফল।]

১৬৯।—যদি কোন সাক্ষী আদালতে হাজির হইয়া কি বর্ত্তমান থাকিয়া, ও আদালত হইতে হুকুম পাইলে ন্যায্যমতের ওজর না থাকিলেও সাক্ষ্য দিতে, কিম্বা তাহার জিম্মায় কি তাহার ক্ষমতায় থাকা যে কোন দলীল পূর্ব্বোক্ত প্রকারের শমনে নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা উপস্থিত করিতে স্বীকার না করে, তবে আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন, উপযুক্ত তত কাল পর্য্যন্ত সেই সাক্ষিকে কয়েদ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে সে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে কিম্বা দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হয়, তবে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। পরন্তু সেই সময় গত হইলেও যদি সে অস্বীকার করিতে থাকে, তবে সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিবার দণ্ডের যে আইন যে সময়ে চলন থাকে সেই আইনের বিধানমতে আদালত তাহাকে লইয়া কার্য্য করিবেন।

[কোন পক্ষের হাজির না হইবার কি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার না করিবার ফল।]

১৭০।—মোকদ্দমার এক পক্ষ হইয়া কোন লোককে সাক্ষ্য দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে হাজির হইবার হুকুম হইলে, সে যদি ন্যায্যমতের ওজর না থাকিতেও সেই হুকুমমতে কার্য্য না করে, কিম্বা হাজির হইয়া কি আদালতে বর্ত্তমান থাকিয়া ও আদালত হইতে হুকুম পাইলে ন্যায্যমতের ওজর না থাকিতেও সাক্ষ্য দিতে, কিম্বা তাহার জিম্মায় কি তাহার ক্ষমতায় থাকা যে কোন দলীল পূর্ব্বোক্ত মতের শমনে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা উপস্থিত করিতে স্বীকার না করে তবে যে পক্ষ সেই প্রকারের কার্য্য না করে কি করিতে স্বীকার না করে তাহার বিরুদ্ধে আদালত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া যেমন উপযুক্ত বোধ করেন তেমনি ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য হুকুম করিতে পারিবেন।

নজীর।—১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৭০ ধারামতে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিবাদির উপর হুকুম হইলে যদি সে ব্যক্তি তাহা না করে তবে বাদির পক্ষে এক তরফা ডিক্রীর অনুমতিতে সে যে আপীল করিতে পারিবে না এমত নহে। খয়রাত আবদুল গফুর—বঃ—কাজিম নিওয়াজ। ১৮৬৩ সাল ২৩ জুলাই।

* ১৮৬০ সালের ৪৫ আইনের মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার দণ্ডের বিধির ১৭৫ ধারা অবধি ২২ ধারা পর্য্যন্ত দৃষ্টি কর।

[আদালতে যে কেহ বর্ত্তমান থাকে তাহার নামে শমন না হইলেও তাহাকে সাক্ষ্য দিতে হুকুম হইবার কথা।]

১৭১।—মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে কি না হইলেও যে কোন ব্যক্তি আদালতে থাকে, তাহাকে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে, কিম্বা দলীল উপস্থিত করিতে শমন করা গেলে, তাহার যে প্রকারে ও যে বিধিমতে সাক্ষ্য প্রভৃতি দিতে হইত, সেই প্রকারে ও সেই বিধিমতে আদালত তাহাকে সাক্ষ্য দিতে, ও তৎকালে ও তৎস্থানে নিতান্ত তাহার নিকটে কি তাহার ক্ষমতায় যে দলীল থাকে তাহা দেখাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও আদালতের হুকুমমতে কার্য্য করিতে স্বীকার না করিলে মোকদ্দমার এক পক্ষের কিম্বা বিষয় বিশেষে সাক্ষির প্রতি পূর্ব্বের লিখিত কোন বিধিমতে যেরূপে কার্য্য হইতে পারে, তাহারও প্রতি আদালত সেইরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন।

সাক্ষিরদের জোবানবন্দী যে সময়ে ও যে প্রকারে লইতে হইবেক তাহার বিধি।

[খোলা কাছারীতে মোকদ্দমা শুনিবার কালে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার কথা, ও যে মোকর্দ্দমার উপর আপীল হইতে পারে তাহাতে সাক্ষ্য যে প্রকারে লইতে হইবেক, ও যে স্থলে সাক্ষির জোবানবন্দীর তরজমা তাহার নিকটে পাঠ করিতে হইবেক ও যে স্থলে ইংরাজী ভাষাতে লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা, ও কোন২ সওয়ালের আপত্তির কথা, ও এক এক সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার সময়ে বিচারকর্ত্তার তাহা টুকিয়া রাখিবার কথা, ও যে মোকদ্দমার উপর আপীল নাই তাহাতে সাক্ষ্য যেরূপে লইতে হইবেক তাহার কথা, ও বিচারকর্ত্তা সাক্ষ্যের সারাংশ টুকিয়া রাখিতে না পারিলে তাহার কারণ লিখিবার কথা।]

১৭২।—মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনে কিম্বা তখন মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া অন্য যে দিনে শুনা যায় সেই দিনে, যত জন সাক্ষী হাজির থাকে তাহারদের বাচনিক জোবানবন্দী খোলা কাছারীতে, বিচারকর্ত্তার সাক্ষাতে ও কর্ণগোচরে ও তাঁহার নিজ হুকুমমতে ও তত্ত্বাধীনে লইতে হইবেক। যে মোকদ্দমার উপর উপরিস্থ আদালতে আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমাতে ঐ জোবানবন্দী লওন সময়ে এক এক জন সাক্ষী যে সাক্ষ্য দেয় তাহা, আদালতের কার্য্যেতে যে ভাষা চলন থাকে সেই ভাষাতে বিচারকর্ত্তার দ্বারা কিম্বা তাঁহার সাক্ষাতে ও তাঁহার নিজ হুকুমমতে ও তত্ত্বাধীনে লিখিয়া লওয়া যাইবেক। কিন্তু সাধারণমতে প্রশ্ন ও উত্তর করিয়া লিখিতে হইবেক না, বিবরণের পাঠে লিখিতে হইবেক। ও তাহা সমাপ্ত হইলে, বিচারকর্ত্তার ও সেই সাক্ষির ও মোকদ্দমার উভয়পক্ষের, কিম্বা তাহারদের উকীলেরদের, কিম্বা তাহারদের

যত জন হাজির থাকে তাহারদের গোচরে পাঠ করা যাইবেক, ও আবশ্যক হইলে সংশোধন হইবেক ও বিচারকর্ত্তা তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। সাক্ষী যে ভাষা কহিয়া সাক্ষ্য দিল তদ্ভিন্ন অন্য ভাষাতে যদি লিখিয়া লওয়া যায় ও সাক্ষী সেই অন্য ভাষা যদি বুঝে, তবে তাহা লিখিয়া লওয়া সেই জোবানবন্দী যে ভাষাতে কহিয়াছিল সেই ভাষাতে তরজমা হইয়া তাহার নিকটে শুনান যায় ঐ সাক্ষী এমত নিবেদন করিতে পারিবেক। ইংরাজী ভাষাতে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা ইংরাজী ভাষাতেই লেখা যায়, ইহাতে মোকদ্দমার উভয়পক্ষের যে সকল লোক উপস্থিত থাকে তাহারা ও যাহারা উপস্থিত না থাকে তাহারদের উকীলেরা সম্মত হইলে, বিচারকর্ত্তা আপন হাতে ঐ সাক্ষ্য সেই ভাষাতে লিখিয়া লইবেন। কোন বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কোন বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইলে, কিম্বা কোন পক্ষ কি তাহার উকীল এমত প্রার্থনা করিলে, আদালত স্বীয় বিবেচনামতে সেই প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া কি লেখাইয়া লইবেন। কোন সাক্ষির নিকটে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহাতে কোন পক্ষ কি তাহারদের উকীলেরা আপত্তি করিলেও যদি আদালত সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি দেন তবে সেই প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া দেওয়া যাইবেক, ও সেই আপত্তি ও যে জন তাহা করিয়াছিল তাহার নাম ও সেই আপত্তির বিষয়ে আদালতে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার কথাও জোবানবন্দীর লিখন কালে লেখা যাইবেক। জোবানবন্দী দিবার সময়ে সাক্ষির যে চাইল হয় তদ্বিষয়ে যদি আদালত কিছু কথা গুরুতর জ্ঞান করেন তবে তাহাও লিখিবেন। যে যে মোকদ্দমাতে বিচারকর্ত্তা আপন হাতে জোবানবন্দী না লেখেন, সেই সেই মোকদ্দমায় এক এক জন সাক্ষী জোবানবন্দী দিবার সময়ে যাহা কহে তাহার সারাংশ বিচারকর্ত্তার টুকিয়া রাখিতে হইবেক। তাহা আপন হাতে লিখিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ও সেই লিখন নথীতে দেওয়া যাইবেক। যে যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে না পারে সেই সেই মোকদ্দমায় সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর কথা বিস্তারিতরূপে লিখিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু এক এক জন সাক্ষী, জোবানবন্দী দিবার সময়ে যাহা কহে তাহার সারাংশ বিচারকর্ত্তা টুকিয়া রাখিবেন। তাহা আপন হাতে লিখিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। ও তাহা নথীর এক কাগজ হইবেক, বিচারকর্ত্তা ঐ বিধানমতে টুকিয়া রাখিতে না পারিলে যে কারণে লিখিতে পারিলেন না তাহা লিখিবেন, ও যাহার উপর আপীল নাই এমত মোকদ্দমা হইলে ঐ সারাংশ খোলা কাছারীতে আপনার কহনমতে অন্যের দ্বারা লেখাইয়া লইবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ও সেই লিখন নথীর এক কাগজ হইবেক।

[বিশেষ কারণ থাকিলে সাক্ষির জোবানবন্দী অগৌণে লইবার কথা।]

১৭৩।—যদি কোন সাক্ষী আদালতের এলাকা ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হয়, অথবা তাহার কোন জোবানবন্দী অগৌণে লওয়া যাইবার উত্তম কি উপযুক্ত অন্য কারণ আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রকাশ হইতে পারে, তবে কোন পক্ষের কিম্বা ঐ সাক্ষীর

প্রার্থনামতে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পর কোন সময়ে, আদালত ঐ সাক্ষীর জোবানবন্দী অযৌগে লইবেন, কিম্বা তাহা লইবার কোন দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে লইতে পারিবেন। যদি উভয়পক্ষের অনুপস্থানে ঐ দিন নিরূপণ করা যায়, তবে তাহার উপযুক্ত সংবাদ তাহারদিগকে দিতে হইবেক। ঐ সাক্ষীর জোবানবন্দী ইহার পূর্ব্বের বিধিমতে লওয়া যাইবেক ও লিখিয়া লওয়া যাইবেক ও মোকদ্দমা শুনিবার কোন সময়ে সেই প্রকারের লিখিয়া লওয়া জোবানবন্দী সাধ্যমতে পাঠ করা যাইতে পারিবেক।

[সাক্ষিরদিগকে শপথ কি প্রতিজ্ঞা করাইয়া, কিম্বা চলিত আইনের বিধানমতে তাহারদের জোবানবন্দী লওয়ার কথা।]

১৭৪।—সাক্ষিরদিগকে শপথ কি প্রতিজ্ঞা করাইয়া কিম্বা প্রকারান্তরে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনে যে আইন যে সময়ে চলন থাকে সেই আইনের বিধানমতে তাহারদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক।

অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়ার আমীন পাঠাইবার ও সরেজমীনে তদারক করিবার বিধি।

[সাক্ষী আদালতের এলাকার মধ্যে থাকিলে, ও আদালতের এলাকার বাহিরে কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকিয়া সদর আদালতের এলাকার মধ্যে তাহার জোবানবন্দী লইবার নিমিত্তে কমিস্যন দিবার কথা।]

১৭৫।—যাহার সাক্ষ্য লইবার প্রয়োজন হয় এমত সাক্ষী আদালত যে স্থানে আছে সেই স্থান হইতে এক শত মাইলের অধিক দূর কোন স্থানে যদি বাস করে, কিম্বা যদি পীড়া কি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আপনি জোবানবন্দী দিবার জন্যে আদালতে উপস্থিত হইতে না পারে, কিম্বা যদি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কি স্ত্রীলোক হওয়াতে আদালতে তাহার স্বয়ং হাজির হইবার ক্ষমতা হয়, তবে আদালত স্বেচ্ছামতে, কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, কিম্বা সেই সাক্ষির আবেদনমতে, জিজ্ঞাসাক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার জন্যে কমিস্যন অর্থাৎ ক্ষমতাপত্র দিবার হুকুম করিতে পারিবেন, ও সেই প্রকার জোবানবন্দী লইবার জন্যে যে সকল আজ্ঞা উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ হয় সে সকল আজ্ঞা, ঐ হুকুম কি তাহার পর কোন হুকুম করিবার সময়ে করিতে পারিবেন। যে আদালত হইতে কমিস্যন দেওয়া যায় তাহার এলাকার মধ্যে যদি ঐ সাক্ষী বাস করে, তবে ঐ আদালতের কোন আমলাকে, কিম্বা অধীন কোন আদালতের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে ঐ আদালত নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাহাকে কি তাহারদিগকে ঐ কমিস্যন দেওয়া যাইতে পারিবেক

যে আদালত হইতে কমিসান দেওয়া যায় তাহার এলাকার বাহিরের কোন স্থানেযদি সাক্ষী বাস করে, ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টের * এলাকার সীমা সরহদ্দের মধ্যে নহে কিন্তু সদর আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করে, তবে যাহার এলাকার মধ্যে সাক্ষী বাস করে এমত যে আদালত অতি অক্লেশে ঐ কমিসানমতে কার্য্য করিতে পারেন সেই আদালতে ঐ কমিসান সাধারণমতে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু বিশেষ কোন২ গতিকে যে আদালত হইতে ঐ কমিসান বাহির হয় সেই আদালত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাহাকে কি তাহার-দিগকে ঐ কমিসান দিতে পারিবেন।

[সাক্ষী সুপ্রিমকোর্টের এলাকার সীমা সরহদ্দের মধ্যে থাকিলে তাহার কথা।]

১৭৬।—যদি সাক্ষী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টের এলাকার সীমানার মধ্যে বাস করে, তবে ঐ কমিস্যন (কলিকাতা ও মান্দ্রাজে ও বোম্বাইয়ে অল্প কর্জ্জ ও দাওয়া আরো সহজরূপে আদায় করিবার জন্যে) ১৮৫০ সালের ৯ আইনমতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় যে আদালত স্থাপন হয় সেই আদালতে পাঠাইতে হইবেক কিন্তু বিশেষ কোন২ গতিকে, যে আদালত হইতে কমিস্যন বাহির হয় সেই আদালত যে কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাহার কি তাহা-রদের নামে ঐ কমিস্যন দেওয়া যাইতে পারিবেক।

[সাক্ষী সদর আদালতের কি সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকিলেও ব্রিটনীয়ের-দের শাসিত দেশের মধ্যে কিম্বা ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ এদেশীয় কোন রাজ্যের কি দেশের মধ্যে বাস করিলে তাহার কথা।]

১৭৭।—সদর আদালতের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যে বাস না করে, কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের মধ্যে, কিম্বা ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ এদেশীয় কোন রাজার রাজ্যের কি দেশের মধ্যে বাস করে, এমত কোন সাক্ষির প্রমাণ লইতে হইলে, আদালত সেই সাক্ষির প্রমাণ আবশ্যক ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, স্বেচ্ছামতে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের আবে-দন মতে ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার কমিস্যন দিতে পারিবেন। পরন্তু মোকদ্দমা যদি জিলার প্রধান দেওয়ানী আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত থাকে, তবে সেই অধীন আদালত ঐ কমিস্যন জারী করিবেন না, কিন্তু ঐ অধীন আদালতের দরখাস্তমতে জিলার প্রধান দেওয়ানী আদালত ঐ কমিসান জারী করিতে পারিবেন না।

[সাক্ষী উক্ত দেশের বাহির ও ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ এদেশীয় কোন রাজার রাজ্যের কি দেশের মধ্যেও না থাকিলে তাহার কথা।]

১৭৮।—উক্ত দেশের বাহিরে কোন স্থানে বাস করে ও ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে

---

* এক্ষণে উক্ত কোর্টের বিনিময়ে হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে ঐ স্থানে হাইকোর্টের এলাকা বলিয়া পাঠ করিতে হইবেক।

সন্ধিবদ্ধ এ দেশীয় কোন রাজার রাজ্যের কি দেশের মধ্যে বাস না করে এমত সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে হইলে, যে মোকদ্দমাতে ঐ সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার প্রয়োজন হয় তাহা যদি সদর আদালতে উপস্থিত থাকে, ও সেই প্রমাণ আবশ্যক ইহা যদি সেই আদালত বুদ্ধোধমতে জানে, তবে সেই সদর আদালতে স্বেচ্ছামতে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনা মতে ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার কমিস্যান জারী করিতে পারিবেন। যদি সেই মোকদ্দমা সদর আদালতে উপস্থিত না থাকে, তবে যে আদালতে উপস্থিত থাকে সেই আদালতের প্রার্থনামতে সদর আদালত ঐ কমিস্যান জারী করিতে পারিবেন। এমত সকল স্থলে সদর আদালত যে কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহাকে কি তাহারদিগকে কমিস্যান দিতে পারিবেন।

[সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর সহিত ঐ কমিস্যান ফিরিয়া পাঠ হইবার কথা ও জোবানবন্দী সাক্ষ্য স্বরূপে পাঠ হইবার কথা।]

১৭৯।—সেই কমিস্যানমতে কার্য্য উপযুক্তরূপে করা গেলে পর যে সাক্ষীর জোবানবন্দী তৎক্রমে লওয়া গিয়াছে তাহার সেই জোবানবন্দীর সঙ্গে ঐ কমিস্যান যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবেক। কিন্তু যদি কমিস্যান বাহির করিবার হুকুমেতে অন্য রূপ আজ্ঞা থাকে তবে ঐ আজ্ঞামতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইতে হইবেক। সেই কমিস্যান ও তদনুসারে যে রিটর্ণ হয় তাহা ও যে সাক্ষীর জোবানবন্দী সেই কমিস্যানমতে লওয়া গিয়াছে তাহার সেই জোবানবন্দী সর্ব্বদা ঐ মোকদ্দমার নথীর কাগজ পত্রের মধ্যে থাকিবেক। পরন্তু কমিস্যানমতে যে কোন জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা যে পক্ষের বিরুদ্ধে দেওয়া গিয়াছে সেই পক্ষের অনুমতি না হইলে সাক্ষ্য স্বরূপে পাঠ করা যাইবেক না। কিন্তু যাহার জোবানবন্দী হয় সেই ব্যক্তি আদালতের এলাকার বাহিরে আছে, কি মরিয়াছে, কিম্বা পীড়া কি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত জোবানবন্দী দিবার জন্যে আপনি হাজির হইতে অপারক আছে, কিম্বা আদালত যেস্থানে আছে সেই স্থান হইতে প্রতারণা বিনা নিতান্ত এক শত মাইলের অধিক দূর স্থানে বাস করিতেছে, কিম্বা সম্ভ্রান্ত লোক কি স্ত্রীলোক হওয়া প্রযুক্ত আদালতে তাহার স্বয়ং হাজির হওয়ার ক্ষমা হয়, এই২ কথার যদি প্রমাণ করা যায়, অথবা আদালত আপনার বিবেচনামতে পূর্ব্বোক্ত কথার মধ্যে কোন কথার প্রমাণ না লন, অথবা সেই জোবানবন্দী পাঠ করিবার সময়েতে জোবানবন্দী সেইরূপে লইবার কারণ রহিত হইয়াছে এমত প্রমাণ হইলেও যদি আদালত সেই জোবানবন্দী সাক্ষ্য স্বরূপে পাঠ করিবার আজ্ঞা করেন, তবে পাঠ করা যাইবেক।

[সরেজমীন তদারকে কমিস্যানের কথা, ও রিপোর্ট ও জোবানবন্দী মোকদ্দমার প্রমাণ স্বরূপে লইবার কথা, কিন্তু আমীনের নিজ জোবানবন্দী লইতে পারিবার কথা।]

১৮০।—কোন মোকদ্দমাতে কি আদালতের অন্য কার্য্যেতে যদি আদালত বিবাদের

বিষয় আরো পরিষ্কার করিবার জন্যে, কিম্বা কোন ওয়াসিলাতের কি খেসারতের টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবার জন্যে, সরেজমীনের তদারক আবশ্যক উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তবে সেই প্রকারের কমিস্যানমতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত ঐ আদালতের কোন আমলার নামে আদালত কমিস্যান জারী করিতে পারিবেন, অথবা সেই প্রকারের কোন আমলা না থাকিলে, উপযুক্ত কোন লোকের নামে কমিস্যান দিয়া তাহাকে সেই প্রকারের তদারক করিয়া সেই বিষয়ের রিপোর্ট আদালতে করিতে হুকুম করিবেন। এমত সকল স্থলে, আমীনকে নিযুক্ত করিবার হুকুমেতে যদি প্রকারান্তরের আজ্ঞা না থাকে, তবে ঐ উভয়পক্ষ কি তাহারদের কোন লোক ঐ আমীনের নিকটে যে সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করে তাহারদের, ও সেই উভয়পক্ষের ও অন্য যে কোন লোকদিগকে তাহার প্রতি অর্পিত বিষয়ের প্রমাণ দিবার জন্যে ঐ আমীন তলব করা উচিত বোধ করে, তাহাদের জোবানবন্দী লইতে ঐ আমীনের ক্ষমতা থাকিবেক, ও তদারকের বিষয় সম্পর্কীয় দলীল ও অন্যান্য কাগজপত্র তলব করিয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেক। ও সেই আমীন তলব করিলেও যদি কেহ হাজির না হয়, কিম্বা সাক্ষ্য দিতে কিম্বা দলীল কি অন্য কাগজপত্র দেখাইতে স্বীকার না করে, তবে আমীন রিপোর্ট করিলে আদালতের হুকুমমতে তাহাদের ক্ষতি ও জরীমানা ও দণ্ড হইতে পারিবেক, অর্থাৎ আদালতে বিচার করা মোকদ্দমাতে সেই রূপ অপরাধ করিলে তাহারদের যে দণ্ড প্রভৃতি হইত তাহাই হইতে পারিবেক। ঐ আমীন সরেজমীনে যে তদারক আবশ্যক জ্ঞান করে তাহা করিলে পর, ও যে সকল জোবানবন্দী লইয়াছে তাহা বিচারকর্ত্তার গোচরে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার যে বিধি এই আইনে হইয়াছে সেই বিধিমতে লিখিয়া লইলে পর, ঐ জোবানবন্দী ও আপনার নামে দস্তখৎ করা আপন লিখিত রিপোর্ট আদালতে দাখিল করিবেক। ঐ রিপোর্ট ও জোবানবন্দী মোকদ্দমাতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক ও তাহা নথীর কাগজপত্রের মধ্যে থাকিবেক। পরন্তু ঐ আমীনের প্রতি অর্পিত কোন কার্য্য বিষয়ে, কিম্বা তাহার রিপোর্টের লেখা কোন কথার বিষয়ে, কিম্বা ঐ তদারক যে প্রকারে করিয়াছে তদ্বিষয়ে, আদালত খোলা কাছারীতে ঐ আমীনের নিজ জোবানবন্দী লইতে পারিবেন, কিম্বা আদালতের অনুমতি লইয়া মোকদ্দমার উভয় পক্ষ কি তাহারদের কোন লোক তাহার জোবানবন্দী লইতে পারিবেক।

নজীর।—কমিস্যানমতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত আদালতের কোন আমলা বা আমীনের জোবানবন্দী লইবার যে সুযোগ আছে, তাহাতে যদি কোন পক্ষ ত্রুটি করে তবে ঐ পক্ষ পশ্চাৎ উক্ত আমলা বা আমীনের কার্য্যের উপর আপত্তি উপস্থিত করিবার অনুমতি পাইতে পারে না। বকসী আলী, ২ ডিসেম্বর ১৮৬৪।

নজীর।—যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত রূপ আমলা বা আমীন রিপোর্ট করেন তদনুসারে ঐ রিপোর্টের সিদ্ধতা গ্রাহ্য করিতে হইবে। [illegible]সুন্দরী দেব্যা। ৪ ডিসেম্বর ১৮৬৪।

[হিসাব তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিবার জন্যে আমীনকে নিযুক্ত করিবার কথা।]

১৮১।—কোন মোকদ্দমায় কি আদালত সম্পর্কীয় কোন কার্য্যেতে যদি হিসাবের তদন্ত কি নিষ্পত্তি করা আবশ্যক হয়, তবে সেই তদন্ত কি নিষ্পত্তি করিবার জন্যে, আদালত পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অমলাকে কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে আমীন স্বরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, আর সেই তদন্ত কি নিষ্পত্তি করিবার সময়ে উভয়পক্ষকে কি তাহারদের টর্ণিদিগকে কি উকীলদিগকে আমীনের নিকট হাজির থাকিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এমত সকল স্থানে ঐ আমীনের জ্ঞাত হইবার জন্যে ও উপদেশের জন্যে মোকদ্দমার কাগজপত্রের যে অংশ ও বিস্তারিত যে উপদেশ আবশ্যক বোধ হয় তাহা আদালত ঐ আমীনকে দিবেন। আর ঐ আমীন তদন্ত করিবার কালে যে কার্য্য করে কেবল তাহার কাগজপত্র পাঠাইবে, কিম্বা তদ্ভিন্ন তাহার তদন্ত করিবার জন্যে যে বিষয় অর্পণ করা যায় সেই বিষয়ে তাহার যে বিবেচনা হয় তাহাও জানাইবেক, ইহার বিশেষ আজ্ঞা ঐ উপদেশের মধ্যে স্পষ্টরূপে লেখা থাকিবেক। আমীনের ঐ কাগজ পত্র মোকদ্দমাতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক। কিন্তু যদি তাহাতে বিচারকর্ত্তা কোন কারণে অসন্তুষ্ট হন্, তবে তিনি আবশ্যকমতে অধিক তদন্ত করিবেন, ও বিষয়ের ভাব গতিক বুঝিয়া তাহার যে ন্যায্য ও উচিত বোধ হয় সেইরূপে শেষ নিষ্পত্তি কি হুকুম করিবেন।

[কমিসান জারী হইবার পূর্ব্বে তাহার খরচ আদালতে দাখিল হইবার কথা।]

১৮২।—যখন প্রমাণ লইবার কি সরেজমীনে তদারক করিবার কি হিসাব তদন্ত করিবার জন্যে কমিস্যন জারী করিতে হয়, তখন আদালত সেই কমিস্যন দিবার আগে তাহার যত খরচ উপযুক্ত বোধ হয় তাহা, যে পক্ষের প্রার্থনা মতে কি যাহার উপকারের জন্যে ঐ কমিস্যন দেওয়া যায় তাহাকে আদালতে দাখিল করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নিষ্পত্তির ও ডিক্রীর বিধি।

[নিষ্পত্তি যে দিনে জানাইতে হইবেক তাহার কথা।]

১৮৩।—যখন দলীল দস্তাবেজ পাঠ করা গিয়াছে ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া গিয়াছে ও উভয়পক্ষের নিজের কি তাহারদের উকীলেরদ্বারা কথা শুনা গিয়াছে তখন আদালত আপনার নিষ্পত্তি জানাইবেন। ঐ নিষ্পত্তি অবিলম্বেই, কিম্বা অন্য কোন দিনে, খোলা কাছারীতে প্রকাশ করা যাইবেক। সেই অন্য দিনে উপযুক্ত সম্বাদ উভয়পক্ষকে কি তাহারদের উকীলদিগকে দিতে হইবেক।

[ঐ নিষ্পত্তি বিচারকর্ত্তার চলন ভাষাতে লিখিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

১৮৪।—ঐ নিষ্পত্তি বিচারকর্ত্তার স্বদেশের চলন ভাষাতে লিখিতে হইবেক। পরন্তু ইংরাজী ভাষা সেই বিচারকর্ত্তার নিজ ভাষা না হইয়া, সেই ভাষা উপযুক্তমতে জানিয়া যদি তিনি সেই ভাষাতে পরিষ্কার ও বোধগম্য রূপে নিষ্পত্তি লিখিতে পারেন ও সেই ভাষাতে নিষ্পত্তি লিখিতে চাহেন, তবে তাঁহার নিষ্পত্তি ইংরাজী ভাষাতে লিখিতে পারিবেন।

[ডিক্রীতে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা ও তরজমা হইবার কথা।]

১৮৫।—বিচার করিবার যে এক কি অধিক বিষয় থাকে তাহা, ও তাহাতে যে নিষ্পত্তি হয় ও সেই নিষ্পত্তির কারণ নিষ্পত্তি পত্রেও লিখিতে হইবেক, ও বিচারকর্ত্তা ঐ নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবার সময়ে খোলা কাছারীতে সেই নিষ্পত্তিতে তারিখ লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। যদি সেই নিষ্পত্তি আদালতের চলন ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় লেখা যায়, তবে তাহা আদালতের চলন ভাষাতে তরজমা করিতে হইবেক, ও সেই তরজমাতে বিচারকর্ত্তা দস্তখৎ করিবেন।

[এক এক ইস্যুর উপর আদালতের নিষ্পত্তি জানাইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

১৮৬।—যে যে মোকদ্দমাতে ইস্যু নির্ণয় হয় সেই সেই মোকদ্দমায়, এক কি অধিক কোন ইস্যুর উপর যে রায় হয় তাহা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রচুর না হইলে, আদালত এক এক ইস্যুর বিষয়ে আপনার রায় কি নিষ্পত্তি জানাইবেন।

[খরচা যাহার দিতে হইবেক সেই কথা ও নিষ্পত্তিতে লিখিবার কথা।]

১৮৭।—এক এক পক্ষের খরচা যাহার দিতে হইবেক, অর্থাৎ সেই পক্ষের কি অন্য পক্ষের দিতে হইবেক ও সমুদায় কি এক অংশ ও যাহার যত দিতে হইবেক, এই সকল কথার আদেশ সর্ব্বদাই নিষ্পত্তিতে দেওয়া যাইবেক। ও আদালত যেমতে উপযুক্ত বোধ করেন সেইমতে খরচা যাহার দিতে হইবেক ও যাহাকে প্রাপ্ত করিয়া দিতে হইবেক তাহার হুকুম করিতে আদালতের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক।

[খরচা এই শব্দেতে যাহা জানা যায় তাহার কথা।]

১৮৮।—ইষ্টাম্পের, ও আসামীদিগকে ও সাক্ষিদিগকে তলব করিবার, ও অন্য অন্য পরওয়ানার, কিম্বা দলীলের নকল করাইবার খরচ, ও উকীলেরদের রসুম, ও সাক্ষিরদের খরচ ও প্রমাণ লইবার কি সরেজমীনে তদারক করিবার কিম্বা হিসাব তদন্ত করিবার নিমিত্তে, আমীনেরদের খরচ প্রভৃতি, মোকদ্দমার নিমিত্তে, ও তাহাতে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করিবার নিমিত্তে একং পক্ষের যত টাকা আবশ্যকমতে ব্যয় হয়, তাহা সমুদয় খরচা বলিয়া গণ্য হয়।

[ডিক্রীর কথা।]

১৮৯।—নিষ্পত্তি যে দিনে করা যায় সেই দিনের তারিখ ডিক্রীতে লিখিতে হই-

স্বতন্ত্র মোকদ্দমা করিয়া সেই টাকা দাওয়া করিলে সেই ডিক্রীর যে ফল হইত ও তাহার উপর যে বিধি খাটিত, ঐ ডিক্রীর সেই ফল হইবেক ও তাহার উপর সেই বিধি খাটিবেক।

[মোকদ্দমা জমীর নিমিত্তে হইলে ডিক্রীতে ওয়াসিলাত সুদ সমেত দিবার বিধানের কথা।]

১৯৬।—মোকদ্দমা জমীর নিমিত্তে, কিম্বা যাহার ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে এমত অন্য সম্পত্তির নিমিত্তে যদি হয়, তবে মোকদ্দমার তারিখ অবধি ডিক্রীদারকে দখল না দিবার তারিখ পর্য্যন্ত সেই জমীর কি অন্য সম্পত্তির ওয়াসিলাত কি খাজানা কি ভাড়া ও আদালত যে হিসাবে সুদ ধরা উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই হিসাবে সুদও দিবার বিধান ডিক্রীতে করিতে পারিবেন।

[ডিক্রী করিবার আগে ওয়াসিলাতের টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবার কিম্বা পরে তদন্ত করিবার কথা।]

১৯৭।—জমীর নিমিত্তে, ও মোকদ্দমার তারিখের আগে কতক কাল পর্য্যন্ত ঐ জমীর উপর যে ওয়াসিলাত পাওনা হয় তাহার নিমিত্তে যদি মোকদ্দমা হয়, ও সেই ওয়াসিলাত যত টাকা হয় এই কথা লইয়া যদি বিবাদ হয়, তবে আদালত জমীর ডিক্রী করিবার আগে ঐ টাকা নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সুবিধা বোধ হইলে জমীর নিমিত্তে ডিক্রী করিয়া ওয়াসিলাত যত টাকা হয় তাহা ডিক্রী জারী করিবার সময়ে তদন্ত করিতে পারিবেন।

[ডিক্রীর ও নিষ্পত্তির দস্তখতির নকল দিবার কথা।]

১৯৮।—মোকদ্দমার কোন পক্ষ কি তাহারদের উকীলেরা আদালতে প্রার্থনা করিলে ও যে সময়ে যে আইন চলন থাকে তদনুসারে যদি ইষ্টাম্প কাগজের প্রয়োজন হয় তবে আবশ্যকমতের ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করিলে, ডিক্রীর ও নিষ্পত্তির দস্তখতি নকল তাহারদিগকে দেওয়া যাইবেক। সেই প্রার্থনা মুখে করা যাইতে পারিবেক কিম্বা ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবেক।

চতুর্থ অধ্যায়।

ডিক্রীজারীর বিধি।

[স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রীর কথা।]

১৯৯।—জমীর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি ডিক্রী হইলে যাহার পক্ষে ডিক্রী হয় তাহাকে ঐ সম্পত্তি দিতে হইবেক।

[অস্থাবর সম্পত্তির, কিম্বা চুক্তিবদ্ধে কার্য্য হইবার ডিক্রীর, কি তাহার পরিবর্ত্তে টাকা দিবার ডিক্রীর কথা ।]

২০০ ।—ডিক্রী যদি কোন বিশেষ অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্তে হয়, কিম্বা কোন চুক্তিমতের বিশেষ কার্য্য সাধনের নিমিত্তে, কিম্বা অন্য কোন বিশেষ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে হয়, তবে সেই বিশেষ অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যাইতে পারিলে তাহা ক্রোক করিয়া যাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে দেওয়াইয়া ঐ ডিক্রী জারী হই-বেক, কিম্বা যাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে কয়েদ করিয়া, কিম্বা তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আদালত যাবৎ অন্য হুকুম না করেন তাবৎ ক্রোকে রাখিয়া কিম্বা আবশ্যক হইলে তাহাকে কয়েদ করিয়া, ও তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া ঐ ডিক্রীজারী হইবেক । কিম্বা যদি ঐ সম্পত্তির কি ঐ ঐ কার্য্যের পরিবর্ত্তে কাভির টাকা দিবার ডিক্রী হয়, তবে টাকার ডিক্রীজারী করিবার যে বিধি এই আইনে করা যাইতেছে সেই বিধিমতে ঐ টাকা আদায় হইবেক ।

[টাকার নিমিত্তে ডিক্রীর কথা ।]

২০১ ।—ডিক্রী যদি টাকার নিমিত্তে হয়, তবে যে লোকের বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে কয়েদ করিয়া, কিম্বা তাহার সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া, কিম্বা আবশ্যক হইলে ঐ উভয় কার্য্য করিয়া ঐ ডিক্রীজারী হইবেক । যদি সেই লোক যদি আসামী ছাড়া অন্য লোক হয়, তবে এই অধ্যায়ের বিধানমতে আসামীর উপর যে রূপে ডিক্রী জারী হইতে পারে তাহারও উপর সেই রূপে ডিক্রীজারী হইতে পারিবেক । ঐ ডিক্রী যদি গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে হয়, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের তরফের কর্ম্মকারী কোন লোকের বিপক্ষে হয়, তবে সেই ডিক্রী যে কার্য্যকারকের শোধ করিতে হয় তিনি তাহার শোধ করিতে শৈথিল্য করিলে, কি স্বীকার না করিলে, ঐ আদালত গবর্ণমেণ্টের হুকুম পাইবার জন্যে সদর আদালতের দ্বারা সেই কথার রিপোর্ট করিবেন, ও সেই রিপোর্টের তারিখ অবধি তিন মাস পর্য্যন্ত যদি ডিক্রী শোধ না হইয়া থাকে, তবে ডিক্রীজারী করিবার হুকুম বাহির হইবেক, নচেৎ নয় ।

[হস্তান্তরকরণপত্র করিবার, কিম্বা যে নিদর্শনের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহার পিঠে লিখিবার কথা ।]

২০২ ।—ডিক্রী যদি হস্তান্তর করণপত্র করিবার নিমিত্তে হয় কিম্বা যে নিদর্শনপত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে লিখিবার নিমিত্তে হয়, ও যাহাকে সেই হস্তান্তরকরণপত্র করিতে হুকুম হয়, কিম্বা যে নিদর্শনের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহার পিঠে লিখিতে যাহাকে হুকুম করা যায়, সে যদি ঐ কর্ম্ম না করে কিম্বা স্বীকার না করে, তবে সেই পত্র করণেতে কিম্বা সেই নিদর্শনের পৃষ্ঠে লিখনে যে কোন বাক্তির লাভ সম্পর্ক থাকে, সে ঐ ডিক্রীর কথানুসারে হস্তান্তর করণপত্র কি ঐ নিদর্শনের পৃষ্ঠে লিখনীয় কথা প্রস্তুত করিয়া (আইনমতে ইষ্ট্যাম্প কাগজের প্রয়োজন হইলে)

তাহা উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে করা যাইবার জন্যে আদালতে দাখিল করা যাইতে পারিবেক। ও বিচারকর্ত্তা তাহাতে দস্তখৎ করিলে যাহার প্রতি সেই কর্ম্ম করিতে হুকুম হয় তাহার নিজে করিবার কি পৃষ্ঠে লিখিবার মতে সিদ্ধ হইবেক।

[মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রীর কথা।]

২০৩।—মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কোন লোকের বিপক্ষে যদি ডিক্রী হয়, ও সেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে যদি টাকা দিবার সেই ডিক্রী হয় তবে সেই প্রকারের কোন সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া সেই ডিক্রী জারী হইতে পারিবেক, কিম্বা যদি সেই প্রকারে কোন সম্পত্তি পাওয়া না যায়, ও মৃত ব্যক্তির যে সম্পত্তি আসামীর হস্তগত হইল প্রমাণ হয় তাহা লইয়া আসামী উপযুক্তমতে কার্য্য করিয়াছে এই বিষয়ে যদি আসামী আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারে তবে যত সম্পত্তি লইয়া তাহার উপযুক্তমতে কর্ম্ম না হইয়াছে তাহার তত সম্পত্তি পর্য্যন্ত ঐ ডিক্রী আসামীর বিপক্ষে জারী হইতে পারিবেক, অর্থাৎ সেই আসামীর নিজ বিপক্ষে ডিক্রী হইলে যেমন জারী হইতে পারিত তেমনি জারী হইবেক।

[জামীনেরদের উপর ডিক্রীর কথা।]

২০৪।—যদি কোন ব্যক্তি ডিক্রীমতে কিম্বা তাহার কোন অংশমতে কার্য্য হইবার জামীন হইয়া দায়ী হয়, তবে আসামীর উপর ডিক্রী যে মতে জারী হইতে পারে সেই মতে ঐ জামীন যে পর্য্যন্ত আপনাকে দায়ী করিয়াছে সেই পর্য্যন্ত তাহার উপর ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবেক।

[ডিক্রীজারীক্রমে যে যে সম্পত্তির ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে তাহার কথা।]

২০৫।—ডিক্রী জারীক্রমে এই২ সম্পত্তির ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে, অর্থাৎ জমী ও ঘর ও মাল ও নগদ টাকা ও ব্যাঙ্ক নোট ও চেক ও হুণ্ডী ও প্রমিসরি নোট ও গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র ও তমসুক কিম্বা টাকার জন্যে অন্য নিদর্শনপত্র ওপাওনা টাকা, ও কোন রেলোয়েডের কি ব্যাঙ্কের কিম্বা সাধারণ কোন কোম্পানির কি চাটর প্রাপ্ত সমাজের মূল ধনের কি জাইণ্ট ষ্টকের শ্যার, ও আসামীর স্থাবর কি অস্থাবর অন্য যে কিছু সম্পত্তি তাহার নিজ নামে থাকে কিম্বা তাহার নিমিত্তে কি তাহার পক্ষে জিম্মা স্বরূপ অন্য লোকের দখলে থাকে, সেই সকল সম্পত্তি।

[ডিক্রী প্রভৃতি মতে টাকা দিবার কথা ও আদালতের দ্বারা রফা হইবার কথা।]

২০৬।—ডিক্রীমতে যে সকল টাকা দিতে হয় তাহা ঐ ডিক্রী যে আদালতের জারী করিতে হয় সেই আদালতে দাখিল করিতে হইবেক। কিন্তু সেই আদালত, কিম্বা ঐ ডিক্রী যে আদালত করিয়াছেন সেই আদালত যদি অন্য প্রকারের হুকুম করেন তবে সেই হুকুমমতে কার্য্য হইবেক। সমুদয় ডিক্রীর কি তাহার কোন অংশের রফা হইলে, যদি আদালতের রফা না করা যায় কিম্বা যাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে, কিম্বা ডিক্রী

যাহাকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেল সেই জন যদি ঐ রক্ষা হইবার কথা আদালতে জ্ঞাত না করে, তবে আদালত সেই রক্ষা স্বীকার করিবেন না।

ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্তের বিধি।

[ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্ত যে রূপে করিতে হইবেক তাহার কথা।]

২০৭।—যে লোকের পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সে যদি ঐ ডিক্রীজারী করাইতে চাহে, তবে সেই ডিক্রীজারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য হয় সেই আদালতে ঐ লোক আপনি, কিম্বা মোকদ্দমাতে যে লোক তাহার উকীল ছিল তাহার দ্বারা, কিম্বা সেই বিষয়ে আপনার তরফে কর্ম্ম করিতে উচিত মতে নিযুক্ত অন্য কোন উকীলের দ্বারা, দরখাস্ত করিবেক। দুই কি অধিক জন ডিক্রীদার হইলে, যদি আদালত সেইরূপ দরখাস্ত করিতে তাহারদের এক কি অধিক জনকে অনুমতি দিবার উপযুক্ত কারণ বুঝেন, তবে সেই এক কি অধিক জন ঐ দরখাস্ত করিতে পারিবেন। এমত স্থলে আদালত অন্য ডিক্রীদারেরদের লাভ রক্ষার জন্যে যে রূপ হুকুম আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিবেন।

[ডিক্রী আসল ডিক্রীদার হইতে অন্য লোককে দেওয়া গেলে যাহার ঐ দরখাস্ত করিতে হইবেক তাহার কথা।]

২০৮।—ডিক্রী যদি বরাতক্রমে কিম্বা আইনমতের কার্য্য বলে আসল ডিক্রীদার হইতে অন্য কোন লোককে দেওয়া যায়, তবে যাহার হস্তগত হইল সেই লোক, কিম্বা তাহার উকীল ডিক্রীজারী হইবার ঐ দরখাস্ত করিতে পারিবেক। ও আদালত যদি সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য করা উচিত বোধ করেন, তবে আসল ডিক্রীদারের সেই দরখাস্ত হইবার মতে ঐ ডিক্রীজারী হইতে পারিবেক।

[ডিক্রীর বিপক্ষ ডিক্রীর কথা।]

২০৯।—যদি মোকদ্দমার উভয়পক্ষ পরস্পরের স্থানে টাকা পাইবার ডিক্রী পাইয়া থাকে, তবে অধিক টাকার ডিক্রী যে পক্ষ পাইয়াছে কেবল সেই পক্ষ ডিক্রীজারী করাইতে পারিবেক ও অল্প টাকার ডিক্রীর টাকা বাদ দিয়া বাকী টাকার ডিক্রীজারী করাইতে, ও অল্প টাকার ডিক্রী শোধ হইল এই কথা অধিক টাকার ডিক্রীর উপর ও অল্প টাকার ডিক্রীর উপর লিখিতে হইবেক ও যদি দুই ডিক্রী সমান টাকার নিমিত্তে হয় তবে শোধ হইল এই কথা উভয় ডিক্রীতে লিখিতে হইবেক।

ডিক্রী যে আদালতের হয় সেই আদালতের ডিক্রীজারীর বিষয়ে উক্ত বিধান যেমন খাটে তেমনি সেই আদালতে জারী হইবার নিমিত্তে যে ডিক্রী পাঠান যায় সেই ডিক্রীজারীর বিষয়েও খাটিবেক কোন আদালতের ডিক্রী যাহার কি যাহারদের

দের বিপক্ষে হইয়াছে সেই লোকের কি সেই লোকেরদের যদি সেই আদালতে সেই ডিক্রীদারের নামে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে, তবে আদালত ন্যায্য ও উপযুক্ত জ্ঞান করিলে, ঐ উপস্থিত থাকা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যত কাল না হয় তত কাল কোন নিয়ম না করিয়া কিম্বা যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

[যাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সে ডিক্রীজারী হইবার পূর্ব্বে মরিলে তাহার আইনমতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির কি সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনার কথা।]

২১০।—যাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে এমত কোন লোক যদি সেই ডিক্রীমতের কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত না হইলে মরে তবে সেই মৃত ব্যক্তির আইনমতের স্থলাভিষিক্ত লোকের উপর কিম্বা সেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী হইবার দরখাস্ত হইতে পারিবেক। ও আদালত যদি সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য করা উচিত বোধ করেন তদনুসারে ডিক্রীজারী হইতে পারিবেক।

[আইনমতের স্থলাভিষিক্তের উপর ডিক্রীজারী হইবার কথা।]

২১১ —যদি সেই ডিক্রী আইনমতের স্থলাভিষিক্তের উপর জারী হইবার আজ্ঞা হয়, তবে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে টাকা দিবার ডিক্রীজারীর যে বিধান ২০৩ ধারাতে আছে সেই বিধানমতে ঐ ডিক্রীজারী হইবেক।

[ডিক্রীজারীর দরখাস্ত লিখিবার পাঠ।]

২১২।—ডিক্রীজারীর নিমিত্তে যে দরখাস্ত হয় তাহা লিখিয়া দিতে হইবেক ও তাহাতে নীচের নক্সা করিয়া এই২ কথা লিখিতে হইবেক, অর্থাৎ মোকদ্দমার নম্বর, ও উভয়পক্ষের নাম, ও ডিক্রীর তারিখ, ও সেই ডিক্রীর উপর কোন আপীল হইয়াছে কি না, ও ডিক্রী হইবার পরে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদের বিষয়ের কিছু রফা হইয়াছে কি না, ও হইলে কি রফা হইয়াছে, ও সেই ডিক্রীমতে কর্জ্জের কি খেসারতের যত টাকা পাওনা হয়, কিম্বা অন্য প্রকারের উপকারের হুকুম হয়, ও কিছু খরচার হুকুম হইলে যত খরচা, ও যাহার উপর ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনা হয় তাহার নাম, ও আদালত হইতে যে প্রকারের সাহায্য হইবার প্রার্থনা হয়, অর্থাৎ বিশেষ যে সম্পত্তির ডিক্রী হইয়াছে তাহা দেওয়াইবার, কিম্বা উক্ত লোককে ধরিয়া কয়েদ করিবার, কিম্বা তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার, কিম্বা অন্য যে প্রকারের সাহায্য হইবার প্রার্থনা হয় তাহা।

[যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার দরখাস্ত হয় তবে অধিক বেওরা লিখিবার কথা।]

২১৩।—যদি আসামীর কিছু ভূমি কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইবার নিমিত্তে দরখাস্ত হয়, তবে ঐ দরখাস্তের সঙ্গে ঐ সম্পত্তির এক তালিকা কি ফর্দ্দ দিতে হইবেক,

তাহাতে ঐ সম্পত্তি নিশ্চয়রূপে চেনা যাইতে পারে এমত উপযুক্ত বেওরা লেখা থাকিবেক, ও দরখাস্তকারির বিশ্বাসমতে ও সে যেপর্য্যন্ত নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিয়াছে সেই পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তিতে আসামীর যে অংশ কি সম্পর্ক থাকে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক। আর যদি সেই সম্পত্তি সরকারের খেরাজী মহাল কি সেইরূপ মহালের কোন অংশ হয়, তবে ক্রোক করিবার ঐ দরখাস্তের সঙ্গে কালেক্টর সাহেবের দপ্তরখানার রেজিষ্টর হইতে গৃহীত ও তাঁহার দস্তখৎ করা এইং কথা লিখিত হইবেক অর্থাৎ ঐ মহালের জমা ও মালিকেরদের নাম, ও রেজিষ্টরী করা মালিকেরদের অংশ রেজিষ্টরী হইলে তাহা।

[অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার দরখাস্ত সাধারণমতে হইবার, কিম্বা যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবেক তাহার তালিকা দরখাস্তের সঙ্গে দিবার কথা।]

২১৪।—যদি আসামীর অস্থাবর সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ ক্রোক হইবার দরখাস্ত হয়, তবে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবেক তাহার এক তালিকা কি ফর্দ্দ ঐ দরখাস্তের সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারিবেক। ঐ ফর্দ্দেতে ঐ সম্পত্তির উপযুক্তমতে ঠিক বর্ণনা থাকিবেক। অথবা ফরিয়াদী এইরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেক, ডিক্রীর টাকা ও খরচা সমেত যত হয় তত টাকা পর্য্যন্ত আসামীর অস্থাবর সম্পত্তি যে কোন স্থানে পাওয়া যায় তাহা সাধারণমতে ক্রোক করা যায়।

২১৫।—এই ধারা (১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১ ধারামতে) রহিত হইয়াছে।

পরওয়ানা জারী করিবার পূর্ব্বে কোন কোন স্থলে যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহার বিধি।

[বিশেষ কোন কোন স্থলে ডিক্রীজারী না হয় ইহার কারণ দর্শাইবার এত্তেলা জারী হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

২১৬।—ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি ডিক্রীজারীর দরখাস্ত দিবার তারিখ পর্য্যন্ত যদি এক বৎসরের অধিক কাল গত হয়, অথবা যে জন প্রথমে মোকদ্দমার এক পক্ষ ছিল তাহার উত্তরাধিকারী কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির উপর যদি সেই ডিক্রীজারী হইবার দরখাস্ত হয়, তবে যাহার উপর ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনা হয় সেই পক্ষের নামে আদালত এত্তেলা জারী করিয়া, সেই ডিক্রী তাহার উপর জারী না হয় ইহার কারণ, মিয়াদ নিরূপণ করিয়া সেই মিয়াদের মধ্যে দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন। পরন্তু ডিক্রীজারী হইবার কোন দরখাস্ত পূর্ব্বে হইয়া তাহার উপর শেষ যে হুকুম হয়, সেই হুকুমের তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে যদি ঐ দরখাস্ত করা যায়, তবে ডিক্রীর তারিখ অবধি ডিক্রীজারীর ঐ দরখাস্ত হইবার কাল পর্য্যন্ত এক বৎসরের অধিক কাল গত হইয়াছে, এই প্রযুক্ত সেই প্রকারের এত্তেলা দিবার আবশ্যক

হইবেক না। আরো উত্তরাধিকারির কি স্থলাভিষিক্তের উপর ডিক্রীজারী হইবার দরখাস্ত পূর্ব্বে হইয়া যদি আদালত তাহার উপর ডিক্রীজারী হইবার হুকুম করিয়া থাকেন, তবে সেই উত্তরাধিকারির কি স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ দরখাস্ত হইয়াছে এই প্রযুক্ত সেই প্রকারের কোন এত্তেলার আবশ্যক হইবেক না।

[এত্তেলা জারীর পরে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।]

২১৭।—সেই প্রকারের এত্তেলা জারী হইলে যদি ঐ পক্ষ আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, কিম্বা ঐ ডিক্রী অগৌণে জারী করা উচিত নয়, ইহার উপযুক্ত কারণ যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রকাশ না করে, তবে আদালত তদনুসারে ডিক্রীজারী হইবার হুকুম করিবেন। যদি সেই পক্ষ নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির হং ও ডিক্রীজারী হইবার কোন আপত্তি জানায়, তবে আদালত ভাবগতিক বুঝিয়া যে হুকুম ন্যায্য ও উচিত বোধ হয় এমত হুকুম করিবেন।

[অস্থাবর সম্পত্তির সাধারণমতে ক্রোক হইবার দরখাস্তের কথা।]

২১৮।—যদি আসামীর অস্থাবর সম্পত্তির সাধারণমতে ক্রোক হইবার দরখাস্ত হয় তবে আদালত উচিত বোধ করিলে ঐরূপ ক্রোক হইবার হুকুমজারী করিবার আগে, দরখাস্তকারিকে জামীন দিতে আজ্ঞা করিবেন, অর্থাৎ ঐ ক্রোক করিবার সময়ে আসামী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে যে কিছু ক্ষতি হইতে পারে, তাহার পরিশোধের জন্যে যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন আদালতের হৃদ্বোধমতে দরখাস্তকারির তত টাকার জামীন দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[হুকুম দিবার আগে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবেক তদ্বিষয়ে আদালতের কোন কোন তদন্ত করিবার কথা।]

২১৯।—সাধারণমতে ক্রোক করিবার হুকুম দিবার আগে, কিম্বা ফরিয়াদী প্রার্থনা করিলে, নিষ্পত্তি হইবার পর ও ডিক্রী সম্পূর্ণমতে জারী হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদালত যাহার বিপক্ষে ঐ দরখাস্ত হইয়াছে তাহাকে শমন করিয়া, নিষ্পত্তি পরিশোধে যে সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে তদ্বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ তাহাকে করিতে পারিবেন। আরো আদালত স্বেচ্ছামতে কিম্বা সেই তদন্ত কার্য্যেতে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে, অন্য যে লোককে আবশ্যক বুঝেন তাহাকে শমন করিয়া ঐ সম্পত্তির বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন, ও যাহাকে শমন করেন তাহার কাছে কি তাহার ক্ষমতার মধ্যে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় যে সকল দলীল ও কাগজপত্র থাকে তাহাও আনিয়া দেখাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[নিষ্পত্তির পরে উভয়পক্ষের ও সাক্ষিরদের তলব করিবার ও জোবানবন্দী লইবার যে বিধি থাটে তাহার কথা।]

২২০।—নিষ্পত্তি হইবার পর কোন সময়ে, যখন মোকদ্দমার কোন পক্ষের কি অন্য কোন ব্যক্তির হাজির হইবার শমনজারী হয়, তখন ইস্যু রিকার্ড হইলে

পর উভয়পক্ষকে ও সাক্ষিরদিগকে শমন করিবার ও তাহারদের জোবানবন্দী লইবার যে যে বিধি খাটে, সেই প্রকারের শমন করা কোন পক্ষের কি সাক্ষিরদের উপর সেই সেই বিধি খাটিবেক।

পরওয়ানা জারী করিবার বিধি।

[পরওয়ানা জারী করিবার সময়ের কথা।]

২২১।—অগ্রিম যে সকল কার্য্যের আবশ্যক হয় তাহা প্রয়োজনমতে করা গেলে পর, আদালত ডিক্রীজারী করিবার পরওয়ানা না দিবার কারণ না দেখিলে উপযুক্ত পরওয়ানা জারী করিবেন।

[জারী করিবার শেষ দিন পরওয়ানাতে লিখিবার ও যে প্রকারে ও যে সময়ে জারী হয় তাহা পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।]

২২২।—ডিক্রীজারী করিবার পরওয়ানা যে তারিখে জারী হয় সেই তারিখ তাহাতে লিখিতে হইবেক, ও তাহাতে বিচারকর্ত্তার দস্তখৎ থাকিবেক, ও আদালতের মোহর করা যাইবেক, ও সেই পরওয়ানা নাজিরকে কি আদালতের উপযুক্ত অন্য আমলাকে দেওয়া যাইবেক। ও যে তারিখে কি যাহার পূর্ব্বে পরওয়ানা জারী করিতে হইবেক তাহা পরওয়ানাতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক, ও যে তারিখে ও যে প্রকারে তাহা জারী হয় তাহার কথা নাজির কি উপযুক্ত অন্য আমলা ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবেক, কিম্বা যদি জারী হয় নাই তবে না হইবার কারণ লিখিবেক, ও ঐ পরওয়ানা যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে ঐ পৃষ্ঠের লিখিত কথা সমেত ফিরিয়া দিবেক।

স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রী জারি করিবার বিধি।

[স্থাবর সম্পত্তি আসামীর দখলে কি তাহার অধীন কোন ব্যক্তির দখলে থাকিলে তাহা দেওয়াইবার কথা।]

২২৩।—ঘর কি জমী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির ডিক্রী হইলে, তাহা যদি আসামীর কি তাহার তরফে কোন লোকের দখলে থাকে, কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পরে আসামীর করা কোন স্বত্বক্রমে দাওয়াদার অন্য ব্যক্তির দখলে থাকে, তবে ডিক্রীমতে যে পক্ষ ঐ ঘর কি জমী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি পাইবেক তাহাকে দখল দেওয়াইয়া, কিম্বা তাহার পক্ষে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে যাহাকে নিযুক্ত করে তাহাকে দখল দেওয়াইয়া, ও যদি কোন লোক সেই সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে স্বীকার না করে তবে

আবশ্যক হইলে তাহাকে উঠাইয়া দিয়া, আদালত ঐ জমী প্রভৃতি ডিক্রীদারকে দিতে হুকুম করিবেন।

[জমী প্রভৃতি রাইয়তেরদের দখলে থাকিলে তাহা ডিক্রীদারকে দিবার কথা।]

২২৪।—জমী কি স্থাবর অন্য যে সম্পত্তির ডিক্রী হয় তাহা রাইয়তের দখলে থাকিলে, কিম্বা দখল করিবার স্বত্ববান অন্য ব্যক্তিরদের দখলে থাকিলে আদালত সেই জমীর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ পরওয়ানার এক কেতা নকল লট্‌কাইয়া ও উপযুক্ত কোন এক কি অধিক স্থানে ঢেঁড়রা দিয়া, কিম্বা অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে, ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় ডিক্রীর মর্ম্ম ঐ সম্পত্তির দখিলকারদিগের নিকটে ঘোষণা করাইয়া তাহা ডিক্রীদারকে দিতে হুকুম করিবেন।

[মহালের বিভাগ করিবার কি অংশ স্বতন্ত্র করিয়া দিবার কথা।]

২২৫।—ঐ ডিক্রী যদি সরকারের খেরাজী মহাল ভাগ করিবার নিমিত্তে হয়, কিম্বা তদ্রূপ অবিভক্ত মহালের এক অংশের স্বতন্ত্র দখলের নিমিত্তে হয়, তবে সরকারের খেরাজী মহাল ভাগ করিয়া দিবার যে বিধি চলন থাকে সেই বিধিমতে কালেক্টর সাহেব আদালতের হুকুম অনুসারে ঐ মহাল ভাগ করিয়া দিবেন, কিম্বা ঐ অংশ স্বতন্ত্র করিয়া দিবেন।

[স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রীজারীর বাধা হইবার কথা।]

২২৬।—জমীর কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রীজারী করিবার সময়ে, যদি কোন লোক ডিক্রীজারী করণীয় আমলাকে নিবারণ করে কি বাধা দেয়, তবে যাহার পক্ষে ঐ ডিক্রী হইয়াছে সেই লোক ঐ নিবারণ কি বাধা হইবার সময়াবধি এক মাসের মধ্যে কোন সময়ে আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেক। তাহাতে আদালত ঐ নালিশের বিচার করিবার দিন নিরূপণ করিবেন ও যাহার নামে নালিশ হইয়াছে তাহাকে জওয়াব করিতে শমন করিবেন।

[ঐ বাধা আসামী হইতে হইলে তাহার কথা।]

২২৭।—জমী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি ঐ ডিক্রীর মধ্যে ধরা গেল না বলিয়া, কিম্বা অন্য কোন কারণে, আসামী কিম্বা তাহার প্রবৃত্তিমতে অন্য লোক নিবারণ কি বাধা করে, এই কথা যদি আদালত হৃদ্বোধমতে প্রকাশ হয়, তবে আদালতের ঐ নালিশের কথা তদন্ত করিয়া ভাবগতিক বুঝিয়া যে হুকুম উচিত হয় তাহা করিবেন।

[আসামী ফরিয়াদীর বাধা করিতে না থাকিলে তাহার প্রতি কার্য্য হইবার কথা।]

২২৮।—আদালত ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্তের যে রূপে তদারক করা উচিত বোধ করেন তাহা করিলে পর যদি হৃদ্বোধমতে জানেন যে, ঐ নিবারণ ন্যায্য কারণে হয় নাই, ও ডিক্রীমতে ফরিয়াদীর যে সম্পত্তির দখল পাইতে হয় তাহা তাহার সকলরূপে না পাইবার নিমিত্তে আসামী কিম্বা তাহার প্রবৃত্তিমতে অন্য লোক নিবারণ কি বাধা করিতে থাকে, তবে আদালত ফরিয়াদীর প্রার্থনামতে সেই নিবারণ কি বাধা না হইতে

থাকিবার জন্যে, ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত যত কাল আবশ্যক হয় তত কাল সেই আসামীকে কি অন্য ব্যক্তিকে কয়েদ করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহাতে সেই নিবারণের কি বাধার দণ্ড করিবার যে সময়ে যে আইন চলন থাকে, সেই আইনমতে ঐ আসামীর কি অন্য ব্যক্তির নামে যে কোন নালিশ প্রভৃতি হইতে পারে তাহার কিছু ব্যাঘাত হইবেক না।

[আসামী ছাড়া প্রকৃত ভাবের দাওয়াদার হইতে বাধা হইবার কথা।]

২২৯।—ঐ সম্পত্তি আসামী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির দখলে আপনার নিমিত্তে কিম্বা আসামী ভিন্ন কোন লোকের নিমিত্তে আছে, প্রকৃত ভাবের এমত কোন দাওয়াদার ঐ ডিক্রীজারীর নিবারণ কি বাধা করে, ইহা যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রকাশ হয়, তবে ডিক্রীদারকে ফরিয়াদী করিয়া ও দাওয়াদারকে আসামী করিয়া সেই দাওয়া মোকর্দ্দমার মতে নম্বর ভুক্ত হইবেক ও রেজিষ্টরী করা যাইবেক। ও সেই সম্পত্তির নিমিত্তে ডিক্রীদার এই আইনের বিধানমতে ঐ দাওয়াদারের নামে মোকদ্দমা করিলে, আদালত যেরূপে ও যে ক্ষমতামতে করিতে পারিতেন সেইরূপে ও সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ দাওয়ার তদন্ত করিবেন, ও ভাবগতিক বুঝিয়া যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত করিবার, কিম্বা ঐ ডিক্রীজারী করিবার হুকুম করিবেন। কিন্তু ইহাতে সেই নিবারণের কি বাধার দণ্ড করিবার যে সময়ে যে আইন চলন থাকে, সেই আইনমতে ঐ দাওয়াদারের নামে যে কোন নালিশ প্রভৃতি হইতে পারে তাহার কিছু ব্যাঘাত হইবেক না।

[যাহাকে বেদখল করা যায় সেই জন যদি ডিক্রীদারের সেই স্থাবর সম্পত্তির দখল পাইবার অধিকারের বিষয়ে বিবাদ করে, তবে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।]

২৩০।—ডিক্রীজারী ক্রমে যদি আসামী ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে কিছু জমী কি স্থাবর সম্পত্তি লইতে বেদখল করা যায়, ও সেই সম্পত্তি আপনার নিমিত্তে কিম্বা আসামী ছাড়া অন্য লোকের নিমিত্তে প্রকৃতভাবে তাহার দখলে ছিল, ও সেই সম্পত্তি ডিক্রীর মধ্যে ধরা যায় নাই, কিম্বা যদি ডিক্রীতে ধরা গিয়াছিল তবু যে মোকর্দ্দমাতে ঐ ডিক্রী হইয়াছিল সেই মোকদ্দমাতে তাহাকে একপক্ষ করা যায় নাই বলিয়া, তাহাকে সেই ডিক্রীমতে বেদখল করিতে ঐ ডিক্রীদারের অধিকারের বিষয়ে যদি সেই লোক বিবাদ করে, তবে সেই বেদখল হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে ঐ লোক আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেক। ও সেই দরখাস্তকারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে পর, সেই দরখাস্ত করিবার সম্ভাবিত কারণ আছে আদালত যদি এমত বোধ করেন তবে দরখাস্তকারিকে ফরিয়াদী করিয়া ও ডিক্রীদারকে আসামী করিয়া সেই দরখাস্ত মোকর্দ্দমারমতে নম্বর ভুক্ত ও রেজিষ্টরী করা যাইবেক। ও সেই সম্পত্তির নিমিত্তে দরখাস্তকারী ঐ ডিক্রীদারের নামে মোকদ্দমা করিলে আদালত যেরূপে ও যে ক্ষমতামতে করিতে পারিতেন সেইরূপে ও সেই ক্ষমতামতে ঐ বিবাদের বিষয়ে পরীক্ষা করিবেন।

[পূর্ব্বের দুই ধারামতে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর আপীলের কথা।]

২৩১।—ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার কোন ধারামতে আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা সামান্য মোকর্দ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবেক, ও ডিক্রীর উপর আপীলের যে বিধি খাটে সেই বিধিমতে ঐ নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবেক, ও নালিশের সেই হেতুতে সেইং পক্ষের কি তাহারদের অধীনে দাওয়াদার অন্য ব্যক্তিরদের মধ্যে কোন নূতন মোকদ্দমা কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না।

সম্পত্তি ক্রোক করিয়া টাকার ডিক্রীজারী করিবার বিধি।

[টাকার ডিক্রীজারী ক্রমে সম্পত্তি যে রূপে ক্রোক করিতে হইবেক তাহার কথা।]

২৩২।—ডিক্রী যদি টাকার নিমেত্তে হয়, ও যাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইল তাহার সম্পত্তি হইতে যদি সেই টাকা আদায় করিতে হয়, তবে আদালত এই প্রকারে সেই সম্পত্তি ক্রোক করাইবেন।

[আসামীর নিকটে যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা হস্তগত করিয়া ক্রোক করিবার কথা।]

২৩৩।—সেই সম্পত্তি যদি আসামীর নিকটে থাকা মাল কি জিনিস কি অস্থাবর অন্য দ্রব্য হয়, তবে তাহা নিতান্ত হস্তগত করিয়া সেই ক্রোক করা যাইবেক, ও নাজির কিম্বা অন্য আমলা আপনার জিম্মায় কিম্বা আপনার তাবেদার লোকের জিম্মায় সেই দ্রব্য রাখিবেক ও তাহা উচিতমতে রক্ষা করিবার বিষয়ে দায়ী হইবেক।

[বন্ধকাদি দাওয়ার বশত যে অস্থাবর দ্রব্যেতে আসামীর স্বত্ব থাকে তাহা নিষেধ ক্রমে ক্রোক হইবার কথা।]

২৩৪।—ঐ সম্পত্তি মাল কি জিনিস কি অন্য অস্থাবর দ্রব্য হইয়া, তাহাতে অন্য ব্যক্তির বন্ধকাদিক্রমে যে দাওয়া আছে কিম্বা নিজ হস্তে রাখিবার যে অধিকার আছে তাহার বশে যদি আসামীর তাহাতে স্বত্ব থাকে, তবে যাহার নিকটে থাকে তাহাকে সেই দ্রব্য আসামীর হাতে না দিবার হুকুম লিখিয়া ঐ ক্রোক করা যাইবেক।

[নিষেধ ক্রমে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।]

২৩৫।—ঐ সম্পত্তি যদি জমী কি ঘর বাড়ী কি স্থাবর অন্য বিষয় হয়, তবে আসামীকে সেই বিষয় বিক্রয় কি দান না করিবার, কিম্বা অন্য প্রকারে হস্তান্তর না করিবার হুকুম লিখিয়া দিয়া, ও অন্য সকল লোককে বিক্রয় কি দানক্রমে কি প্রকারান্তরে গ্রহণ না করিবার হুকুম লিখিয়া দিয়া ঐ ক্রোক করা যাইবেক।

[যে নিদর্শনপত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তদ্ভিন্ন পাওনা টাকা ও সাধারণ কোম্পানি প্রভৃতির ন্যায় নিষেধক্রমে ক্রোক হইবার কথা।]

২৩৬।—যে নিদর্শন পত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহা ছাড়া অন্য প্রকারের পাওনা টাকা লইয়া, কিম্বা কোন রেলরোডের কি ব্যাঙ্কের কি অন্য সাধারণ কোম্পানির কি চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের স্যার লইয়া যদি সম্পত্তি হয়, তবে আদালত যাবৎ হুকুম না করেন তাবৎ মহাজনকে ঐ কর্জ্জের শোধ গ্রহণ না করিবার ও খাতককে ঐ পাওনা টাকা কোন কাহাকে না দিবার হুকুম লিখিয়া দিয়া, কিম্বা ঐ স্যার যাহার নামে থাকে তাহাকে আদালত যাবৎ হুকুম না করেন, তাবৎ কোন প্রকারে খারিজ দাখিল না করিবার, কিম্বা তাহার ডিবিডেণ্ডের কোন টাকা না লইবার ও সেই কোম্পানির কি চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের কর্ত্তা সাহেবকে কিম্বা সেক্রেটরী কি উপযুক্ত অন্য কার্য্যকারককে ঐ স্যার খারিজ দাখিল করিতে ও সেই রূপ কোন টাকা দিতে অনুমতি না দিবার হুকুম লিখিয়া দিয়া ঐ ক্রোক করা যাইবেক।

[আদালতের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের হাতে আমানৎ করা টাকা নিদর্শনপত্র এত্তেলাক্রমে ক্রোক করিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

২৩৭।—কোন আদালতে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারকের হাতে আমানৎ করা যে টাকা কি নিদর্শনপত্র আসামীর কিম্বা তাহার পক্ষে অন্য লোকের নিকটে দেনা হয় কি হইতে পারিবেক, এমত টাকা নিদর্শনপত্র লইয়া যদি সেই সম্পত্তি হয় তবে সেই আদালতকে কি কার্য্যকারককে এই মর্ম্মের এত্তেলা দিয়া ঐ ক্রোক করা যাইবেক অর্থাৎ এত্তেলা যে আদালত জারী করেন সেই আদালত হইতে যাবৎ হুকুম না হয় তাবৎ সেই টাকা কি নিদর্শনপত্র আটকাইয়া রাখা যায়। পরন্তু যদি সেই টাকা কি নিদর্শনপত্র কোন আদালতে আমানৎ থাকে, তবে কোন বরাৎ কি ক্রোকের বলে কি প্রকারান্তরে সেই টাকাতে কি নিদর্শনপত্রেতে সম্পর্কের দাওয়া যে করে আসামী ছাড়া এমত অন্য ব্যক্তির সঙ্গে ডিক্রীদারের অধিকারের কি অগ্রগণ্যতার কোন বিবাদ হইলে, যে আদালতে ঐ টাকা কি নিদর্শনপত্র আমানৎ থাকে সেই আদালত ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন।

[যে নিদর্শনের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহা হস্তগত করিয়া ক্রোক করিবার কথা।]

২৩৮।—যাহার ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শনপত্র লইয়া যদি সম্পত্তি হয়, তবে তাহা নিতান্ত হস্তগত করিয়া ক্রোক করা যাইবেক, ও নাজির কিম্বা অন্য আমলা সেই নিদর্শনপত্র আদালতে আনিবেক, ও আদালতের যাবৎ হুকুম না হয় তাবৎ সেই নিদর্শনপত্র আটক থাকিবেক।

[নিষেধ ক্রমে ক্রোক হইলে হুকুম যে প্রকারে প্রকাশ করা যাইবেক তাহার কথা।]

২৩৯।—মাল কি জিনিস কি অন্য অস্থাবর দ্রব্য আসামীর নিকটে না থাকিলে, ঐ লেখা হওয়া হুকুম আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়া যাইবেক, ও সেই দ্রব্য যাহার কাছে থাকে তাহাকে ঐ হুকুমের এক কেতা নকল দিতে হইবেক, কিম্বা রেজিষ্টর করিয়া ডাকযোগে তাহার নিকটে পাঠাইতে হইবেক। জমী কি ঘর বাড়ী কি অন্য স্থাবর বিষয় হইলে ঐ লেখা হওয়া হুকুম সেই জমীর কি ঘর বাড়ীর কি অন্য সম্পত্তির কোন স্থানে কি তাহার কাছে উচ্চ শব্দে পাঠ করিতে হইবেক, ও আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দিতে হইবেক। ও সেই সম্পত্তি যদি জমী হয় কিম্বা জমীতে কোন সম্পর্ক হয়, তবে জমী যে জিলাতে থাকে সেই জিলার কালেক্টরী কাছারীতেও ঐ লেখা হওয়া হুকুম লট্‌কাইয়া দিতে হইবেক। যদি পাওনা টাকা হয়,তবে ঐ লেখা হওয়া হুকুম আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দিতে হইবেক, ও সেই লেখা হওয়া হুকুমের এক এক কেতা নকল এক এক জন খাতককে দিতে হইবেক, কিম্বা রেজিষ্টর করিয়া ডাকযোগে তাহাদের কাছে পাঠাইতে হইবেক। ও কোন রেলরোডের কি ব্যাঙ্কের কি অন্য সাধারণ কোম্পানির কি চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের মূল ধনের কি জাইন্ট ষ্টকের স্যার লইয়া সম্পত্তি হইলে লেখা হওয়া হুকুম সেই প্রকারে আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দিতে হইবেক, ও সেই হুকুমের এক কেতা নকল ঐ কোম্পানির কি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কর্ত্তা সাহেবকে কি সেক্রেটারীকে কি উপযুক্ত অন্য কার্য্যকারককে দিতে হইবেক, কিম্বা রেজিষ্টর হইয়া ডাকযোগে তাহার কাছে পাঠাইতে হইবেক।

[ক্রোক হইলে পর সম্পত্তি আপোসে হস্তান্তর করা গেলে তাহা বাতিল হইবার কথা।]

২৪০।—কিছু সম্পত্তি নিতান্ত হস্তগত করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের লেখা হওয়া হুকুমক্রমে, ক্রোক হইলে পর, লেখা হওয়া হুকুমক্রমে ক্রোক হইলে সেই হুকুম পূর্ব্বোক্তমতে উপযুক্তরূপে প্রকাশ হইলে ও জ্ঞাত করা গেলে পর, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় কি দান করিয়া কি প্রকারান্তরে আপোসে হস্তান্তর করা গেলে সেই হস্তান্তর করণ বাতিল ও অসিদ্ধ হইবেক। ও ক্রোক যাবৎ থাকে তাবৎ কর্জ্জা টাকা কিম্বা স্যার কিম্বা ডিবিডেণ্ডের টাকা আসামীকে দেওয়া গেলে তাহা বাতিল ও অসিদ্ধ হইবেক।

[মহাজনকে টাকা দিতে খাতককে নিষেধ হইলে সেই টাকা শোধ করিবার কথা।]

২৪১।—খাতকের দেনা টাকা মহাজনকে দিতে নিষেধ হইলে ঐ খাতক সেই টাকা আদালতে দাখিল করিতে পারিবেক। তাহা করিলে ঐ টাকা পাওনিয়া মহাজনকে দিবার তুল্য হইবেক।

[টাকা কি ব্যাঙ্ক নোট করিয়াদীকে দিতে কিম্বা ক্রোক করা অন্য সম্পত্তির বিক্রয় হইয়া তাহার টাকা তাহাকে দিলে আদালতে হুকুমের কথা।]

২৪২।—ইহার পূর্ব্বের কোন ধারামতে যখন ক্রোক করা যায়, তখন আদালত ঐ ক্রোক থাকিবার কোন সময়ে,সেই প্রকারের ক্রোক করা দ্রব্যের মধ্যে যে টাকা কি ব্যাঙ্ক নোট থাকে তাহা কি তাহার উপযুক্ত ভাগ, ডিক্রী জারী হইবার দরখাস্ত যে জন করিয়াছিল তাহাকে দিবার হুকুম করিতে পারিবেন। কিম্বা সেই প্রকারের ক্রোক করা দ্রব্যের মধ্যে টাকা কি ব্যাঙ্ক নোট না হইয়া যত দ্রব্য সেই ডিক্রীর টাকা শোধ করিবার জন্যে আবশ্যক হয়, তত দ্রব্য নীলাম হইবার ও সেই নীলামে যত টাকা আদায় হয় তাহা কি তাহার উপযুক্ত ভাগ সেই লোককে দিবার হুকুম করিতে পারিবেন।

[যদি ঐ সম্পত্তি পাওনা টাকা কি স্থাবর বিষয় হয় তবে সরবরাহকারকে নিযুক্ত করিবার কথা। বন্ধক প্রভৃতি দিলে ডিক্রীর টাকা আদায় হইতে পারিবেক, আদালতের এমত হৃদ্বোধ হইলে, জমীর নীলাম স্থগিত হইবার কথা, ও সরবরাহকারের হিসাব দিবার কথা।

২৪৩।—যে পক্ষ ডিক্রীর টাকা দিবার দায়ী হয় তাহার পাওনা টাকা কিম্বা কোন জমী কি, ঘর কি অন্য স্থাবর বিষয় লইয়া যদি ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি হয়, তবে ঐ বিষয়ের এক জন সরবরাহকারকে নিযুক্ত করিতে আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক। সেই সরবরাহকারের এইএই ক্ষমতা থাকিবেক তিনি ঐ পাওনা টাকার বাবৎ নালিশ করিতে পারিবেন, ও ভূমির কিম্বা অন্য স্থাবর সম্পত্তির খাজানা কি অন্য পাওনা টাকা ও উপস্বত্ব আদায় করিতে পারিবেন, সেই কার্য্যের নিমিত্তে যে সকল দলীলের কি লিপির আবশ্যক হয় তাহাও করিয়া দস্তখৎ করিতে পারিবেন, ও সেই প্রকারে যে সকল খাজানা কি উপস্বত্ব কি টাকা পান তাহা সেই ডিক্রীর টাকার ও খরচার শোধ দিতে পারিবেন। কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তি যদি ভূমি হয়, তবে ঐ ভূমি বন্ধক দিলে, কিম্বা তাহার পাট্টা করিয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ঐ জমীর এক ভাগ কিম্বা ডিক্রীমতের খাতকের অন্য কোন সম্পত্তি আপোসে বিক্রয় করিলে ঐ ডিক্রীর টাকা উৎপন্ন হইতে পারিবেক এমত বুঝিবার কারণ আছে, এই কথা যদি ঐ খাতক আদালতের খাতিরজমা মতে দেখাইতে পারে, তবে ঐ ডিক্রীর খাতকের স্থানে দরখাস্ত পাইলে, আদালত ঐ ডিক্রীর খাতকের ঐ টাকা আদায় করিবার জন্যে যত কাল উপযুক্ত বোধ করেন তত কাল পর্য্যন্ত ঐ নীলাম স্থগিত করিতে পারিবেন। আর যে কোন স্থলে এই ধারামতে সরবরাহকারকে নিযুক্ত করা যায়, সেই স্থলে ঐ সরবরাহকার, আদালত যেমন হুকুম করেন সেই প্রকারে, সময়ে সময়ে আপনার জমা ও খরচ করা টাকার উপযুক্ত হিসাব দিতে বদ্ধ হইবেক

[জামীন দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবদিগকে জমীর নীলাম স্থগিত করিতে আদালতের ক্ষমতা দিবার কথা।]

২৪৪।—যে জিলার মধ্যে সরকারের খেরাজী জমী ২৪৮ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নীলাম হইয়া থাকে, এমন কোন জিলাতে যদি ক্রোক করা সম্পত্তি সেই প্রকারের জমী হয়, কিম্বা সেই প্রকারের জমীর কোন অংশ হয়, ও সেই জমী কিম্বা তাহার সেই অংশ নীলাম করা উচিত নয়, ও সেই জমী কি অংশ কিঞ্চিৎকাল হস্তান্তর করা গেলে উপযুক্ত কালের মধ্যে ডিক্রীর টাকা শোধ হইতে পারিবেক, এই এই কথা যদি কালেক্টর সাহেব আদালতকে জ্ঞাত করেন, তবে আদালত কালেক্টর সাহেবকে এই ক্ষমতা দিতে পারিবেন যে, ঐ ডিক্রীর টাকার, কিম্বা ঐ জমীর কি সেই অংশের মূল্যের জামীন দেওয়া গেলে তিনি ঐ জমী কি অংশ নীলাম না করিয়া, যেমন প্রস্তাব করিয়াছেন তেমনি ঐ ডিক্রীর টাকা শোধ হইবার নিয়ম করেন।

[ডিক্রীর টাকা শোধ হইলে পর ক্রোক উঠাইয়া দিবার হুকুমের কথা।]

২৪৫।—ডিক্রীতে যে টাকার হুকুম হয় তাহা খরচা সমেত, ও ক্রোক করিবার যত খরচ খরচা হয় তাহা সমুদয় আদালতে দাখিল করা গেলে, কিম্বা অন্য প্রকারে ডিক্রীর টাকা শোধ করা গেলে সেই ক্রোক উঠাইয়া দিবার হুকুম জারী হইবেক ও সেই ক্রোক হইবার ঘোষণা কি সম্বাদ দিবার বিধি যে প্রকারে পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রকারে ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার হুকুম প্রচার হয় কি জ্ঞাত করা যায়, আসামী যদি এমত ইচ্ছা করে ও তাহা করিবার উপযুক্ত খরচ আদালতে আমানৎ করে, তবে সেই হুকুম সেই বিধিমতে প্রচার হইবেক কি জ্ঞাত করা যাইবেক। ও ডিক্রীজারী করিবার অধিক কার্য্য রহিত করিবার যে উপায় আবশ্যক হয় তাহা করা যাইবেক।

ক্রোক করা সম্পত্তির উপর দাওয়ার বিধি।

[ক্রোক করা সম্পত্তির উপর দাওয়া হইলে ও নীলামের আপত্তি হইলে তাহা তদারক করিবার কথা।]

২৪৬।—ডিক্রীজারী ক্রমে, কিম্বা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ক্রোক করিবার কোন হুকুম হইয়া যে কিছু জমী কি অন্য কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকে, তাহার উপর যদি কোন দাওয়া করা যায়, কিম্বা আসামীর বিপক্ষের ডিক্রীজারী ক্রমে নীলাম হইবার যোগ্য নহে বলিয়া, যদি সেই সম্পত্তির নীলাম হইবার কোন আপত্তি করা যায়, তবে আদালত ইহার পর বর্ণিত বিধি মানিয়া, সেই আপত্তির তজবীজ করিবেন, অর্থাৎ ঐ দাওয়ার প্রথমে মোকদ্দমার আসামী হইলে যে ক্ষমতা-

ক্রমে করিতে পারিতেন, সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ বিষয়ের তজবীজ্ করিবেন, ও প্রথম আসামীকে শমন করিবার যে ক্ষমতা ২২০ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন। আর যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে দৃষ্ট হয় যে, ঐ ভূমি কি অন্য স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি যে সময়ে ক্রোক হইয়াছিল সেই সময়ে যাহার বিপক্ষে ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনা হয়, তাহার দখলে, কিম্বা তাহার নিমিত্তে জিম্মা স্বরূপে অন্য কোন লোকের দখলে ছিল না, কিম্বা তাহার নিকটে খাজনাদায়ি রাইয়তেরদের কি চাষিরদের কি অন্য ব্যক্তিরদের দখলে ছিল না, কিম্বা সেই সময়ে ঐ পক্ষের দখলে থাকিলে ও তাহার নিজের নিমিত্তে কি তাহার নিজ সম্পত্তি বলিয়া তাহার দখলে ছিল না, কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে কিম্বা অন্য ব্যক্তির জন্যে জিম্মার স্বরূপে তাহার দখলে ছিল, তবে আদালত ঐ সম্পত্তির ক্রোক উঠাইয়া দিবার হুকুম করিবেন। পরন্তু যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে দৃষ্ট হয় যে, ঐ ভূমি কি অন্য স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইবার সময়ে, যাহার বিপক্ষে ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনা হয় তাহারি নিজ সম্পত্তির বলিয়া তাহার দখলে ছিল অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে নহে, কিম্বা তাহার নিমিত্তে জিম্মা স্বরূপে অন্য কোন ব্যক্তির দখলে ছিল কিম্বা তাহার নিকটে খাজানা দায়ী রাইয়তেরদের কি চাষিরদের কি অন্য ব্যক্তিরদের দখলে ছিল, তবে আদালত ঐ দাওয়া অগ্রাহ্য করিবেন। এই ধারাক্রমে আদালত যে হুকুম করেন তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না, কিন্তু যাহার বিপক্ষে ঐ হুকুম হইয়া থাকে সেই ব্যক্তি ঐ হুকুমের তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক।

[দাওয়া ও আপত্তি প্রথম অবকাশেই উপস্থিত করিবার কথা।]

৭।—ঐ দাওয়া কি আপত্তি যে আদালত হইতে ক্রোক হইবার হুকুম হয় সেই আদালতে প্রথম অবকাশেই করিতে হইবেক। ও যে সম্পত্তি লইয়া ঐ দাওয়া কি আপত্তি হয় তাহার নীলাম হইবার ইশ্‌তিহার যদি হইয়া থাকে তবে আবশ্যক বোধ হইলে ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত তজবিজ্ করিবার জন্যে ঐ নীলাম স্থগিত হইতে পারিবেক। পরন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে, যথার্থ বিচারের বাধা করিবার অভিপ্রায়ে ঐ দাওয়া উপস্থিত করিতে কি আপত্তি করিতে ইচ্ছা পূর্ব্বক ও অনাবশ্যকমতে বিলম্ব হইয়াছিল, তবে সেই প্রকারের কোন তজবীজ হইবেক না ও সেই তজবিজ না হইবার যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না। ও দাওয়াদার জাবেতামতের মোকদ্দমা করিয়া আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করিতে পারিবেক।

ডিক্রীজারী ক্রমে নীলামের বিধি।

[নীলামে বিক্রয় হইবার কথা, ও যে নিদর্শনপত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহার ও সাধারণ কোম্পানির অংশের বর্জ্জিত কথা ও সরকারের খেরাজী জমীর নীলাম কালেক্টর সাহেবের করিবার কথা।]

২৪৮।—ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তির যে বিক্রয় হয় তাহা আদালতের কোন আমলার দ্বারা কিম্বা অন্য যে কোন লোককে আদালত নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা হইবেক. ও তাহা ইহার পরের লিখিতমতে সর্ব্বদাই নীলাম করিয়া হইবেক। পরন্তু যে নিদর্শনপত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহা, কিম্বা কোন রেলরোডের কি ব্যাঙ্কের কি সাধারণ অন্য কোম্পানির কি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কোন অংশ যদি সেইরূপে বিক্রয় করিতে হয়, তবে আদালত তাহা নীলাম করিবার অনুমতি না দিয়া ঐ নিদর্শনপত্র কি অংশ দালালের দ্বারা তৎকালীন বাজারের দরে বিক্রয় হয় এমত হুকুম করিতে পারিবেন। যে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হয় তাহা যদি সরকারের খেরাজী জমী হয়, ও গবর্ণমেণ্ট যদি আজ্ঞা করেন, তবে আদালতের আদেশ মতে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা ঐ নীলাম হইবেক।

[নীলামের ইশ্‌তিহারের ও সময়ের কথা।]

২৪৯।—ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় করিতে হইলে, সেই প্রস্তাবিত নীলামের কথা অর্থাৎ যে সময়ে ও যে স্থানে ও যে সম্পত্তি নীলাম হইবেক. ও সেই সম্পত্তি সরকারের খেরাজী মহাল কি তদ্রূপ মহালের এক অংশ হইলে তাহার যে জমা ধার্য্য আছে, ও যত টাকা আদায়ের জন্যে নীলামের হুকুম হয় ও অন্য যে বয়ান আদালত আবশ্যক বোধ করেন, এইসকল কথা জিলারচলন ভাষাতে ঘোষণা করিতে হইবেক। ঐ ঘোষণা পত্রেতে যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক থাকে কেবল তাহাই নীলাম হইবেক এই কথাও প্রকাশ করিতে হইবেক। সম্পত্তি যে স্থানে ক্রোক করা যায় সেই স্থানে ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে ঐ ঘোষণা করিতে হইবেক। ও সেই মর্ম্মের এক ইশ্‌তিহারনামা ঐ নীলাম করিবার হুকুম যে বিচারকর্ত্তা করিয়াছিলেন তাহার আদালত ঘরে ও যে নগরে কি গ্রামে ক্রোক হইয়াছে তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবেক। যে সম্পত্তি নীলাম করিবার হুকুম হইয়াছে তাহা যদি জমী হয়, কি জমীতে কোন স্বত্ব কি সম্পর্ক হয়, তবে জমী যে জিলাতে থাকে সেই জিলার কালেক্টরী কাছারীতেও ইশ্‌তিহারনামা লটকাইতে হইবেক, ও নীলাম হইবার হুকুম যে আদালত হইতে হইয়াছিল তাহা যদি জিলার প্রধান দেওয়ানী আদালতের অধীন হয়, তবে সেই প্রধান দেওয়ানী আদালত ঘরেও ঐ ইশ্‌তিহারনামা লটকাইতে হইবেক। যে বিচারকর্ত্তা নীলামের হুকুম করেন তাঁহার

আদালত ঘরে ঐ ইশ্‌তিহারনামা যে তারিখে লট্‌কান যায়, সেই তারিখ অবধি গণিয়া অতি কম ত্রিশ দিন গত না হইলে স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইবেক না, ও [illegible]নের দিন গত না হইলে অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইবেক না।

[কোন কোন স্থলে ক্রোক ও নীলাম করিবার পরওয়ানা একি সময়ে জারী হইবার কথা।]

২৫০।—যখন মাল কি জিনিস পত্র, কিম্বা পাওনার টাকা ছাড়া অস্থাবর অন্য বিষয় ক্রোক করিতে হয়, তখন আদালতের যে স্থলে যেমন উচিত বোধ হয় তেমনি ক্রোক করিবার ও নীলাম করিবার রীতিমতের পরওয়ানা একি সময়ে কিম্বা একের পর অন্য পরওয়ানা জারী হইতে পারিবেক।

[অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে টাকা দিবার নিয়মের কথা।]

২৫১।—অস্থাবর সম্পত্তির নীলাম হইলে, প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলাম হইবার সময়ে দিতে হইবেক, কিম্বা তাহার পর নীলাম করণীয়া কার্য্যকারক যখন দিতে হুকুম করে তখনই দিতে হইবেক। ঐ টাকা না দেওয়া গেলে ঐ দ্রব্য অবিলম্বে পুনরায় নীলাম হইবেক। খরিদের টাকা দেওয়া গেলে নীলাম করণীয়া কার্য্যকারক ঐ টাকার রসীদ দিবেক ও নীলাম সিদ্ধ হইলেক।

[বেদাঁড়ার কার্য্যেতে অস্থাবর সম্পত্তির নীলাম অসিদ্ধ না হইবার কথা, কিন্তু যাহার ক্ষতি হয় তাহার নালিশ করিয়া খেসারৎ পাইতে পারিবার কথা।]

২৫২।—ডিক্রীজারীক্রমে অস্থাবর সম্পত্তির যে নীলাম হয় তাহাতে বেদাঁড়ার কোন কার্য্য হইলেও নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু সেই বেদাঁড়ার কার্য্যেতে যদি কোন লোকের কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে, তবে সে আদালতে নালিশ করিয়া খেসারৎ [illegible]তে পারিবেক।

[স্থাবর সম্পত্তির নীলামে খরীদারের বায়না আমানৎ করিবার কথা।]

২৫৩।—স্থাবর সম্পত্তির নীলাম হইলে যাহাকে খরীদার বলিয়া প্রকাশ করা যায় সে যত টাকা ডাকিয়াছে তাহার উপর শতকরা পঁচিশ টাকার হিসাবে তৎক্ষণাৎ আমানৎ করিতে হইবেক। ও সেই টাকা আমানৎ না করিলে ঐ সম্পত্তি অবিলম্বে পুনরায় নীলাম হইবেক।

[খরীদের সমুদয় টাকা যে সময়ে দিতে হইবেক তাহার কথা, ও না দিলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা ও পুনরায় নীলাম হইয়া কিছু ক্ষতি হইলে ঐ বাকীদার খরীদারের শিরে পড়িবার কথা।]

২৫৪।—সম্পত্তি যে দিনে নীলাম হয় সেই দিন অবধি পনের দিনের দিনে সূর্য্য অস্ত হইবার পূর্ব্বে খরীদের সমুদয় টাকা খরীদারের দিতে হইবেক। সেই পনের দিন যদি রবিবার হয়, কিম্বা কোন পর্ব্বের নিমিত্তে বন্ধের দিন [illegible] সেই পঞ্চদশ দিনের পর প্রথম যে দিনে কাছারী হয় সেই দিনে দিতে হইবেক। ও সেই মিয়াদের

মধ্যে না দেওয়া গেলে ঐ আমানতের টাকা হইতে নীলামের খরচ শোধ হইয়া বাকী টাকা সরকারে জব্দ হইবে। ও সেই সম্পত্তির পুনরায় নীলাম হইবেক, ও সেই সম্পত্তির উপর কিম্বা পরে তাহা যত টাকাতে নীলাম হয় তাহার কোন ভাগের উপর, ঐ বাকীদার খরীদারের কোন দাওয়া হইতে পারিবেক না। অবশেষে নীলাম সমাপ্ত হইয়া ঐ সম্পত্তি যে মূল্যেতে বিক্রয় হয় তাহা, ঐ বাকীদার খরীদার যত টাকা ডাকিয়াছিল তাহার কম হইলে, যত টাকা কম হয় তত টাকা ঐ বাকীদারের স্থানে, আদালতের ডিক্রীজারীক্রমে টাকা আদায় করিবার যে বিধি আছে সেই বিধিমতে, আদায় হইবেক।

[স্থাবর সম্পত্তির পুনশ্চ নীলামের ইস্তিহারের কথা।]

২৫৫।—খরীদের টাকা না দেওয়াতে স্থাবর সম্পত্তির পুনশ্চ যে নীলাম হয় তাহা, প্রথম নীলামের যে প্রকারের ও যে মিয়াদের ইস্তিহার করিবার বিধি আছে, সেই প্রকারের ও সেই মিয়াদের নূতন ইস্তিহার জারী হইলে পর হইবেক।

[নীলাম মঞ্জুর করিবার কথা।]

২৫৬।—স্থাবর সম্পত্তি নীলাম যাবৎ আদালত হইতে মঞ্জুর না হয়, তাবৎ সিদ্ধ হইবেক না। ঐ নীলামের সম্বাদ দেওনেতে কিম্বা নীলামের কার্য্যেতে গুরুতর কোন বেদাঁড়ার কার্য্য হইয়াছে বলিয়া, ঐ নীলামের তারিখের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই নীলাম অসিদ্ধ করিবার দরখাস্ত আদালতে হইতে পারিবেক। কিন্তু সেই বেদাঁড়ার কার্য্য দ্বারা দরখাস্তকারির প্রকৃত ক্ষতি হইয়াছে, এই কথার প্রমাণ আদালতের হৃদ্বোধমতে না করিলে সেই বেদাঁড়ার কার্য্য প্রযুক্ত নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না।

[বেদাঁড়ার কার্য্য হেতুক কোন আপত্তি হইলে কিম্বা সেই আপত্তি গ্রাহ্য হইলে নীলাম সিদ্ধ হইবার কথা ও নীলাম অসিদ্ধ করিবার হুকুমের উপর আপীলের কথা।]

২৫৭।—ইহার পূর্ব্বের ধারাতে যে দরখাস্তের কথা আছে সেইরূপ কোন দরখাস্ত যদি না করা যায়, কিম্বা করা গেলেও যদি আপত্তি অগ্রাহ্য হয়, তবে আদালত ঐ নীলাম মঞ্জুর করিবার হুকুম করিবেন। তদ্রূপে যদি সেই প্রকারের দরখাস্ত করা যায় ও আপত্তি গ্রাহ্য হয়, তবে আদালত বেদাঁড়ার কার্য্য প্রযুক্ত ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার হুকুম করিবেন। আপত্তি যদি গ্রাহ্য হয় তবে নীলাম অসিদ্ধ করিবার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। যদি আপত্তি অগ্রাহ্য হয় তবে নীলাম মঞ্জুর করিবার হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক। সেই হুকুমের উপর আপীল না হইলে সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক, আপীল হইলে ঐ আপীলে যে হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত হইবেক। ও যাহার বিপক্ষে সেই হুকুম হয়, সেই লোক আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করিবার মোকদ্দমা করিতে পারিবেক না।

[যদি নীলাম অসিদ্ধ হয় তবে খরীদারকে টাকা ফিরিয়া দিবার কথা।]

২৫৮।—স্থাবর সম্পত্তির নীলাম যদি অসিদ্ধ হয় তবে খরীদার সুদসমেত কি সুদ ছাড়া, অর্থাৎ আদালত যে স্থলে যে প্রকারের হুকুম করা উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে, আপনার টাকা ফিরিয়া পাইতে পারিবেক।

[জমীর খরীদারদিগকে সর্টিফিকট দিবার কথা।]

২৫৯।—স্থাবর সম্পত্তির নীলাম পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সিদ্ধ হইলে পর, সেই নীলামে যাহাকে খরীদার বলিয়া প্রকাশ করা গেল তাহাকে আদালত এই মর্ম্মের সর্টিফিকট দিবেন, অর্থাৎ সেই নীলাম করা সম্পত্তিতে আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক ছিল তাহা খরীদার খরিদ করিয়াছে। ও সেই সর্টিফিকট ঐ স্বত্বের ও অধিকারের ও সম্পর্কের মাতবরের হস্তান্তরকরণপত্র স্বরূপ জ্ঞান হইবেক।

[সর্টিফিকটে প্রকৃত খরীদারের নাম লিখিবার কথা।]

২৬০।—নীলামের সময়ে যাহাকে প্রকৃত খরীদার বলিয়া প্রকাশ করা যায় তাহারই নাম সেই সর্টিফিকটে লিখিতে হইবেক। ও যে খরীদারের নাম সর্টিফিকটে লেখা আছে সেই লোক ছাড়া অন্য ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ জমী খরিদ করিয়াছিল ও সর্টিফিকটে যাহার নাম লেখা গেল তাহার সঙ্গে পূর্ব্বে কোন বন্দোবস্ত করিয়া তাহার নামে লেখা হইয়াছে বলিয়া, যদি সর্টিফিকটে লেখা খরীদারের নামে কোন মোকদ্দমা করা যায়, তবে তাহা খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইবেক।

নজীর।—১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৬০ ধারামতে যে ব্যক্তি বেনামি খরিদ করে সে সর্টিফিকেট অপ্রাপ্ত ব্যক্তির বা তাহার ওয়ারিসান দায়াদের বিরুদ্ধে নিজ স্বত্ব উত্থাপন করিতে যে পারেনা এমত নহে। মোসম্মাৎ সরস্বতী দাসী—বং—গোপীসুন্দরি দাসী প্রভৃতি। ১৮৬৩ সাল ৮ এপ্রেল।

[আসামীর নিকটে যে অস্থাবর দ্রব্য থাকে তাহা দিবার কথা।]

২৬১।—ঐ নীলাম করা সম্পত্তি যদি আসামীর নিকটে থাকা কিম্বা আপনার নিকটে রাখিতে আসামীর স্বত্ব থাকে এমত, মাল কি জিনিসপত্র কি অন্য অস্থাবর দ্রব্য হয়, ও তাহা যদি নিতান্ত হস্তগত করিয়া লওয়া গিয়াছিল, তবে সেই সম্পত্তি খরীদারকে দিতে হইবেক।

[বন্ধকাদি দাওয়ার বশতঃ যে অস্থাবর দ্রব্যেতে আসামীর স্বত্ব থাকে তাহা দিবার কথা।]

২৬২।—ঐ নীলাম করা সম্পত্তি মাল কি জিনিস অন্য অস্থাবর দ্রব্য হইয়া, তাহাতে অন্য ব্যক্তির বন্ধকাদিক্রমে যে দাওয়া আছে কিম্বা নিজ হস্তে রাখিবার যে অধিকার আছে তাহার বশে যদি আসামীর তাহাতে স্বত্ব থাকে, তবে যাহার নিকটে ঐ দ্রব্য থাকে তাহাকে ঐ খরীদার ছাড়া অন্য কোন লোককে ঐ দ্রব্য না দিবার এত্তেলা দিয়া ঐ দ্রব্য খরীদারকে সাধ্যমতে দেওয়া যাইবেক।

[আসামী প্রভৃতির দখলে থাকা স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।]

২৬৩।—যে সম্পত্তির নীলাম হয় তাহা যদি ঘর কি জমী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি হইয়া আসামীর দখলে, কিম্বা তাহার পক্ষে অন্য লোকের দখলে, কিম্বা সেই সম্পত্তি ক্রোক হইলে পর আসামীর করা কোন স্বত্বক্রমে দাওয়াদার অন্য ব্যক্তির দখলে থাকে, তবে আদালত ঐ ঘর কি জমী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি যাহার নিকটে বিক্রয় হইয়াছে তাহাকে, কিম্বা সেই লোক আপনার নিমিত্তে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে অন্য যাহাকে নিযুক্ত করে তাহাকে দখল দেওয়াইয়া ও কোন ব্যক্তি তাহা ছাড়িয়া দিতে স্বীকার না করিলে তাহাকে আবশ্যক হইলে উঠাইয়া দিয়া, ঐ সম্পত্তি খরীদারকে দিতে হুকুম করিবেন।

[রাইয়ত প্রভৃতিরদের দখলে থাকা স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।]

২৬৪।—যে সম্পত্তির নীলাম হয় তাহা যদি জমী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি হইয়া রাইয়তেরদের দখলে কিম্বা তাহা দখল করিবার স্বত্ববান অন্য লোকেরদের দখলে থাকে, তবে আদালত বিক্রয়ের সর্টিফিকটের এক কেতা নকল ঐ জমীর কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া, ও আসামীর স্বত্ব ও অধিকার ঐ সম্পর্কে খরীদারকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গিয়াছে এই কথা উপযুক্ত কোন এক কি অধিক স্থানে ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে ঐ সম্পত্তির রাইয়ত প্রভৃতির নিকটে ঘোষণা করিয়া তাহা খরীদারের দখলে দিবার হুকুম করিবেন।

[যাহার ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শনপত্র না হইয়া কোন পাওনা টাকা ও সাধারণ কোম্পানির স্যার দিবার কথা।]

২৬৫।—যাহার ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শনপত্র ভিন্ন কোন পাওনা টাকা কিম্বা কোন রেলরোডের কি ব্যাঙ্কের কি অন্য সাধারণ কোম্পানির কি চার্টর-প্রাপ্ত সমাজের স্যার যদি সেইরূপে বিক্রয় হয় তবে আদালত মহাজনকে সেই পাওনা টাকা না লইবার ও খাতককে সেই খরিদার ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে ঐ টাকা না দিবার, কিম্বা ঐ স্যার যাহার নামে থাকে তাহাকে খরীদার ছাড়া অন্য কোন লোকের হাতে ঐ স্যার না দিবার কিম্বা তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড না লইবার ও সেই কোম্পানীর কি চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের কর্তাসাহেবকে কি সেক্রেটারীকে কিম্বা উপযুক্ত অন্য কর্মকারককে খরীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির হাতে সেইরূপ হস্তান্তর করণের কিম্বা সেইরূপ কোন টাকা দেওনের অনুমতি না দিবার হুকুম লিখিয়া দিয়া সেই কর্জ কি স্যার খরীদারকে দেওয়াইবেন।

[ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত যে নিদর্শনপত্র নিতান্ত হস্তগত করা গিয়াছে তাহার দিবার কথা।]

২৬৬।—ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শনপত্র নিতান্ত লওয়া গিয়াছে, তাহা যদি বিক্রয় হয় তবে তাহা খরীদারকে দিতে হইবেক।

[নিদর্শনপত্র ও স্কার হস্তান্তর করিবার কথা।]

২৬৭।—যাহার ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শনপত্র কিম্বা সাধারণ কোম্পানির কি চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের কোন স্কার খরীদারকে দিবার জন্যে, ঐ স্কার প্রভৃতি যাহার নামে থাকে তাহার যদি ঐ নিদর্শনপত্রের কি স্কারের পিঠে লেখা কি হস্তান্তর করণপত্র করা প্রয়োজন হয়, তবে বিচারকর্ত্তা ঐ নিদর্শনপত্রের কি স্কারের সার্টিফিকটের পিঠে লিখিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা হস্তান্তর করিবার জন্যে অন্য যে দলীলের আবশ্যক হয় তাহা করিয়া দস্তখৎ করিতে পারিবেন। সেই পিঠের লিখন কি দস্তখৎ করণ এই প্রকারে কিম্বা ইহার মর্ম্মমতে হইবেক, "যে মোকদ্দমাতে ক গ ফরিয়াদী ও খ ঘ আসামী সেই মোকদ্দমাতে অমুক স্থানের আদালতের জজ চ জ র দ্বারা চ ঝ" সেই নিদর্শনপত্র কি স্কার যতকাল হস্তান্তর না করা যায় ততকাল তাহার উপরে পাওনা কোন সুদ কি ডিবিডেণ্ড লইবার ও তাহার রসীদে দস্তখৎ করিবার জন্যে বিচারকর্ত্তা হুকুম করিয়া কোন লোককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও সেই প্রকারে পিঠে যে কোন কথা লেখা যায় ও যে কোন দলীলে কি যে কোন রসীদে দস্তখৎ হয় তাহা সেই পক্ষের নিজ হাতে করিবার কি দস্তখৎ করিবার তুল্য সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ ও সফল হইবেক।

[খরীদারেরদের ঐ সম্পত্তি দখল করিবার নিবারণের ও বাধার কথা।]

২৬৮।—ডিক্রীজারীক্রমে যে কিছু স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হয় তাহার খরীদারের দখল পাইবার নিবারণ কি বাধা হইলে কোন মোকদ্দমাতে যাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সেইজন ডিক্রীমতে যে সম্পত্তি পাইতে পারে তাহার দখল পাইবার নিবারণের কি বাধার সম্পর্কীয় ২২৬ ও ২২৭ ও ২২৮ ধারাতে যে বিধান হইয়াছে সেই বিধান ঐ নিবারণের কি বাধার উপর খাটিবেক।

[আসামী ছাড়া অন্য দাওয়াদারেরদের হইতে বাধার কথা।]

২৬৯।—আসামী ছাড়া মালিক কি বন্ধকওয়ালা কি পাট্টাদার বলিয়া কিম্বা অন্য কোন দলীলক্রমে ঐ নীলাম করা সম্পত্তিতে স্বত্বের দাওয়াদার অন্য কোন ব্যক্তি হইতে খরীদারের দখল পাইবার ঐ নিবারণ কি বাধা হইয়াছে ইহা যদি দৃষ্ট হয়, কিম্বা খরীদারকে দখল দেওয়াইবাতে যদি সেই প্রকারের দাওয়াদার কোন ব্যক্তিকে বেদখল করা যায়, তবে সেই নিবারণ কি বাধা হইবার কিম্বা বিষয় বিশেষে সেইরূপ বেদখল হইবার তারিখ অবধি একমাসের মধ্যে ঐ খরীদার কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের দাওয়াদার নালিশ করিলে, আদালত ঐ নালিশের কথা তদন্ত করিয়া আবগতিক বুঝিয়া যে হুকুম উচিত হয় তাহাই করিবেন। সেই হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক না, কিন্তু যাহার বিপক্ষে ঐ হুকুম হইয়াছে সেই জন ঐ হুকুমের তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে আপনার স্বত্ব সাবুদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক।

[নীলামের করা সম্পত্তি হইতে ক্রোককরণীয়া মহাজনের টাকা প্রথমে দিবার কথা।]

২৭০।—যখন ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তির নীলাম হয়, তখন যে লোকের প্রার্থনামতে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যায় সেই লোকের ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে আপনার প্রাপ্য টাকা প্রথমে পাইবার স্বত্ব থাকিবেক, ও তাহার পূর্ব্বের কোন ডিক্রীজারীক্রমে অন্য লোকের দ্বারা সেই সম্পত্তি পরে ক্রোক হইলেও ঐ পূর্ব্বোক্ত লোক প্রথমে টাকা পাইবেন।

[টাকা বাঁটিয়া দিবার হুকুম হইবার আগে যে ডিক্রীদারেরা ডিক্রীজারীর হুকুম বাহির করিয়াছে, তাহারদের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা হারহারিমতে দিবার কথা ও সম্পত্তি বন্ধকের দায়যুক্ত হইয়া নীলাম হইলে তাহার বর্জ্জিত কথা।]

২৭১।—যাহার দরখাস্তমতে সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহার দাওয়ার সমুদয় টাকা ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে দেওয়া গেলে পর, যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে সেই অবশিষ্ট টাকা বাঁটিয়া দেওয়া যাইবেক অর্থাৎ ঐ বাঁটিয়া দিবার হুকুম হইবার পূর্ব্বে অন্য যে কোন লোকেরা ঐ আসামীর উপরে ডিক্রীজারীর হুকুম বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহার টাকা আদায় করিতে পারে নাই, তাহারদের মধ্যে ঐ অবশিষ্ট টাকা হারহারিমতে বাঁটিয়া দেওয়া যাইবেক। পরন্তু যে সম্পত্তির নীলাম হয় তাহার উপর যদি বন্ধকের দায় থাকে, তবে ঐ নীলামের উৎপন্ন অবশিষ্ট টাকার কোন ভাগ পাইতে ঐ বন্ধকওনীয়ার অধিকার থাকিবেক না।

নজীর।—যে স্থলে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এক ডিক্রীজারির নীলাম হয় সে স্থলে নিশ্চিত হইল যে তৎকালের প্রচলিত কএক প্রথা অনুসারে সকল ডিক্রীদারের মধ্যে যাহার যে দাবির পরিমাণ তদনুক্রমে পণ ফাজিলের টাকা বিভক্ত করিতে হইবে ও এই আইনের ২৭১ ধারামতে হইবে না। শিবলাল প্রভৃতি—বঃ—রামচরণ সাহু। ১৭ জুলাই ১৮৬০।

[প্রতারণাক্রমে যে ডিক্রী পাওয়া গেলে তদনুসারে ক্রোক করা সম্পত্তির নীলামের টাকা হইতে অন্য ডিক্রীদারের পাওনা টাকা দিবার হুকুমের কথা।]

২৭২।—অন্য যে ডিক্রীর দ্বারা সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহা প্রতারণাক্রমে কিম্বা অনুপযুক্ত অন্য উপায়ে পাওয়া গিয়াছে, ইহা যদি আদালত কোন ডিক্রীদারের দরখাস্তমতে বুঝিতে পান, তবে সেই অন্য ডিক্রী ঐ আদালতের ডিক্রী হইলে, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তির নীলামেতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা হইতে আদালত দরখাস্তকারীর পাওনা টাকা শোধ করিতে যত কুলায় তত দিবার হুকুম করিতে পারিবেন। কিম্বা অন্য আদালতের ডিক্রী হইলে যে আদালতে ঐ ডিক্রী করা যায় সেই আদালতের স্থানে দরখাস্তকারী সেই প্রকারের হুকুম পাইতে পারে, এই নিমিত্তে আদালত ডিক্রীজারীর কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

টাকার ডিক্রীজারী করিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার বিধি।

[মুক্ত হইবার দরখাস্ত যে কারণে হইতে পারে তাহার কথা, ও দরখাস্তে লিখিবার পাঠ ও তাহার সত্য হওয়ার কথা লিখিবার কথা।]

২৭৩।—টাকার ডিক্রীজারীর পরওয়ানাক্রমে যদি কোনলোককে গ্রেপ্তার করা যায়, তবে আদালতের সম্মুখে আনা গেলে, তাহার তৎকালে প্রতুল না থাকাতে সে সমুদয় টাকা কি তাহার কোন অংশ দিতে পারে না বলিয়া, কিম্বা তাহার কিছু সম্পত্তি থাকিলে যত সম্পত্তি আছে তাহা সমুদয় আদালতের হাতে অর্পণ করিতে চাহে বলিয়া, মুক্ত হইবার দরখাস্ত করিতে পারিবেক। সেই দরখাস্তে দরখাস্তকারীর যে প্রকারের যত সম্পত্তি থাকে সে সমুদায়ের বেওরা লিখিতে হইবেক, অর্থাৎ তাহার নিজের ও তাহার পরিবারের আবশ্যক পরিবার বস্ত্র ও তাহার ব্যবসায়ের আবশ্যক হাতিয়ার ছাড়া, তাহার যত সম্পত্তি পাইবার সম্ভাবনা ও যত দখলে আছে তাহা আপনি একলা রাখে কি অন্যেরদের সঙ্গে যৌতায় রাখে, কি তাহার নিমিত্তে অন্যেরদের জিম্মায় আছে, ও তাহার মধ্যে যে বিষয় যে স্থানে থাকে তাহাও সেই দরখাস্তে লিখিবেক, অথবা উক্ত বস্ত্র ও হাতিয়ার ছাড়া দরখাস্তকারীর কিছু সম্পত্তি নাই এই কথা দরখাস্তে লিখিবেক। ও আরজীতে দস্তখৎ করিবার ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিবার যে বিধি এই আইনেতে করা গিয়াছে, সেই বিধিমতে দরখাস্তকারী ঐ দরখাস্তেতে দস্তখৎ করিবেক ও তাহা সত্য এই কথা লিখিবেক।

২৭৪।—এই ধারা (১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১ ধারামতে) রহিত হইয়াছে।

[আসামী প্রতারণা করিয়া সম্পত্তি প্রভৃতি লুকাইয়া রাখিয়াছে প্রমাণ হইলে তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিবার কথা।]

২৭৫।—আসামী যে দরখাস্ত দাখিল করে তাহাতে আপনার কোন সম্পত্তি অর্থাৎ তাহার দখলে থাকা সম্পত্তি কি তাহার যে সম্পত্তি পাইবার সম্ভাবনা আছে তাহার, কিম্বা তাহার নিমিত্তে অন্যের জিম্মায় থাকা সম্পত্তির কিছু কথা গোপনে রাখিবার কিম্বা জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা কথা কহিবার দোষী আছে, কিম্বা প্রতারণা করিয়া কিছু সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে, কি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিয়াছে, কিম্বা বঞ্চনাভাবের অন্য কোন কর্ম্ম করিয়াছে, ইহা যদি দর্শান যায় তবে ইহার পূর্ব্বের ধারামতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার পুনরায় ধরা যাইবার ও কয়েদ হইবার আটক হইবেক না। কিম্বা সেই প্রকারে মুক্ত করা গিয়াছিল বলিয়া আসামীর যে কিছু সম্পত্তি তৎকালে তাহার দখলে থাকে কি পরে দখলে আসিবেক তাহা ক্রোক ও নীলাম হইবার বাধা হইবেক না।

কয়েদ করণের দ্বারা ডিক্রীজারীর বিধি।

[জেলখানায় আসামীর খোরাকী যে প্রকারে নির্ণয় হইবেক ও দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।]

২৭৬।—যখন আসামীকে ডিক্রীজারীক্রমে কয়েদ করা যায়, তখন আদালত তাহার খোরাকের জন্যে মাসে২ যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু তাহা প্রতিদিন চারি আনার অধিক না হয়। যে পক্ষের প্রার্থনামতে ডিক্রীজারী হইয়াছে সেই পক্ষ আদালতের উপযুক্ত আমলাকে, কিম্বা আসামী যে জেলখানায় কয়েদ থাকে তাহার উপযুক্ত আমলাকে প্রতি মাসের প্রথম তারিখের আগে ঐ খোরাকী মাসে২ আগাম দিবেক। যে দিনে আসামী কয়েদ হয় সেই দিন ধরিয়া চলিত মাসের যত দিন বাকী থাকে ততদিনের খোরাকী প্রথমবার দিবেক।

[পীড়া হইলে কি অন্য বিশেষ কারণে খোরাকী পরিবর্ত্তন করিবার কথা।]

২৭৭।—আসামীর পীড়া হইলে কিম্বা অন্য বিশেষ কারণে, আদালত দিন প্রতি ।৵০ আনার অধিক না হয় এমত হিসাবে মাসের যত খোরাকী আবশ্যক বোধ করেন উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে ঐ খোরাকী নির্দ্ধার্য্য করিবার হুকুম সময়ে২ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন হইতে পারিবেক।

[ডিক্রীর নিমিত্তে ৬ মাসের ও ৫০ টাকা পর্য্যন্তের ডিক্রীর নিমিত্তে ৩ মাসের অধিক মিয়াদে কয়েদ না হইবার কথা।]

২৭৮।—ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণমতে আদায় হইলে পর, কিম্বা যাহার প্রার্থনামতে আসামী কয়েদ হইয়াছিল তাহার প্রার্থনা হইলে কিম্বা সেই লোক উপরের লিখিত আজ্ঞামতের খোরাকী দিতে ত্রুটি করিলে, আসামীকে কোন সময়ে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক। ডিক্রীর নিমিত্তে কোন লোক দুই বৎসরের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না; কিন্তু যদি পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত দিবার ডিক্রী হয়, ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না ও যদি পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দিবার ডিক্রী হয় তবে তিন মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না।

[খোরাকী ডিক্রীর টাকার সঙ্গে ধরিবার কথা।]

২৭৯।—আসামী জেলখানায় থাকিতে তাহার খোরাকের জন্যে ফরিয়াদীর যত টাকা খরচ হয়, তাহা ডিক্রীর খরচার সঙ্গে ধরিতে হইবেক, ও তাহা পূর্ব্ব লিখিত বিধিমতে আসামীর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া আদায় হইতে পারিবেক। কিন্তু সেইপ্রকারের খরচ করা কোন টাকার নিমিত্তে আসামীকে হাজতে রাখিতে কি গ্রেপ্তার করিতে হইবেক না।

[খাতকের সমুদয় সম্পত্তি অর্পণ করা গেলে মুক্ত হইবার দরখাস্তের কথা ও সত্য হইবার কথা।]

২৮০।—ডিক্রীমতে কোন ব্যক্তি কয়েদ থাকিলে, মুক্ত হইবার দরখাস্ত আদালতে

করিতে পারিবেক। দরখাস্তকারীর যে কোন প্রকারের যে সকল সম্পত্তি থাকে তাহার সম্পূর্ণ বেওরা, অর্থাৎ তাহার নিজের ও তাহার পরিবারের আবশ্যক পরিবার বস্ত্র ছাড়া ও তাহার ব্যবসায়ের হাতিয়ার ছাড়া, যে সম্পত্তি তাহার দখলে থাকে কি পরে তাহার পাইবার সম্ভাবনা আছে, ও আপনি একেলা তাহা রাখে কিম্বা অন্যেরদের সঙ্গে যৌতায় রাখে, কিম্বা তাহার নিমিত্তে অন্যেরদের জিম্মায় থাকে, ও যে বিষয় যেখানে থাকে, এই সকল কথা তাহার দরখাস্তে লিখিতে হইবেক। ও নালিশের আরজীতে দস্তখৎ করিবার ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লেখিবার যে বিধি এই আইনে করা গিয়াছে, সেই বিধিমতে দরখাস্তকারীর ঐ দরখাস্তে দস্তখৎ করিতে হইবেক, ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে হইবেক।

[সেইরূপ দরখাস্ত হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা, ও আসামী প্রতারণা করিয়াছে কি কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছে ফরিয়াদী ইহার প্রমাণ করিতে না পারিলে আসামীর মুক্ত হইবার কথা, খাতক সেইরূপ দোষী হইলে তাহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার ও ফৌজদারী আদালতে তাহার অধিক দণ্ড হইবার কথা।]

২৮১।—সেই প্রকারের দরখাস্ত করা গেলে, আদালত আসামীর সম্পত্তির বেওরা ফর্দ্দের এক কেতা নকল ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন। ও ফরিয়াদী সেই সমুদয় সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করাইয়া নীলাম করাইতে পারে এই নিমিত্তে কিম্বা আসামী ডিক্রী মতের টাকা না দিয়া মুক্তি পায় এই জন্যে জানিয়া শুনিয়া কিছু সম্পত্তি গুপ্ত রাখিয়াছে কিম্বা সম্পত্তিতে তাহার সত্ব কি সম্পর্ক গুপ্ত রাখিয়াছে কিম্বা প্রতারণা করিয়া কিছু সম্পত্তি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিয়াছে, কিম্বা প্রতারণার অন্য কোন কর্ম্ম করিয়াছে ফরিয়াদী ইহার প্রমাণ করিতে পারে এই নিমিত্তে উপযুক্ত মিয়াদ নিরূপণ করিবেন। যদি ফরিয়াদী সেই মিয়াদের মধ্যে সেই রূপ প্রমাণ করিতে না পারে, তবে আদালত আসামীকে মুক্ত করিতে হুকুম করিবেন। আসামী পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যের দোষী হইয়াছে ইহার প্রমাণ যদি ফরিয়াদী ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কিম্বা তাহার পরে কোন সময়ে আদালতের হৃদ্বোধমতে করে, তবে আদালত ফরিয়াদির প্রার্থনামতে আসামীকে কয়েদ রাখিবেন, কিম্বা বিষয় বিশেষে তাহাকে কয়েদ করিবেন। কিন্তু যদি ঐ ডিক্রীর নিমিত্তে তাহার দুই বৎসর কয়েদ হইয়াছে, তবে কয়েদ রাখিবেন না কি করিবেন না। আরো যদি উচিত বোধ করেন তবে আসামীকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হয় এই নিমিত্তে তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

[আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে-ও ডিক্রীর নিমিত্তে তাহার সম্পত্তির উপর দায় থাকিবার কথা ও আদালত আসামীকে সমুদয় দায় হইতে মুক্ত হইবার কথা, সকল প্রকাশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।]

২৮২।—আসামীকে একবার ছাড়িয়া দেওয়া গেলে পর, সেই ডিক্রী প্রযুক্ত তাহাকে

কেবল ইহার পূর্ব্বের ধারার বলে পুনরায় কয়েদ করা যাইতে পারিবেক, নতুবা নয়। কিন্তু ডিক্রী যদি এক শত টাকার কম টাকার নিমিত্তে না হয়, ও এই আইন জারী হইবার পর কোন তারিখের ব্যাপারের বাবৎ ডিক্রী না হয়, তবে ডিক্রীর সমুদায় টাকা যাবৎ আদায় না হয়, তাবৎ তাহার সম্পত্তি সাধারণ বিধিমতে ক্রোক ও নীলাম হইবার যোগ্য থাকিবেক। যদি ডিক্রী এক শত টাকার কম টাকার নিমিত্তে হয়, ও এই আইনজারী হইবার পর কোন তারিখের ব্যাপারের বাবৎ ডিক্রী হয়, তবে যে আসামীকে পূর্ব্বোক্তমতে ছাড়িয়া দেওয়া গেল তাহাকে আদালত সেই ডিক্রীমতে অধিক সকল দায় হইতে মুক্ত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

২৮৩।—এই ধারা (১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১ ধারামতে) রহিত হইয়াছে।

ডিক্রী যে আদালতে করা যায় তাহার এলাকার বাহিরে জারী হইবার বিধি।

[এক আদালতের ডিক্রী অন্য আদালতের এলাকায় জারী হইবার কথা।]

২৮৪।—ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের কোন স্থানে যে কোন দেওয়ানী আদালত থাকে, কিম্বা হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুকুম ক্রমে দেশীয় কোন রাজার ঠাকোর কি দেশের মধ্যে যে কোন দেওয়ানী আদালত স্থাপন হয়, তাহার ডিক্রী যে আদালতে জারী করিতে হয় সেই আদালতের এলাকার মধ্যে জারী হইতে না পারিলে তদ্রূপ অন্য কোন আদালতের এলাকার মধ্যে এই প্রকারে জারী হইতে পারিবেক।

[সেই রূপে ডিক্রীজারীর দরখাস্তের কথা।]

২৮৫।—এমত স্থলে যে আদালতের ঐ ডিক্রীজারী করা কর্ত্তব্য হয় সেই আদালতে ফরিয়াদী এই দরখাস্ত করিতে পারিবেক যে ঐ ডিক্রীর এক কেতা নকল, ও সেই আদালতের এলাকার মধ্যে ঐ ডিক্রীজারীক্রমে তাহার শোধ হয় নাই ইহার এক সর্টিফিকট ও সেই ডিক্রীজারী হইবার যে কোন হুকুম হইয়া থাকে তাহার এক কেতা নকল, যে আদালতের দ্বারা দরখাস্তকারির ঐ ডিক্রীজারী হইবার ইচ্ছা থাকে সেই আদালতে পাঠান যায়।

[ডিক্রীর নকল ও ডিক্রীজারী করিবার হুকুম পাঠাইবার কথা।]

২৮৬।—বিপরীত কোন উপযুক্ত কারণ না থাকিলে, আদালত সেই নকল ও সর্টিফিকট প্রস্তুত করাইবেন, ও তাহাতে বিচারকর্ত্তা দস্তখৎ করিলেও আদালতের মোহর করা গেলে পর, দরখাস্তকারী যে আদালতের কথা দরখাস্তে লিখিয়াছে সেই আদালত একি জিলার মধ্যে থাকিলে সেই আদালতে পাঠাইবেন, নতুবা দরখাস্তকারী

যে জিলাতে ঐ ডিক্রীজারী করাইতে চাহে সেই জিলার মধ্যে, মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান যে দেওয়ানী আদালত থাকে সেই আদালতে পাঠাইবেন। ও যে আদালতে সেই নকল ও সর্টিফিকট পাঠান যায় সেই আদালত, নিষ্পত্তির কি ডিক্রী জারী করিবার হুকুমের কি তাহার নকলের কিম্বা কোন আদালতের মোহরের কি এলাকার, কিম্বা কোন বিচারকর্ত্তার দস্তখতের কিছু প্রমাণ না লইয়া, ঐ নকল ও সর্টিফিকট সেই আদালতে দাখিল করাইবেন। কিন্তু যদি কোন বিশেষ অবস্থায় ঐ ঐ বিষয়ের প্রমাণ লওয়া প্রয়োজন হয় তবে সেই অবস্থা হুকুমে নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই প্রমাণ লইবেন।

[যে ডিক্রী কি হুকুম পাঠান যায় তাহা ঐ আদালতের ডিক্রীমতে জারী হইবার কথা।]

২৮৭।—কোন ডিক্রী কিম্বা ডিক্রীজারীর কোন হুকুমের নকল, পূর্ব্বোক্তমতে জারী হইবার জন্যে যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালতে যখন দাখিল করা যায়, তখন তাহা সেই কার্য্যের নিমিত্তে ঐ আদালতেরই ডিক্রী কি জারী করিবার তুল্য ফলদায়ক হইবেক, ও সেই আদালত যদি ঐ জিলার মধ্যে মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালত হয়, তবে সেই আদালতের দ্বারা জারী হইতে পারিবেক, কিম্বা সেই আদালত তাহা জারী করিবার কার্য্য আপনার অধীনে যে কোন আদালতে অর্পণ করেন তাঁহার দ্বারা জারী হইতে পারিবেক।

[যে আদালতে দরখাস্ত করা যায় সেই আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারী হইবার কথা।]

২৮৮।—যখন কোন আদালতের ডিক্রী পূর্ব্বোক্তমতে জারী করিবার দরখাস্ত অন্য কোন আদালতের নিকটে করা যায়, তখন ঐ দরখাস্ত যে আদালতে করা যায় কি অর্পণ করা যায়, সেই আদালত তদ্রূপ অবস্থায় আপনার যে বিধি থাকে, সেই বিধিমতে ঐ ডিক্রীজারী করিবেন। পরন্তু সেই ডিক্রীর মাতব্বরির বিষয়ে ঐ আদালতের তদন্ত করিবার কিছু ক্ষমতা হইবেক না। কেবল যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতের ঐ ডিক্রী করিবার ক্ষমতা নাই, ইহা যদি ডিক্রী আদি দৃষ্টে বোধ হয় তবে তদন্ত লইতে পারিবেন।

[ডিক্রীজারীর কর্ম্মেতে কিছু অন্যায্য কর্ম্ম কি বেদাঁড়ার কার্য্য হইলে দরখাস্ত যে আদালতে করা যায় সেই আদালত হইতে তাহার দণ্ড হইবার কথা।]

২৮৯।—পূর্ব্বোক্তমতের ডিক্রী জারী হইবার দরখাস্ত যে আদালতে করা যায়, কি অর্পণ করা যায়, সেই আদালত ঐ ডিক্রীজারী করিবার কার্য্যেতে অন্যায্য কি বেদাঁড়ার যে সকল কর্ম্ম হয়, তাহার বিচার ও দণ্ড করিবেন। ও যে সকল লোক ঐ ডিক্রী না মানে কি ডিক্রী জারীর বাধা করে তাহারদিগের দণ্ড সেই আদালত নিজে ঐ ডিক্রী করিলে যে প্রকারে করিতে পারিতেন সেই প্রকারে করিতে পারিবেন।

[দরখাস্ত যে আদালতে করা যায় সেই আদালত হইতে কোন কোন স্থলে ডিক্রীজারী স্থগিত করিবার কি সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি আসামীকে মুক্ত করিবার কথা।]

২৯০।—ঐ দরখাস্ত যে আদালতে করা যায়, উত্তম ও উপযুক্ত কারণ দর্শান গেলে, ঐ আদালত ঐ ডিক্রীজারীর কার্য্য উপযুক্ত কালপর্য্যন্ত স্থগিত করিতে পারিবেন, অর্থাৎ যে আদালতে ঐ ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে, কিম্বা সেই ডিক্রী সম্পর্কে কি তাহা জারী করিবার কার্য্য সম্পর্কে যে আদালতের আপীল গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে আসামী ডিক্রী জারী স্থগিত করিবার হুকুম প্রার্থনা করিতে পারে, অথবা প্রথম স্থলের ঐ আদালত হইতে ডিক্রীজারীর হুকুম বাহির হইলে, কিম্বা সেই আদালতে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত হইলে, ঐ ডিক্রীর সম্পর্কে কি তাহা জারী করিবার সম্পর্কে ঐ প্রথম স্থলের আদালত কিম্বা আপীল আদালত যে হুকুম করিতে পারিবেন, আসামী এমত অন্য হুকুম হইবার দরখাস্ত করিতে পারে, ইহার অবকাশ দিবার উপযুক্ত কালপর্য্যন্ত ডিক্রীজারীর কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন যদি ডিক্রী জারীক্রমে আসামীর সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকে, কিম্বা আসামীকে গ্রেপ্তার করা গিয়া থাকে তবে যে আদালত হইতে ঐ ডিক্রীজারীর হুকুম হইয়াছিল সেই আদালত, ঐ দরখাস্তের যে উত্তর হয় তাহার অপেক্ষাতে আসামীর সম্পত্তি ফিরিয়া দিতে কিম্বা আসামীকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিতে পারিবেন।

[ডিক্রীজারী স্থগিত করিবার আগে আসামীর স্থানে জামীন লইবার কিম্বা আসামীকে নিয়মে বদ্ধ করিবার কথা।]

২৯১।—ইহার পূর্ব্বের ধারামতে ডিক্রীজারী স্থগিত করিবার কি আসামীর সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কিম্বা আসামীকে ছাড়িয়া দিবার হুকুম করিবার আগে, ঐ আদালত আসামীর স্থানে যে জামিনী লওয়া কিম্বা আসামীকে যে যে নিয়মে বদ্ধ করা উপযুক্ত বোধ করেন সেই জামিনী লইতে পারিবেন কিম্বা সেইং নিয়ম করিতে পারিবেন।

[যে আদালতের দরখাস্ত হয় সেই আদালতের উপর ডিক্রী-করণীয়া আদালতের কি আপীল আদালতের হুকুম বলবৎ হইবার কথা।]

২৯২।—ডিক্রী যে আদালতে হইয়াছিল তাহার কি পূর্ব্বোক্তমতের আপীল আদালতের যে কোন হুকুম হয়, তাহা ডিক্রীজারীর দরখাস্ত যে আদালতে হয় সেই আদালতের মানিতে হইবেক, ও সেই আদালতের পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্য যে সকল লোক করে তাহারদের কর্ম্ম সম্পর্কে ঐ হুকুমমতেই তাহারা দায়ী হইতে প্রচুর মতে মুক্ত হইবেক।

[যে আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া গেল তাহাকে পুনরায় ধরিবার কথা।]

২৯৩।—২৯০ ধারার বিধানমতে আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলেও তাহার ঐ ডিক্রীজারীক্রমে পুনরায় গ্রেপ্তার হইবার বাধা হইবেক না।

[এই আইনমতে ডিক্রীজারীর হুকুমের যে আপীল হইতে পারে তাহার কথা।]

২৯৪।—অন্য আদালতের ডিক্রীজারী করণ সম্পর্কে কোন আদালত যে সকল হুকুম করেন, তাহা যে আদালত ঐ ডিক্রী প্রথমে করিয়াছিলেন সেই আদালতের হুকুম হইলে তাহার উপর আপীলের যে বিধি খাটে সেই অন্য আদালতের ঐ হুকুমের উপর আপীলের ঐ বিধি খাটিবেক।

(সৈন্যেরদের ছাউনি প্রভৃতি স্থানে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা কি ডিক্রীজারী ক্রমে অন্য পরওয়ানা প্রবল করিবার কথা।)

২৯৫।—যদি ডিক্রীজারীক্রমে কোন গ্রেপ্তারী কি অন্য পরওয়ানা কোন জিল্লার কি ছাউনি স্থানের কি পল্টনের মোকামের কি পল্টনের বাজারের সীমানার মধ্যে জারী করিতে হয়, তবে ঐ গ্রেপ্তারি কি অন্য পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্য যে আমলার প্রতি অর্পিত হয় সেই আমলা সেই পরওয়ানা অধ্যক্ষ সেনাপতি সাহেবের কাছে লইয়া যাইবেক, কিম্বা তিনি না থাকিলে ঐ জিল্লাতে কি ছাউনি স্থানে কি মোকামে কি পল্টনের বাজারে প্রধান যে সেনাপতি সাহেব থাকেন তাঁহার কাছে লইয়া যাইবেক। ও সেই অধ্যক্ষ সেনাপতি সাহেব কি অন্য প্রধান সেনাপতি সাহেবের কাছে ঐ গ্রেপ্তারী কি অন্য পরওয়ানা আনা গেলে তিনি তাহার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেন। ও যদি গ্রেপ্তারী পরওয়ানা হয় তবে যাহার নাম পরওয়ানাতে লেখা থাকে সেই জন তাঁহার এলাকার মধ্যে থাকিলে তিনি তাহাকে ঐ পরওয়ানার হুকুমমতে গ্রেপ্তার করাইয়া দেওয়ানী যে আমলার প্রতি ঐ পরওয়ানা জারী হইবার জন্যে দেওয়া যায় তাহার হাতে সমর্পণ করিবেন।

[এই অধ্যায়ের লিখিত বিধি সম্পত্তি নীলাম প্রভৃতির দেওয়ানী সকল পরওয়ানার উপর খাটিবার কথা।]

২৯৬।—দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালত হইতে যে সম্পত্তির নীলামের কি টাকা আদায়ের কোন হুকুম হয় তাহার কোন পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্যের উপর এই অধ্যায়ের লিখিত বিধি খাটিবেক।

পঞ্চম অধ্যায়।

পাপরেরদের মোকদ্দমার বিধি।

[পাপর স্বরূপে মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।]

২৯৭।—কোন দাওয়ার উপর যে আদালতের এলাকা থাকে সেই আদালতে মোকদ্দমা এই এই বিধিমতে পাপরস্বরূপে করা যাইতে পারিবেক।

[যে মোকদ্দমা করা না যাইতে পারে তাহার কথা।]

২৯৮।—জাতিভ্রষ্ট কি তহমৎ করাতে কি গালি দেওয়াতে কি আক্রমণ হওয়াতে খেসারতের কিছু টাকা পাইবার জন্যে পাপরের মোকদ্দমা হইতে পারে না।

[দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে হইবার কথা।]

২৯৯।—পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতির যে প্রার্থনা আদালতে হয়, তাহা আট আনা মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজে দরখাস্ত লিখিয়া করিতে হইবেক।

[দরখাস্তে যাহা যাহা লিখিত হইবেক তাহার কথা।]

৩০০।—এই আইনের ২৬ ধারামতে নালিশের আরজীতে যে বিবরণ লিখিতে হয় তাহা ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবেক, ও দরখাস্তকারির স্থাবর কি অস্থাবর যে কিছু সম্পত্তি থাকে তাহার ও সেই সম্পত্তির আন্দাজী মুল্যের এক তফসীল ঐ দরখাস্তের নীচে লিখিতে হইবেক। ও নালিশের আরজীতে দস্তখৎ করিবার ও তাহার সত্য হওয়ার কথা লিখিবার যে বিধি এই আইনেতে করা গিয়াছে সেই বিধিমতে ঐ দরখাস্তে দস্তখৎ করিতে হইবেক ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে হইবেক।

[দরখাস্ত দাখিল করিবার কথা ও স্ত্রীলোক দরখাস্তকারী হইলে তাহার জোবানবন্দী লইবার কথা।]

৩০১।—দরখাস্তকারী আপনি সেই দরখাস্ত আদালতে দাখিল করিবেক। কিন্তু দরখাস্তকারী পীড়াপ্রযুক্ত আপনি আদালতে আসিতে পারে না ইহা যদি আদালতের হুজুরে প্রমাণমতে জানায় কিম্বা যদি দরখাস্তকারী স্ত্রীলোক হয় ও দেশের আচার ও রীতিমতে তাহাকে প্রকাশরূপে হাজির করাণ উচিত না হয়, তবে উচিতমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে মোক্তার ঐ দরখাস্তের সম্পর্কীয় গুরুতর সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর করিতে পারে তাহার দ্বারা ঐ দরখাস্ত দাখিল হইতে পারিবেক, ও যাহার তরফে সে মোক্তার হয় সে লোক আপনি হাজির হইলে তাহার জোবানবন্দী যে প্রকারে লওয়া যাইতে পারিত ঐ মোক্তারের সেই প্রকারে জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিবেক।

[দরখাস্ত দাঁড়ামতে লেখা না হইলে অগ্রাহ্য হইবার কথা।]

৩০২।—ঐ দরখাস্ত যদি ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার লিখিতমতে লেখা না যায় কি দাখিল না করা যায় তবে আদালত ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন।

[দাঁড়ামতে হইলে আদালতের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা, ও মোক্তারের দ্বারা দাখিল করা গেলে অনুপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় দরখাস্তকারির জোবানবন্দী লইবার কথা।]

৩০৩।—দরখাস্ত যদি দাঁড়ামতে লেখা যায় ও উপযুক্তমতে দাখিল করা যায়, তবে আদালত দাওয়ার দোষ গুণের ও দরখাস্তকারির সম্পত্তির বিষয়ে ঐ দরখাস্তকারির কিম্বা বিষয় বিশেষে তাহার মোক্তারের জোবানবন্দী লইবেন। আরো দরখাস্ত যদি মোক্তারের দ্বারা দাখিল করা যায় তবে আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে অনু-

উপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার যে বিধি এই আইনেতে হইয়াছে সেই বিধি-মতে দরখাস্তকারির জোবানবন্দী লইবার হুকুম করিতে পারিবেন।

[দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার কথা।]

৩০৪।—সেই প্রকার জোবানবন্দী লওয়া গেলে পর আসামী কি মোকদ্দমার বিষয় আদালতের এলাকার মধ্যে নহে, কিম্বা মিয়াদের আইনক্রমে দাওয়া করিবার বাধা হয়, কিম্বা দরখাস্তকারী যে কথা কহে তাহা নালিশের উপযুক্ত কারণ নহে, ইহার মধ্যে কোন কথা যদি আদালত বুঝিতে পান, অথবা সেই প্রকারের কোন আপত্তি না থাকিলেও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ও চালাইবার জন্যে যত ইষ্টাম্পের প্রয়োজন হয় তত দিবার দরখাস্তকারির উপযুক্ত সঙ্গতি নাই ইহা যদি দরখাস্তকারী দেখাইতে না পারিল, অথবা সেই দরখাস্তকারী প্রতারণা করিয়া কিম্বা এই অধ্যায়ের লিখিত উপকার পাইবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি কিছু সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছে ইহা যদি দৃষ্ট হয়, তবে আদালত দরখাস্তকারিকে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দিবেন না।

[বিপক্ষ পক্ষকে এত্তেলা দিবার কথা।]

৩০৫।—সেই প্রকারের জোবানবন্দী লইয়া যদি আদালত ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত কোন কারণে ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার হেতু না দেখেন, তবে দরখাস্তকারী আপনার পাপর হওনার যে প্রমাণ দেখাইতে পারে তাহা লইবার জন্যে ও দরখাস্ত-কারীর পাপর না হওয়ার যে প্রমাণ বিপক্ষ পক্ষ উপস্থিত করিতে পারে তাহা শুনিবার জন্যে আদালত কোন দিন নিরূপণ করিয়া তাহার পূর্ব্বে দশদিন থাকিতে বিপক্ষ পক্ষকে সেই দিনের সম্বাদ দিবেন।

[সরাসরী তজবীজের পর আদালতের চূড়ান্ত হুকুম করিবার কথা।]

৩০৬।—শুনিবার সেই নিরূপিত দিনে কিম্বা তাহার পর আদালতের উপস্থিত কর্ম্ম বুঝিয়া যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র আদালত বিপক্ষ পক্ষের কোন আপত্তির বিবে-চনা করিবেন। ও উভয় পক্ষ যে কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করে তাহারদের জোবান-বন্দী লইয়া তাহারদেরপ্রমাণের সারাংশ লিখিয়া রাখিবেন, ও দরখাস্তকারিকে পাপর স্বরূপে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দিবেন, কিম্বা অনুমতি দিতে নারাজ হইবেন।

[সরেজমীনে তদারক করিবার হুকুমের কথা।]

৩০৭।—সেই বিষয়ের চূড়ান্ত হুকুম করিবার আগে, আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে, এই আইনের ১৮০ ধারার লিখিত বিধিমতে দরখাস্তকারির সম্পত্তির কিম্বা যে সম্পত্তির দাওয়া হয় তাহার পরিমাণের, কি মূল্যের সরেজমীনে তদারক হইবার হুকুম করিবেন।

[দরখাস্ত গ্রাহ্য হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।]

৩০৮।—দরখাস্তকারির প্রার্থনা যদি গ্রাহ্য হয়, তবে তাহা নম্বর ভুক্ত হইয়া রেজি-

তৈয়ারী করা যাইবেক, ও মোকদ্দমার আরজী স্বরূপ জ্ঞান হইবেক, ও সেই মোকদ্দমা অন্য সকল বিষয়ে সাধারণ মোকদ্দমার ন্যায় চলিবেক, কেবল বিশেষ এই যে, কোন দরখাস্তের জন্যে কি উকীল নিযুক্ত করিবার জন্যে, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কি মোকদ্দমাতে যে কোন ডিক্রী হয় তাহা জারীকরণ সম্পর্কীয় অন্য কার্য্যের জন্যে, ফরিয়াদীর আর কোন ইষ্ট্যাম্পের মাসুল লাগিবেক না।

[মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে খরচার হিসাবের কথা।]

৩০৯।—ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর, ফরিয়াদী পাপর স্বরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতি না পাইলে ইষ্ট্যাম্পের জন্যে তাহার যত দিতে হইত তাহার হিসাব আদালত করিবেন, ও ডিক্রীমতে যে পক্ষের সেই টাকা দিবার হুকুম হয়, তাহার স্থানে মোকদ্দমার খরচা আদায় করিবার বিধিমতে গবর্ণমেণ্ট সেই ইষ্ট্যাম্পের মূল্য আদায় করিবেন।

[পাপর স্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি না হইলে তৎপরে সেই প্রকারের দরখাস্ত করিতে না পারিবার কথা।]

৩১০।—যদি দরখাস্তকারির পাপর স্বরূপে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি না পায়, তবে মোকদ্দমার সেই মূল কারণে সেই প্রকারের কোন দরখাস্ত তৎপরে করিতে পারিবেক না, কিন্তু ফরিয়াদী মোকদ্দমার সেই মূল কারণে রীতিমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক, কেবল যদি মোকদ্দমা করিবার মিয়াদের বিধিমতে বাধা হয় তবে পারিবেক না।

[এই অধ্যায়ের মতে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।]

৩১১।—এই অধ্যায়ের বিধানমতে আদালত যে হুকুম করেন তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ।

সালিসীতে অর্পণ করিবার বিধি।

[উভয় পক্ষের প্রার্থনামতে সালিসীতে অর্পণ করিবার কথা।]

৩১২।—মোকদ্দমার উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদের যে যে বিষয় থাকে তাহা সমুদয় কি তাহার মধ্যে কোন বিষয় এক কি অধিক জন সালিসের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে অর্পিত হয়, উভয়পক্ষের যদি এমত ইচ্ছা থাকে, তবে শেষ ডিক্রী হইবার পূর্ব্বে কোন

সময়ে তাহারা সেই বিষয় সালিসীতে অর্পণ করিবার হুকুম হইবার জন্যে, আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেক।

[ঐ প্রার্থনা করিবার নিয়মের কথা।]

৩১৩।—উভয় পক্ষ আপনারা কি সেই কর্ম্মের জন্যে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আপনারদের উকীলেরদের দ্বারা লিপিক্রমে ঐ দরখাস্ত করিবেক, ও প্রার্থনা করিবার সময়ে সেই লিপিও আদালতে অর্পণ করা যাইবেক, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের সঙ্গে নথীর শামিল করা যাইবেক।

[সালিসদিগকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিবার কথা।]

৩১৪।—উভয়পক্ষ আপোসে যেরূপে সম্মত হয় সেইরূপে সালিসকে কি সালিস দিগকে মনোনীত করিবেক। যাহাকে কি যাহারদিগকে সালিসী কর্ম্মে মনোনীত করিতে হইবেক এই বিষয়ে যদি উভয়পক্ষ এক বাক্য না হয়, কিম্বা তাহারা যে ব্যক্তিকে কি যে ব্যক্তিরদিগকে মনোনীত করে তাহারা যদি সালিসী কার্য্য গ্রহণ করিতে স্বীকার না করেন, ও আদালত হইতে সালিসদিগকে মনোনীত করা যায় ঐ উভয়পক্ষের যদি এমত ইচ্ছা থাকে, তবে আদালত সালিসকে কি সালিসদিগকে নিযুক্ত করিবেন।

[সালিসীতে অর্পণ করিবার হুকুমের কথা।]

৩১৫।—মোকদ্দমার বিবাদের যে সকল বিষয়ের ঐ সালিসের কি সালিসেরদের নিষ্পত্তি করিতে হইবেক তাহা আদালত হুকুম লিখিয়া তাহাতে মোহর করিয়া তাহাকে কি তাহারদিগকে অর্পণ করিবেন, ও ফয়সলা দিবার যে সময় উপযুক্ত বোধ করেন এমত সময়ও নিরূপণ করিবেন, ও সেইরূপে যে সময় নিরূপণ করা যায় তাহাও সেই হুকুমে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক।

[যদি দুই কি ততোধিক জন নিযুক্ত হন, তবে তাঁহারদের মতে অনৈ-
ক্যের উপায়ের কথা।]

৩১৬।—যদি ঐ বিষয় দুই কি ততোধিক জন সালিসকে অর্পণ করা যায়, তবে তাঁহারদের মতে কিছু অনৈক্য হইলে তাহার জন্যে ইহার মধ্যে এক উপায় সেই হুকুমে লিখিতে হইবেক, অর্থাৎ হয় একজন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করা যায়, না হয় অধিকাংশ ব্যক্তির যেমত হয় তাহাই প্রবল থাকে এইরূপ নির্দ্ধারণ হইবেক, অথবা সালিসদিগকে আপনারদের এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক, কিম্বা উভয়পক্ষ অন্য যে কোন উপায়ে সম্মত হয় তাহাই ধার্য্য হইবেক। কিন্তু যদি তাহারা ইহার মধ্যে কোন উপায়ে সম্মত হইতে না পারে, তবে আদালত আপনি উপায় নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

[সালিসেরদের ক্ষমতার কথা।]

৩১৭।—আদালতের হুকুমমতে কোন বিষয় সালিসীতে অর্পণ হইলে ঐ সালিস কি

সালিসেরা কি মধ্যস্থ উভয় পক্ষের যে লোকদিগের ও যে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে চাহেন তাহাদের নামে, আদালত আপনার বিচার করা মোকদ্দমাতে যে প্রকারের পরওয়ানা জারী করিতে পারেন সেই প্রকারের পরওয়ানা জারী করিবেন। ও সেই পরওয়ানা হইলে যদি কোন লোক হাজির না হয়, কিম্বা কোন প্রকারের ত্রুটি করে, কিম্বা আপনারদের সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে, কিম্বা মোকদ্দমার তজবীজের কালে সালিসের কি সালিসদের কি মধ্যস্থের কোন অবজ্ঞা করিবার দোষী হয়, তবে আদালতের বিচার করা মোকদ্দমাতে সেই রূপ দোষ হইলে তাহাদের যে রূপ ক্ষতি ও জরীমানা ও দণ্ড হইত, ঐ সালিসের কি সালিসেরদের কি মধ্যস্থের আবেদন মতে আদালতের হুকুম হইলে তাহারদের সেই প্রকারের দণ্ড প্রভৃতি হইতে পারিবেক।

[ফয়সলা করিবার মিয়াদ বৃদ্ধি করিবার কথা।]

৩১৮।—ফয়সলা করিবার যে মিয়াদ হুকুমে নিরূপণ হইল, তাহার মধ্যে যদি সালিসেরা আবশ্যক প্রমাণ কি বৃত্তান্ত না পাওয়া প্রযুক্ত কি অন্য উত্তম ও উপযুক্ত কারণে ফয়সলা করিতে পারেন নাই, তবে আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ ফয়সলা করিবার মিয়াদ সময়ে২ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। যে স্থলে মধ্যস্থকে নিযুক্ত করা গেল সেই স্থলে, যদি সালিসেরা ফয়সলা না করিয়া মিয়াদ কি বৃদ্ধি করা মিয়াদ অতীত হইতে দেন, কিম্বা তাঁহারা এক বাক্য হইতে না পারেন এই কথা লিখিয়া যদি আদালতকে কি মধ্যস্থকে জানান, তবে ঐ সালিসেরদের পরিবর্ত্তে ঐ মধ্যস্থ সালিসী কর্ম্ম করিতে পারিবেন। পরন্তু ফয়সলা আদালতের নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে হয় নাই কেবল এই কারণে তাহা অন্যথা হইতে পারিবেক না, কিন্তু ঐ ফয়সলা করিবার বিলম্ব সালিসের কি সালিসেরদের কি মধ্যস্থের ঘুষ খাওয়াতে কি অনুপযুক্ত কর্ম্মেতে হইয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে অথবা আদালত ঐ সালিসী কার্য্য বাতিল করিবার ও মোকদ্দমা পুনরায় তলব করিবার হুকুম জারী করিলে পর ঐ ফয়সলা হইলে, অন্যথা হইতে পারিবেক।

[যদি সালিসেরা কি মধ্যস্থ মরেন, কি অক্ষম হন কি কার্য্য করিতে স্বীকার না করেন, তবে তাঁহারদের পরিবর্ত্তে অন্য লোকদিগের নিযুক্ত হইবার কথা।]

৩১৯।—আদালতের আজ্ঞামতে কোন মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ হইলে পর, যদি সালিস কি সালিসেরা কি মধ্যস্থ মরেন, কি কার্য্য করিতে স্বীকার না করেন, কি অক্ষম হন, তবে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা মরিয়াছেন, কি কার্য্য করিতে স্বীকার না করেন কি অক্ষম হইয়াছেন তাঁহারদের পরিবর্ত্তে আদালত নূতন এক কি অধিক জন সালিসকে কি মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন সালিসিতে অর্পণ করিবার হুকুমের নিয়মমতে মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা যদি সালিসদিগকে দেওয়া যায় ও তাঁহারা মধ্যস্থকে নিযুক্ত না করেন, তবে উভয়পক্ষের কোন পক্ষ মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে সালিসদিগকে লিখিত এত্তেলা দিতে পারিবেক। সেই এত্তেলা জারী হইবার পর সাত দিনের মধ্যে যদি কোন মধ্যস্থকে নিযুক্ত না করা যায়, তবে যে পক্ষ ঐ প্রকারে এত্তেলা

জারী করিয়াছে সেই পক্ষ আদালতে দরখাস্ত করিলে, আদালত ঐ এত্তেলা জারী হইবার প্রমাণ হৃদ্বোধমতে পাইলে পর একজন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই ধারামতে যে সালিস কি সালিসেরা কি মধ্যস্থ নিযুক্ত হন, তাঁহারদের নাম সালিসীতে অর্পণ করিবার আসল হুকুমমতে লেখা গেলে তাহারদের ঐ সালিসীতে কার্য্য করিবার যে ক্ষমতা থাকিত সেই ক্ষমতা হইবেক।

[ফয়সলা আদালতে দাখিল করিবার কথা।]

৩২০।—সালিস কি সালিসেরা কিম্বা মধ্যস্থ মোকদ্দমার ফয়সলা করিলে পর, যিনি কি যাঁহারা ঐ ফয়সলা করিয়াছেন তাঁহার কি তাঁহারদের দস্তখৎক্রমে ঐ ফয়সলা আদালতে অর্পণ করা যাইবেক, ও মোকদ্দমার সকল কাগজপত্র ও জোবানবন্দী ও দস্তাবেজ তাহার সঙ্গে দিতে হইবেক।

[সালিসের বিশেষ জিজ্ঞাসামতে ফয়সলা করিবার কথা।]

৩২১।—মোকদ্দমা আদালতের হুকুমমতে সালিসীতে অর্পণ করা গেলে, ঐ সালিস কি সালিসেরা কি মধ্যস্থ যদি উচিত বোধ করেন ও তদ্বিপরীত বিধি না থাকে, তবে অর্পিত সমুদয় বিষয়ের কি তাহার কোন অংশের উপর তাঁহার কি তাঁহারদের যে ফয়সলা হয়, তাহা তিনি কি তাঁহারা আদালতের রায়ের জন্যে বিশেষ জিজ্ঞাসার মতে অর্পণ করিতে পারিবেন।

[দরখাস্ত হইলে ফয়সলা কোন২ স্থানে আদালতের মতান্তর করিবার কি সংশোধন করিবার কথা ও সালিসীতে অর্পণ করিবার খরচার হুকুম করিবার কথা।]

৩২২।—সালিসীতে অর্পণ হয় নাই এমত কোন বিষয়ের উপর ফয়সলার এক অংশ হইলে তাহা যদি দৃষ্ট হয়, তবে আদালত কোন পক্ষের দরখাস্ত মতে ঐ ফয়সলা মতান্তর কি সংশোধন করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ফয়সলার ঐ অংশ অন্য অংশ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে, ও তাহাতে অর্পিত বিষয়ের উপর যে নিষ্পত্তি হইল তাহার কিছু হানি না হয়। অথবা যদি সেই ফয়সলার লিখন দাঁড়ামতে অশুদ্ধ হইয়াছে কিম্বা তাহাতে কোন স্পষ্ট দোষ থাকে ও সেই দোষ সংশোধন করিলেও ঐ নিষ্পত্তির কিছু হানি না হয়, তবে আদালত তাহা মতান্তর কি সংশোধন করিতে পারিবেন। আরো যদি সালিসীতে অর্পণ করিবার খরচার কিছু বিবাদ হয় ও ফয়সলাতে তাহার উপযুক্ত কোন বিধান না থাকে তবে কোন পক্ষ দরখাস্ত করিলে আদালত খরচার যে হুকুম ন্যায্য বোধ করেন তাহা করিবেন।

[যে যে স্থলে আদালত ফয়সলা কি সালিসীতে অর্পিত কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন তাহার কথা।]

৩২৩।—আদালত যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া, ঐ ফয়সলা কিম্বা সালিসীতে অর্পিত কোন বিষয় ঐ সালিসের কি সালিসেরদের কি মধ্যস্থের পুনর্ব্বিবেচনার জন্যে এইং কারণে ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন অর্থাৎ

সালিসীতে অর্পিত কোন বিষয় সেই ফয়সলাতে নিষ্পত্তি না হইয়া রহিয়াছে, অথবা সালসীতে অর্পিত না হওয়া বিষয়ের নিষ্পত্তি হইয়াছে।

অথবা ফয়সলা অস্পষ্ট হওয়াতে জারী হইতে পারে না।

অথবা ফয়সলা আইনমতে হয় নাই এমত আপত্তি সেই ফয়সলার আদি দৃষ্টে স্পষ্টরূপে প্রকাশ হয় এই২ কারণে।

[ফয়সলা কেবল উৎকোচ গ্রহণ প্রযুক্ত অন্যথা হইবার কথা ও ফয়সলা অন্যথা করিবার দরখাস্তের কথা।]

৩২৪।—সালিসেরদের কি মধ্যস্থের উৎকোচ গ্রহণ কিম্বা অনুপযুক্ত কর্ম্ম প্রযুক্ত ফয়সলা অন্যথা হইতে পারে, অন্য কারণে নয়। ফয়সলা অন্যথা করিবার দরখাস্ত আদালতে ঐ ফয়সলা অর্পণ হইবার পর দশ দিনের মধ্যে করিতে হইবেক।

[ফয়সলামতে হুকুম হইবার কথা।]

৩২৫।—যদি আদালত ঐ ফয়সলা কিম্বা সালিসীতে অর্পিত কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্তে পূর্ব্বোক্তমতে ফিরিয়া পাঠাইবার কোন কারণ না দেখেন, যদি ফয়সলা অন্যথা করিবার কোন দরখাস্ত না করা যায়, কিম্বা দরখাস্ত হইলেও যদি আদালত তাহা অগ্রাহ্য করেন, তবে আদালত সেই ফয়সলা অনুসারে হুকুম করিবেন অথবা যদি সেই ফয়সলা বিশেষ জিজ্ঞাসামতে আদালতে অর্পণ হইয়া থাকে তবে সেই বিশেষ জিজ্ঞাসামতে আদালতের যে রায় হয় তদনুসারে হুকুম করিবেন, ও সেই হুকুম অনুসারে ডিক্রী হইবেক, ও আদালতের অন্য ডিক্রীর মত সেই ডিক্রী জারী হইবেক। ফয়সলা অনুসারে যখন হুকুম হয় তখন সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক।

[সালিসীতে অর্পণ করিতে উভয়পক্ষের একরারনামা আদালতে দাখিল হইবার কথা।]

৩২৬।—যদি কোন লোকেরা একরারনামা লিখিয়া আপনারদের সকলের কি কোন কাহার মধ্যে বিবাদের কোন বিষয় ঐ একরারনামার লিখিত কিম্বা সেই বিষয়ে যে কোন আদালতের এলাকা থাকে সেই আদালতের নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের সালিসীতে অর্পণ করিতে একরার করে, তবে সেই একরারনামা আদালতে দাখিল হইবার দরখাস্ত ঐ একরারনামার উভয় পক্ষ কি তাহারদের কোন কেহ করিতে পারিবেক। সেইরূপ দরখাস্ত হইলে আদালত, সেই একরারনামা দাখিল না হয় ইহার কারণ নিরূপিত সময়ের মধ্যে জানাইবার যেরূপ এত্তেলা আবশ্যক বোধ করেন সেইরূপ এত্তেলা ঐ দরখাস্তকারিগণ ছাড়া ঐ একরারনামার অন্য লোকদিগকে দিতে হুকুম করিবেন। মোকদ্দমার আরজী লিখিবার যে মূল্যে ইষ্ট্যাম্প কাগজ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সিকি মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। ঐ উভয়পক্ষের সকল লোক যদি ঐ দরখাস্ত করিয়া থাকে, তবে সেই বিষয়ের সম্পর্কযুক্ত কি সম্পর্কের দাওয়াদার কএক জনকে কি এক জনকে ফরিয়াদী করিয়া ও তাহারদের অন্য লোকদিগকে কি

লোককে আসামী করিয়া, কিম্বা যদি সকল লোক ঐ দরখাস্ত না করে তবে দরখাস্ত-কারীকে ফরিয়াদি করিয়াও অন্যেরদিগকে আসামী করিয়া, সেই দরখাস্ত মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর ভুক্ত হইয়া সেই রেজিষ্টরী করা যাইবেক। যদি ঐ একরারনামার বিরুদ্ধ উপযুক্ত কোন কারণ দেখান যায়, তবে ঐ একরারনামা দাখিল করা যাইবেক, ও তদনুসারে সালিসীতে অর্পণ করিবার হুকুম হইবেক। এই অধ্যায়ের সকল বিধান, সেই প্রকারে দাখিল করা কোন একরারনামার কথার সঙ্গে যে পর্য্যন্ত অসঙ্গত না হয়, সেই পর্য্যন্ত সালিসীতে অর্পণ করিবার আদালতের হুকুমমতে যে সকল কার্য্য হয় তাহার ও সালিসেরদের ফয়সলার উপর ও সেই ফয়সলা জারী করিবার বিষয়ে খাটিবেক।

[আদালতের হস্তক্ষেপ না হইয়া কোন বিষয় সালিসীতে অর্পণ হইলে পর ফয়সলা আদালতে অর্পণ করিবার কথা ও সেই ফয়সলা প্রবল করিবার কথা।]

৩২৭।—কোন আদালতের হস্তক্ষেপ না হইয়াও যদি কোন বিষয় সালিসীতে অর্পণ করা যায় ও তাহার ফয়সলাও হয়, তবে ঐ ফয়সলা [illegible] হইয়াছে [illegible] বিষয়ের উপর যে আদালতের এলাকা থাকে সেই আদালতে [illegible] যায়, এমত দরখাস্ত সেই ফয়সলাতে যাহার সম্পর্ক থাকে [illegible] ফয়-সলার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে করিতে পারিবেন [illegible] না করা যায় ইহার কারণ নিরূপিত সময়ের মধ্যে [illegible] দরখাস্তকারী ছাড়া সালিসী কার্য্যের অন্য সকল [illegible] কোন আইনমতে যদি আদালতের নিকট দরখাস্ত [illegible] কাগজে [illegible] হয়, তবে [illegible] যে মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত হইবার [illegible] দাখিল করিবার দর-[illegible] সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত হইবেক [illegible] দরখাস্তকারীকে ফরিয়াদী করিয়া [illegible] অন্য ব্যক্তিদিগকে আসামী করিয়া সেই দরখাস্ত মোকদ্দমার ন্যায় নম্বরভুক্ত হইয়া রেজিষ্টরী করা যাইবেক। যদি ফয়সলার বিরুদ্ধ কোন উপযুক্ত কারণ দর্শান না যায় তবে সেই ফয়সলা আদালতে দাখিল করা যাইবেক, ও এই অধ্যায়ের বর্ত্তমান অঙ্গের কোন ফয়সলার ন্যায় তাহা প্রবল করা যাইতে পারিবেক।

সপ্তম অধ্যায়ঃ।

উভয়পক্ষের একরারনামাতে যে কার্য্য হইতে পারে তাহার বিধি।

দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তির নিমিত্তে তৎসম্পর্কীয় কোন লোকের কোন কথা উত্থাপন করিবার বিধি।

[এলাকাপ্রাপ্ত কোন আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্তে বৃত্তান্ত কি আইন কি একুটি-ঘটিত কোন জিজ্ঞাসা করারমতে উত্থাপন হইবার কথা।]

৩২৮।—বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কোন কথার নিষ্পত্তিতে যাহারদের সম্পর্ক থাকে কি যাহারা সম্পর্কের দাওয়া রাখে, তাহারা আপোসে এই মর্ম্মের একরারনামা করিতে পারিবেক, অর্থাৎ, বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত সেই কথা আদালত যেমন মঞ্জুর করেন কি নামঞ্জুর করেন তদনুসারে, উভয়পক্ষ যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করে, কিম্বা আদালত যত টাকা নির্ণয় করেন, তত টাকা তাহারদের একপক্ষ অন্য পক্ষকে দিবেক। অথবা ঐ একরারনামাতে লিখিত স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি তাহারদের একপক্ষ কি অন্য পক্ষকে দিবেক। অথবা তাহারদের কোন পক্ষের এক কি অধিক লোক ঐ একরারনামার লিখিত আইন সিদ্ধ কোন বিশেষ কার্য্য করিবেক কি সাধন করিবেক কিম্বা কোন বিশেষ কার্য্য করণে কি সাধন করণে ক্ষান্ত থাকিবেক। মোকদ্দমাতে নালিশের আরজীর যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ একরারনামা সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। যদি কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি দিবার জন্যে, কিম্বা কোন বিশেষ কার্য্য করিবার কি সাধন করিবার জন্যে কিম্বা কোন বিশেষ কার্য্য করণে ক্ষান্ত থাকিবার জন্যে ঐ একরারনামা হয়, তবে যে সম্পত্তি দিতে হইবেক কিম্বা ঐ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের যে সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তাহার আন্দাজী মূল্য ঐ একরারনামায় লিখিয়া দিতে হইবেক।

[একরারনামা দাখিল করিবার ও মোকদ্দমার ন্যায় নম্বরভুক্ত করিবার কথা।]

৩২৯।—সেই বিষয়ে যে আদালতের এলাকা থাকে এমত কোন আদালতে ঐ একরারনামা দাখিল হইতে পারিবেক। ও দাখিল হইলে, সেই বিষয়ে যাহাদের সম্পর্ক থাকে কি যাহারা সম্পর্কের দাওয়া করে এমত এক কি অধিক জনকে ফরিয়াদী করিয়া ও অন্যেরদিগকে কি অন্যকে আসামী করিয়া ঐ একরারনামা মোকদ্দমার ন্যায় নম্বরভুক্ত হইয়া রেজিষ্টরী হইবেক। ও যে লোক কি লোকেরা ঐ একরারনামা দাখিল করিয়াছিল তাহারদের ছাড়া ঐ একরারনামার অন্য সকল লোককে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক।

[উভয়পক্ষের আদালতের অধীন থাকার কথা ।]

৩৩০ ।—সেই একরারনামা দাখিল হইলে পর তৎসম্পর্কীয় উভয়পক্ষের সকল লোক আদালতের অধীন থাকিবেক, ও সেই একরারনামার লিখিত কথাতে বদ্ধ থাকিবেক।

[মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার বিধি ।]

৩৩১ ধারা।—সেই বিষয় সাধারণ মোকদ্দমাতে শুনিবার জন্যে লেখা যাইবেক। ও সেই একরারনামা উভয়পক্ষ উপযুক্তমতে করিয়াছে, ও বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত যে কথা তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে সেই কথাতে তাহারদের প্রকৃতভাবে সম্পর্ক আছে, ও তাহা বিচার কি নিষ্পত্তি হইবার যোগ্য বটে, এই কথা যদি আদালত উভয়পক্ষের কি তাহারদের উকীলেরদের জোবানবন্দী লইয়া কিম্বা যে প্রমাণ উপযুক্ত বোধ করেন তাহা লইয়া হৃদ্বোধমতে জানেন, তবে সাধারণ মোকদ্দমায় যেমন করেন তেমনি ঐ একরারনামা রিকার্ড করিবেন ও তাহার বিচার করিবেন, কিম্বা শুনিয়া আপনার নিষ্পত্তি কি রায় জানাইবেন। ও বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কথার উপর আপনার যে রায় কি নিষ্পত্তি হয় তদনুসারে উভয়পক্ষের নির্দ্ধারিত টাকা কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে আদালতের নির্দ্ধারিত টাকা দিবার হুকুম করিবেন, কিম্বা প্রকারান্তরে ঐ একরারনামার নিয়মমতে হুকুম করিবেন। ও সেই প্রকারে যে হুকুম করেন তদনুসারে ডিক্রী হইবেক, ও উভয়পক্ষের সওয়াল জওয়াব করা মোকদ্দমাতে হুকুম হইলে ডিক্রী যে প্রকারে জারী হয় সেই প্রকারে ঐ ডিক্রী জারী হইবেক।

অষ্টম অধ্যায়ঃ।

আপীলের বিধি।

৩৩২ ।—এই ধারা (১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১ ধারামতে) রহিত হইয়াছে

আপীল যে প্রকারে উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার বিধি।

[আপীল খোলাসা লিখিয়া নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীল আদালতে দাখিল করিবার কথা।]

৩৩৩ ।—আপীল খোলাসার মতে লিখিয়া করিতে হইবেক, ও নিরূপিত এই মিয়াদের মধ্যে আপীল আদালতে দিতে হইবেক, অর্থাৎ জিলার আদালতে আপীল হইলে

ত্রিশ দিনের মধ্যে, ও সদর আদালতে আপীল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে হইতে হইবেক। কিন্তু সেই নিয়াদের মধ্যে না দিবার উপযুক্ত কারণ যদি আপেলাণ্ট আপীল আদালতের সন্তোষমতে জানায়, তবে তাহার পরেও দেওয়া যাইতে পারিবেক। ঐ ত্রিশ কি নব্বই দিন ডিক্রী প্রকাশ হইবার দিন অবধি গণ্য হইবেক কিন্তু তাহার হিসাব করণে, যে দিনে ডিক্রী হইয়াছিল সেই দিন ধরিতে হইবেক না, ও যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার নকল পাইবার যত দিন আবশ্যক হয় তাহাও ধরিতে হইবেক না।

[খোলাসাতে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।]

৩৩৪।—যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় সেই নিষ্পত্তিতে যে যে কারণে আপত্তি হয় সেই সকল কারণ তর্ক বিতর্ক কি বৃত্তান্ত কিছু না লিখিয়া সংক্ষেপরূপে ও ১, ২ প্রভৃতি নম্বর দিয়া দফা২ করিয়া ঐ আপীলের খোলাসাতে লিখিতে হইবেক। আপেলাণ্ট আদালতের অনুমতি না পাইলে, আপত্তির অন্য কোন কারণ ব্যক্ত করিতে পাইবেক না, ও অন্য কারণের পোষকতায় তাহার কথা শুনা যাইবেক না। কিন্তু আদালত আপীল নিষ্পত্তি করিবার সময়ে আপেলাণ্টের ব্যক্ত করা সেই২ কারণ ছাড়া অন্যং কারণেও ধরিয়া বিচার করিতে পারিবেন।

[খোলাসার পাঠ।]

৩৩৫।—আপীলের খোলাসা এই পাঠে কি এই পাঠের মর্ম্মমতে লিখিতে হইবেক, ও যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার এক কেতা নকল ঐ খোলাসার সঙ্গে দিতে হইবেক। পাঠ এই:

আপীলের খোলাসা।

(রেজিষ্টরের লিখনমতে নাম প্রভৃতি) ফরিয়াদী।

(রেজিষ্টরের লিখনমতে নাম প্রভৃতি) আসামী।

উক্ত মোকদ্দমার শ্রীঅমুক বিচারকর্ত্তা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী করেন তাহার উপরে উক্ত ফরিয়াদী (কি আসামী) শ্রী অমুক (আপেলাণ্টের নাম) অমুক সদর আদালত (কিম্বা বিষয় বিশেষে অমুক জিলার আদালতে আপীল করে। সেই আপীল করিবার এই এই হেতু। (হেতু লিখ।)

[খোলাসার দাঁড়ামতে না হইবার কি উপযুক্ত সময়ে দাখিল না হইবার কথা।]

৩৩৬।—ঐ খোলাসা যদি ইহার পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টমতে লেখা না যায়, তবে আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিম্বা শুধরাইবার জন্যে ঐ পক্ষকে ফিরিয়া দিতে পারিবেন। ঐ খোলাসা যদি নিরূপিত নিয়াদের মধ্যে দাখিল না করা যায় ও বিলম্বের উপযুক্ত কোন কারণ দেখান না যায়, তবে আপীল অগ্রাহ্য হইবেক।

[যাহাতে সাধারণ সম্পর্ক থাকে এমত মূল কারণের উপর ডিক্রী হইলে অনেক ফরিয়াদীর কি আসামীর মধ্যে এক জনের আপীল করিবায় ও ডিক্রী অন্যথা হইবার কথা।]

৩৩৭।—কোন মোকদ্দমায় যদি দুই কি অধিক জন ফরিয়াদী থাকে কিম্বা দুই কি অধিক জন আসামী থাকে, ও সকলের যাহাতে সম্পর্ক থাকে এমত মূল কারণ ধরিয়া যদি অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তি হয়, তবে ফরিয়াদীরদের কি আসামীরদের কোন এক জন ঐ সম্পূর্ণ ডিক্রীর উপর আপীল করিতে পারিবেক, ও আপীল আদালত সকল ফরিয়াদীর কি সকল আসামীর পক্ষে ঐ ডিক্রী অন্যথা কি মতান্তর করিতে পারিবেন।

আপীল হইলে ডিক্রী স্থগিত করিবার ও জারী করিবার বিধি

[আপীলদ্বারা ডিক্রীজারী স্থগিত না হইবার কথা। কিন্তু উপযুক্ত কারণ দর্শাইলে ডিক্রীজারী স্থগিত হইবার হুকুম করিবার পূর্ব্বে ঐ ডিক্রীমতে কিম্বা আপীল আদালতের হুকুমমতে কার্য্য হইবার জামিনী লইবার কথা।]

৩৩৮।—কোন ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে কেবল এই কারণে ডিক্রীজারী স্থগিত হইবেক না। কিন্তু উপযুক্ত কারণ দর্শান গেলে আপীল আদালত ডিক্রীজারী স্থগিত হইবার হুকুম করিতে পারিবেন। আপীল হইবার যে মিয়াদ দেওয়া গেল তাহা অতীত না হইয়া যদি ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করা যায় ও আপীল হইবার সম্বাদ যদি অধঃস্থ আদালত না পাইয়া থাকেন, তবে উপযুক্ত কারণ দর্শান গেলে অধঃস্থ আদালত ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত করিতে পারিবেন। ডিক্রীজারী স্থগিত হইবার হুকুম করিবার পূর্ব্বে যে আদালত সেই হুকুম করেন, সেই আদালত, যাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে, ঐ ডিক্রীমতে কিম্বা আপীল আদালতের হুকুমমতে উপযুক্তরূপে কার্য্য করিবার জামিনী দিতে হুকুম করিবেন।

নজীর।—নিশ্চিত হইল যে উক্ত ব্যক্তি যে এক আদেশ পাইতে যত্ন করে কেবল তাহারই প্রতি ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৯২ ধারা যে খাটিবে এমত নহে কিন্তু বিবাদীয় সম্পত্তির সকল সরিক অংশীর প্রতি সমভাবে খাটিবে।

এক জিম্মাদার নিযুক্ত করণের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল কারণ ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৩৮ ধারার কথিত বিধি অনুসারে নিজ ডিক্রীজারী করণের পূর্ব্বে ডিক্রীদারের জামিন দেওয়া আবশ্যক হয় না এবং তাহারা দর্শিত উপায় অবলম্বন করিতে দরখাস্ত করিলে এই আদেশ হইল। রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ—বং—রামচরণ মজুমদার প্রভৃতি ১২ জুলাই ১৮৭০

৩৩৯।—এই ধারা (১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১ ধারামতে) রহিত হইয়াছে।

[গবর্ণমেণ্টের স্থানে কিম্বা সরকারী কোন কার্য্যকারকের স্থানে সেইরূপ জামিনী না লইবার কথা।]

৩৪০।—গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামতে ও গবর্ণমেণ্টের খরচে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় কি যে মোকদ্দমার জওয়াব দেওয়া যায়, তাহাতে এই আইনের পূর্ব্বের দুই ধারার

লিখিতমতের কিছু জামিনী গবর্ণমেণ্টের আনেংকিম্বা সরকারী কোন কার্য্যকারকের স্থানে লওয়া যাইবেক না।

ডিক্রীর আপীল হইলে তাহাতে কার্য্য করিবার বিধি।

[আপীল রেজিষ্টরীতে লিখিবার কথা ও রেজিষ্টরের পাঠ।]

৩৪১।—আপীলের খোলাসা যদি নির্দ্দিষ্ট ধাঁড়ামতে ও নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল করা যায়, তবে আপীল আদালত কিম্বা ঐ আদালতের উপযুক্ত আমলা, ঐ খোলাসা দাখিল করিবার তারিখ তাহার পিঠে লিখিবেক, ও আপীলের রেজিষ্টর বলিয়া যে এক খান বহী থাকিবেক তাহাতে ঐ আপীল রেজিষ্টর করিবেক। সেই রেজিষ্টর এই আইনে C চিহ্নের তফসীলের পাঠে লিখিতে হইবেক।

[আপেলাণ্টের স্থানে আপীল আদালতের স্বীয় বিবেচনামতে জামিনী লইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

৩৪২।—রেস্পাণ্ডেণ্টকে উপস্থিত হইয়া জওয়াব করিতে তলব হইবার পূর্ব্বে, আপীল আদালত আপেলাণ্টকে খরচার জামিনী দিতে উচিত বোধ করিলে হুকুম করিবেন, কি না করিবেন। পরন্তু আপেলাণ্ট যদি ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে বাস করে, ও যে সম্পত্তি লইয়া আপীল হয় তাহা ছাড়া যদি তাহার কিছু জমী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি সেই দেশের মধ্যে না থাকে, তবে আদালত তাহাকে সেইরূপ জামীন দিতে আজ্ঞা করিবেন। ও আপীলের খোলাসা দাখিল করিবার সময়ে, কিম্বা আদালত যে মিয়াদ দেন সেই মিয়াদের মধ্যে, যদি ঐ জামিনী না দেওয়া যায়, তবে আদালত আপীল অগ্রাহ্য করিবেন।

[আপীল রেজিষ্টরী হইবার সম্বাদ অধঃস্থ আদালতে দিবার কথা, ও আপীল আদালতে কাগজপত্র পাঠাইবার কথা, ও কোন পক্ষ যে দস্তাবেজের নকল করাইয়া অধঃস্থ আদালতে রাখিতে চাহে তাহার সম্বাদ দিবার কথা।]

৩৪৩।—আপীলের খোলাসা যখন রেজিষ্টরী করা গিয়াছে তখন আপীল আদালত তাহার সম্বাদ অধঃস্থ আদালতে দিবেন যে আদালতের কাগজপত্র আপীল আদালতে রাখা না গিয়া থাকে, এমত কোন আদালতের হুকুমের উপর যদি ঐ আপীল হয়, তবে অধঃস্থ আদালত ঐ সম্বাদ পাইলে মোকদ্দমাসম্পর্কীয় গুরুতর সকল কাগজপত্র কিম্বা আপীল আদালত যে কাগজপত্র বিশেষমতে তলব করেন তাহা, সাধ্যমতে শীঘ্র করিয়া আপীল আদালতে পাঠাইবেন। যদি মোকদ্দমায় কোন পক্ষ কোন দস্তাবেজ নকল করাইয়া অধঃস্থ আদালতে রাখিতে চাহে, তবে সেই পক্ষ ঐ দস্তাবেজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া অধঃস্থ আদালতে সেই কথা লিখিয়া জানাইবেক, ও যে পক্ষ ঐ সম্বাদ দিল তাহার খরচে ঐ দস্তাবেজের নকল প্রস্তুত হইয়া অধঃস্থ আদালতে রাখা যাইবেক।

[আপীল শুনিবার দিন নিরূপণের কথা।]

৩৪৪।—আপীল আদালত আপীল শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন রেস্পাণ্ডেণ্ট যে স্থানে বাস করে ও তাহার উপর আপীলের এস্তেলা জারী করিবার যত সময় লাগিবেক তাহা বুঝিয়া, সে নিজে কি উকীলের দ্বারা সেই দিনে হাজির হইবার উপযুক্ত অবকাশ পায় এমত বিবেচনা করিয়া ঐ দিন নিরূপণ করিতে হইবেক।

[আপীল শুনিবার নিরূপিত দিনের সম্বাদের ও এস্তেলা জারীর কথা ও এস্তেলার পাঠ।]

৩৪৫।—আপীল শুনিবার নিরূপিত দিনে এস্তেলা আপীল আদালতে লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক, ও আপীল আদালতে সেই প্রকারের এস্তেলা অধঃস্থ আদালতে পাঠাইবেন। ও আসামীর হাজির হইয়া জওয়াব করিবার শমনজারী হইবার যে বিধি এই আইনে করা গিয়াছে, সেই বিধিমতে ঐ এস্তেলা রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর জারী হইবেক, ও সেইরূপ শমনেরও তাহা জারী করণসম্পর্কীয় কার্য্যের উপর যে সকল বিধি খাটে তাহা ঐ এস্তেলা জারী করিবার উপরেও খাটিবেক। রেস্পাণ্ডেণ্টের নামের ঐ এস্তেলাতে তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবেক যে, আপীল শুনিবার উক্তমতের নিরূপিত দিনে যদি সে আপীল আদালতে হাজির না হয়, তবে তাহার অনুপস্থানে মোকদ্দমার এক তরফা শুনানি হইয়া নিষ্পত্তি হইবেক। পরন্তু যদি রেস্পাণ্ডেণ্ট আপীল আদালতে হাজির হইবার জন্যে আপনার তরফে উকীলকে নিযুক্ত করিয়া থাকে, তবে সেই উকীলের উপর ঐ এস্তেলা জারী হইলে হয়।

[হাজির না হইবার ফল।]

৩৪৬।—আপীল শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা সেই দিনে মুলতবী রাখিয়া অন্য যে দিন শুনিবার জন্যে নির্দ্ধার্য্য হয় সেই দিনে, যদি আপেলাণ্ট আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, তবে ত্রুটি প্রযুক্ত আপীল ডিস্‌মিস্ হইবেক। যদি আপেলাণ্ট আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির হয় কিন্তু রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয় তবে তাহার অনুপস্থানে আপীল এক তরফা শুনা যাইবেক।

[আপীল চালাইবার ত্রুটি হওয়াতে ডিস্‌মিস্ হইলে পর পুনর্গ্রাহ্য হইবার কথা।]

৩৪৭।—আপীল চালাইবার ত্রুটি প্রযুক্ত যদি ডিস্‌মিস্ হয়, তবে ডিস্‌মিস্ হইবার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে আপেলাণ্ট ঐ আপীল পুনর্গ্রাহ্য হইবার দরখাস্ত আপীল আদালতে করিতে পারিবেক। ও শুনিবার নিমিত্তে আপীল যে সময়ে তলব হইয়াছিল সেই সময়ে আপেলাণ্ট উপযুক্ত কারণে হাজির হইতে পারিল না, ইহার প্রমাণ যদি আদালতের সন্তোষমতে করা যায়, তবে আদালত সেই আপীল পুনর্গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

[রেস্পাণ্ডেণ্ট স্বতন্ত্র আপীল উপস্থিত করিলে অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর যে প্রকারে আপত্তি করিতে পারিত সেই প্রকারে করিতে পারিবার কথা।]

৩৪৮।—আপীল শুনিবার সময়ে, রেস্পাণ্ডেণ্ট অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর কোন আপত্তি করিতে পারিবেক, অর্থাৎ আপনি ঐ নিষ্পত্তির উপর পৃথক আপীল করিলে যে আপত্তি করিতে পারিত তাহাই করিতে পারিবেক।

[আপীল আদালতের নিষ্পত্তি জানাইবার কথা।]

৩৪৯।—মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতে নিষ্পত্তি জানাইবার যে বিধি এই আইনে করা গিয়াছে, সেই বিধিমতে আপীল আদালত আপীলী মোকদ্দমা শুনিবার পরে, আপনার নিষ্পত্তি জানাইবেন।

[দাঁড়ার ব্যতিক্রম প্রযুক্ত নিষ্পত্তি অন্যথা না হইবার কথা।]

৩৫০।—ঐ নিষ্পত্তি অধঃস্থ আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর কি অন্যথা কি মতান্তর হইতে পারিবেক। কিন্তু ঐ ডিক্রীতে, কিম্বা মোকদ্দমার দোষ গুণের কি আদালতের এলাকার ক্ষতিবৃদ্ধি যাহাতে না হয় মোকদ্দমা চলিবার সময়ে এমত যে কোন হুকুম করা যায়, সেই হুকুমে কোন চুক কি ত্রুটি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রম হইলে তৎপ্রযুক্ত অধঃস্থ আদালতের কোন ডিক্রী অন্যথা কি মতান্তর হইবেক না, কিম্বা তৎপ্রযুক্ত মোকদ্দমা অধঃস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবেক না।

[আপীল আদালত হইতে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।]

৩৫১।—অধঃস্থ আদালত যদি অগ্রের বিচার্য্য কোন বিষয় ধরিয়া মোকদ্দমার এমত নিষ্পত্তি করেন যে, বৃত্তান্ত ঘটিত কোন প্রমাণ ত্যাগ করা গিয়াছে, অথচ উভয় পক্ষের স্বত্ব সাবুদ করিবার জন্যে আপীল আদালত ঐ প্রমাণ আবশ্যক জ্ঞান করেন, ও অগ্রের বিচার্য্য সেই বিষয়ে অধঃস্থ আদালতের যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহা আপীলমতের ডিক্রীতে যদি অন্যথা হয়, তবে আপীল আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে আপীলে যে ডিক্রী হয় তাহার এক কেতা নকল দিয়া ঐ মোকদ্দমা অধঃস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন, ও রেজিষ্টরের আসল নম্বরে মোকদ্দমা পুনরায় দিয়া মোকদ্দমার দোষগুণ তদারক করিয়া তাহাতে ডিক্রী করেন এমত হুকুম করিতে পারিবেন।

[পূর্ব্বোক্তমতে না হইলে ফিরিয়া না পাইবার কথা।]

৩৫২।—ইহার পূর্ব্বের ধারার বিধিমতে না হইলে, আপীল আদালত মোকদ্দমা তৃতীয়বার নিষ্পত্তি করিবার জন্যে অধঃস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন না।

[প্রচুর প্রমাণ যদি থাকে তবে অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তি অন্য মূল হেতুতে হইলেও আপীল আদালত মোকদ্দমার যে নিষ্পত্তি করিবেন তাহার কথা।]

৩৫৩।—আপীল আদালত যাহাতে সন্তোষজনক নিষ্পত্তি করিতে পারেন এমত

উপযুক্ত প্রমাণ যদি অধঃস্থ আদালতের কাগজপত্রেতে থাকে, তবে অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তি সম্পূর্ণরূপে অন্য হেতুমূলক হইলেও, আপীল আদালত মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন।

[আপীল আদালত হইতে প্রেরিত ইস্যুর বিচার অধঃস্থ আদালতের দ্বারা হইবার কথা।]

৩৫৪।—মোকদ্দমার দোষগুণেতে ঐ মোকদ্দমার উপযুক্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার জন্যে আপীল আদালত যাহা আবশ্যক জ্ঞান করেন, এমত কোন ইস্যু যদি অধঃস্থ আদালত ধরেন নাই কি তাহার বিচার করেন নাই কিম্বা বৃত্তান্ত ঘটিক এমত কোন কথার যদি নিষ্পত্তি করেন নাই, ও ঐ আদালতের কাগজপত্রেতে যে প্রমাণ থাকে তাহা যদি আপীল আদালতের সেই ইস্যুর কি বৃত্তান্তঘটিত সেই কথার নিষ্পত্তি করিবার জন্যে প্রচুর না হয়, তবে আপীল আদালত অধঃস্থ আদালতের বিচারের জন্যে কোন এক কি অধিক ইস্যু লিখিয়া বিচার হইবার জন্যে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা পাইলে অধঃস্থ আদালত সেই এক কি অধিক ইস্যুর বিচার করিবেন, ও তাহাতে যে নিষ্পত্তি করেন তাহা প্রমাণ সমেত আপীল আদালতে পাঠাইবেন। সেই নিষ্পত্তি ও প্রমাণ ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্রের শামিল দেওয়া যাইবেক। ও সেই নিষ্পত্তির উপর কোন আপত্তি থাকে তাহার খোলাসা সেই পক্ষ আপীল আদালতের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে পারিবেক। ও সেই নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে পর আপীল আদালত সেই আপীলী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

নজীর।—যদি আরজীতে মোকদ্দমার এক কারণ ব্যক্ত করে, তবে আরজীর লিখিত এজহারের কেবল ক্রটি সূত্রে আপীলে মোকদ্দমা ডিসমিস করা জজ সাহেবের উচিত হয় না, যদিস্যাৎ অধীন আদালতে অলিখিত এজহারের বিষয় বিবেচিত না হইয়া থাকে, তবে সেই বিষয়ে এক ইস্যু ধরিয়া ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৫৪ ধারামতে অধীন আদালতে বিচার হইবার কারণ সোপর্দ্দ করা জজ সাহেবের সাধ্য কর্ম্ম। কাশীনাথ শুর—বং—বিবি রিজুন্নিসা ১৮৬২ সালের ২ ডিসেম্বর।

[আপীল আদালতের অধিক প্রমাণ তলব করিবার কথা।]

৩৫৫।—আপীলী মোকদ্দমার কোন পক্ষ কোন নূতন দলীল কি কোন নূতন সাক্ষিকে আপীল আদালতে উপস্থিত করিতে পারিবেক না। পরন্তু যদি দৃষ্ট হয়, যে অধঃস্থ আদালত উপযুক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য করিতে স্বীকার করেন নাই, অথবা আপীল আদালত হুকুমের নিষ্পত্তি করিবার জন্যে কিম্বা অন্য কোন গুরুতর হেতুতে যদি কোন দলীল দস্তাবেজ উপস্থিত করা কি সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া প্রয়োজন জানেন, তবে আপীল আদালত নূতন দলীল গ্রাহ্য হইবার ও আবশ্যক কোন সাক্ষিরদের জোবানবন্দী পূর্ব্বে অধঃস্থ আদালতে লওয়া গেলে কি না গেলেও, তাহা লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। পরন্তু আপীল আদালত যতবার নূতন প্রমাণ লন ততবার তাহা লইবার হেতু ঐ আদালতের কাগজপত্রেতে লিখিতে হইবেক।

দ্বিতীয়।—আপীলে ওজর দেওয়া হয় যে অধীন আপীল আদালত আপীল শুননী কালীন অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ১৮৫৯ সালের ৮ আইন জারী হইবার পূর্ব্বে প্রচলিত আইনমতে আদালত তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না, যেহেতু অধীন আদালত হইতে যে রূপ নথিতে উপস্থিত হয় আপীল সেই নথিতেই কেবল আপীল আদালত নিষ্পত্তি করিতে পারেন। যদিও অধীন আপীল আদালত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৫৫ ধারামতে উক্তরূপ অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন বটে তথাপি সেই রূপ প্রমাণ গ্রহণ করণপক্ষে সক্ষম হইবার জন্য আদালতের কর্ত্তব্য যে তাহার কারণ সকল লেখেন কিন্তু অত্রস্থলে তাহা করা হয় নাই।

প্রথম ওজর সম্বন্ধে নিশ্চিত হইল যে, যে বিশেষ আইনের পদ্ধতি অনুসারে অধীন আপীল আদালত কার্য্য করিয়াছেন ও যাহার বিরুদ্ধে এই খাস আপীল হইয়াছে তাহা ঐ নূতন আইন বলিতে হইবে। ঐ আইনের ৩৫৫ ও ৩৫৬ ধারায় অধীন আদালতের প্রতি অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করে। যে সমস্ত বিধিতে কোন বিশেষ মাতবর আইন [illegible] সকলের জন্য পূর্ব্বে গমন করে না, কিন্তু যে সমস্ত বিধিতে বিচার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করে সেই সকলের জন্য ঐ রূপ করে এবং যদিস্যাৎ সেই সমস্ত বিধি কেবল ভাবি মোকদ্দমা সকলের প্রতি আবদ্ধ না থাকে কি কোন ব্যক্তির পূর্ব্বে যে স্বত্ব ছিল তাহা রহিত না করে তাহা হইলে সে [illegible] পূর্ব্বে উপস্থিত ও জারী কালীন দায়ের থাকা তাবৎ মোকদ্দমার প্রতি খাটে।

দ্বিতীয় ওজর সম্বন্ধে নিশ্চিত হইল যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৫৫ ধারায় লিপি হইয়াছে যে "আপীল আদালত স্ববোধমতে নিষ্পত্তি করিবার জন্য কিম্বা কোন গুরুতর কারণ যদি কোন দলীল দস্তাবেজ উপস্থিত করা কি সাক্ষীগণের জোবানবন্দি লওয়া [illegible] আপীল আদালত নূতন দলীল গ্রাহ্য হইবার আবশ্যক কোন সাক্ষীগণের জোবানবন্দি পুনঃ অধীন আদালতে লওয়া গেলে তাহা লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন কি আপীল আদালত যতবার নূতন প্রমাণ লয়েন ততবার তাহা লইবার কারণ ঐ আদালতের কাগজ পত্রেতে লিখিতে হইবে।"

কিন্তু তাহা অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা করণপক্ষে যথেষ্ট হেতু নহে [illegible] কেবল বিচার কার্য্যের একটা রীতি মাত্র ভুলিয়াছেন কিন্তু তাহাতে কোন [illegible] কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে না, উল্লেখিত ধারায় এমত লেখে না যে ঐ রূপ অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করিবার কালে অধীন আপীল আদালত লেখেন তাহার [illegible] খাস আপীল আদালত আপত্তি করিতে পারেন, আর [illegible] অভিপ্রায় এমত হইতেছে না [illegible] রকমে কোন রীতির ত্রুটি জন্য যে প্রমাণ [illegible] অধীন আদালতের গ্রহণ [illegible] ক্ষমতা আছে তাহা অসিদ্ধ হয়। যাহা হউক এ আদালত বিবেচনা করিতেছেন না যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৫৫ ধারায় লিখিত বিচার কার্য্যের প্রণালীমত নথিতে লিখিতে [illegible] আদালত সকল সর্ব্বদা সতর্ক হইবেন। রামচাঁদ—বঃ—দিগ্‌ দনুজা প্রভৃতি। ২৯ ম ১৮৬১।

[নূতন প্রমাণ লইবার কথা।]

৩৫৬।—যখন নূতন প্রমাণ লইবার অনুমতি হয়, তখন আপীল আদালত আপনি সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, কিম্বা অধঃস্থ কি অন্য কোন আদালতকে সেই প্রমাণ লইয়া, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে তাহা লইবার ক্ষমতা দিয়া, আপীল আদালতে পাঠাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। আরো সেই প্রমাণ যেরূপে লইতে হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে ঐ আপীল আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক।

[বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।]

৩৫৭।—যখন নূতন প্রমাণ লইবার অনুমতি হয়, তখন যে এক কি অধিক বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ের প্রমাণ লইতে হইবেক না সেই২ বিষয় আপীল আদালত নির্দ্দিষ্ট করিবেন, ও আপনার কাগজপত্রে সেই২ বিষয় লিখিবেন।

৩৫৮।—এই ধারা (১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১ ধারামতে) রহিত হইয়াছে।

[আপীল আদালতের নিষ্পত্তির কথা ও যে ভাষাতে লিখিতে হইবেক তাহার কথা ও অসম্মতির লিপি কাগজপত্রের শামিল করিবার কথা।]

৩৫৯।—আপীল আদালতের নিষ্পত্তি খোলা কাছারীতে ব্যক্ত করিতে হইবেক। যে বিষয়ের কি যে যে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হইয়াছিল, ও তাহাতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে, ও সেই নিষ্পত্তির যে যে কারণ থাকে, এই সকল কথা তাহাতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক, ও তাহা ব্যক্ত করিবার সময়ে বিচারকর্ত্তা, কিম্বা যে সকল বিচারকর্ত্তা তাহাতে সম্মত হন তাঁহারা, তাহাতে তারিখ দিয়া দস্তখৎ করিবেন। সেই নিষ্পত্তি ইংরাজী ভাষাতে লিখিতে হইবেক, কিন্তু যদি বিচারকর্ত্তা সেই ভাষাতে বোধগম্য রূপে নিষ্পত্তি লিখিতে না পারেন, তবে তাঁহার নিজ দেশের চলিত ভাষাতে ঐ নিষ্পত্তি লিখিবেন নিষ্পত্তি যে ভাষাতে লেখা যায় তাহা যদি ঐ আদালতের কার্য্যের চলিত ভাষা না হয় তবে নিষ্পত্তি সেই ভাষাতে তরজমা করিতে হইবেক, ও সেই তরজমাতে বিচারকর্ত্তা কি বিচারকর্ত্তারা দস্তখৎ করিবেন। যদি কোন বিচারকর্ত্তা ঐ আদালতের নিষ্পত্তিতে সম্মত না হন, তবে তিনি আপনার মত লিখিয়া জানাইবেন। ও সেই লিপি মোকদ্দমার কাগজপত্রের শামিল করিয়া দেওয়া যাইবেক।

[ডিক্রীতে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।]

৩৬০।—নিষ্পত্তি যে তারিখে হয় সেই তারিখ আপীল আদালতের ডিক্রীতে দেওয়া যাইবেক। তাহাতে মোকদ্দমার নম্বর, ও আপেলাণ্টের ও রেস্পাণ্ডেণ্টের নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও আপীলের খোলাসা লিখিতে হইবেক। ও যে উপকার করা গেল কিম্বা আপীলী মোকদ্দমার অন্য যে নিষ্পত্তি হইল তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক, ও আপীলে কত খরচা লাগিয়াছে, ও সেই খরচার ও আসল মোকদ্দমার খরচার যে পক্ষের যত দিতে হইবেক তাহাও তাহাতে লিখিতে হইবেক। যে বিচার-কর্ত্তা কি বিচারকর্ত্তারা সেই ডিক্রী করিয়াছেন তিনি কি তাঁহারা তাহাতে দস্তখৎ করিবেন, ও তাহাতে আদালতের মোহর করা যাইবেক। যদি আদালতের বিচার-কর্ত্তারদের মতের অনৈক্য হয়, তবে আদালতের নিষ্পত্তিতে যে বিচার কর্ত্তার সম্মতি না হয়, তাঁহার সেই ডিক্রীতে দস্তখৎ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু সেই বিচারকর্ত্তার মত ঐ ডিক্রীতে লিখিয়া দেওয়া যাইবেক। মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ডিক্রীর যে বিধি এই আইনে করা গিয়াছে, সেই বিধিমতে ঐ ডিক্রীর দস্তখতী নকল উভয়পক্ষকে দেওয়া যাইবেক।

[ডিক্রীর দস্তখতী নকল অধঃস্থ আদালতে পাঠাইবার কথা।]

৩৬১।—ঐ ডিক্রীর কিম্বা আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির অন্য হুকুমের এক কেতা নকলে আপীল আদালত কিম্বা ঐ আদালতের উপযুক্ত আমলা [illegible] কারয়া আদালতের মোহরে মোহর করিবেন, ও মোকদ্দমার প্রথম যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়,

সেই ডিক্রী যে আদালত করিয়াছিলেন, সেই আদালতে ঐ নকল পাঠান যাইবেক। ও মোকদ্দমার আসল কাগজপত্রের সামিলে দাখিল করিতে হইবেক। ও আপীল আদালতের ঐ নিষ্পত্তি মোকদ্দমার আসল রেজিষ্টরীতে লিখিতে হইবেক।

[ডিক্রীজারী করিবার কথা।]

৩৬২।—মোকদ্দমার প্রথম যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়, তাহা যে আদালতে হইয়াছিল, সেই আদালতে আপীল আদালতের ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্ত করিতে হইবেক। ও প্রথম ডিক্রীজারী করিবার যে নিয়ম ও বিধি এই আইনে করা গিয়াছে সেই নিয়ম ও সেই বিধিতে ঐ আদালত আপীল আদালতের ঐ ডিক্রীজারী করাইবেন।

হুকুমের উপর আপীলের বিধি।

[ডিক্রীর আগে যে কোন হুকুম হয় তাহার উপর আপীল না হইবার কথা। কিন্তু ডিক্রীর উপর আপীল হইলে সেই হুকুমের কোন চুক কি ক্রটি হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করিবার কথা।]

৩৬৩।—ডিক্রী হইবার আগে মোকদ্দমা চলিবার কালে ও মোকদ্দমা সম্পর্কীয় যে কোন হুকুম হয় তাহার উপর আপীল হইবেক না। কিন্তু যদি সেই ডিক্রীর উপর আপীল হয়, তবে সেই প্রকারের কোন হুকুমের যে কোন চুক কি ক্রটি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রমেতে মোকদ্দমার দোষগুণের কি আদালতের এলাকার ক্ষতি বৃদ্ধি হয়, তাহা আপত্তির কারণ বলিয়া আপীলের খোলাসাতে ব্যক্ত করা যাইতে পারিবেক।

[ডিক্রীর পর ও ডিক্রীজারী করিবার সম্পর্কে যে হুকুম হয় তাহার উপর পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট বিধিমতে না হইলে আপীল না হইবার কথা।]

৩৬৪।—ডিক্রীর পরে, ও ডিক্রীজারী সম্পর্কীয় যে কোন হুকুম করা যায়, তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না। কেবল যে স্থলে এই আইনেতে স্পষ্টরূপে বিধান হইয়াছে সেই স্থলে হইতে পারিবেক।

নজীর।—শুনানির নিমিত্ত আপীল উপস্থিত হইলে প্রতিপক্ষ এই বলিয়া আপত্তির উত্থাপন করে যে যখন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন প্রচলিত হওনের পরে এক তারিখে দরখাস্তকারী এক পক্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে দরখাস্ত করে, তখন ঐ আইনের ৩৬৪ ধারা অনুসারে অধীন আদালতের হুকুম চূড়ান্ত হইয়াছে তাহার অসম্মতিতে কোন আপীল হইতে পারে না। অন্য পক্ষে তর্ক করা হয় যে ৩৮৭ ধারা অনুসারে প্রতিনিধি হওনের হক দায়ের হওয়া মোকদ্দমার দরখাস্তকারির সংক্রান্ত ও ঐ আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ঐ যে মোকদ্দমা রুজু হয় তাহার মেয়াদ হইতে উদ্ভব হয়।

নিশ্চিত হইল যে কোন পক্ষের প্রতিনিধি হওনের হক সম্বন্ধে মোকদ্দমা রুজু হওনাবধি ঐ প্রতিনিধি সংক্রান্ত বলা যায়, এবং ঐ রূপ এক মোকদ্দমায় ১৮৫৯ সালের ৮ আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালে ৩৮৭ ধারা অনুসারে ঐ হক দরখাস্তকারির প্রতি রক্ষিত হইল।

প্রমাণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইল যে যে, উইল অনুসারে প্রতিপক্ষ মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি হইতে চেষ্টা পায় তাহা যে মিথ্যা বা তৈয়ার করা জানা হয় নাই। মোসম্মাৎ সুখময়ী দেবীর বাং, প্রভৃতি—বঃ—উমানাথ আচার্য্য প্রভৃতি। ২০ আগষ্ট ১৮৩০।

[জরীমানার কি কয়েদ করিবার হুকুমের উপর আপীলের কথা।]

৩৬৫।—এই আইনে জরীমানা দিবার কি জরীমানার টাকা আদায় করিবার কি কয়েদ করিবার যে সকল হুকুম হয় তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক। কিন্তু ডিক্রীজারী মতে যে কয়েদের হুকুম হয় তাহার উপর আপীল নাই।

[হুকুমের উপর আপীল হইলে কার্য্য করিবার নিয়ম।]

৩৬৬।—যদি কোন হুকুমের উপর আপীল হইবার অনুমতি হয় তবে ডিক্রীর উপর আপীল করিবার মিয়াদ খাটিবেক, ও আপীল হইলে কার্য্য করিবার যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম সর্ব্ব প্রকারে খাটিবেক।

নজীর।—এ আদালতের হুকুম পুনঃ দৃষ্টির প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়া ঐ হুকুম স্থগিত করা হইল, কারণ দৃষ্ট হইল যে, যে হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে তাহাও ঐ হুকুমের অনুমতিতে আপীলের দরখাস্ত ১৮৫৯ সালের ৮ আইন জারী হইবার পরে হয়, অতএব ঐ আইনের ৩৪৫, ও ৩৪৫ ও ৩৪৬ ধারার সমস্ত পদ্ধতি অনুযায়ী যে পর্য্যন্ত কার্য্য করা না হয় সে পর্য্যন্ত ৩৬৬ ধারামতে এ আদালত এক্ষণকার আপীলের বিষয় শ্রবণ করিতে পারেন না, কিন্তু উপরোক্ত কএক ধারানুযায়ী এক মোকদ্দমার কার্য্য করা হয় নাই। মনমোহিনী প্রভৃতি—বঃ—রাসেশ্বরী দেবী ১ নবেম্বর ১৮৫৯।

নবম অধ্যায়ঃ।

পাপর স্বরূপে আপীল করিবার বিধি।

[পাপর স্বরূপে যাহারা আপীল করিতে পারে তাহাদের কথা।]

৩৬৭।—কোন মোকদ্দমাতে যে নিষ্পত্তি হইল তাহার উপর আপীল করিবার কার্য্যেতে যত ইষ্টাম্প লাগে তাহা যদি সেই মোকদ্দমার কোন পক্ষ দিতে অপারক হয়, তবে সেই পক্ষ ৮ অধ্যায়ের ও ৫, অধ্যায়ের বিধি যে পর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেই পর্য্যন্ত ঐ ঐ বিধি মানিয়া পাপরস্বরূপে আপীল করিবার অনুমতি পাইতে পারিবেক।

নজীর।—যদিও দরখাস্তকারী অধীন আদালতে পাপর স্বরূপে হাজির হয় নাই এবং তাহার উল্লেখিত বেদখলের সময় হইতে ১২ বৎসর মধ্যে তাহার মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তথাপি সে ব্যক্তি পাপর স্বরূপে আপীল করিয়াছে। এই সমস্ত অবস্থানুসারে আদালত স্থির করিলেন ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৬৭ ধারামতে এক পাপরের আপীল গ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে পাপরের দাবির প্রতি তমাদি আইন সূত্রে যে বাধা ঘটে নাই আদালত এ বিষয় বিলক্ষণরূপ জানিবেন। অতএব আইনানুসারে পাপর দরখাস্তকারীগণ এ আদালতকে যথা প্রমাণ আইনানুযায়ী কর্ম্ম করিতে যে সমর্থ করিবে ইহা অতি আবশ্যক দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল। শ্রীনাথ মিত্র—বঃ—পঞ্চানন রায় প্রভৃতি। ৩ ডিসেম্বর ১৮৫৯।

[দরখাস্ত যাহার নিকটে যে সময়ে দাখিল করিতে হইবেক তাহার কথা।]

৩৬৮।—পাপরস্বরূপে আপীল করিতে অনুমতি পাইবার দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক, অর্থাৎ জিলার আদালতে আপীল হইলে এক টাকার ইষ্টাম্প-কাগজে, ও সদর আদালতে আপীল হইলে দুই টাকার ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হই-বেক। ও আপীলের খোলাসা দাখিল করিবার যে মিয়াদ দেওয়া গেল, সেই মিয়া-দের মধ্যে ঐ দরখাস্ত আপীল আদালতে দাখিল করিতে হইবেক।

[দরখাস্ত লিখিবার পাঠ।]

৩৬৯।—আপীলের খোলাসাতে যে সকল কথা লিখিবার আজ্ঞা হইয়াছে সেই সকল কথা দিয়াও সেই পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। দরখাস্তকারির স্থাবর কি অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি থাকে, তাহার ও তাহার আন্দাজী মূল্যের এক তফসীল ও দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবেক, ও যে নিষ্পত্তির ও ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার এক এক কেতা নকলও সঙ্গে দিতে হইবেক।

[কার্য্য করিবার নিয়ম।]

৩৭০।—ঐ দরখাস্ত ও অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তি ও ডিক্রী পড়িয়া সেই নিষ্পত্তি আইনের বিরুদ্ধ কি আইনের তুল্য বলবৎ কোন দাঁড়ার বিরুদ্ধ হইয়াছে কিম্বা অন্য প্রকারে দোষযুক্ত কি অন্যায় হইয়াছে, এমত বুঝিবার কোন কারণ যদি আপীল আদালত দেখিতে না পান, তবে সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। যদি উপরের লিখিত কোন কারণে দরখাস্ত অগ্রাহ্য না হয় তবে দরখাস্তকারী যে আপনাকে পাপর জানাই-য়াছে, এই কথার তদন্ত লইতে হইবেক। ও সেই তদন্ত করিবার কার্য্য আপীল আদা-লত আপনি করিবেন। কিম্বা যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়াছে সেই আদালত আপীল আদালতের হুকুমমতে ঐ তদন্ত করিবেন। পরন্তু যদি অধঃস্থ আদালতে দরখাস্তকারির পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি হইয়াছিল, তবে তাহার পাপর হওয়ার অধিক তদন্ত করিবার প্রয়োজন হইবেক না। কেবল যদি আপীল আদালত সেইরূপ তদন্ত করিবার বিশেষ কারণ বুঝেন, তবে করিতে পারিবেন।

[আপীল আদালতের হুকুমের ফল।]

৩৭১।—পাপরস্বরূপে আপীল করিবার অনুমতির দরখাস্তের উপর আপীল আদা-লত ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিবার যে হুকুম করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু যদি সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়, তবে ডিক্রীর উপর আপীলের যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে আপীল করিবার জন্যে আপীল আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারিবেন।

দশম অধ্যায়ঃ।

খাস আপীলের বিধি।

[খাস আপীল যে যে হেতুতে হইতে পারে তাহার কথা।]

৩৭২।—সদর আদালতের অধীন আদালতে জাবেতামতের আপীল হইয়া যে সকল নিষ্পত্তি হয়, তাহার উপর এইং হেতুতে সদর আদালতে খাস আপীল হইতে পারিবেক। অর্থাৎ নিষ্পত্তি কোন আইনের বিরুদ্ধ কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন দাঁড়ার বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, অথবা মোকদ্দমার চলনেতে কি তজবিজ করণেতে আইন সম্পর্কে কোন গুরুতর ভ্রম কি চুক হওয়াতে দোষ গুণ অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে ভ্রম কি চুক হইয়াছে বলিয়া, খাস আপীল হইতে পারে, অন্য কারণে নয়। কিন্তু যে সময়ে যে আইন চলন থাকে তদনুসারে যদি অন্যরূপের বিধান হয় তবে সেই বিধান বাহাল থাকিবেক।

নজীর।—নিশ্চিত হইল যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৭২ ধারা অনুসারে যে হুকুমে মোকদ্দমার নথর খারিজ হয় তাহার অসম্মতিতে কোন খাসআপীল দায়ের হইতে পারে না যদি সেই হুকুম ভ্রমজনক হয় তাহা হইলে ক্ষতি প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার হুকুম পুনর্দৃষ্টি করিতে আদালতে দরখাস্ত করিবে। মেং আলেক্‌জ্যাণ্ডর অকুইহার্ট—বঃ—রাজা রঘুনন্দন সিংহ বাহাদুর প্রভৃতি। ২৩ জুন ১৮৬২।

[সদর আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিবার কথা।]

[illegible]।—আপীলের খোলাসা দাখিল করিবার যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই মিয়াদের মধ্যে খাস আপীল গ্রাহ্য হইবার দরখাস্ত সদর আদালতে দাখিল করিতে হইবেক। ও তাহার সঙ্গে অধঃস্থ আপীল আদালতের ও প্রথম স্থলের আদালতের নিষ্পত্তির ও ডিক্রীর নকল দিতে হইবেক। জাবেতামতের আপীল যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার হুকুম হইয়াছে ঐ দরখাস্ত সেই মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক। কিন্তু আপীলী মোকদ্দমা চালাইবার যত ইষ্টাম্পের প্রয়োজন হয়, তাহা যদি দরখাস্তকারী দিতে না পারে, তবে সদর আদালত তাহাকে পাপরস্বরূপে আপীল করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। পরন্তু পাপরস্বরূপে আপীল করিবার যে সকল বিধি ৯ অধ্যায়েতে আছে, সেই সকল বিধি যে পর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেই পর্য্যন্ত তাহার মানিতে হইবেক।

[দরখাস্ত লিখিবার পাঠ।]

৩৭৪।—যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তাহাতে আপত্তি করিবার সকল কারণ, যুক্তিতর্ক বিতর্ক কি বৃত্তান্ত না লিখিয়া ১, ২ প্রভৃতি দফা ক্রমে সংক্ষেপ করিয়া দর-

খাস্তে লিখিতে হইবেক। আদালতের অনুমতি না হইলে আপত্তির অন্য কোন হেতুর পোষকতায় দরখাস্তকারির কথা শুনা যাইবেক না কিন্তু খাস আপীল যে হেতুতে হইতে পারে এমত কোন হেতু ধরিয়া আদালতের নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক।

৩৭৫।—এই ধারা (১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১ ধারামতে) রহিত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়ঃ।

নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার।

[নূতন প্রমাণ প্রভৃতি পাওয়া গেলে পুনর্ব্বিচার হইবার কথা।]

৩৭৬।—মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে ডিক্রীর দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে, ও যদি সেই ডিক্রীর উপর কোন আপীল উপরিস্থ আদালতে করা না গিয়াছে,—অথবা আপীল হইয়া জিলার আদালতের ডিক্রীর দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে ও তাহার উপর কোন খাস আপীল সদর আদালতে গ্রাহ্য না হইয়াছে—অথবা সদর আদালতের ডিক্রীর দ্বারা যদি কোন লোক আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে ও তাহার উপর কোন আপীল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে করা না গিয়াছে, কিম্বা আপীল করা গেলেও যদি মোকদ্দমার কোন কাগজপত্র শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে পাঠান না গিয়াছে—ও ডিক্রী যে সময়ে হইয়াছিল সেই সময়ে ঐ ব্যক্তি যাহা অবগত ছিল না কিম্বা যাহা উপস্থিত করিতে পারিল না এমত কোন নূতন বিষয়ের কি প্রমাণের সন্ধান পাওয়া প্রযুক্ত, অথবা অন্য কোন উত্তম ও মাতবর কারণে, যদি ঐ ব্যক্তি আপন বিরুদ্ধে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার পুনর্ব্বিচার হইবার ইচ্ছা করে, তবে যে আদালত ঐ ডিক্রী করিয়াছিলেন, সেই আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার হইবার দরখাস্ত করিতে হইবেক।

[যে কালের মধ্যে ও যে কাগজে দরখাস্ত করিতে হইবেক তাহার কথা।]

৩৭৭।—ঐ দরখাস্ত ডিক্রীর তারিখ অবধি নব্বই দিনের মধ্যে করিতে হইবেক। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ দরখাস্ত করে, সে যদি ঐ মিয়াদের মধ্যে ঐ দরখাস্ত না করিবার যথার্থ ও উপযুক্ত কারণ আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রকাশ করিতে পারে, তবে ঐ মিয়াদের পরেও দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারিবেক। যদি দরখাস্ত উক্ত মিয়াদের মধ্যে করা যায়, তবে দরখাস্ত যে স্থলে ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হয়, এমত স্থলে, ঐ আদালতের নিকটে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে, সেই

মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। কিন্তু যদি সেই মিয়াদের পরে করা যায়, তবে নালিশের আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে, সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিতে হইবেক।

[পুনর্ব্বিচার হইবার অনুমতি দেওনের কি না দেওনের বিষয়ে আদালতের যে হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

৩৭৮।—আদালত যদি বোধ করেন, যে পুনর্ব্বিচার হইবার উপযুক্ত কারণ নাই, তবে সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। পরন্তু যদি বোধ করেন যে স্পষ্ট কোন ভ্রম কি ত্রুটির সংশোধন করিবার জন্যে প্রার্থনামতে পুনর্ব্বিচার করা আবশ্যক, অথবা কারণান্তরে যথার্থ বিচারের জন্যে প্রয়োজন হয়, তবে আদালত পুনর্ব্বিচার হইবার অনুমতি দিবেন। ইহার মধ্যে কোন স্থলে, অর্থাৎ ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার কি পুনর্ব্বিচারের অনুমতি দিবার যে হুকুম করেন, তাহা চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু যে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইবার প্রার্থনা হয়, তাহার পোষকতায় বিপক্ষ পক্ষ হাজির হইয়া জওয়াব করে, এই নিমিত্তে তাহাকে অগ্রে সম্বাদ না দেওয়া গেলে, নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের অনুমতি হইবেক না।

সদর আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যে বিচারকর্ত্তা কি বিচারকর্ত্তারা ডিক্রী করিয়াছিলেন তাঁহারদের নিকটে হইবার কথা।]

৩৭৯।—যে আদালতে নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার হইবার দরখাস্ত হয়, তাহাতে যদি দুই কি অধিক বিচারকর্ত্তা থাকেন, তবে যে বিচারকর্ত্তা কি বিচারকর্ত্তারা ঐ ডিক্রী করিয়াছিলেন। তিনি কি তাঁহারা, অথবা সেই ডিক্রী দুই কি ততোধিক জন বিচারকর্ত্তার দ্বারা হইলে তাহারদের মধ্যে কোন বিচারকর্ত্তারা, যদি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হইবার সময়ে আদালতে নিযুক্ত থাকেন, ও সেই দরখাস্ত হইবার পর ছয়মাস পর্য্যন্ত যদি অনুপস্থিত থাকা প্রযুক্ত কি অন্য কোন কারণে, ঐ দরখাস্ত যে নিষ্পত্তির সম্পর্কীয় হয়, তাহার পুনর্ব্বিচার করিবার তাঁহারদের বাধা না থাকে, তবে ঐ দরখাস্তের দোষগুণের বিবেচনা করিতে ও তদ্বিষয়ের হুকুম কি মত রিকার্ড করিতে ঐ আদালতের অন্য কোন বিচারকর্ত্তার কি বিচারকর্ত্তাদের ক্ষমতা থাকিবেক না।

[পুনর্ব্বিচারের অনুমতি হইলে কার্য্য করিবার কথা।]

৩৮০।—নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইলে, সেই কথা মোকদ্দমার কিম্বা (বিষয় বিশেষে) আপীলের রেজিষ্টরীতে লিখিতে হইবেক। ও আদালত মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া তাহা পুনশ্চ শুনিবার যে হুকুম উচিত জ্ঞান করেন তাহাই করিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ।

বিবিধ বিধি।

৩৮১।—এই ধারা (১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১ ধারামতে) রহিত হইয়াছে।

[কোনং বিষয় ছাড়া এই আইন সুপ্রিমকোর্টের কি রাজধানীর ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের উপর না খাটিবার কথা।]

৩৮২।—কলিকাতায় ও মান্দ্রাজে ও বোম্বায়ে রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে কিম্বা অল্প কর্জ্জের দাওয়ার টাকা আরো সহজরূপে আদায় করিবার আদালতে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার উপর এই আইন খাটিবেক না। কেবল কমিস্যনক্রমে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের কার্য্যেতে ও ডিক্রী যে আদালতে হইয়াছে তাহার এলাকার বাহিরে ঐ ডিক্রীজারী হইবার কার্য্যেতে খাটিবেক।

[মান্দ্রাজ গ্রামের মুন্সেফেরদের ও গ্রামের কি জিলার পঞ্চায়তের ও সৈন্য সম্পর্কীয় কোর্ট আব রিকোয়েষ্টের ও মান্দ্রাজে ও বোম্বায়ে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্ত একং জন সেনাপতির ও মান্দ্রাজে সৈন্যসম্পর্কীয় পঞ্চায়তের ক্ষমতার ও কার্য্যের বর্জ্জিত কথা।]

৩৮৩।—মান্দ্রাজ দেশের চলিত আইনের বিধানমতে দেওয়ানী মোকদ্দমায় গ্রামের মুন্সেফেরদের কি গ্রামের কি জিলার পঞ্চায়তের যে এলাকা কি কার্য্য হয়, কিম্বা সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট আব রিকোয়েষ্টের যে এলাকা কি কার্য্য হয়, কিম্বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীর সৈন্যেরা যে যে মোকামে ও স্থানে থাকে তাহার পল্টনের বাজারে ক্ষুদ্রং মোকদ্দমার বিচারার্থে ঐং রাজধানীর চলিত বিধিমতে উপযুক্তরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিযুক্ত একং জন সেনাপতি সাহেবের যে এলাকা ও যে কার্য্য হয়, কিম্বা মান্দ্রাজ রাজধানীর চলিত বিধিমতে পল্টনের লোকেরদের নামে যে মোকদ্দমা হয় তদ্বিষয়ে পঞ্চায়তের যে এলাকা ও কার্য্য হয়, তাহা এই আইনের কোন কথাতে মতান্তরে কি খাট হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না।

[কোনং বিশেষ কি স্থান বিশেষের আইন বহাল থাকিবার কথা।]

৩৮৪।—জায়গীরদার ও সরঞ্জামীদার ও ইনামদারদিগকে আপনং তালুকের সীমার মধ্যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দিবার আইন নামে, বোম্বাই দেশের চলিত ১৮৩০ সালের ১৩ আইনের, ও বোম্বাই দেশের ১৮২৭ সালের ১৫ আইন ও ১৮৩০ সালের ১৩ আইন বিদেশীয় রাজারদের এজেন্ট সাহেবেরদের উপর খাটাইবার আইন নামে, ১৮৪০ সালের ১৫ আইনের বিধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন জায়গীরদারেরা ও

অন্য কার্য্যকারকেরা যেং ক্ষমতাগতে কার্য্য করেন কি সেই ক্ষমতাক্রমে যে যে কার্য্য করেন তাহা এই আইনের কোন কথাতে খাট হইয়াছে, অথবা কটক জিলার কোনং পেশকশী মহালের অধিকার করিবার কি উত্তরাধিকার পাইবার স্বত্বের মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার আইন নামে, বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ১১ আইনমতে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহার, কিম্বা বোম্বাই রাজধানীর শাসিত দক্ষিণ দেশ ও খাঁদেশ আইনের আমলে আনিবার আইন নামে, বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ২৯ আইনের, ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত প্রদেশ আইনের আমলে আনিবার আইন নামে, ১৮৩০ সালের ৭ আইনের ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ লোকেরা যে যে মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকে, তাহাতে দক্ষিণ দেশের ও খাঁদেশের গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেবের ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশের পলিটি-কাল এজেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা বিস্তারিত করিয়া খাটাইবার আইন নামে, ১৮৩১ সালের ১০ ও ১৬ আইনের, এবং দক্ষিণ দেশের সরদারেরদের এজেণ্ট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট সাহেবের এলাকার ও ক্ষমতার বিষয়ি আইন নামে, ১৮৩৫ সালের ১৯ আইনের ও সরকার হইতে মালগুজারী হস্তান্তর হইয়া যাঁহারদিগকে দেওয়া গিয়াছে তাঁহারদের সেই মালগুজারী বোম্বাই রাজধানীর মধ্যে আদায় করিবার ক্ষমতা দিবার আইন নামে ১৮৪২ সালের ১৩ আইনের লিখিত প্রকারের মোকদ্দমার এই আইনের কোন কথাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না। পরন্তু যদি এই আইনের বিধি উপরের লিখিত কোন আইনের ও আক্টের কোন বিশেষ বিধির সঙ্গে অসঙ্গত না হয় তবে সেই প্রকারের সকল মোকদ্দমা, ও তাহাতে জাবেতামতের ও খাস যে আপীল দেওয়ানী আদালতে হইবার অনুমতি হয় তাহা এই আইনের লিখিত বিধিমতে গ্রাহ্য হইয়া ও শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক।

[সাধারণ আইন, যেং দেশে চলে সেইং দেশ ছাড়া অন্য স্থানে এই আইন চলিবার হুকুম না হইলে না চলিবার কথা।]

৩৮৫।—* বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইদেশের সাধারণ আইন ঐ দেশের যেং স্থানে চলন না থাকে সেইং স্থানে এই আইন চলিবেক না। কেবল যদি হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, কিম্বা ঐ দেশ যে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকে সেই গবর্ণমেণ্ট, সেই দেশে এই আইন চলন করান ও তাহার সম্বাদ গেজেটে প্রকাশ করেন তবে চলিবেক।

[অর্থ করিবার ধারা।]

৩৮৬।—* এই আইনের নীচের লিখিত যে কথার যে অর্থ করা যাইতেছে, তাহার সেই অর্থ পদের পূর্ব্বাপর কোন কথার সঙ্গে অসঙ্গত না হইলে বুঝাইবেক।

* এই দুই ধারা ১৮৬৩ সালের ৯ আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে ... ...৯৫ পুস্তকের মধ্যে দৃষ্টি কর।

[বচন ।]

এক বচনের শব্দেতে বহু বচনের শব্দও বুঝাইবেক ও বহু বচনের শব্দেতে এক বচনের শব্দও বুঝাইবেক।

[লিঙ্গ ।]

পুংলিঙ্গবোধক শব্দেতে স্ত্রীরদিগকেও বুঝাইবেক।

[জিলা । জিলার আদালত ।]

মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালতের এলাকা এই আইনের অভিপ্রায়মতে "জিলা" শব্দেতে বুঝাইবেক ও "জিলার আদালত" এই শব্দেতে ঐ প্রকার আদালতকে বুঝাইবেক।

[সদর আদালত ।]

ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েবদের শাসিত দেশের যে কোন স্থানে এই অধ্যায়ের ৩৮৫ ধারার বিধানমতে এই আইন চলন হয়, সেই স্থানে "সদর আদালত" এই শব্দেতে ঐ দেশের কোন স্থানের আপীল করিবার সর্ব্ব প্রধান দেওয়ানী আদালতকে বুঝাইবেক।

[এই আইন চলন হইবার কথা ও উপস্থিত মোকদ্দমার কথা ।]

৩৮৭।—এই আইন বাঙ্গালা দেশে ১৮৫৯ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিন অবধি চলন হইবেক। ও বোম্বাই ও মান্দ্রাজ দেশে ১৮৬০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি, কিম্বা সেইং দেশের গবর্ণমেণ্ট তাহার অগ্রের অন্য যে কোন দিন নির্দ্ধার্য্য করেন সেই দিন অবধি চলন হইবেক, কিন্তু সেই দিনের আগে তিন মাস থাকিতে ঐ রাজধানীর গেজেটে ঐ দিনের সম্বাদ প্রকাশ করিবেন কিন্তু এই আইন যে সময়ে আমলে আইসে সেই সময়ের উপস্থিত কোন মোকদ্দমাতে এই আইনের কোন বিধান খাটাইলে, ঐ মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্য সম্পর্কে, অর্থাৎ আপীল করিবার কি অন্য প্রকারের কার্য্য সম্পর্কে ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষের কোন স্বত্ব রহিত হয়, অথচ এই আইন জারী না হইলে তাহার সেই স্বত্ব থাকিত, ইহা যদি আদালত বোধ করেন তবে এই আইন চলিবার পূর্ব্বে যে যে আইন চলন থাকে সেইং আইনমতে মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

[এই আইন যে স্থানে চলন হয় সেই স্থানের দেওয়ানী আদালতের কার্য্য কেবল এই আইনমতে হইবার কথা ।]

৩৮৮।—ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েবদের শাসিত দেশের কোন স্থানে এই আইন যে সময়ে চলন হয়, সেই সময়াবধি ঐ দেশের সেই স্থানের দেওয়ানী আদালতে কার্য্য এই আইনমতে চালান যাইবেক, ও এই আইনেতে অন্য বিধান না থাকিলে অন্য কোন আইনমতে চালান যাইবেক না।

কার্য্য করিবার উপরের লিখিত বিধিতে A চিহ্নের যে তফসীলের উল্লেখ হয় তাহা।

অমুক স্থানের অমুক বিচারকর্ত্তার আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর।

ফরিয়াদী।					আসামী।			দাওয়া।			উপস্থিত হওন			নিষ্পত্তি			আপীল		ডিক্রীজারী					জারীহওন		রিটর্ণ
নালিশের আরজী দাখিল করিবার তারিখ।	মোকদ্দমার নম্বর।	নাম।	খ্যাতি প্রভৃতি।	বাসস্থান।	নাম।	খ্যাতিপ্রভৃতি।	বাসস্থান।	দাওয়ার বিশেষ।	কত টাকার কি যে মূল্যের।	নালিশের হেতু যে সময়ে হইয়াছিল।	উভয়পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ।	ফরিয়াদী।	আসামী।	তারিখ।	যাহার পক্ষে।	যে বিষয়ের কি কত টাকার।	আপীলের তারিখ।	আপীলের নিষ্পত্তি।	দরখাস্তের তারিখ।	হুকুমের তারিখ।	যাহার বিপক্ষে।	যে বিষয়ের ও টাকা হইলে কত টাকা।	খরচ।	টাকা আদালতে দাখিল হয়।	গ্রেপ্তার।	টাকা দেওন ভিন্ন কি গ্রেপ্তার ভিন্ন অন্য যে রিটর্ণ হইয়াছে ও প্রত্যেক রিটর্ণের তারিখ।

B চিহ্নিত তফসীল।

মোকদ্দমার নম্বর।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

করিয়াদী।

আসামী।

নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও বাসস্থান।

অমুক (এই স্থানে করিয়াদীর নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও বাসস্থান লিখিতে হইবেক। তোমার নামে এই আদালতে অমুক বাবতে (এই স্থলে রেজিষ্টরের লিখিত দাওয়ার বিবরণ লিখিতে হইবেক) মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। অতএব তোমাকে এই হুকুম হইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত করিয়াদীর জওয়াব করিবার জন্যে তুমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা দুই প্রহরের আগে আপনি এই আদালতে হাজির হও। [যদি ঐ লোক নিজে হাজির হইবার স্পষ্ট হুকুম না থাকে তবে এই কথা লিখিতে হইবেক, " তুমি আপনি হাজির হও, কিম্বা উপযুক্তমতে শিক্ষাপ্রাপ্ত আদালতের যে উকীল মোকদ্দমা সম্পর্কীয় গুরুতর সকল জিজ্ঞাসার উত্তর করিতে পারেন এমত উকীল দ্বারা, কিম্বা অন্য লোক ঐ সকল জিজ্ঞাসার উত্তর করিতে পারে তাহাকে উকীলের সঙ্গে দিয়া ঐ উকীলের দ্বারা হাজির হও।"] [যদি মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে শমন হয়, তবে আরো এই কথা লিখিতে হইবেক, "ও তোমার হাজির হইবার যে দিন নিরূপণ হইল তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নির্দ্ধারিত দিবস, অতএব সেই দিনে তোমার সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করিতে তোমার প্রস্তুত থাকিতে হইবেক"] আরো তোমাকে এই এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে যে তুমি যদি সেই তারিখে হাজির না হও তবে তোমার অনুপস্থানে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক। আরো করিয়াদী অমুকের যে দলীল দেখিতে চাহিয়াছে তাহা, ও তুমি আপনি যে দলীলের উপর নির্ভর করিয়া আপনার জওয়াব সাবাস্ত করিতে চাহ সেই সকল দলীল, তুমি সঙ্গে করিয়া আনিব (কিম্বা তোমার মোক্তারের হাতে পাঠাইবা।)

কার্য্য করিবার উপরের লিখিত বিধিমতের C চিহ্নের তকসীল।

অমুক আদালতে

অমুক সালের ডিক্রীর উপর আপীলের রেজিষ্টর।

		আপেলাণ্ট			রেস্পাণ্ডেণ্ট			যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়				উপস্থিত হওন			নিষ্পত্তি।		
খোলাসার তারিখ	আপীলের নম্বর	নাম।	খ্যাতি প্রভৃতি।	বাসস্থান	নাম	খ্যাতি প্রভৃতি	বাসস্থান	যে আদালতের	আসল মোকদ্দমার নম্বর	বিশেষ কথা।	[illegible] কার কি যে মূল্যের	উভয়পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ	আপেলাণ্ট	রেস্পাণ্ডেণ্ট	তারিখ	বহাল কি অন্যথা কি পরিবর্ত্তন	যে বিষয়ের কি মত টাকার

মোকদ্দমার কার্য্য করিবার পুস্তক লিং ও বিধি-মতের D চিহ্নের তফসীল।

অমুক স্থানের সদর আদালতে
খাস আপীলের রেজিষ্টরি।

দফা	ঘর
	খোলাসার তারিখ
	আপীলের নম্বর
আপেলাণ্ট	নাম
	খ্যাতি প্রভৃতি
	বাসস্থান
রেস্পাণ্ডেণ্ট	নাম
	খ্যাতি প্রভৃতি
	বাসস্থান
যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়	যে আদালতের
	আসল মোকদ্দমার ও আপীলের নম্বর।
	বিশেষ কথা
	যত টাকার কি যে মূল্যের
উপস্থিত হইবার কথা	উভয় পক্ষের হাজির হইবার তারিখ
	আপেলাণ্ট
	রেস্পাণ্ডেণ্ট
নিষ্পত্তি	তারিখ
	মঞ্জুর কি অসিদ্ধ কি মতান্তর হইল।

যে বিষয়ের কি যত টাকার

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা এই আইনেতে শ্রীযুত রাইট অনর্‌বিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ইংরাজী ১৮৬১ সালের ২০ আগষ্ট তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করেন।

ইংরেজী ১৮৬১ সালের ২৩ আইন।

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ৮ আইন (অর্থাৎ দেওয়ানী মোকদ্দমার যেং আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেইং আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন) সংশোধন করিবার আইন।

(হেতুবাদ।)

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ৮ আইন, (অর্থাৎ দেওয়ানী মোকদ্দমার যেং আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেইং আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন) সংশোধন করা ও ঐ আইন সংশোধনার্থে যেং আইন ইহার পূর্ব্বে জারী হইয়াছে তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক একি আইন করা বিহিত এই কারণে এইং হুকুম হইল।

[যেং আইন রদ হইল তাহার কথা।]

১ ধারা।—ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৩ ও ৩১ ও ১৯৩ ও [illegible] ও ২৭৭ ও ২৮৩ ও ৩১২ ও ৩৩৯ ও ৩৫৮ ও ৩৭৫ ও ৩৮১ ধারা, ও ১৮৫৯ সালের ৮ আইন সংশোধন করিবার ১৮৬০ সালের ৪ আইন, ও ১৮৬০ সালের ৪২ আইনের (অর্থাৎ রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম কোর্টের এলাকার সীমার বাহিরে ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় আদালত স্থাপন করিবার আইনের ১০ ধারা ও ১৮৫৯ সালের ৮ আইন সংশোধন করিবার ১৮৬০ সালের ৪৩ আইন ইহাতে রদ হইল।

[পরওয়ানা জারী করিবার খরচের কথা, ও জারী হইবার অগ্রে নিরূপিত সময়ে সেই খরচ আদালতে দাখিল করিবার কথা।]

২ ধারা।—১৮৫৯ সালের ৮ আইনমতে যে সকল পরওয়ানা জারী করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আদালত বিশেষমতে অন্য প্রকারের হুকুম না করিলে, তাহা যাহার প্রার্থনামতে জারী হয় তাহার ঐ পরওয়ানা জারী করিবার খরচ দিতে হইবেক। ও যে আদালতহইতে পরওয়ানা জারী হয়, সেই আদালত তাহা জারী করিবার পূর্ব্বে

মিয়াদ নিরূপণ করিবেন, সেই মিয়াদের মধ্যে ঐ পরওয়ানা জারীর খরচ আদালতে দাখিল করিতে হইবেক।

[আদালতের এলাকা নাই দৃষ্ট হইলে নালিশী আরজী ফিরিয়া দিবার কথা।]

৩ ধারা।—ভূমির কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির মোকদ্দমা হইলে যদি আদালত দেখিতে পান যে সেই ভূমি কি অন্য সম্পত্তি ঐ আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে নাই, কিম্বা অন্য কোন প্রকারের মোকদ্দমা হইলে সেই মোকদ্দমার হেতু ঐ আদালতের সীমার মধ্যে হয় নাই ও আসামী ঐ সীমার মধ্যে বাস করে না কি লভ্যের নিমিত্তে কর্ম্ম করে না, তবে ঐ নালিশী আরজী উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার জন্যে ঐ আদালত ঐ নালিশী আরজী ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেন।

[অনেক আসামীর নামে মোকদ্দমা হইলে তাহা যে আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে তাহার কথা।]

৪ ধারা।—কোন মোকদ্দমায় যদি একের অধিক জন আসামী থাকে, ও যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে যদি সকল আসামী ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখে বাস না করে কিন্তু তাহারদের মধ্যে এক কি অধিক জন বাস করে, তবে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহার এলাকার মধ্যে সকল আসামী বাস করে না বলিয়া ঐ মোকদ্দমা অগ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু ঐ মোকদ্দমা জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত হইলে, ঐ জিলার আদালত অথবা সদর আদালত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, ঐ সদর আদালতের কি জিলার আদালতের অধীন যে আদালত ঐ মোকদ্দমার মূল্য বুঝিয়া তাহার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন এমত কোন আদালতে ঐ মোকদ্দমার বিচার হয়।

[ফরিয়াদী পরওয়ানা জারী করিবার খরচ না দেওয়াতে এত্তেলা জারী হয় নাই ইহা আসামীর হাজীর হইয়া জওয়াব দিবার নিরূপিত দিনে প্রকাশ হইলে যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।]

৫ ধারা।—শমন জারী করিবার খরচ দিবার যে মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে সেই মিয়াদের মধ্যে ফরিয়াদী ঐ খরচ না দেওয়াতে আসামীর নামে শমন জারী হয় নাই এ কথা যদি আসামীর হাজির হইয়া মোকদ্দমার জওয়াব দিবার নিরূপিত দিনে প্রকাশ হয়, তবে আদালত ঐ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবার হুকুম করিতে পারিবেন। কিন্তু আসামীর উপর শমন জারী না হইলেও, যদি হাজির হইয়া জওয়াব দিবার নিরূপিত দিনে আসামী উকীলের দ্বারা উপস্থিত হয়, কিম্বা যে স্থলে মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি থাকে এমত স্থলে যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হয়, কিম্বা আপনি উপস্থিত হয়, তবে উক্ত প্রকারের কোন হুকুম হইবেক না।

[পূর্ব্বোক্ত ধারার বিধান আপীলেরও উপর খাটিবার কথা।]

৬ ধারা।—ইহার পূর্ব্বের ধারার বিধান আপীলেরও উপর খাটিবে।

[৫ ধারামতে মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।]

৭ ধারা।—যখন এই আইনের ৫ ধারার বিধানমতে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয় তখন মোকদ্দমা করিবার মিয়াদের বিধিমতে বাধা না হইলে, ফরিয়াদী ঐ মোকদ্দমা পুনরায় উপস্থিত করিতে পারিবে। কিম্বা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ টাকা আমানত না করিবার উপযুক্ত হেতু ছিল, এই কথা যদি ফরিয়াদী মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবার হুকুমের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতের হৃদ্বোধমতে দেখাইতে পারে, তবে যে নালিশী আরজী দাখিল হইয়াছে তাহার উপর ঐ আদালত নূতন শমনজারী হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[টাকার কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া মুক্ত হইবার দরখাস্ত করিলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।]

৮ ধারা।—টাকার বাবৎ কোন ডিক্রীজারী পরওয়ানাক্রমে কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া আদালতের সম্মুখে আনীত হইলে, যদি ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৭৩ ধারার লিখিত কোন হেতুতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করে, তবে আদালত ফরিয়াদীর কি তাহার উকীলের গোচরে দরখাস্তকারির তৎকালীন অবস্থা বিষয়ে ও উত্তরকালে তাহার ঐ টাকা শোধ করিবার যে সঙ্গতি হইতে পারিবে তাহার বিষয়ে ঐ দরখাস্তকারির জোবানবন্দী লইবেন। ও আসামীর যে কিছু সম্পত্তি থাকে তাহার উপর ফরিয়াদী কোন ডিক্রীজারী করে না, ও আসামীকে কেন মুক্ত করা যাইতে পারে না, এমত কারণ দর্শাইতে ফরিয়াদীকে হুকুম করিবেন। যদি ফরিয়াদী তদ্রূপ কারণ দর্শাইতে না পারে, তবে আদালত আসামীকে হাজত হইতে ছাড়িয়া দিবার হুকুম করিতে পারিবেন। যদি আদালত আসামীর কিম্বা ফরিয়াদীর বাক্য কোন কথার তদন্ত করা আবশ্যক বুঝেন, তবে ঐ পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্য আদালতের যে আমলার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, আসামী তাহার রসুম আমানৎ করিলে, যত কাল সেই তদন্তের কার্য্য সমাপ্ত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত আদালত আসামীকে তাহার হেফাজতে রাখিতে পারিবেন। ঐ আদালতের পরওয়ানা জারী করিবার অভ্যাস যে হিসাবে প্রতি দিনের খরচ লাগে সেই হিসাবে ঐ রসুম দিতে হইবেক। কিম্বা সেই তদন্ত যে সময়ে হইতেছে তাহার মধ্যে কোন সময়ে আসামীকে তলব হইলে সে হাজির হইবে ইহার মাতবর ও উপযুক্ত জামিন যদি দেয়, ও সে হাজির না হইলে তাহার জামিন কি জামিনেরা যদি ঐ পরওয়ানার লিখিত টাকা দিবার করার করে, তবে আদালত ঐ জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

[আদালতের স্বেচ্ছামতে সাক্ষীদিগকে শমন করিতে পারিবার কথা।]

৯ ধারা।—আদালত যদি কোন সময়ে বোধ করেন যে, যথার্থ বিচার হইবার নিমিত্তে, মোকদ্দমার উভয় পক্ষের লোক ভিন্ন যাহার নাম মোকদ্দমার কোন পক্ষ সাক্ষিস্বরূপে উল্লেখ করেন নাই, এমত কোন ব্যক্তির জোবানবন্দী লওয়া আবশ্যক, তবে আদালত আপনি সেই ব্যক্তিকে নিরূপিত দিনে সাক্ষ্য দিবার কিম্বা তাহার নিকটে থাকা কোন দলীল দেখাইবার নিমিত্তে সাক্ষিস্বরূপে শমন করাইতে পারিবেন ও সাক্ষিস্বরূপে তাহার জোবানবন্দী লইতে পারিবেন। ঐ ব্যক্তিকে শমন করিবার খরচ যদি মোকদ্দমার কোন পক্ষ আমানৎ না করে, তবে আদালতের হুকুমমতে কালেক্টর সাহেব তাহা দিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার খরচার মধ্যে ধরা যাইবে। ও গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামতে কিম্বা কোন পক্ষের প্রার্থনামতে মোকর্দ্দমার খরচা বলিয়া যে কিছু টাকা আদায় হয় তাহাহইতে মোকদ্দমার অন্য কোন খরচ দিবার পূর্ব্বে ঐ সাক্ষির শমন করিবার খরচ প্রথমে দিতে হইবে।

[টাকার বাবৎ মোকর্দ্দমায়, আসল যে টাকা দিবার হুকুম হয় তাহার উপর সুদ দিবার হুকুমও ডিক্রীমতে হইবার কথা।]

১০ ধারা।—ফরিয়াদীর পাওনা কোন টাকার বাবৎ মোকদ্দমা হইলে যদি ডিক্রী হয়, তবে আসল টাকার উপর মোকদ্দমার তারিখের পূর্ব্বের কোন কালের নিমিত্তে যত সুদ দিবার হুকুম হইয়া থাকে তদতিরিক্ত, মোকদ্দমা করিবার তারিখ অবধি ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত আদালত যে হার উপযুক্ত বোধ করেন সেই হারে ঐ আসল টাকার উপর সুদ দিবার হুকুম ঐ ডিক্রীতে করিতে পারিবেন। ও ঐ ডিক্রীর সুদ সমেত যত টাকা ডিক্রী হয় তাহার উপর, ও ডিক্রীর তারিখ অবধি টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত মোকদ্দমার খরচের উপর সুদ দিবার হুকুম করিতে পারিবেন।

[ওয়াসিলাৎ ও সুদ ও ডিক্রীজারীক্রমে দেওয়া টাকা প্রভৃতি কোন বিবাদ হইলে, তাহার যেরূপে নিষ্পত্তি হইবে তাহার কথা।]

১১ ধারা।—কোন ওয়াসিলাৎ যত টাকা হয়, এই কথা ডিক্রীজারীর কালে নিষ্পত্তি হইবে এমত কথা যদি ডিক্রীর মধ্যে থাকে, তবে সেই বিষয়ের কোন বিবাদ হইলে, অথবা মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ডিক্রীজারী না হইবার তারিখ পর্য্যন্ত বিবাদের বিষয়ের উপর যে কিছু ওয়াসিলাৎ কি সুদ দেনা হইতে পারে তাহার বিষয়ে, কিম্বা ডিক্রীর টাকার পরিশোধে কি ডিক্রীজারী প্রভৃতিক্রমে যে টাকা দেওয়া গেল কথিত হয় তদ্বিষয়ে, ও যে মোকর্দ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে সেই মোকদ্দমার বাদি প্রতিবাদির মধ্যে ঐ ডিক্রীজারী সম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে, তাহা স্বতন্ত্র মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তি না হইয়া, ঐ ডিক্রীজারী করণীয় আদালতের হুকুমমতে নিষ্পত্তি হইবেক, ও ঐ আদালতের সেই হুকুমের উপর আপীল

হইতে পারিবেক। কিন্তু আপীলের আরজী ও যে হুকুমের উপর আপীল হয় তাহা পাঠ করিয়া, যদি আপীল আদালত ঐ হুকুম পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ দেখিতে পান, তবে সেই আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। এমন স্থলে ঐ অগ্রাহ্য করিবার হুকুম করণের পূর্ব্বে রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে এত্তেলা জারী করিবার প্রয়োজন নাই।

[১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৬৪ ধারামতে যে হুকুম অগ্রাহ্য হয় তাহার উপর আপীল দরখাস্তমতে গ্রাহ্য হইতে পারিবার ও সেই দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার কথা।]

১২ ধারা।—ডিক্রীজারীক্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল যদি ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৬৪ ধারামতে অগ্রাহ্য বলিয়া গ্রাহ্য না হয়, কিম্বা যদি এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে অগ্রাহ্য হইত কিন্তু এই আইন দ্বারা গ্রাহ্য হইবার উপযুক্ত হয়, তবে যে আদালত ঐ আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কিম্বা ঐ আপীল এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে গ্রাহ্য হইতে পারিলে তাহা যে আদালতে গ্রাহ্য হইত, সেই আদালতে দরখাস্ত লিখিয়া দাখিল করিলে ঐ আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবেক, কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ঐ দরখাস্ত এই আইন জারী হইবার তারিখ অবধি নব্বই দিনের মধ্যে উপস্থিত করা যায়। যে আদালতে দরখাস্ত করা যায়, সেই আদালতে দরখাস্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিবার প্রয়োজন হইলে, দরখাস্তের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ আপীলের দরখাস্ত লিখিতে হইবেক।

[ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে যে প্রকারের ও যত টাকার মোকদ্দমা হইতে পারে, তদ্রূপ মোকদ্দমায়, ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে খাতকের কি তাহার সম্পত্তির উপর অবিলম্বে ডিক্রীজারীর হুকুম হইবার কথা।]

১৩ ধারা।—১৮৬০ সালের ৪২ * আইনমতের সংস্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে যে প্রকারের ও যত টাকার মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে, এমত কোন মোকদ্দমায় যদি ডিক্রী হয়, তবে ঐ ডিক্রীকারি আদালত পূর্ব্বোক্তমতের সংস্থাপিত কি অন্য প্রকারের আদালত হউন, তাঁহার নিকটে ডিক্রী প্রাপ্ত ব্যক্তির বাচনিক প্রার্থনা হইলে সেই আদালত ঐ ডিক্রী করিবার সময়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে ডিক্রীমতের খাতক ডিক্রীকারি আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকিলে তাহার উপর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা, কিম্বা ঐ সীমার মধ্যে ঐ খাতকের যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার উপর ক্রোকী পরওয়ানা হইয়া ঐ ডিক্রী অব্যাজে জারী হয়। যদি ঐ খাতকের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ানা দেওয়া যায়, তবে তাহা সাধারণ অর্থাৎ খাতকের যে কিছু অস্থাবর সম্পত্তি ঐ আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে পাওয়া যায় তাহার উপর,

* এই আইন ১৮৬৫ সালের ১১ আইনদ্বারা রহিত হইয়াছে তাহা এই পুস্তকের ২৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

অথবা বিশেষ অর্থাৎ ঐ সীমার মধ্যে খাতকের যে অস্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীদার দেখাইয়া দিবে সেই সম্পত্তির উপর হইতে পারিবে।

[পটিদারী মহালের হিস্যা ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে কোন অংশির সেই হিস্যা নীলামের দরে লইতে পারিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

১৪ ধারা।—ডিক্রীজারীক্রমে যে জমী নীলাম হয়, তাহা যদি সরকারের খেরাজী পটিদারী মহালের অর্থাৎ (সরকারী রাজস্ব উসুলের সুগম করণার্থ এবং পটিদারী জমীদারীতে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহাতে যেরূপ স্বত্ব অর্পণ হয়, তাহা নির্ণয় করণের) ১৮৪১ সালের ১ আইনের ২ ধারার লিখিত প্রকারের খেরাজী মহালের পটী হয়, তবে সেই জমী নীলাম হইয়া কোন উদাসিন ব্যক্তির নামে পড়িলে, ঐ ডিক্রীমতের খাতক ছাড়া অন্য কোন অংশী কিম্বা অংশিস্বরূপে ভোগ করা ঐ সম্পত্তির অন্য কোন অংশী, নীলামে যত টাকাতে ঐ জমী বিক্রয় হইল, তত টাকা দিয়া, ঐ হিস্যা লইবার দাওয়া করিতে পারিবে। পরন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ঐ দাওয়া নীলামের দিনে করা যায়, ও দাওয়াদার নীলামের সকল নিয়ম মানে।

[ডিক্রীজারীর প্রার্থনা হইলে যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।]

১৫ ধারা।—আদালত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২১২ ধারার লিখিত বিশেষ কথা সম্বলিত কিম্বা মোকদ্দমাতে তাহার যত কথা খাটিতে পারে সেই কথা সম্বলিত ডিক্রী জারী করিবার কোন দরখাস্ত পাইলে, ঐ দরখাস্ত হইবার কথা ও যে তারিখে হইল সেই তারিখ মোকদ্দমার রেজিষ্টরীতে লিখিবেন। সেই সকল বিশেষ কথা আসল ডিক্রীর সঙ্গে মিলে না ইহা যদি আদালতের নিকটে প্রকাশ করা যায়, তবে আদালত তাহা সংশোধন করিবার জন্যে দরখাস্তকারিকে ফিরাইয়া দিবেন কিম্বা তাহার অনুমতি লইয়া তাহা আবশ্যকমতে সংশোধন করাইবেন। সেই দরখাস্ত যদি গ্রাহ্য হয় তবে আদালত ঐ দরখাস্তের মর্ম্মমতে ডিক্রীজারী হইবার হুকুম করিবেন।

[কোন আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমায় দণ্ডবিধির আইনের ১১ অধ্যায়ের লিখিত অপরাধ হইলে যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।]

১৬ ধারা।—কোন আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমাতে যদি সেই আদালত বোধ করেন, যে কোন সাক্ষি কি অন্য ব্যক্তি ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ কি ১৯৪ কি ১৯৫ কি ১৯৬ কি ১৯৯ কি ২০০ কি ২০৫ কি ২০৬ কি ২০৭ কি ২০৮ কি ২০৯ কি ২১০ ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে, তবে ঐ আদালত ঐ অপরাধের বিচার হওনার্থে ঐ ব্যক্তিকে সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে পারিবেন। অথবা প্রথম স্থলের আবশ্যকমতের সন্ধান করণানন্তর উক্ত অপরাধের নিমিত্তে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ মোকদ্দমা বিচারার্থে প্রেরণ করিতে পারিবেন। তাহাতে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন।

[আদালতের জামিন লইবার ও সাক্ষিদিগকে সাক্ষ্য দিতে নিবদ্ধ করিবার কথা।]

১৭ ধারা।—আদালত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরিতে রাখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন, কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার হাজির হইবার জামিন লইতে পারিবেন। ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিবার করারপত্র কোন ব্যক্তির স্থানে লইতে পারিবেন।

[নালিশপত্র যে পাঠে লিখিতে হইবেক তাহার কথা।]

১৮ ধারা।—আদালত যদি ঐ মোকদ্দমা সমর্পণ করেন, তবে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনের ১৩ অধ্যায়ে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই রূপে আদালত তাহার অভিযোগ লিখিয়া, সমর্পণ করণের হুকুম ও মোকদ্দমার কাগজপত্র সহিত ঐ অভিযোগ পত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। ও সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমা ও আসামীর ও ফরিয়াদীর পক্ষের সাক্ষিরদিগকে সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন।

[দলীলসম্পর্কীয় কোন২ অপরাধ হইলে যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।]

১৯ ধারা।—কোন আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমাতে যে দলীল কি লিপি প্রমাণস্বরূপে উপস্থিতকরা যায়, তৎসম্পর্কে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৩ কি ৪৭১ কি ৪৭৫ কি ৪৭৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট যে অভিযোগ হইতে পারে, এমত অভিযোগ যদি আদালত ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত কালে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারার্থে প্রেরণ করিবার উপযুক্ত হেতু দেখেন, তবে আদালত সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরিতে রাখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন, কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার হাজির হইবার উপযুক্তজামিন লইতে পারিবেন। আদালত ঐ অভিযোগ সম্পর্কীয় প্রমাণ ও দলীলদস্তাবেজ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইয়া সাক্ষ্যদিবার করারপত্র কোন ব্যক্তির স্থানে লইতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই নালিশ গ্রাহ্য করিয়া তৎকালের চলিত বিধিমতে কর্ম্ম করিবেন।

[১৬ কি ১৯ ধারামতের অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

২০ ধারা।—এই আইনের ১৬ কি ১৯ ধারার লিখিত কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অভিযুক্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে কোন জন যদি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হন, তবে সুপ্রিমকোর্টে বিচার হইবার জন্যে যাহারদের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহারদিগকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহারদের স্থানে হাজিরজামিন লইতে যে কর্ম্মকারক সাহেব ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহার নিকটে ঐ আদালত ঐ ব্যক্তিকে প্রহরিতে

রাখিয়া পাঠাইবেন, কিম্বা তাঁহার সম্মুখে হাজির হইবার জামিন ঐ ব্যক্তির স্থানে লইবেন। ও সেই কম্মকারক সাহেব আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন।

[আদালতের অবজ্ঞা করিবার কোনং স্থলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৮৬ ধারা।—ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫ কি ১৭৮ কি ১৭৯ কি ১৮০ কি ২২৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ কোন আদালতের গোচরে কি সাক্ষাতে হইলে, সেই অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হউক কি না হউক ঐ আদালত তাহাকে প্রহরিতে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। ও সেই দিনে আদালত ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, ঐ অপরাধের বিচার করিয়া, অপরাধির ২০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই টাকা না দেওয়া গেলে দেওয়ানী জেলখানায় তাহার এক মাসের অনধিক কাল কয়েদ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জরীমানার টাকা দেওয়া গেলেই কয়েদ হইতে মুক্ত হইবে। তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে যে কার্য্যদ্বারা অবজ্ঞা হয় তাহার বৃত্তান্ত ও অপরাধী যে কোন কথা ব্যক্ত করে ও যে বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা হয় এই সকল কথা আদালত রিকার্ড করিবেন। কোন স্থলে যদি আদালত বোধ করেন যে, পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের অভিযোগ যাহার নামে হয় এমত ব্যক্তির কয়েদ হওয়া কিম্বা ২০০৲ টাকার অধিক জরীমানা করা উচিত, তবে অবজ্ঞা যে কার্য্যেতে হয় তাহার বৃত্তান্ত, ও অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্ত কথা ঐ আদালত পূর্ব্বোক্তমতে লিখিয়া, সেই মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে, কিম্বা সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইলে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন, ও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে হাজির হইবার জামিন লইবেন, কিম্বা যদি উপযুক্ত জামিন না দেওয়া যায় তবে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরিতে রাখিয়া ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। মোকদ্দমা যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠান যায়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে মোকদ্দমার বিচারের যে বিধি এই আইনেতে হইয়াছে সেই বিধিমতে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবেন, ও ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের যে ধারাক্রমে অপরাধির অভিযোগ হয় সেই ধারার নির্দ্দিষ্টমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐ মোকদ্দমা যদি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে পাঠান যায়, তবে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব বৃত্তান্তের সন্ধান করিবেন ও তৃতীয় জর্জ রাজার ৫৩ বৎসরের ১৫৫ অধ্যায়ের ১০৫ ধারার বিধানমতে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব আক্রমণের দণ্ড করিবার যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন ঐ অপরাধির দণ্ড করিতে তাঁহার সেই ক্ষমতা থাকিবে, ও তদ্বিষয়ে ঐ আইনেতে যে বিধান হইয়াছে সেই বিধানমতে তিনি ঐ অপরাধির প্রতি কার্য্য করিতে পারিবেন। ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস যদি বোধ করেন যে ঐ আইনমতে কোন

জুষ্টিস অফ দি পীস যত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন অপরাধ বিবেচনায় তাহার ততোধিক দণ্ড হওয়া উচিত, তবে তিনি অপরাধিকে সুপ্রিমকোর্টে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

[অপরাধী স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হওয়ার কথা।]

২২ ধারা।—কোন ব্যক্তিকে আইনমতে কোন কার্য্য করিবার আজ্ঞা হইলে, যদি তাহা করিতে স্বীকার না করাতে কিম্বা সেই কর্ম্ম না করাতে, ইহার পূর্ব্বের ধারামতে তাহার কোন দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে ঐ অপরাধী আদালতের হুকুম কি আদেশ মানিতে পশ্চাতে স্বীকার করিলে, আদালত সেই অপরাধিকে মুক্ত করিতে কিম্বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

[স্পষ্টরূপে নিষেধ না হইলে সকল ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবার কথা। ও সদর আদালতে আপীল হইলে দুই কি ততোধিক জন জজ সাহেবের সেই আপীল শুনিবার কথা।]

২৩ ধারা।—যদি এই আইনেতে কিম্বা তৎকালের প্রচলিত অন্য কোন আইনে কি আজ্ঞৈ প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকে, তবে মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবে, অর্থাৎ ঐ আদালতের নিষ্পত্তির উপর যে আদালত আপীল শুনিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই আদালতে হইতে পারিবে। যদি সদর আদালতে আপীল হয় তবে ঐ আদালতের দুই কি ততোধিক জন জজ সাহেবের এজলাস করিয়া তাহা শুনিবেন ও নিষ্পত্তি করিবেন। কেবল দুই জন জজ সাহেবের এজলাস হইলেও আদালত যে মোকদ্দমার প্রমাণ লইতে ক্ষমতাপন্ন হন এমত মোকদ্দমায় যদি প্রমাণ দৃষ্টে ঐ দুই জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হয়, ও বৃত্তান্ত বিষয়ে যদি তাঁহারদের এক জনের মত অধঃস্থ আদালতের মতের সঙ্গে মিলে, তবে তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক। সেই প্রকারের কোন এজলাসে যদি আইন-ঘটিত কথার বিষয়ে মতের অনৈক্য হয়, তবে যে কথায় অনৈক্য হয় তাহা জজ সাহেবেরা ব্যক্ত করিবেন, ও সেই কথা লক্ষ্য করিয়া অন্য এক কি অধিক জন জজ সাহেবের সম্মুখে ঐ মোকদ্দমার পুনরায় তর্ক বিতর্ক হইবেক, ও সদর আদালতের যে জজ সাহেবেরা আপীল শুনেন তাঁহারদের অধিক জনের যে মত হয় তদনুসারে নিষ্পত্তি হইবেক।

[জামিনেরা মুক্ত হইবার দরখাস্ত করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

২৪ ধারা।—১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইনের ৭৬ ধারামতে যাহারা কোন ব্যক্তির হাজিরজামিন হয়, তাহারা যে আদালতে তদ্রূপের জামিন হইয়াছে সেই আদালতে আপনারদের ঐ করার হইতে মুক্ত পাইবার প্রার্থনা কোন সময়ে করিতে পারিবে। তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে আদালত ঐ ব্যক্তিকে হাজির হইতে শমন করিবেন, কিম্বা যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে প্রথমেই তাহাকে হাজির করাইবার পরওয়ানা জারী

করিবেন। ঐ ব্যক্তি ঐ শমন কি পরওয়ানাক্রমে, কিম্বা স্বেচ্ছামতে ধরা দিয়া হাজির হইলে আদালত ঐ জামিনেরদের একরারনামা বাতিল হইবার আজ্ঞা করিয়া, তাহাকে অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন, তাহাহইলে ঐ আইনের ৭৭ ও ৭৮ ধারামতে কার্য্য করিবেন।

[খাস আপীল গ্রাহ্য হইবার দরখাস্ত রীতিমতে লেখা না গেলে, তাহাতে যেরূপ কার্য্য হইবে তাহার কথা।]

২৫ ধারা।—খাস আপীল গ্রাহ্য হইবার দরখাস্ত যদি নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা না থাকে, কি যদি ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৭৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে লেখা না থাকে, কিম্বা ঐ আইনের ৩৭২ ধারার বিধানমতে যে সকল হেতুতে খাস আপীল হইতে পারে এমত কোন হেতু যদি ঐ দরখাস্তে ব্যক্ত না থাকে, তবে আদালত ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, শুধরাইবার জন্যে দরখাস্তকারিকে ফিরিয়া দিতে পারিবেন। আদালতের কেবল এক জন জজ সাহেব থাকিয়া ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার কি তাহার দরখাস্তকারিকে ফিরিয়া দিবার হুকুম করিতে পারিবেন। ঐ দরখাস্ত যদি শুদ্ধরূপে লেখা গিয়া থাকে, তবে তাহা ঐ প্রকারের দরখাস্ত লিখিবার রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবে। ঐ রেজিষ্টর ঐ আইনের D চিহ্নিত তফসীলের পাঠে লিখিতে হইবেক। অন্য সকল বিষয়ে ঐ আপীলের কার্য্য আবেতামতের আপীলের কার্য্যের মত চলিবে। ও সেই প্রকারের আপীলের যে সকল বিধি এই আইনের পূর্ব্বের লিখিত নানা ধারাতে হইয়াছে, সেই২ বিধি যে পর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেই পর্য্যন্ত ঐ বিধিমতে ঐ খাস আপীলের কার্য্য হইবেক।

[১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারামতের হুকুম কি নিষ্পত্তির উপর আপীল না হইবার কথা।]

২৬ ধারা।—১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের (অর্থাৎ মোকদ্দমার মিয়াদের বিধি করিবার আইনের) ১৫ ধারামতের উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমাতে যে কোন হুকুম কি নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর কোন আপীল হইতে পারিবে না, ও তদ্রূপ কোন হুকুমের কি নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার হইবার অনুমতি হইবে না।

[কোন২ মোকদ্দমায় সদর আদালতের অধীন কোন আদালতের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল না হইবার কথা।]

২৭ ধারা।—১৮৬০ সালের ৪২ * আইনমতে (অর্থাৎ রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিমকোর্টের এলাকার সীমার বাহিরে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত সংস্থাপন করিবার আইনমতে, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে যে কোন প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে এমত কোন মোকদ্দমায় যদি পাঁচ শত টাকার অনধিক কোন পাওনা টাকার কি

---

* এই আইন ১৮৬৫ সালের ১১ আইনদ্বারা রহিত হইয়াছে তাহা এই পুস্তকের ১৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

খেসারতের কি দাওয়ার বাবতে আসল মোকদ্দমা হয়, তবে এই আইন জারী হইবার পরে সদর আদালতের অধীন কোন আদালতে জাবেতামতের আপীল হইয়া যে কোন নিষ্পত্তি কি হুকুম হয়, তাহার উপর খাস আপীল হইতে পারিবেক না। সেই হুকুম কি নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

[সদর আদালতে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার কথা।]

২৮ ধারা।—ইহার পূর্ব্বের ধারামতে যে মোকদ্দমার হুকুম কি নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হয়, এমত কোন মোকদ্দমায় যদি আইনঘটিত কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচার ঘটিত কোন কথা কিম্বা যে দলীলের অর্থমতে মোকদ্দমার দোষগুণের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে তাহার অর্থের কোন কথা উত্থাপন হয়, ও সেই বিষয়ে যদি ঐ মোকদ্দমার বিচার-করণিয়া আদালতের উপযুক্ত সন্দেহ থাকে, তবে ঐ আদালত স্বেচ্ছামতে কিম্বা মোক-দ্দমার কোন পক্ষের দরখাস্তক্রমে সেই মোকদ্দমার বিবরণ পত্র ও তদ্বিষয়ে আপনার যে মত হয় তাহা লিখিয়া, সদর আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্তে পাঠাইবেন।

[সদর আদালতের বিচার স্থির রাখিবার নিয়মে ঐ আদালতের ডিক্রী করিবার, কিন্তু সদর আদালতের সেই বিচার না হওয়াপর্য্যন্ত ডিক্রী জারী না হইবার কথা।]

২৯ ধারা।—সেই বিষয় সদর আদালতে অর্পণ হইলেও আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য চলিতে পারিবেক, ডিক্রীও এই নিয়মে হইতে পারিবেক যে সদর আদালতে যে বিষয় অর্পণ হইয়াছে, তাহার উত্তর পাওয়া গেলে সদর আদালতের বিচার দৃঢ় থাকিবে, কিন্তু কোন মোকদ্দমার কোন কথা সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইলে, যাবৎ সেই আদালতের হুকুম না পাওয়া যায় তাবৎ ডিক্রীজারী হইবার পরওয়ানা বাহির হইবেক।

[ঐ ধারামতের জিজ্ঞাসাকরা কথার নিষ্পত্তি সদর আদালতের দুই কি ততোধিক জন জজ সাহেবের করিবার কথা।]

৩০ ধারা।—সদর আদালতের মত জানিবার জন্যে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ হয় তাহার বিচার ঐ আদালতের দুই কি ততোধিক জন জজ সাহেবের বৈঠকে হইবে।

[সদর আদালত সেই মোকদ্দমা শুনিবার দিন ত্বরায় নিরূপণ হইবার ও তাহার এত্তেলা দিবার কথা।]

৩১ ধারা।—সদর আদালত ঐ মোকদ্দমা শুনিবার অগৌণে কোন দিন নিরূপণ করিবেন, ও সেই আদালত ঘরে ঘোষণাপত্র লটকাইয়া ঐ দিনের সম্বাদ দিবেন।

[উভয় পক্ষের স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া শুনা যাইবার কথা।]

৩২ ধারা।—মোকদ্দমা উভয় পক্ষ নিজে কি উকীলের দ্বারা সদর আদালতে হাজির হইতে পারিবে ও তাহারদের কথা শুনা যাইতে পারিবে।

[সদর আদালতের নিষ্পত্তি যেরূপে পাঠাইতে হইবে তাহার কথা।]

৩৩ ধারা।—সদর আদালতের সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমা শুনিয়া বিবেচনা করিলে পর,

ঐ আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ করা আপনারদের মতের এক কেতা নকল যে আদালত হইতে ঐ জিজ্ঞাসা হয় সেই আদালতে পাঠাইবেন। ও সেই আদালত তাহা পাইলে সদর আদালতের নিষ্পত্ত্যনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।

[সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিবার খরচার কথা।]

৩৪ ধারা।—সদর আদালতের মত জানিবার জন্যে কোন মোকদ্দমা অর্পণ হইলে যদি তাহার কিছু খরচা লাগে, তবে তাহা মোকদ্দমার খরচার মধ্যে ধরিতে হইবে।

[সদর আদালতে আপীল না হইলেও অধঃস্থ আপীলী আদালতের কাগজপত্র তলব করিয়া তাহার নিষ্পত্তি অসিদ্ধ করিতে সদর আদালতের ক্ষমতার কথা।]

৩৫ ধারা।—অধঃস্থ কোন আদালত আপীলক্রমে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর সদর আদালতে আপীল হইতে না পারিলেও, ঐ অধঃস্থ আদালত আপীলী মোকদ্দমা শুনিবার কালে আইনমতের অপ্রাপ্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন ইহা যদি দৃষ্ট হয়, তবে সদর আদালত ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র তলব করিয়া ঐ অধঃস্থ আদালত ঐ মোকদ্দমায় আপীলমুখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, কিম্বা উক্ত স্থলে সদর আদালত অন্য যে হুকুম বিহিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

[যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা জারী করিবার হুকুম হইলে জামিন লইবার কথা।]

৩৬ ধারা।—যে ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত থাকে এমত ডিক্রী জারী করিবার হুকুম হইলে যে আদালত ডিক্রী করিয়াছেন সেই আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবে যে, ঐ ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি লওয়া যায় তাহা কি তাহার মূল্য ফিরিয়া দিবার ও আপীল আদালতের ডিক্রী কি হুকুমমতে কার্য্য উপযুক্তমতে নিষ্পন্ন হইবার জামিন দিতে আজ্ঞা করেন। এমত স্থলে আপীল আদালত ঐ ডিক্রীকারি আদালতকে জামিন হইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[আপীল আদালতের ক্ষমতা মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার আদালতের ক্ষমতার তুল্য হইবার কথা।]

৩৭ ধারা।—যদি প্রকারান্তরের বিধান না থাকে, তবে প্রথমতঃ উপস্থিত করা মোকদ্দমার সম্পর্কে প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের যে শক্তি থাকে, আপীলী মোকদ্দমার সম্পর্কে আপীল আদালতেরও সেই শক্তি থাকিবে।

[এতৎপরে মুলতবী মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় ও রুবকারীতে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনমতের কার্য্য হইবার কথা।]

৩৮ ধারা।—এই আইন জারী হইবার পরে যে সকল মুৎফরক্কা মোকদ্দমা ও কার্য্য কোন আদালতে উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ে যে পর্য্যন্ত হইতে পারে সেই পর্য্যন্ত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের নির্দ্দিষ্টমতে কার্য্য হইবে।

[আইনবহির্ভূত প্রদেশে ঐ আইন চালাইবার কথা।]

৩৯ ধারা।—বাঙ্গলা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই দেশের সাধারণ আইন যে প্রদেশে চলে না এমত কোন প্রদেশে যখন ঐ আইনের ৩৮ ধারার বিধানমতে ঐ আইন চলন হয় তখন ঐ প্রদেশে যে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকে সেই গবর্ণমেণ্ট যে কোন নিষেধ কি সীমা কি বিধান নিরূপণ করা উচিত বোধ করেন সেই নিষেধ ও সেই সীমা ও বিধান মানিয়া ঐ আইন সেই প্রদেশে চলন হয়, এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন এমত স্থলে ঐ আইন সেই দেশে প্রচলিত হইবার যে ঘোষণাপত্র কি ইশ্‌তিহার নামা হয় তাহাতে ঐ নিষেধ কি বিধান ব্যক্ত থাকিবেক। স্থানবিশেষের কোন গবর্ণমেণ্ট যখন সেই স্থানের গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন প্রদেশে ঐ আইন চলন করান, ও কোন নিষেধ কি সীমা কি বিধান বশতঃ সেই আইন চলন করান, তখন তাহাতে হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের অনুমতি প্রথমে লওয়া আবশ্যক।

[সদর আদালতের কার্য্য চালাইবার সাধারণ বিধি করিবার কথা]

৪০ ধারা।—সদর আদালতের এই২ ক্ষমতা থাকিবে যে, ঐ আদালতে ও অধীন সকল আদালতে যে রীতি ও কার্য্য করণের যে বিধি চলিবে তাহার সাধারণ বিধান করিয়া তাহা প্রচলিত করেন, ও যে স্থলে কোন রুবকারী লিখিবার পাঠ নির্দ্ধার্য্য করা আবশ্যক জ্ঞান করেন সেই স্থলে ঐ আদালতের রুবকারীর পাঠও নির্দ্দিষ্ট করেন ও কর্ম্মকারকেরদের যে সকল বহী ও হিসাব রাখিতে ও যে সকল এণ্ট্রী লিখিয়া রাখিতে হইবেক তাহার নিয়ম করেন, ও ঐ২ আদালতের যে কোন কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে তাহা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবার নিয়ম করেন, ও উক্ত কোন বিধান ও নিয়ম সময়ে২ পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু সেই সকল বিধান এই আইনের ও প্রচলিত অন্য কোন আইনের বিধানেতে অসঙ্গত না হয়। এই ধারামতে যে কোন বিধি করা যায় তাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবেক।

[উকীলের শব্দের অর্থ।]

ধারা।—"উকীল" এই আইনের মধ্যে লিখিত এই কথাতে কৌন্সেলী ও আড্‌ভোকেট সাহেবদিগকেও বুঝাইবে।

[আইনের সংক্ষেপ নাম।]

৪২ ধারা।—১৮৫৯ সালের ৮ আইন দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন নামে খ্যাত হইবে।

[এই আইনের ১৬ অবধি ২২ পর্য্যন্ত ধারা যে কাল অবধি চলন হইবে তাহার কথা।]

৪৩ ধারা।—ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন যে তারিখে চলন হইবে সেই তারিখ অবধি এই আইনের ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২০ ও ২১ ও ২২ ধারা প্রচলিত হইবেক।

[অর্থের কথা।]

৪৪ ধারা।—এই আইন ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের অংশস্বরূপে পাঠ ও জ্ঞান করিতে হইবে।

হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বহাদুরের পশ্চাৎ লিখিত আইনবিষয়ে উক্ত শ্রীলশ্রীযুক্ত ১৮৬৩ সালের ২৩ ফিব্রুআরি তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮৬৩ সালের ৯ আইন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন সংশোধন করিবার আইন।

[হেতুবাদ।]

সদর আদালতে কোন নিষ্পত্তির কি হুকুমের উপর যে আপীল হয়, তাহা সামান্যত উক্ত আদালতের দুই কি ততোধিক জন জজ সাহেব শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, এই মর্ম্মের বিধান দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনেতে হইয়াছে। কিন্তু ১৮৫৯ সালের ৮ আইন সাধারণ আইনের অনধীন যেং দেশে প্রচলিত করা যায়, সেইং দেশের মধ্যে আপীল শুনিবার ক্ষমতাপন্ন যে সর্ব্বোচ্চ দেওয়ানী আদালত থাকে তাহা ঐ আইনের ৩৮৬ ধারাতে সদর আদালতের মধ্যে গণ্য হইবার আজ্ঞা হইয়াছে। সেইং আদালতে সাধারণ মতে কেবল এক জন বিচারকর্ত্তা থাকেন, এবং উক্ত এক জন বিচারকর্ত্তা কোন নিষ্পত্তির ও হুকুমের উপর আপীল শ্রবণ কালে, কিম্বা অন্য কোন বিষয়সম্পর্কীয় যে কার্য্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয় সেই কার্য্য করণকালে, যে ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিবেন, ইহার বিধান করা বিহিত। এই কারণ পশ্চাৎ লিখিত বিধান হইল।

[স্থানবিশেষের দেওয়ানী অতি উচ্চ আপীল আদালতে সদর আদালতের ক্ষমতার্পণের কথা।]

১ ধারা।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩৮৫ ধারার বিধানমতে উক্ত আইন ভারতবর্ষের ব্রিটনীয় দেশের যে কোন অংশে প্রচলিত হইয়াছে কি হইবে সেই অংশের দেওয়ানী মোকদ্দমার অত্যুচ্চ আপীল আদালতে যদি কেবল এক জন বিচারক থাকেন, তবে সেই বিচারকর্ত্তা সদর আদালতের দুই কি ততোধিক জন জজ সাহেবের প্রতি উক্ত আইনমতের অর্পিত সমস্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

[ঐরূপ কোন আদালতের কোন আজ্ঞা কি কার্য্য এক জন বিচারকর্ত্তার দ্বারা হওনপ্রযুক্ত অসিদ্ধ না হইবার কথা।]

২ ধারা।—ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের উক্ত অংশে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-বিধানের আইন প্রচলিত হইবার পরে, দেওয়ানী মোকদ্দমার আপীল শুনিবার ক্ষমতা-পন্ন উক্ত কোন অত্যুচ্চ আদালতে এক জন জজ সাহেব যে কোন আজ্ঞা করিয়াছেন, কি তাঁহার সম্মুখে মোকদ্দমাঘটিত যে কোন কার্য্য হইয়াছে, তাহা কেবল একিজন বিচারকর্ত্তার দ্বারা কিম্বা একিজন বিচারকর্ত্তার সম্মুখে হওনপ্রযুক্ত বাধজ্ঞান হইবে না, কিম্বা তদ্বিষয়ের কোন আপত্তি হইতে পারিবে না।

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

ব্যবস্থাপক।

মন্ত্রিসভাগত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেবের প্রণীত পশ্চাৎ লিখিত আইনে উক্ত মহিমধর ১৮৬৫ সালের ১৫ মার্চ তারিখে আপন সম্মতি দিলেন।

ইংরাজী ১৮৬৫ সালের ১১ আইন।

ধর্ম্মাধিকরণ নির্ব্বাহক হাইকোর্টের সাধারণ প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপতিদের স্থানীয় সীমার বহির্ভূত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বিষয়ক ব্যবস্থা সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

[হেতুবাদ।

ধর্ম্মাধিকরণ নির্ব্বাহক হাইকোর্টের সাধারণ প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপতিদের স্থানীয় সীমার বহির্ভূত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বিষয়ক ব্যবস্থা সংগ্রহ ও সংশোধন করা উচিত, এই হেতু পশ্চাৎ লিখিত বিধান প্রচার করা গেল।

[অর্থ করণের ধারা।]

১ ধারা।—বিষয় কি পূর্ব্বাপর কথা বুঝিয়া অসঙ্গত বোধ না হইলে এই আইনে—

[বচন।]

একবচনান্ত শব্দে সেই অর্থের বহুবচনান্ত শব্দ, ও বহুবচনান্ত শব্দে সেই অর্থের একবচনান্ত শব্দও বুঝাইবে।

[লিঙ্গ।]

পুংলিঙ্গবোধক শব্দে স্ত্রীলোককেও বুঝাইবে।

["জজ"।]

"জজ" শব্দে একটিং জজকেও বুঝাইবে।

["ধারা"।]

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

["ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত"।]

"ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত" নামে এই আইনমতে স্থাপিত আদালত বুঝাইবে।

["স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট" ও "হাই কোর্ট"।]

এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের যে কোন অংশে এই আইন প্রবল হইবে, "স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট" এই কথাতে সেই অংশে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইবে, ও "হাই কোর্ট" এই কথাতে তথাকার বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট উচ্চতম দেওয়ানী আপীল আদালত বুঝাইবে।

[১৮৬০ সালের ৪২ আইন ও ১৮৬১ সালের ১২ আইন রহিত হইবার কথা।]

২ ধারা।—১৮৬০ সালের ৪২ আইন (অর্থাৎ রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম-কোর্টের এলাকার সীমানার বাহিরে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত স্থাপন করিবার আইন) এবং ১৮৬১ সালের ১২ আইন (অর্থাৎ ১৮৬০ সালের ৪২ আইন সংশোধন করিবার আইন) এই দুই আইন ইহাদ্বারা রহিত হইল তথাপি ক্ষুদ্র মোকদ্দমার যে কোন আদালত ১৮৬০ সালের ৪২ আইনমতে স্থাপিত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহা উক্ত ১৮৬০ সালের ৪২ আইনের বলে তদ্রূপ আদালতকে প্রদত্ত কি ইহার অব্যবহিত পর ধারার বলে দাতব্য বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে এই আইনমতে স্থাপিত আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে, এবং ইহাতে প্রকাশিত সকল বিধানের অধীন হইবে। এবং তদ্রূপ কোন আদালতে যদি কোন মোকদ্দমা কি বিচারকার্য্য মুলতবী থাকে, তবে মোকদ্দমা প্রভৃতি বিচারকার্য্য শুনিবার নিষ্পন্ন করিবার যে প্রথা এই আইনের বলে অবলম্বন করিতে হয়, সেই প্রথানুসারে তাহা শুনিতে ও নিষ্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা কি বিচারকার্য্যক্রমে এই আইন প্রবল হইবার আরম্ভকালের পূর্ব্বে যাহা করা গিয়াছে তাহা এই আইনেতে কোন মতে অসিদ্ধ হইবে না ও তাহার সফলতা হ্রাস পাইবে না।

[ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত স্থাপনের কথা, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা তাহার স্থানীয় বিচারাধিপত্যের সীমা নিরূপণীয় হইবার কথা।]

৩ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অগ্রে মন্ত্রিসভাগত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি লইয়া আপনার অধীন প্রদেশের অন্তর্গত কোন স্থানে এই আইনমতে মোকদ্দমার বিচারার্থে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত স্থাপন করিতে পারিবেন, ও সেই আদালতকে প্রয়োজনীয় সংখ্যার আমলা প্রভৃতি কর্ম্মচারিদিগকে দিতে পারিবেন। তদ্রূপ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত স্থাপিত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমা অবধারণ করিবেন, ও তদ্রূপ অবধারিত সীমা সময়েং পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালত উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

[ঐ আদালতের মোহরের কথা, ও সামান্যতঃ ঐ আদালত হাই কোর্টের অধীন হইবার কথা।]

৪ ধারা।—ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালত এক এক মোহর ব্যবহার করিবেন

তাহাতে ইংরাজী ভাষাতে ও আদালতের চলিত ভাষাতে খোদিত "অমুক স্থানের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত" এই কথা থাকিবে, ও তদ্রূপ প্রত্যেক আদালত সেই হাই কোর্টের সাধারণ কর্ত্তৃত্বের আজ্ঞার অধীন থাকিবেক।

[আদালতের অধিবেশন যে স্থানে হইবে তাহার কথা।]

৫ ধারা।—ক্ষুদ্র মোকদ্দমার এক এক আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার অন্তর্গত যে এক কি অধিক স্থান সময়ে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদ্বারা নিরূপিত হইবে তথায় ঐ আদালতের অধিবেশন হইবে।

[যে যে মোকদ্দমা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য তাহার কথা ও উপনিয়ম।]

৬ ধারা।—পশ্চাৎ লিখিত সকল বিষয়ের মোকদ্দমা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে বিচার্য্য হইবে, অর্থাৎ খতের কি অন্য বন্দোবস্তের বলে পাওনা টাকার কি খাজানার কি ভাড়ার কি অস্থাবর সম্পত্তির কি তদ্রূপ সম্পত্তির মূল্যের কি ক্ষতিপূরণের দাওয়া কিন্তু সেই পাওনা টাকা কি ক্ষতিপূরণ কি দাওয়ার মোট কি মূল্য হিসাবের বাকী হউক কি প্রকারান্তরের হউক যখন পাঁচ শত টাকার অধিক না হয়। পরন্ত তদ্রূপ কোন আদালতের পশ্চাৎ লিখিত কএক বিশেষ মোকদ্দমা বিচার্য্য হইবে না অর্থাৎ—

(১) সম্ভূয়সমুত্থানের হিসাবের বাকী। কিন্তু পক্ষ ব্যক্তিরা কি তাঁহাদের এজেণ্টেরা এমত বাকী স্থির করিলে তাহা বিচার্য্য বিষয় হইতে পারিবে।

(২) চরমপত্রাভাবঘটিত অংশ কি এমত অংশের ভাগ, কিম্বা চরমপত্রেরবলে চরমদান কি চরমদানের কোন অংশ পাইবার দাওয়া।

(৩) শারীরীক হানি প্রতীয়মান হইলে তৎপ্রযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাওয়া। কিন্তু সেই শারীরিক হানিতে যদি বাস্তবিক টাকার ক্ষতি হইয়া থাকে, তবে তাহা বিচার্য্য বিষয় হইতে পারিবে।

(৪) ভূমির খাজানাঘটিত প্রভৃতি যে যে প্রকারের দাওয়ার জন্যে এখন রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে এমত কোন দাওয়া। কিন্তু যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজকে বাকী খাজানা জন্য দাওয়া বিষয়ক বিচারাধিপত্য স্পষ্টাক্ষরে দিয়া থাকেন, তবে বাকী খাজানার বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

[ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারাধিপত্য এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইবার ক্ষমতার কথা।]

৭ ধারা।—যেং প্রকারের মোকদ্দমা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব ধারাতে বর্ণিত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য করা গিয়াছে, তাহার বিষয়ে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালতের বিচারাধিপত্য এক সহস্রের অনধিক টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

[আদালতের বিচারাধিপত্যের কথা।]

৮ ধারা। যে যে প্রকারের মোকদ্দমা ৬ ধারাতে বর্ণনা করিয়া ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য করা গিয়াছে, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত সেই২ প্রকারের সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহার নিমিত্তে আবশ্যক যে মোকদ্দমার আরম্ভকালে প্রতিবাদী সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করে কি আপনি লাভার্থে কর্ম্ম করে কি ব্যবসা চালায়, অথবা উক্ত স্থানীয় সীমার মধ্যে বিবাদের হেতু উৎপন্ন হয়, ও মোকদ্দমার আরম্ভকালে প্রতিবাদী আপন চাকর কি এজেন্ট দ্বারা সেই সীমার মধ্যে ব্যবসা কি লাভার্থ কর্ম্ম চালায়।

ব্যাখ্যা। (ক) যে ব্যক্তির এক স্থানে নিত্য বসতি আছে, তাহার যদি অচিরস্থায়ি কোন অভিপ্রায়ে অন্য কোন স্থানে বাসাও থাকে, তবে তাহার সেই অচিরস্থায়ি বাসার স্থানে উৎপন্ন কোন বিবাদের হেতুর সম্পর্কে তাহাকে ঐ উভয়স্থানের নিবাসী বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

(খ) চার্টর প্রাপ্ত কি প্রকারান্তরের সমাজ একমাত্র কি প্রধানকার্য্যালয়ে ব্যবসাকারি বলিয়া জ্ঞান হইতে পারিবে, কিম্বা অন্য স্থানে তাহার ছোট কার্য্যালয়ও থাকিলে যদি তথায় বিবাদের হেতু উৎপন্ন হয়, তবে তৎসম্পর্কে সেই স্থানেও ব্যবসাকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে।

(গ) এই ধারাতে যে ব্যবসাদের কথা হইতেছে তাহা যে অবধারিত কোন স্থানে ন্যূনকল্পে বিশেষ পরিমাণের কাল পর্য্যন্ত চলিত হয় ইহা আবশ্যক।

[গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ মোকদ্দমার কথা।]

৯ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে কি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে যে আদালত উক্ত গবর্ণমেণ্টের অধিবেশনস্থানে বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট তাহার সম্মুখে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

[শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেবের বিপক্ষ মোকদ্দমার কথা।]

১০ ধারা।—শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেবের বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে বিবাদের হেতু যে প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছে তথাকার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধিবেশনস্থানে বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে

[সমনের প্রতিনিধিঘটিত অর্পণের কথা।]

১১ ধারা।—এই আইনমতে সমন জারী হইলে প্রতিবাদী যে চাকর কি এজেণ্ট-দ্বারা ব্যবসা কি লাভার্থ কর্ম্ম চালায় তাহার প্রতি সমন অর্পণ করিলে তাহা প্রতিবাদির প্রতি উত্তম অর্পণ বলিয়া জ্ঞান হইবে। কিন্তু ইহার নিমিত্তে আবশ্যক যে ঐ মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় তাঁহার বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার

মধ্যে ঐ এজেন্ট কি চাকর উক্ত অর্পণের সময়ে আপত্তি প্রতিবাদীর পক্ষে বাবসা কি লাভার্থ কর্ম্ম চালায়।

[ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য যে মোকদ্দমা তাহা সেই স্থানের সীমার মধ্যে বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট অন্য কোন আদালত শুনিবেন না ইহার কথা, এবং আদেশ সম্পর্কে মাজিষ্ট্রেটদের বিচারাধিপত্য, এবং মান্দ্রাজে গ্রামের মুনসেফদের ও গ্রামের কি জিলার পঞ্চায়তের ও সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিকেষ্টের এবং মান্দ্রাজে ও বোম্বাইয়ে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্ত সেনাপতিদের এবং মান্দ্রাজের সৈন্যসম্পর্কীয় পঞ্চায়তের ক্ষমতা রক্ষণার্থ বর্জ্জিত স্থলের কথা।]

১২ ধারা। এই আইনমতে কোন স্থানে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত স্থাপিত হইলে পর যে কোন মোকদ্দমা সেই আদালতের বিচার্য্য হয়, তাহা উক্ত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট অন্য কোন আদালত দ্বারা শ্রুত কি নিষ্পন্ন হইতে পারিবে না। তথাপি ঋণের বিষয়ে কি অন্য দেওয়ানী দাওয়ার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট কি মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তি আসিষ্টাণ্ট কি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এখন যাহা প্রয়োগ করিতে পারেন, সেই বিচারাধিপত্য, কিম্বা মান্দ্রাজের রাজস্ব সংগ্রহের বিধানমতে যে গ্রামের মুন্সেফেরা কিম্বা গ্রামের কি জিলার পঞ্চায়ত যাহা ব্যবহার করিতে পারেন, কিম্বা সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিকেষ্ট, কিম্বা ১৮২৯ সালের ৩ আইন (অর্থাৎ সৈন্যদের ছাউনী স্থানের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে কোনং স্থানে দেওয়ানী কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওনের ও তাঁহাদিগকে দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টর করণের আইন) মতে দেওয়ানী বিচারাধিপত্য [illegible] ছাউনী সম্পর্কীয় জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যাহা প্রয়োগ করিতে পারেন, কিম্বা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর সৈন্য যেং কাণ্টনমেণ্টে ও মোকামে থাকে তথাকার পল্টনের বাজারে ক্ষুদ্রং মোকদ্দমার বিচারার্থে ঐং রাজধানীর চলিত বিধিমতে উচিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিযুক্ত একং জন সেনাপতি যাহা প্রয়োগ করিতে পারেন, কিম্বা মান্দ্রাজ রাজধানীর চলিত বিধিমতে পল্টনের লোকদের নামে যে মোকদ্দমা হয় তদ্বিষয়ে পঞ্চায়ত যাহা প্রয়োগ করিতে পারেন, সেইং বিচারাধিপত্য যে এই আইনের কোন কথার দ্বারা লুপ্ত হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

[আদালতের জজের কথা।]

১৩ ধারা।—ইহার পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালতের কর্ম্ম স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত এক জজের সম্মুখে নির্ব্বাহিত হইবে, তিনি যত বেতন পাইবেন তাহা মন্ত্রিসভাগত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়েং নিরূপণ করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আদেশ করিবেন তদনুসারে সেই প্রকারের এক জজ তদ্রূপ এক কি দুই কি অধিক আদালতের জজ

হইতে পারিবেন, কিন্তু ইহার পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত স্থল না হইলে তিনি এই আইনের বিধানানুযায়ি ভিন্ন অন্য দেওআনী বিচারাধিপত্য প্রয়োগ করিবে না।

[যিনি অনেক আদালতের জজ তিনি পর্য্যায়ের ও অধিবেশনের সময় ও তারিখ অবধারণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন ইহার কথা।]

১৪ ধারা।—যে জজ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার দুই কি অধিক আদালতের জজ হন তিনি যে২ সময়ে পর্য্যায়ার্থে পরিভ্রমণ করিবেন সেই২ সময়, ও আপনি যাহার জজ এমত প্রত্যেক আদালতে আপনার অধিবেশনের আরম্ভের তারিখ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার অধীনে, কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অব্যবহিত কর্ত্তৃত্বাধীন প্রদেশে হইলে তথাকার প্রধান কমিসানর সাহেবের কি অন্য প্রধান দেওয়ানী কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞার অধীনে অবধারণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। উক্ত সময়ের ও তারিখের সংবাদ রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি প্রধান কমিসানর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অন্য কর্ত্তৃপক্ষ তদুপলক্ষে উপযুক্ত জানিয়া যে২ স্থান ও যে২ রীতি নিরূপণ করিবেন সেই২ স্থানে ও সেই২ রীতি মতে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে।

[স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন ব্যক্তিকে পরিমিত কালপর্য্যন্ত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজের ক্ষমতা দিতে পারিবেন ইহার কথা, ও তদ্রূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে২ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন তাহার কথা।]

১৫ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কোন ব্যক্তিকে পরিমিত কাল পর্য্যন্ত কিম্বা এক২ বৎসরের বিশেষ২ নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত এই আইনমতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজের ক্ষমতা দিতে ও উক্ত ব্যক্তি ক্ষুদ্র মোকদ্দমার এক কি অধিক যে আদালতে তদ্রূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন তাহাও প্রকাশ করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত কোন ব্যক্তিকে যে সকল আদালতে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার যোগ্য বলিয়া প্রকাশ করেন, সেই সকল আদালতে ১৩ ধারামতে নিযুক্ত তদ্রূপ আদালতের কোন জজ যে২ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, উক্ত ব্যক্তির প্রতি সেই সকল ক্ষমতা বর্ত্তিবে।

[আদালতের জজ থাকিলে সেই আদালতে তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি যে বিচারাধিপত্য প্রয়োগ করিবেন তাহার কথা।]

১৬ ধারা।—ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব ধারামতে যে কোন ব্যক্তি ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার বিষয়ে যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা প্রকাশ করেন যে ১৩ ধারামতে নিযুক্ত এক জজ যে আদালতে আছেন সেই আদালতে ঐ ব্যক্তি উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, তবে তদ্রূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত জজের বিচারাধিপত্যের সহকারি বিচারাধিপত্য প্রয়োগ করিবেন। এবং তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ও যে আদালতে তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবার সংবাদ

প্রকাশিত হয় সেই আদালতের জজের মধ্যে বিচারকার্য্য বিভাগ করিবার বিধি, এবং ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজেদের ও পূর্ব্বোক্ত মতে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ও পরস্পর সম্পর্কের নিয়ম ও বর্ণনা করণার্থ বিধি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ করিবেন। কিন্তু এমত কোন বিধি যেন কোন ক্রমে এই আইনের কোন বিধানের প্রতিকুল না হয়।

[জজেদের এবং ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বেতনের কথা ও সীমার মধ্যে উকীল প্রভৃতির কর্ম্ম করিবার নিষেধ।]

১৭ ধারা।—যে কোন ব্যক্তিকে ১৫ ধারামতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজের ক্ষমতা দেওয়া যায় তিনি যে বেতন পাইবেন তাহা মন্ত্রিসভাগত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং অবধারণ করিবেন। এমত কোন ব্যক্তি যে ক্ষমতা পাইয়াছেন তাহা যে স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে, তদন্তর্গত কোন জিলাতে কি স্থানে বারিষ্টর কি টর্ণী কি উকীল কি প্লীডর কি মোক্তার স্বরূপে কর্ম্ম করা তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থাসিদ্ধ হইবে না।

[সমনের কথা।]

১৮ ধারা।—এই আইনমতের যাবতীয় মোকদ্দমাক্রমে প্রতিবাদির নামে যে সমন হয় তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে হইবে, এবং আদালত আজ্ঞা না করিলে নালিশপত্র ভিন্ন অন্য কোন লিখিত বৃত্তান্ত গ্রাহ্য করিতে হইবে না।

[ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমাক্রমে ডিক্রীপাইবার উত্তমর্ণ প্রার্থনা করিতে আদালত সেই ডিক্রীঘটিত অধমর্ণের উপর কি তাহার অস্থাবর সম্পত্তির উপর অবিলম্বে ডিক্রী সাধনে আজ্ঞা করিতে পারেন ইহার কথা।]

১৯ ধারা।—যে কোন মোকদ্দমা স্বরূপ ও মূল্য বুঝিয়া এই আইন মতে বিচার্য্য এবং এমত মোকদ্দমাক্রমে ডিক্রীজারী হইলে যে আদালত সেই ডিক্রীজারী করেন তাহার নিকটে উক্ত ডিক্রী যে ব্যক্তির পক্ষে হয় সেই ব্যক্তি বাচনিক প্রার্থনা করিলে আদালত ডিক্রী করণ সময়ে একেবারে তাহা প্রবল করিবার আজ্ঞাও করিতে পারিবেন, অর্থাৎ ডিক্রী ঘটিত অধমর্ণ যদি ডিক্রী প্রচারকারি আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে তবে তাহার নামে, নতুবা সেই ডিক্রীঘটিত অধমর্ণের যে অস্থাবর সম্পত্তি ঐ সীমার মধ্যে আছে তাহার উপর পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন। যদি ডিক্রীঘটিত অধমর্ণের অস্থাবর সম্পত্তির উপর পরওয়ানা হয়, তবে সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে ঐ ডিক্রীঘটিত অধমর্ণের যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় নির্ব্বিশেষে তাহার উপর, নতুবা উক্ত সীমার মধ্যে ঐ ডিক্রীঘটিত অধমর্ণের যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি [illegible] উত্তমর্ণ নির্দ্দিষ্ট করে বিশেষমতে তাহার উপর পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারিবে

[অস্থাবর সম্পত্তি না কুলাইলে স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রী সাধনের কথা ।]

২০ ধারা ।—এই আইনমতে ডিক্রী সাধনক্রমে ডিক্রীঘটিত অধমর্ণের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে পর যদি ডিক্রীঘটিত ঋণের কোন অংশ পাওনা থাকে, এবং ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ডিক্রীঘটিত অধমর্ণের কোন স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারী সাধনের আজ্ঞা জারী হইবার ইচ্ছা করে, তবে আদালত সেই ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রার্থনাক্রমে তাহাকে ডিক্রীর প্রতিলিপি ও তাহার খলে বাকী পাওনা টাকা বিষয়ক সর্টিফিকট দিবেন, তাহাতে ঐ ডিক্রীঘটিত অধমর্ণের স্থাবর বিষয় যে স্থানে আছে, সেই স্থানে সাধারণ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট দেওয়ানী ধর্ম্মাধিকরণ নির্ব্বাহক কোন আদালতে উক্ত প্রতিলিপি ও সর্টিফিকট দাখিল করিলে, এমত স্থলে উক্ত আদালতের যে বিধি ও কার্য্য প্রণালী বর্ত্তে সেই আদালত তদনুসারে ঐ ডিক্রী সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন।

[এই আইনমতের মোকদ্দমার যে নিষ্পত্তি হয় তাহা চূড়ান্ত হইবে, তথাপি একতরফা নিষ্পত্তি রহিত হইতে পারে ইহার কথা, এবং নূতন বিচার ও তদুপলক্ষে ঋণের ও খরচের টাকা দাখিল করিবার কথা ।]

২১ ধারা ।—এই আইনমতে বিচারিত মোকদ্দমাক্রমে আদালতের যত নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবে । তথাপি যদি কোন মোকদ্দমাক্রমে প্রতিবাদির বিপক্ষ একতরফা ডিক্রীজারী হয়, তবে সেই ডিক্রী প্রবল করণার্থে কোন হুকুমনামা জারী হওন অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি সেই ডিক্রীপ্রচারকারী আদালতের নিকটে এই আবেদন করিতে পারিবেন, যে তৎপরে প্রথমবার আদালত বসিলে আমি তাঁহার নিকটে ঐ ডিক্রী রহিত করিবার প্রার্থনা করিব, তাহাতে সেই প্রথম অধিবেশনকালে আদালতের নিকটে প্রার্থনা করা গেলে যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহা প্রমাণ হয় যে শমন উচিতরূপে অর্পিত হয় নাই কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণ সময়ে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত কারণে প্রতিবাদির অসাধ্য ছিল, তবে আদালত সেই ডিক্রী রহিত করিবার আজ্ঞা ঐ মোকদ্দমাতে অগ্রসর হইবার জন্যে বিশেষ কোন দিন নিরূপণ করিবেন, এবং খরচ দিবার কি না দিবার যে নিয়ম করা আদালত উপযুক্ত জ্ঞান করিবেন এমত নিয়ম করিতে পারিবেন । পরন্তু ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত উপনিয়মের স্থল না হইলেও যদি আদালত নূতন বিচারের অনুমতি দেওয়া উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তবে তাহা দিতে পারিবেন, কিন্তু ইহার নিমিত্তে আবশ্যক যে আদালতের প্রথম অধিবেশনের নূতন বিচার প্রার্থনা করিবার মনস্থ নিষ্পত্তির তারিখ অবধি সাত দিনের মধ্যে আদালতকে জ্ঞাত করা যায়, ও তৎপশ্চাৎ আদালতের প্রথম অধিবেশনে তদনুসারে প্রার্থনা করা যায় । কিন্তু সেই প্রার্থনাকারী ব্যক্তি যদি প্রতিবাদী হয় কি প্রতিবাদিদের এক জন হয়, তবে যত টাকার ডিক্রী তাহার বিপক্ষে জারী হইয়াছে তত টাকা, এবং বিপক্ষ পক্ষের খরচা হইলে সেই খরচার টাকাও ঐ প্রার্থনা বিষয়ক সংবাদের

সহিত আদালতে দাখিল না করিলে তদ্রূপ নূতন বিচার হইবার অনুমতি দিতে হইবে না।

[ব্যবস্থা ঘটিত প্রভৃতি প্রশ্ন হাইকোর্টে পাঠাইবার ক্ষমতার কথা।]

২২ ধারা।—এই আইনমতে কোন মোকদ্দমার যে বিচার হয় তৎক্রমে যদি ব্যবস্থা ঘটিত কি ব্যবস্থাপত্র বলবিশিষ্ট দেশাচার ঘটিত কোন প্রশ্ন, কিম্বা যাহার অর্থ বিশেষ ক্রমে নিষ্পত্তির ভূপাকৃত্য অন্যথা হইতে পারে এমত কোন কাগজপত্রের অর্থ করণ ঘটিত কোন প্রশ্নের উত্থাপন হয়, তবে সেই বিবাদাস্পদের বৃত্তান্ত লিখিয়া আদালতের নিজ মতের সহিত হাইকোর্টের নিষ্পত্তি জানিবার আশয়ে প্রশ্ন প্রেরণ করিতে পাঁচ শত টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমাতে আদালতের নিজ যত্নক্রমে কিম্বা মোকদ্দমার পক্ষ কোন ব্যক্তির প্রার্থনাক্রমে আদালত ক্ষমতাপন্ন হইবেন, ও পাঁচ শত টাকার অধিক মূল্যের মোকদ্দমা হইলে তাহা করা আদালতের উচিত বোধ হইবে।

[হাই কোর্টের মতের অধীনে ডিক্রী জারী করিবার ক্ষমতার কথা।]

২৩ ধারা।—আদালত উক্ত প্রকারে প্রশ্ন প্রেরণ করিলেও মোকদ্দমার বিচারে অগ্রসর হইয়া ঐ প্রেরিত প্রশ্ন বিষয়ক হাইকোর্টের মতের অধীনে ডিক্রী জারী করিতে পারিবেন, কিন্তু যে মোকদ্দমাক্রমে তদ্রূপ প্রশ্ন প্রেরণ হয়, হাই কোর্টের আজ্ঞা না পাওয়া পর্য্যন্ত এমত মোকদ্দমাক্রমে ডিক্রী সাধনের কোন আজ্ঞা জারী করিতে হইবে না।

[শ্রবণের তারিখ নিরূপণ করা হাইকোর্টের কর্ত্তব্য হইবার কথা।]

২৪ ধারা।—হাইকোর্ট ঐ বিচার্য্য কথা শ্রবণার্থে অগোণের দিন নিরূপণ করিবেন [illegible]দের সংবাদ আদালত ঘরে লট্‌কাইয়া দিবেন।

[পক্ষ ব্যক্তিরা স্বয়ং কি প্লীডরের দ্বারা উপস্থিত হইতে ও তাহারদের কথা শুনা যাইতে পারে ইহার কথা।]

২৫ ধারা।—মোকদ্দমার পক্ষ ব্যক্তিরা স্বয়ং কি প্লীডরের দ্বারা হাইকোর্টে উপস্থিত হইতে পারিবেন, ও তাঁহাদের কথা শুনা যাইতে পারিবে।

[হাইকোর্টের নিষ্পত্তি পাঠাইবার কথা।]

২৬ ধারা।—হাইকোর্ট ঐ বিচার্য্য কথা শুনিয়া তাহার বিচার করিয়া যে নিষ্পত্তি করেন তাহার একখান প্রতিলিপি প্রস্তুত ও আপনার মোহরে মোহরাঙ্কিত করাইয়া যে আদালত হইতে প্রশ্ন প্রেরিত হইয়াছিল সেই আদালতের নিকটে পাঠাইবেন। তাহাতে উক্ত আদালত ঐ প্রতিলিপি পাইবা মাত্র হাইকোর্টের নিষ্পত্ত্যানুসারে ঐ মোকদ্দমাক্রমে যাহা করিবার তাহা করিবেন।

[হাইকোর্টের নিকটে প্রশ্ন পাঠাইবার খরচের কথা।]

২৭ ধারা।—কোন মোকদ্দমার বিষয়ে হাইকোর্টের মত জানিবার জন্যে তাহার

নিকটে প্রশ্ন পাঠাইতে যদি খরচ লাগে, তবে তাহা মোকদ্দমার খরচ বলিয়া গণ্য হইবে।

[উক্ত প্রকারের মোকদ্দমাক্রমে যে আজ্ঞা ডিক্রী করা গিয়াছে হাইকোর্ট তাহা অন্যথা কি অসিদ্ধ করিতে ক্ষমতাপন্ন ইহার কথা।]

২৮ ধারা।—কোন মোকদ্দমাবিষয়ক প্রশ্ন ২২ ধারামতে হাইকোর্টের নিকটে প্রেরিত হইলে যে মোকদ্দমাক্রমে প্রশ্নের উত্থাপন হয় তদ্বিষয়ে ঐ প্রশ্নের বর্ণনাকারি আদালত যে কোন আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রণীত করিয়াছিলেন, হাইকোর্ট তাহা অন্যথা কি অসিদ্ধ কি রহিত করিতে পারিবেন, ও সেই মোকদ্দমাক্রমে যেরূপ আজ্ঞা করা ন্যায়োপলক্ষে উচিত বোধ হয় তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[এক জিলার অন্তর্গত কএক আদালতের মধ্যে এককে প্রধান আদালত বলিয়া নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা।]

২৯ ধারা।—যদি কোন জিলাতে এই আইনমতের কএক আদালত স্থাপিত হয়, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার মধ্যে বিশেষ এক আদালতকে সেই জিলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রধান আদালত বলিয়া নিরূপণ করিতে পারিবেন।

[প্রধান আদালতের জজ বক্ষ্যিত বিশেষ২ মোকদ্দমার বিচারার্থে সেই জিলার অন্তর্গত অন্য কোন আদালতের জজের সহিত বসিতে পারিবেন ইহার কথা।]

৩০ ধারা।—কোন জিলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রধান আদালতের যে জজ তিনি এই আইনমতে বিচার্য্য কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণের আশয়ে সেই জিলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার অন্য আদালতের বিচারকর্ত্তার সহিত, কিম্বা তদ্রূপ আদালতে পূর্ব্বোক্তমতে জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সহিত বসিতে পারিবেন, বিশেষতঃ সেই অন্য আদালতের জজ কি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ব্যক্তি তদ্রূপ যে কোন মোকদ্দমা আপনার দ্বারা ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রধান আদালতে জজের দ্বারা বিচারিত হইবার জন্যে রাখেন, এমন কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার জন্যে তিনি উক্ত প্রকারে বসিবেন।

[বিশেষ২ মোকদ্দমার বিচারার্থে দুই জন জজ একত্র বসিবার স্থলের কার্য্য প্রণালীর কথা।]

৩১ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ বিধি প্রণীত করত এমত বিধান করিতে পারিবেন যে সেই বিধিতে নির্দ্দিষ্ট মতের মোকদ্দমা হইলে দুই জন জজকে, কিম্বা এক জন জজকে ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে একত্র বসিয়া মোকদ্দমা ও প্রার্থনা শুনিয়া তন্নিষয়ে যাহা করিবার তাহা করিতে হইবে।

[ব্যবহারঘটিত কোন কথার বিষয়ে দুই জজের অনৈক্য হইবার স্থলে কার্য্য প্রণালীর কথা।]

৩২ ধারা।—দুই জন জজ, কিম্বা এক জন জজ ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জজের ক্ষমতা-

প্রাপ্ত এক ব্যক্তি একত্র বসিয়া, যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জারী করিতে হয়, তদ্বিষয়ে যদি একমনা হন, তবে সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা আদালতের নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইবে; কিন্তু ব্যবস্থাঘটিত কোন কথার কি ব্যবস্থাবৎ বলবিশিষ্ট কোন দেশাচারের বিষয়ে, কিম্বা যে কাগজপত্রের অর্থ করণদ্বারা নিষ্পত্তির গুণাগুণ অন্যথা হইতে পারে তাহার অর্থ করণ বিষয়ে যদি তাঁহাদের মধ্যে মতের অনৈক্য হয়, তবে এই আইনের ২২ ধারার নির্দ্দিষ্ট মতে তাঁহারা আপনাদের অনৈক্য স্থলের বিষয়ে হাইকোর্টের মত জানিবার অভিপ্রায়ে তাহার বৃত্তান্ত প্রেরণ করিবেন, তাহাতে এই আইনের ২২ ও ২৩ ও ২৪ [illegible] ও ২৫ ধারাতে পরিগৃহীত যেং বিধান হাইকোর্টে প্রশ্ন প্রেরণ প্রতি বর্ত্তে, সে সকল প্রশ্নের বিষয়ে প্রেরিত প্রত্যেক কথার প্রতিও বর্ত্তিবে।

[ঘটনা সম্পর্কীয় কোন কথার বিষয়ে দুই জন জজের মধ্যে অনৈক্য হইলে যাঁহার মত প্রবল হইবে তাহার কথা।]

৩৩ ধারা।—পূর্ব্বোল্লিখিত কএক বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে যদি দুই জন জজের মধ্যে মতের অনৈক্য হয়, তবে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইবার তারিখ বিবেচনায় যাঁহাকে বড় বোধ হয়, সেই জজের মত প্রবল হইবে।

[এক জন জজ ও জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি, ইঁহাদের মধ্যে ঘটনাসম্পর্কীয় কোন কথার বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলে যাঁহার মত প্রবল হইবে তাঁহার কথা।]

৩৪ ধারা।—এক জন জজ ও সার্ব্বদিক প্রকারে জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত এক ব্যক্তি ইঁহাদের মধ্যে যদি পূর্ব্বোল্লিখিত কএক বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য হয়, তবে জজের মত প্রবল হইবে।

[রেজিষ্ট্রারকে নিযুক্ত করিবার কথা।]

৩৫ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালতে সেইং আদালতের রেজিষ্ট্রার বলিয়া এক কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; তিনি যত বেতন পাইবেন তাহা সমস্তের, মন্ত্রিসভাসমেত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের সম্মতি লইয়া স্থির করিতে হইবে।

[রেজিষ্ট্রারের সাধারণ কর্ম্মের কথা।]

৩৬ ধারা।—ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রেজিষ্ট্রার সেই আদালতের প্রধান আমলা হইবেন। অন্য যে সকল কর্ম্মের ভার ও যে সকল ক্ষমতা ইহার পর সেই রেজিষ্ট্রারের প্রতি সমর্পিত হয়, তদ্ব্যতিরেকে তিনি ইহার অব্যবহিত পশ্চাত ধারার বিধানের অধীনে সেই আদালতে যত নালিশপত্র দাখিল করা যায় তৎসমুদয় গ্রহণ করিবেন, ও প্রতিবাদিদের উপর মোকদ্দমার সম্বাদ জারী করিবেন, ও পক্ষ ব্যক্তিরা কোন নিদর্শনপত্র দাখিল করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা গ্রহণ করিবেন, ও সাক্ষিদের উপস্থিত হইবার হুকুমনামা জারী করিবেন। অধিকন্তু যে সকল মোকদ্দমা বিচারিত

হইবার উপলক্ষে উপস্থিত হইবে তাহার ফর্দ তিনি রাখিবেন ও তাহার মধ্যে যে মোকদ্দমা শুনিবার যে দিন তিনি উপযুক্ত জ্ঞান করিবেন, তাহার জন্যে সেই দিন অবধারণ করিবেন। আরো তিনি ২১ ধারামতের সংবাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

[রেজিষ্ট্রার যখন নালিশপত্র কোনং বিষয়ে অসম্পূর্ণ জ্ঞান করেন তখন যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ও উপনিয়ম।]

৩৭ ধারা।—জজ আপন কর্ম্ম করণক্রমে অনুপস্থিত থাকিলে ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি না থাকিলে যদি রেজিষ্ট্রারের এমত বোধ হয় যে আদালতে সমর্পিত কোন নালিশপত্র দেওয়ানী কার্য্যবিধানের আইনের ২৭—৩২ এই ছয় ধারাতে নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ আছে, তবে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু রেজিষ্ট্রার যে নালিশপত্র গ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিতে ও তিনি যে নালিশপত্র অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য করিতে জজ কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন হইবেন। পরন্তু ইহার নিমিত্তে আবশ্যক যে উক্ত জজ কি পূর্ব্বোক্ত মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি রেজিষ্ট্রারের সেই গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করণ ভ্রমমূলক জ্ঞান করেন, ও তৎপরে প্রথমবার যখন সেই আদালতের জজ কি পূর্ব্বোক্তমতে উচিত ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি বসিবেন তখন ঐ গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করণ রহিত করিবার প্রার্থনা করা যায়।

[দোষ স্বীকারক্রমে নিষ্পত্তি গ্রাহ্য করিতে ও কাগজপত্রে তুলিয়া লইতে রেজিষ্ট্রার ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইহার কথা ও উপনিয়ম।]

৩৮ ধারা।—ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে উপস্থাপিত কোন মোকদ্দমাক্রমে প্রতিবাদিকে উপস্থিত হইয়া নালিশের উত্তর দিবার সমন উচিত রূপে দত্ত হইলে, যদি সেই মোকদ্দমা শ্রবণের নিরূপিত দিনের পূর্ব্বে প্রতিবাদী কি তদর্থে উচিত মতে ক্ষমতাপন্ন তাহার এজেন্ট আদালতের রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাদির দাওয়া স্বীকার করিয়া নিষ্পত্তির বশতায় সম্মতি প্রকাশ করিবার প্রার্থনা করে, তবে জজ স্বীয় কর্ম্মক্রমে অনুপস্থিত থাকিলে ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি না থাকিলে রেজিষ্ট্রার বাদির পক্ষে দোষ স্বীকারঘটিত ডিক্রী রিকার্ডে লিখিতে পারিবেন, তাহাতে জজ মোকদ্দমা শুনিয়া বাদির পক্ষ ডিক্রীজারী করিলে তাহা যেমন প্রবল ও ফলবৎ হইত, ঐ ডিক্রী তেমনি বাদির পক্ষ ডিক্রী বলিয়া প্রবল ও ফলবৎ হইবে। পরন্তু এই ধারামতে কোন ডিক্রী জারী করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক স্থলে রেজিষ্ট্রারের উচিত যে সমন সমর্পিত হইয়াছে ও সেই ব্যক্তিরা বাস্তবিক মোকদ্দমার পক্ষ লোক ও সরলভাবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, এই সকল কথা তিনি নিতান্ত হৃদ্বোধমতে অবগত হন।

[রেজিষ্ট্রারদ্বারা ডিক্রী সাধনের কথা।]

৩৯ ধারা।—জজ আপন কর্ম্ম করণক্রমে অনুপস্থিত থাকিলে ও পূর্ব্বোক্ত মতে

জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি না থাকিলে রেজিষ্ট্রারের কর্ত্তব্য অন্য কর্ম্ম এই হইবে যে তিনি আদালতের রেজিষ্ট্রার তাঁহার জজদ্বারা কি পূর্ব্বোক্ত মতে ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা প্রচারিত ডিক্রী সাধনের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া ঐ জজের কি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অন্য ব্যক্তির স্থানের যে কোন আজ্ঞা পাইবেন, তদধীনে ঐ ডিক্রীর সাধন যেমন জজের দ্বারা করা যাইত তেমনি করেন, তাহার উপর আপীল হইবে না. কিন্তু ঐ জজ কি পূর্ব্বোক্ত মতে ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি আজ্ঞা জারী হওন অবধি গণিত কানুনমত তিন মাসের মধ্যে নিজ প্রবৃত্তিক্রমে তাহা রহিত কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

[বিশেষং মোকদ্দমাতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজের বিচারাধিপত্য রেজিষ্ট্রারকে দিবার ক্ষমতার কথা।]

৪০ ধারা।—যিনি ক্ষুদ্র মোকদ্দমার যে আদালতের রেজিষ্ট্রার তাঁহাকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আদালতের স্থানীয় সীমার মধ্যে উৎপন্ন মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজের ক্ষমতা দিতে পারিবেন, কিন্তু ইহার নিমিত্তে আবশ্যক যে দাওয়ার মোট কি মূল্য বিংশতি টাকার অধিক না হয়। এই ক্ষমতামতে কর্ম্ম করণের রেজিষ্ট্রার জজের অথবা জজ না থাকিলে পূর্ব্বোক্তমতে জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাধারণ তত্ত্বাবধারণের অধীন থাকিবেন।

[রেজিষ্ট্রারের বিচার্য্য মোকদ্দমা শুনিবার কথা. ও রেজিষ্ট্রারের নথীহইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া জজের নথীতে দিবার কথা.]

৪১ ধারা।—ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব ধারামতে যে২ মোকদ্দমা রেজিষ্ট্রারের বিচার্য্য, তাহা উক্ত রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে শুনা যাইবে বলিয়া আজ্ঞা লিখিয়া দিলে পর, আদালতের জজ যেমন সেই মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পন্ন করিতে ও তদ্ঘটিত ডিক্রী সাধন করিতে পারিতেন, ঐ রেজিষ্ট্রার সর্ব্বতোভাবে তেমনি তাহা শুনিয়া নিষ্পন্ন করিতে ও তদ্ঘটিত ডিক্রী সাধন করিতে পারিবেন। তথাপি জজ, কিম্বা জজ না থাকিলে জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখনই উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তখনই রেজিষ্ট্রারের নথীহইতে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া আপনার নথীতে দিয়া শুনিতে ও নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন।

[পূর্ব্ব ধারামতে রেজিষ্ট্রারের কৃত নিষ্পত্তির উপর কোন আপীল নাই, কিন্তু সন্দেহ স্থলে তিনি জজের মত জানিবার নিমিত্তে বিশেষ বৃত্তান্ত প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নিকটে প্রশ্ন পাঠাইতে পারেন ইহার কথা, ও তদ্রূপ প্রশ্ন প্রেরণ বিষয়ক বিধান।]

৪২ ধারা।—কোন রেজিষ্ট্রার যে মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করেন তৎক্রমে যে কোন আজ্ঞা কি নিষ্পত্তি প্রচার করেন তাহার উপর আপীল হইবে না, কিন্তু যে কোন স্থলে ব্যবস্থাঘটিত কোন কথার কি ব্যবস্থাবৎ বলবিশিষ্ট কোন দেশাচারের বিষয়ে, কিম্বা যাহার অর্থ করণদ্বারা নিষ্পত্তির তাৎপর্য্য অন্যথা হইতে পারে এমত কোন কাগজ পত্রের অর্থ করণ বিষয়ে রেজিষ্ট্রারের সন্দেহ জন্মে, এমত স্থলে যেমন এই

আইনের ১২ ধারামতে জজ বিশেষ কথার বৃত্তান্ত প্রস্তুত করিয়া হাইকোর্টের মত জানিবার নিমিত্তে প্রশ্ন পাঠাইতে পারেন, ঐ রেজিষ্ট্রারও তেমনি জজের মত, কিম্বা জজ না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মত জানিবার নিমিত্তে প্রশ্নের বৃত্তান্ত প্রেরণ করিতে পারিবেন, এবং এই আইনের যত বিধান জজের প্রস্তুত বৃত্তান্তে বর্ত্তে পরিবর্ত্তনীয়ের পরিবর্ত্তন করিলে সেই সকল বিধান রেজিষ্ট্রার দ্বারা প্রস্তুত বৃত্তান্ত প্রেরণের প্রতিও বর্ত্তিবে।

[৩৮ ধারামতে রেজিষ্ট্রারের কৃত নিষ্পত্তি অসিদ্ধ করিবার কথা।]

৪৩ ধারা।—কোন রেজিষ্ট্রার ইহার ৩৮ ধারামতে যে কোন ডিক্রী জারী করেন, তাহা মোকদ্দমা শ্রবণক্রমে জজের কি পূর্ব্বোক্ত মতে জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রচারিত ডিক্রী হইলে যে যে প্রকারে ও যেং হেতুতে অসিদ্ধ করা যাইতে পারিত, কেবল সেই প্রকারে ও সেইং হেতুতে সেইং আদালতের জজদ্বারা, কিম্বা জজ না থাকিলে পূর্ব্বোক্তমতে জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বারা অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

[আদালতের ক্লার্ককে নিযুক্ত ও পদচ্যুত করিবার কথা।]

৪৪ ধারা।—ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালতে আদালতের ক্লার্ক বলিয়া এক কার্য্যকারক নিযুক্ত হইতে পারিবেন, তিনি যত বেতন পাইবেন তাহা সভাস্থিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি লইয়া স্থির করিতে হইবে। উক্ত কার্য্যকারককে নিযুক্ত কি পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা আদালতের প্রতি অর্পিল, কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের অধীন থাকিবে অথবা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অব্যবহিত কর্ত্তৃত্বাধীন প্রদেশ হইলে তাহা তথাকার প্রধান কমিস্যনর সাহেবের কি অন্য দেওয়ানী কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনের অধীন থাকিবে। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালতের রেজিষ্ট্রার, তিনি সেই আদালতের ক্লার্কও হইতে পারিবেন।

[ক্লার্কের কর্ত্তব্য কর্ম্ম]

৪৫ ধারা।—ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালতে যদি ক্লার্ক নিযুক্ত হন তবে আদালতের আজ্ঞার অধীনে কিম্বা রেজিষ্ট্রার থাকিলে রেজিষ্ট্রারের আজ্ঞার অধীনে সেই ক্লার্ক যাবদীয় সমন ও ওয়ারেণ্ট ও আজ্ঞা ও ডিক্রী সাধনার্থ পরওয়ানা জারী করিবেন, ও সেই আদালতে সকল বিচার কার্য্যের বৃত্তান্ত রাখিবেন এবং সেই আদালতে যত টাকা জমা কি খরচ করা যায় কি করিতে হইবে, তাহার হিসাব রাখিবেন, ও তদ্রূপ সকল টাকার হিসাব আদালতের বিশেষ এক বহীতে তুলিয়া লইবেন। উক্ত ক্লার্ক সেই অভিপ্রায়ে ঐ বহী রাখিবেন।

[কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতির বিধি প্রণীত করিবার ক্ষমতা হাই কোর্টের থাকিবে ইহার কথা।]

৪৬ ধারা।—হাই কোর্ট ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের কার্য্যপ্রণালী ও বিচারকার্য্য বিষয়ক সাধারণ বিধি প্রণীত করিয়া প্রচার করিতে ও উক্ত আদালত সম্পর্কীয়

যে কোন বিচারকার্য্যের বিশেষ পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহার জন্যে, বিশেষতঃ আমলাদের রক্ষণীয় বহী ও হিসাব প্রভৃতি লিপি রাখিবার বিশেষ২ পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিতে, ও সময়ে২ উক্ত কোন বিধির কি পাঠের পরিবর্ত্তন করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। কিন্তু ইহার নিমিত্তে আবশ্যক যে তাহার কোন বিধি কি পাঠ এই আইনের কি সময়ক্রমে প্রবল অন্য কোন আইনের প্রতিকূল না হয়।

[এই আইনমতে বিচার্য্য মোকদ্দমার প্রতি ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ২৬ ধারা ও ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের বিধান বর্ত্তিবে ইহার কথা।]

৪৭ ধারা।—১৮৬২ সালের ১০ আইনের (অর্থাৎ ইষ্টাম্পের মাসুল সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের) ২৬ ধারা ও পূর্ব্বোল্লিখিত সকল বর্জিত স্থল ছাড়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের বিধান এই আইনমতের যাবদীয় মোকদ্দমাতে ও বিচারকার্য্যে যে পর্য্যন্ত বর্ত্তে কি বর্ত্তান যাইতে পারে, সেই পর্য্যন্ত তাহার প্রতি বর্ত্তিবে।

[১৮৪১ সালের ১১ আইনের ১৭ ধারার রক্ষা করণার্থ কথা।]

৪৮ ধারা।—উক্ত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২ ধারায় কিম্বা ১৮৬৪ সালের ২২ আইনের (অর্থাৎ সৈনিক ছাউনি স্থানের কার্য্য নির্ব্বাহের বিধান করণার্থ আইনের) ৬ কিম্বা ৭ কি ৮ ধারায় সৈনিক ছাউনি স্থানের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত স্থাপনের বিষয়ে যে২ কথা আছে, তাহাতে ১৮৪১ সালের ১১ আইনের (অর্থাৎ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন দেশীয় সেনাপতি ও সেনাদের নিমিত্ত সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্ট নিয়মিতকরণ অনুসরণ পূর্ব্বক এক আইনে সংগ্রহ করণের আইনের) যে কোন কথাতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন দেশের সীমার বহির্ভূত স্থানে ঐ আইনের বর্ণনামতে দায়ি ব্যক্তিদের নামে দাওয়ার যে কোন মূল্য হউক, ঋণবিষয়ক কি ব্যক্তিবিশেষসম্পর্কীয় মোকদ্দমা সেই আইনে উল্লিখিত সৈনিক আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, তাহার কোন কথা যে হ্রাস পায়, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

[কোর্ট অফ রিক্বেষ্টের বিচারাধিপত্যের রক্ষা করণার্থ কথা।]

৪৯ ধারা।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৭ বৎসরের ব্যবস্থার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭৩ ধারামতে কি সময়ক্রমে প্রবল অন্য কোন ব্যবস্থাতে পরিগৃহীত তদনুরূপ ধারার বলে একত্রীকৃত কোর্ট অফ রিক্বেষ্টের প্রতি বিদ্রোহের কি সৈন্য হইতে পলায়নের দণ্ড করণ কি সৈনিক পুরুষদের বেতন ও ভাতাদিতে প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ের বিধান সংশোধন বিষয়ে যে বিচারাধিপত্য বর্ত্তে, কিম্বা তদ্রূপ কোন আইনের বলে সেই প্রকারের কোর্ট অফ রিক্বেষ্ট একত্র করিবার যে ক্ষমতা নিয়মিত সেনাপতির প্রতি অর্পিত, তাহার কোন হ্রাস যে এই আইনের কোন কথাদ্বারা কি উক্ত ১৮৬৪ সালের ২২ আইনের ৬ কি ৭ কি ৮ ধারার কোন কথাদ্বারা হইয়াছে, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

[পূর্ব্বের কোন আইনে ১৮৬০ সালের ৪২ আইনের উল্লেখ হইলে এই আইনের উল্লেখ হইল বলিয়া তাহার অর্থ করিতে হইবার কথা।]

৫০ ধারা।—এই আইনের প্রবল হইবার পূর্ব্বে প্রচারিত কোন আইনে যদি ১৮৬০ সালের ৪২ আইনের উল্লেখ হয়, তবে এই আইনের উল্লেখ হইল বলিয়া তাহার অর্থ করিতে হইবে, এবং ১৮৬০ সালের ৪২ আইনের বিধানানুসারে কোন কার্য্য করিবার আদেশ হইলে এই আইনের বিধানানুসারে সেই কার্য্য করিবার আদেশ হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

[প্রধান সদর আমীনের কি মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজকে দিবার ক্ষমতার কথা।]

৫১ ধারা।—ক্ষুদ্র মোকদ্দমার যে আদালতের জজ কেবল সেই এক আদালতের জজ আছেন, তৎসম্পর্কীয় বিচারকার্য্য যদি সেই জজের সকল সময় পূর্ণ করিবার মত প্রচুর না হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে সীমা নিরূপণ করিবেন সেই সীমার মধ্যে তদ্রূপ জজের ক্ষমতা ব্যতিরেকে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনে নির্দিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা কিম্বা আইনের অধীনপ্রদেশের প্রধান সদর আমীনের ক্ষমতা কি আইন বহির্ভূত প্রদেশে প্রধান সদর আমীনের ক্ষমতার তুল্য কি প্রায় তুল্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের ক্ষমতাও তাঁহাকে দিতে পারিবেন।

[১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে দাওয়া শুনিবার বিচারাধিপত্য ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজকে দিবার ক্ষমতার কথা।]

৫২ ধারা।—১৮৫৯ সালের ১০ আইনের (অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইনের বিধান যে যে স্থানে প্রবল আছে, তথাকার স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের কোন জজকে উক্ত আইনমতের দাওয়া, অর্থাৎ ঐ আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে উৎপন্ন যে যে দাওয়া উক্ত আইনমতে বিচার্য্য হয়, সেই সেই দাওয়া শুনিয়া নিষ্পন্ন করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন। সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কালেক্টরের সম্মুখস্থ মোকদ্দমার উপলক্ষে ঐ ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের লিখিত বিধির অধীন ও সেই প্রকারের নিয়মিত কি বিশেষ আপীলের অধীন হইবে, উক্ত ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে সকল ক্ষমতা আছে, তাহা তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন কোন জজের প্রতিও বর্ত্তিবে, কেবল আপীল শুনিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে না।

[স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কিম্বা হাই কোর্টের আজ্ঞামতে কাগজপত্র প্রভৃতি পাঠান ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের কর্ত্তব্য হইবার কথা।]

৫৩ ধারা।—ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত সময়ে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কিম্বা হাইকোর্টের স্থানে বিকাও কি [illegible] কি [illegible] পাঠাইবার আজ্ঞা পাইলে যে পাঠ ও রীতি উক্ত গবর্ণমেণ্টের কি কোর্টের উচিত বোধ হইবে সেই পাঠ ও সেই রীতিমতে তাহা পাঠাইবেন।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

এই আইনে ১৮৫৯ সালের ৫ মে তারিখে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতি প্রকাশ হইয়াছে।

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ১৪ আইন।

মোকদ্দমার মিয়াদের বিধি করিবার আইন।

(হেতুবাদ।)

মোকদ্দমার মিয়াদের যে২ আইন আছে তাহা সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[মোকদ্দমার মিয়াদের কথা।]

১ ধারা।—এই আইন ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের যে কোন স্থানে চলন হয়, তাহার কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা করিতে হইলে, মোকদ্দমা বুঝিয়া এই আইনেতে যে মিয়াদ নির্দ্ধার্য্য হইতেছে সেই মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত না হইলে গ্রাহ্য হইবেক না। তাহার বিপরীত ভাবের কোন আইন কি বিধান থাকিলেও হইবেক না। যে প্রকারে মোকদ্দমা যে মিয়াদের মধ্যে করিতে হইবেক তাহার বিশেষ এই২।

[অগ্রে ক্রয় করণের স্বত্বের মোকদ্দমার এক বৎসর মিয়াদ।]

(১) অগ্রে খরীদ করিবার স্বত্ব আইনমতে কিম্বা সাধারণ দাঁড়ামতে কিম্বা বিশেষ চুক্তিক্রমে হউক সেই স্বত্বপ্রবল করিবার মোকদ্দমার এক বৎসর মিয়াদ। যে ক্রয়ের আপত্তি হয় তদনুসারে খরীদার যে দিনে দখল করে সেই দিন অবধি ঐ একবৎসর গণিতে হইবে।

নজীর।—যে স্থলে বাদীর আপত্তির বিক্রেতার বিষয়ক আসল ইস্যুর মধ্যে তমাদির তদারক লিপ্ত থাকে এবং মোকদ্দমার গুণাগুণের সম্পূর্ণ তদন্ত নীচের আদালতে হইয়াছে, সে স্থলে নীচের আদালত তমাদি আইন ধরিয়া ডিসমিসের হুকুম দিয়াছেন তাহা রদ করিয়া গুণাগুণের জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান আপীল আদালতের পক্ষে অনাবশ্যক। রামনারায়ণ বড়াল—বঃ—কেনারাম বড়াল প্রভৃতি ১১ মে ১৮৫৩।

নজীর।—নিশ্চিত হইল যে, ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারায় "বল" শব্দ যে লিখিত আছে তাহা যে সকল স্থলে কোন ব্যক্তি কোন আইনানুযায়ী স্বত্ব বিনা বল প্রয়োগ করে, কেবল সেই স্থলে খাটে। গণেশরাম শ্যাম—বঃ—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি। ৩ জুন ১৮৫২।

নজীর ।—মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তমাদির হিসাব ধরিতে হইলে যে দিবসে মোকদ্দমার কারণ উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা সেই হিসাব মধ্যে ধরিতে হইবে, এবং যে কালপর্য্যন্ত এক মোকদ্দমা দায়ের থাকে তাহ' তমাদি হইতে বাদ পড়িবার কালে যে দিবস তৎসংক্রান্ত বিচার কার্য্য আরম্ভ হয়, ও যে দিবসে তাহা শেষ হয় সেই দুই দিনই হিসাবে ধরিতে হইবে। হরসুন্দরি দেবী—বঃ—কালীমোহন প্রভৃতি ১৮৬২ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

[খেসারতের ও সরাসরী মোকদ্দমা প্রভৃতির এক বৎসর মিয়াদ।]

(২) কোন আইন কি বিধান লঙ্ঘন করাতে জরীমানার কি জব্দ করণের মোকদ্দমার,—ও ব্যক্তির কি অস্থাবর সম্পত্তির যে ক্ষতি কিম্বা অপবাদে যে ক্ষতি হয় তাহার পরিশোধের মোকদ্দমার,—ও কোন পদ কিম্বা কোন বিশেষ ক্ষমতা উল্লঙ্ঘনে যে ক্ষতি হয় তাহার শোধের মোকদ্দমার,—ও চাকরের কি কারিগর প্রভৃতির কি মজুরেরদের বেতন আদায়ের, পান্থঘরের বিলের টাকা, কিম্বা খোরাকের ও বাসার বিলের কিম্বা কেবল বাসার বিলের টাকা আদায়ের মোকদ্দমার,—ও মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮২২ সালের ৫ আইনমতে যে সরাসরী মোকদ্দমা রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে হয় তাহার—মিয়াদ, নালিশের কারণ প্রথম যে সময়ে হয় সেই সময়াবধি এক বৎসর।

নজীর।—বেআইনীমতে কার্য্য যত কাল হইতে থাকে ততকাল নালিশের কারণ থাকে অতএব তাহা ক্ষান্ত পাইলে তমাদি কালের গণনারম্ভ হয়। হীরামন সিংহ, ৫ মে ১৮৬৩

[ডিক্রীমতে কিম্বা সরকারের বাকী মালগুজারী প্রভৃতির নিমিত্তে যে নীলাম হয় তাহা অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার এক বৎসর মিয়াদ।]

(৩) রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত না হইয়া কোন দেওয়ানী আদালতে কোন ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর কি অস্থাবর কিছু সম্পত্তির যে নীলাম হয় তাহা অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা যদি গ্রাহ্য হইতে পারে তবে সেই মোকদ্দমার—ও সরকারের বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে কিম্বা সেই প্রকারে অন্য যে দাওয়ার টাকা আদায় হইতে পারে তাহার বাকীর বাবৎ অস্থাবর কিছু সম্পত্তির যে নীলাম হয় তাহা অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার—ও কোন পত্তনি তালুক কিম্বা পেটাও অন্য যে তালুক চলিত সনের বাকী জমার নিমিত্তে নীলাম হয় তাহার সেই নীলাম অসিদ্ধ করিবারজন্যে, পত্তনিদার কিম্বা অন্য যে কোন পেটাও জমী চলিত সনের বাকী জমার নিমিত্তে নীলাম হইতে পারে তাহার স্বামী কিম্বা তাহার অধীনে দাওয়াদার অন্য ব্যক্তি যে মোকদ্দমা করে সেই মোকদ্দমার—ও কালেক্টর সাহেবের কিম্বা রাজস্ব সম্পর্কীয় অন্য কার্য্যকারকের কোন ডিক্রী কি হুকুমক্রমে স্থাবর কি অস্থাবর কিছু সম্পত্তির নীলাম হইলে সেই নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার এক বৎসর মিয়াদ। ঐ নীলাম যে তারিখে মঞ্জুর হয় কিম্বা সেই প্রকারের মোকদ্দমা না হইলে যে তারিখে চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইত, সেই তারিখ অবধি ঐ এক বৎসর গণিত হইবেক।

নজীর।—মোকদ্দমা পুনঃস্থাপন করাতে কোন দরখাস্তকারির স্বত্বের ক্ষতিপূর্তি ... এবং ... যে প্রতিবাদিরা মোকদ্দমা পুনঃস্থাপনের আর্জি না করে তাহাদের ক্ষতি বৃদ্ধি ... দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, ২৩ নবেম্বর, ১৮৬৩। (১৮৫২ সা, ১০ অ, ৫৮ ধা, পাঠ কর)।

[সরকারের বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরদের ক্রোক প্রভৃতি বাতিল করিবার মোকদ্দমার এক বৎসর মিয়াদ।]

(৪) সরকারের বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরদের দ্বারা কোন জমী কি জমীর কোন সম্পর্ক ক্রোক হইলে কি তাহার পাট্টা দেওয়া গেলে কিম্বা হস্তান্তর করা গেলে তাহা বাতিল করিবার মোকদ্দমার—কিম্বা বাকী মালগুজারীর বাবৎ কি বাকী মালগুজারীর ন্যায় যে দাওয়া আদায় হইতে পারে তাহার বাবৎ রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরা যে কোন দাওয়া করেন তাহার পরিশোধে যে টাকা আপত্তি করিয়া দেওয়া যায়, তাহা আদায় করিবার মোকদ্দমার এক বৎসর মিয়াদ। সেই ক্রোক কি পাট্টা হস্তান্তর হইবার কি বিষয় বিশেষে সেই টাকা দিবার তারিখ অবধি ঐ এক বৎসর গণ্য করিতে হইবেক।

[সরাসরী নিষ্পত্তি প্রভৃতি অন্যথা করিবার মোকদ্দমার এক বৎসর মিয়াদ।]

(৫) রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত না হইয়া দেওয়ানী কোন আদালতের সরাসরী নিষ্পত্তি ও হুকুম রদবদল কি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা যদি গ্রাহ্য হইতে পারে তবে সেই মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তির কি ফয়সলার কি হুকুমের তারিখ অবধি এক বৎসর মিয়াদ।

নজীর।—বাদির যে দাবি অধীন আদালত ডিসমিস করিয়াছেন, এবং আপীল আদালত ডিক্রী দিয়াছেন তাহার প্রতি সে স্থলে তমাদির আইনের বাধা গণ্য হইবার হেতু থাকে অনুমান ... সে স্থলে ঐ আদালত এই হস্তু লইয়া বিচার করিবার কারণ ঐ মোকদ্দমা অধীন আদালতে পুনঃ প্রেরণ করেন। কৃষ্ণমোহন—বঃ—মোসম্মাৎ জাহুবী। ... জুন ১৮৬৩।

[কোনহ ফয়সলার উপর আপত্তির মোকদ্দমার তিন বৎসর মিয়াদ।]

(৬) বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮২২ সালের ৭ আইন কি ১৮২৫ সালের ৯ আইনের কি ১৮৩৩ সালের ৯ আইনমতে যে ফয়সলা করা যায় তাহা অন্যায় বলিয়া তাহাতে আপত্তি করিয়া কোন লোক যে মোকদ্দমা করে সেই প্রকারের মোকদ্দমার ও সেই ফয়সলায় লিখিত কিছু সম্পত্তি পাইবার মোকদ্দমার—ঐ শেষ ফয়সলা কি হুকুম হইবার তারিখ অবধি তিন বৎসর মিয়াদ।

নজীর।—প্রতিবাদী তমাদি আইন বিষয়ে আপীল করিলে জেলার জজ সাহেব তাহাতে তমাদি আইন খাটে না অবধারণ করিয়া গুণাগুণ সম্বন্ধে মোকদ্দমার বিচার হইবার কারণ পুনঃ প্রেরণ করেন। প্রতিবাদী পুনরায় গুণাগুণ সম্বন্ধে আপীল করিলে যখন তাহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইল তখন সে হাইকোর্টে এক খাস আপীল উপস্থিত করিল, ... এ তমাদি আইন মোকদ্দমার পক্ষে বাধা ঘটিয়াছে। ঐ হুকুমে অবধারিত হইল যে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইলে পর এই হেতুতে প্রতিবাদী আপীল করিতে পারে না, বরং যৎকালে ঐ বিষয়ে নিষ্পত্তি হইয়া যায় তৎকালে তাহার আপীল করা উচিত ছিল। মোসম্মাৎ বিরুণ ...—বঃ—মহারাজা বাহাদুর। ১৮৬৫ সাল ১২ আগষ্ট।

[১৮৩৮ সালের ১৬ আইনের ১ ধারার ২ প্রকরণের কি ১৮৪৪ সালের ৪ আইনের হুকুমে যে সম্পত্তি ধরা গেল তাহা পাইবার মোকদ্দমার তিন বৎসর মিয়াদ ।]

(৭) ১৮৩৮ সালের ১৬ আইনের ১ ধারার ২ প্রকরণমতে কিম্বা ১৮৪০ * সালের ৪ আইনমতে সম্পত্তি দখলের যে কোন হুকুম করা যায়, তাহাতে যে কোন পক্ষ বদ্ধ হয় সে কিম্বা ঐ পক্ষের অধীনে দাওয়ার কোন ব্যক্তি ঐ হুকুমের লিখিত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার জন্যে যে মোকদ্দমা করে তাহার মিয়াদ ঐ মোকদ্দমার শেষ হুকুমের তারিখ অবধি তিন বৎসর ।

[খুজরা বিক্রয় করা মাল প্রভৃতির বাবৎ মোকদ্দমার তিন বৎসর মিয়াদ ।]

(৮) বলদাদি কোন পশুর কি গাড়ির কি নৌকার কি ঘরের জিনিস পত্রের ভাড়া আদায় করিবার মোকদ্দমার—কিম্বা খুজরা রূপে যে কোন দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহার বিলের টাকা আদায়ের মোকদ্দমার—ও (মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮২২ সালের ৫ আইনমতে যে সরাসরী মোকদ্দমা রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিকটে হয় তাহা ছাড়া) কোন ঘর প্রভৃতির কি জমীর ভাড়ার কি খাজানার বাবৎ সকল মোকদ্দমার কারণ প্রথম যে সময়ে হইল সেই সময়াবধি তিন বৎসর মিয়াদ ।

[কর্জ্জের কি সুদের কিম্বা চুক্তিপত্র লিখিয়া না দেওয়া গেলে চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমার তিন বৎসরের মিয়াদ ।]

(৯) কর্জ্জা টাকা কি সুদ আদায় করিবার, কিম্বা কোন চুক্তিভঙ্গ হওয়াতে টাকা পাইবার মোকদ্দমার তিন বৎসর মিয়াদ । ঐ টাকা যে সময়ে দেনা হইল, কিম্বা যে চুক্তি হইয়া মোকদ্দমা হয় সেই চুক্তিভঙ্গ প্রথমে যে সময়ে হইয়াছিল সেই সময়াবধি ঐ তিন বৎসর গণিতে হইবেক । কিন্তু যদি সেই কর্জ্জা টাকা কি সুদ দিবার করার লেখা হইয়া, কিম্বা যদি চুক্তিপত্র লেখা হইয়া তাহাতে যে পক্ষ বদ্ধ হয় তাহার কি নিয়মিতরূপে তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দস্তখৎ থাকে, তবে এই বিধি খাটিবেক না ।

[চুক্তিপত্র থাকিলে যদি ছয়মাসের মধ্যে রেজিষ্টরী না হইয়াছে তবে সেই প্রকারের মোকদ্দমার তিন বৎসর মিয়াদ ।]

(১০) যদি কর্জ্জা টাকা কি সুদ দিবার করার কি চুক্তিপত্র লিখিয়া দেওয়া যায় ও যেস্থানে কি সময়ে তাহাতে দস্তখৎ হয় সেই সময়ের ও স্থানের চলিত কোন আইন কি বিধানক্রমে যদি তাহা রেজিষ্টরী করা যাইতে পারিত, তবে সেই কর্জ্জা টাকা কি সুদ কিম্বা চুক্তিভঙ্গ হওয়াতে টাকা পাইবার মোকদ্দমার তিন বৎসর মিয়াদ । ঐ পাওনা টাকা যে সময়ে দেনা হইল, কিম্বা যে চুক্তি লইয়া মোকদ্দমা হয় তাহা প্রথমে যে সময়ে ভঙ্গ হইয়াছিল সেই সময়াবধি ঐ তিন বৎসর গণিতে হইবেক । কিন্তু সেই একরার-

* ১৮৪০ সালের ৪ আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের দ্বারা রহিত হইয়াছে, অতএব ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের ২২ অধ্যায় দেখ ।

নামা কি চুক্তিপত্র হইবার তারিখ অবধি (ছয় মাসের মধ্যে)।* যদি তাহা রেজিস্টরী হইয়া থাকে তবে এই বিধি খাটিবেক না।

[মোহরকরা দলীলক্রমে পাওনা টাকার উইলক্রমেপ্রাপ্য বিষয়ের মোকদ্দমার ১২ বৎসর মিয়াদ।]

(১১) আদালতের প্রমাণক্রমে ও মোহরকরা দলীলক্রমে যে সকল কর্জ্জ ও করার হয়, তাহার যে মোকদ্দমার উপর ইংরাজী আইনচলন হয় সেই মোকদ্দমার— ও উইলক্রমে দত্ত বিষয় পাইবার মোকদ্দমার—মিয়াদ, মোকদ্দমা করিবার কারণ প্রথম যে সময়ে হইয়াছিল সেই সময়াবধি বারো বৎসর।

[স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমার বারোবৎসর মিয়াদ।]

(১২) স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা তাহাতে কোন সম্পর্ক পাইবার যে মোকদ্দমার উপর এই আইনের অন্য বিধান না খাটে, এমত মোকদ্দমা করিবার মিয়াদ, সেই মোকদ্দমার কারণ প্রথম যে সময়ে হইয়াছিল, সেই সময়াবধি বারোবৎসর।

নজীর।—কোন তালুকের দখল পুনঃপ্রাপ্ত হইতে বাদির নালিশ দায়ের হয় ইহাতে প্রতিবাদী তমাদী আইয়ামের ওজর দেয়, এস্থলে নিশ্চিত হইল যে মোকদ্দমার তারিখের পূর্ব্বে ১২ বৎসর মধ্যে বাদির দখলথাকা কোন খাতিরজমার প্রমাণ দ্বারা দর্শাইতে না পারিলে বাদী আর প্রতিকার পাইতে পারে না। জানিনাথাতুন প্রভৃতি—বং—দুর্গাদাস চৌধুরী প্রভৃতি। ৫ অক্টোবর ১৮৭১।

নজীর।—যখন বিরোধীয় ভূমিতে বাদির স্বত্ব স্বীকার করা হইয়াছে কিন্তু ১২ বৎসর গত না হইয়া ভোগ দখল পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য এক নালিশ দায়ের হয় নাই তখন নিশ্চিত হইল যে দখল পুনঃপ্রাপ্ত হইতে বাদী যে দাবী করে তাহার প্রতি তমাদী আইয়াম বাধা হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্র সিংহ—বং—মৌলবী গাওসিআলি খাঁ। ১ জ্যানুয়ারি ১৮৭২।

নজীর।—নিশ্চিত হইল যে, তমাদি আইয়াম এই নালিশের প্রতিবন্ধক হইয়াছে, যেহেতুক বাদি [illegible] ১২ বৎসর পূর্ব্বে বাদির দখল থাকা সে সপ্রমাণ করিতে পারে নাই। অমরাও সিংহ অপর এক ব্যক্তি—বং—[illegible] খাঁ প্রভৃতি ২১ ফিব্রুয়ারি ১৮৬১।

[পরিবারের সাধারণ সম্পত্তিঅংশের বাবৎ ও ভরণপোষণের বাবৎ মোকদ্দমার বারোবৎসর মিয়াদ।]

(১৩) স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি পরিবারের সাধারণ সম্পত্তি আছে বলিয়া তাহার অংশ পাইবার আবদার প্রবল করিবার মোকদ্দমার ও ভরণপোষণের অধিকার যদি কোন সম্পত্তির অধিকারিত্বের সম্পর্কীয় খরচ হয়, তবে সেই ভরণপোষণের নিমিত্তে মোকদ্দমার বারোবৎসর মিয়াদ। অর্থাৎ যে সম্পত্তি সাধারণ বলা গেল তাহার ঐ অধিকার যাহারদের হস্তে পাওয়া গেল বলিয়া ব্যক্ত হয় তাহারদের কিম্বা ঐ ভরণ-

---

* ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ২০ ধারায় এই প্রকরণের শেষ ভাগ রহিত হইয়াছে অর্থাৎ (ছয়মাসের মধ্যে) এই কথার স্থলে ভারতবর্ষীয় ১৮৬৬ সালের রেজিষ্টরী আইনের নির্দ্দিষ্ট সময়েরমধ্যে ঐ ভাগ পাঠ করিতে হইবে অতএব উক্ত ২০ আইনের ৫১ ধারা দেখ।

পোষণ যাঁহাদের সম্পত্তির সম্পর্কীয় খরচ বলিয়া বাকী হয় তাঁহারদের বয়সের কাল অবধি—কিম্বা ঐ সম্পত্তির কি ইষ্টেটের কর্জ্জ কিম্বা কি অন্যান্য ঐ কথিত অংশের বাবৎ কিম্বা বিষয়বিশেষে ঐ ভরণপোষণের বাবৎ, শেষ যে তারিখে ফরিয়াদীকে কিম্বা ফরিয়াদী তাহার দ্বারা দাওয়া করে তাহাকে কিছু টাকা দিয়াছিল, সেই তারিখ অবধি ঐ বারোবৎসর গণিতে হইবেক।

নজীর।—নিশ্চিত হইল যে যখন বাদির স্বত্ব, বাদী ইন্দ্রমণির মৃত্যুরকাল অর্থাৎ ১২৫১ সালের পৌষ মাহা হইতে সুত্র হইয়াছে ও উপস্থিত নালিশ ১২৬৭ সালের ভাদ্র মাহায় উত্থাপন হইয়াছিল তখন বাদী কালবহির্ভূত হইবার অগ্রে বারো পূর্ব্বে আদালতে উপস্থিত বটে এবং স্ত্রমাদীর আইন এই মোকদ্দমার পক্ষে প্রতিবন্ধক নহে। মুর্শিদালি চৌধুরী প্রভৃতি—বঃ—জমিলাখাতুন প্রভৃতি। ৫ অক্টোবর ১৮৬১।

[লাখেরাজ কি নিষ্কর ভূমি পুনরায় লইবার কি তাহার জমা ধার্য্য করিবার মোকদ্দমার ১২ বৎসর মিয়াদ। কিন্তু জমীর ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হইবার কালাবধি নিষ্কররূপে ভোগ হইলে তাহার বর্জ্জিত কথা।]

(১৪) কোন লাখেরাজ কি নিষ্কর ভূমি পুনরায় লইবার কি তাহার জমাধার্য্য করিবার জন্যে কোন জমীর মালিক কিম্বা তাহার অধীন দাওয়ার কোন লোক যে মোকদ্দমা করে তাহার মিয়াদ ১২ বৎসর। ঐ জমী পুনরায় লইবার ও তাহার জমাধার্য্য করিবার ক্ষমতার দাওয়া যে জন রাখে সেই জনের কিম্বা তাহার অধীন দাওয়াদার জনা জনের অধিকার প্রথম যে সময়ে হইতে লাগিল, সেই সময়াবধি ঐ ১২ বৎসর গণিতে হইবেক। পরন্তু ইস্তমরারী জমাধার্য্য হওয়া সওয়াল হইলে, ঐ জমী ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হইবার কালাবধি লাখেরাজ রূপে কি নিষ্কর রূপে ভোগ হইয়া আসিতেছে ইহার প্রমাণ হইলে ঐ মোকদ্দমা ঐ লোকের অধিকার প্রথম হইবার সময়াবধি বারোবৎসরের মধ্যে উপস্থিত করা গেলেও গ্রাহ্য হইবেক না।

নজীর।—নিশ্চিত হইল বাদী নীলাম খরিদার যে ব্যক্তি আপন খরিদের তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে বাজেয়াপ্তির নালিশ করিবায় তাহার নালিশ মেয়াদ মধ্যে হইয়াছে আরও নিশ্চিত হইল যে এ আদালতের নজীর সকল অনুযায়ী বাজেয়াপ্তির বিষয়ে জজ সাহেব ঠিক নিষ্পত্তি করিয়াছেন। মাণিক মণ্ডল প্রভৃতি—বঃ—দীননাথ মণ্ডল। ৯ জানুয়ারি ১৮৬০।

[সম্পত্তি আমানৎ কি রোধ কি বন্ধক স্বরূপে যাহাকে দেওয়া গেল তাহার স্থানে ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমার ৩ কি ৬০ বৎসর মিয়াদ।]

(১৫) স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি যাহার নিকটে আমানৎ করা যায় কি রোধ কি বন্ধক দেওয়া যায়, তাহার স্থানে ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমার মিয়াদ, ঐ রূপে আমানৎ করিবার কিম্বা রোধ কি বন্ধক দিবার সময়াবধি, সম্পত্তি অস্থাবর হইলে তিন বৎসর ও স্থাবর হইলে ষাইট বৎসর। অথবা ঐ মিয়াদের মধ্যে কোন সময়ে যদি ঐ বিষয়ে আমানৎকারির কি রোধ কি বন্ধক দেওনিয়ার স্বত্ব কিম্বা তাহার ঐ বিষয় মুক্ত করিবার অধিকার স্বীকার করণ ভাবের কোন লিপি ঐ আমানৎ

প্রাপ্তিকে বোধ কি রসুক লওবিয়া ব্যক্তির কিম্বা তাহার অধীনে দাওয়াদার কোন ব্যক্তির দস্তখতক্রমে লিখিয়া দেওয়া গিয়া থাকে, তবে সেই স্বীকার করণ ভাবের লিপির তারিখ অবধি ৩০ কি ৬০ বৎসর গণিতে হইবেক।

[যে সকল মোকদ্দমায় বিশেষ বিধি হয় নাই তাহার ৬ বৎসর মিয়াদ।]

(১৬) যে সকল মোকদ্দমার মিয়াদের কোন স্পষ্ট বিধান ইহাতে হয় নাই মিয়াদ, সেই মোকদ্দমার কারণ প্রথম যে সময়ে হয় সেই সময়াবধি ছয় বৎসর।

[বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির কারণে ট্রষ্টিরদের ও তাঁহারদের স্থলাভিষিক্তেরদের নামে মোকদ্দমার কথা এ বর্জিত কথা।]

২ ধারা।—কোন ট্রষ্টির (অর্থাৎ সম্পত্তি যাহার জিম্মায় থাকে তাহার) জীবৎ কালে তাহার নামে, ও বিশেষ যে সম্পত্তি জিম্মা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, সেই ট্রষ্টির স্থলাভিষিক্তেরদের হস্তগত সেই সম্পত্তির সন্ধান লইবার জন্যে তাহারদের নামে, কালপ্রযুক্ত বিলম্ব কোন মোকদ্দমার বাধা হইবেক না। কিন্তু যদি ট্রষ্টি মরে, তবে তাহার মরণ কালাবধি গণ্য করিয়া ইহার পূর্ব্বের ধারানুসারে উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত না করিলে, বিশ্বাসঘাতকতা ক্রমে যে ক্ষতি হয় তাহার পরিশোধ ঐ মত ট্রষ্টির সাধারণ ইষ্টেট হইতে পাইবার কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারিবেক না। পরন্তু একের অধিক জন ট্রষ্টি থাকিলে যদি তাহারদের এক জন মরে তবে ঐ মত ট্রষ্টির ইষ্টেটের উপর সম্পত্তির এক অংশের কোন দাওয়া করিতে এই ধারার কোন কথাতে অন্য ট্রষ্টির বাধা হইবেক না কিন্তু সেই অংশ পাইবার অধিকার প্রথম যে সময়ে হয় সেই সময়াবধি ছয় বৎসরের মধ্যে ঐ দাওয়া প্রবল করিবার মোকদ্দমা করিতে হইবেক।

নজীর।—নিশ্চিত হইল যে নীলামেরকার্য্যহইতে দাখিলদাখিলের হেতু উত্থাপিত হইলে ১২ বৎসর মেয়াদ গণনায় নীলামের তারিখ ধরিতে হইবে। আরজি দাখিলের কোন তারিখে দাখিল হয় তদ্বিষয়ে নথির বিপরীত অনুভবেরবারা ঐ সময় ভুক্তি হইতে পারে না। ব্রজকিশোর বক্‌—বঃ—মধুসূদন রায়। ৩ সেপটেম্বর ১৮৫২। (ইহা তদাদির হেতু গণনার উদাহরণ স্বরূপ)।

[কোন বিশেষ আইনমতে কম মিয়াদের নিয়ম হইলে তাহা প্রবল হইবার কথা।]

৩ ধারা।—কোন বিশেষ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার যে মিয়াদ এই আইনের বিশেষমতে নিরূপণ হইয়াছে তাহা হইতে কম মিয়াদ যদি এইক্ষণকার চলিত কোন আইনে, কিম্বা পরে যে আইন চলন হইয়া থাকিবেক এমত কোন আইনে নির্দ্ধার্য্য হয় তবে এই আইন থাকিতেও সেই কম মিয়াদ থাকিবেক।

নজীর।—১৮৫২ সালের কার্য্যবিধান ও এ আদালতের ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখের হুকুমনামা অনুযায়ী নিশ্চিত হইল যে যখন কোন ব্যক্তির নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে কোন বিষয়ে দাবিদা করিতে আইনানুযায়ী আটক থাকে তখন ঐ মিয়াদের [illegible] থাকিলে পর মিয়াদের মধ্যে সেই দাবিদা করিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের উকীলাদির ১ [illegible] নং পেটির সাহেবের

পক্ষে এড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনরল অর্থাৎ অছি সরবরাহকার যেং সি, এচ, হগ সাহেব—বঃ—কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ২০ জুলাই ১৮৫১।

[কোন লিপির দ্বারা কবুল হইলে মোকদ্দমা করিবার অধিকার পুনঃস্থাপনের কথা।]

৪ ধারা।—উইলক্রমে পাওনা কোন টাকা প্রভৃতির কি কর্জের মোকদ্দমার মিয়াদের আইন না থাকিলে ঐ টাকা যাহার স্থানে আদায় হইতে পারিত, এমত লোক যদি আপনার দস্তখৎ করা কোন লিপিতে, ঐ কর্জ কি উইলক্রমে প্রাপ্য ঐ বিষয় কি তাঁহার অংশ দেনা আছে এই কথা স্বীকার করে, তবে আসল দায়ের ভাব বুঝিয়া মোকদ্দমা করিবার নূতন মিয়াদ ঐ স্বীকার করিবার তারিখ অবধি গণ্য হইতে পারিবেক। পরন্তু যদি একের অধিক জন দায়ী হইয়া থাকে, তবে তাহাদের কোন এক জনের দস্তখৎ করা লিপিতে ঐ রূপ স্বীকার হইলেও কেবল সেই কারণে তাহারদের অন্য কেহ দায়ী হইবেক না।

নজীর।—বন্দোবস্ত মঞ্জুর হওনের তারিখ হইতে এই নালিশ সময় মধ্যে হওয়ায় তমাদী আইন সূত্রে কোন বাধা হইতে পারে না। চন্দ্রনাথ বণিক—বঃ—রামকান্ত দেব প্রভৃতি। ১৪ জুলাই ১৮৫১।

নজীর।—এক হিন্দু বিধবা যাবজ্জীবন স্বত্বাধিকারিণী হইয়া নিজ স্বামী হইতে দান পত্র পাওয়া ছল করিয়া তদনুসারে দাবী করিয়া সম্পত্তি একেবারে বিক্রয় করিলে যখন তাহার পুত্র সেই দলীলের অসিদ্ধতার প্রতি আপত্তি করে, তখন আদালত ঐ দলীল অন্যথা করিতে যে এক জাবেতা নালিশ উত্থাপন করিতে আদেশ দেন তাহা উপস্থিত করা হয় নাই। ঐ বিধবার পূর্ব্বে সেই পুত্রের মৃত্যু হয় এবং সেই পুত্রের সন্তানেরা ঐ বিধবার মৃত্যুর পর আপনাদিগের বয়ঃপ্রাপ্তির পাঁচ বৎসর মধ্যে কিন্তু বিক্রয়ের পরে ১২ বৎসরের অধিক গত হইলে পর ভাবি ওয়ারিসান স্বরূপ ঐ ভূমি পুনঃ প্রাপ্ত হইতে এক নালিশ উপস্থিত করে। এ স্থলে অবধারিত হইল যে তমাদি আইন অনুসারে ঐ দাবির পক্ষে বাধা হয় না। প্যারীমোহন রায়—বঃ—চন্দ্রকান্ত রায়। ৩০ জুলাই ১৮৩২।

[সম্পত্তি যাহার নিকটে আমানৎ থাকে কি যাহাকে বোধ কি বন্ধক স্বরূপে দেওয়া যায় তাহার স্থানে কেহ খরিদ করিলে তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমার মিয়াদ নিরূপণের কথা ও বাৰ্জ্জিত কথা।]

৫ ধারা।—কোন ট্রষ্টির স্থানে কিম্বা কিছু সম্পত্তি যাহার নিকটে আমানৎ করা যায় কি যাহাকে বোধ কি বন্ধকস্বরূপে দেওয়া যায় তাহার স্থানে, কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে ও উপযুক্ত মূল্য দিয়া সেই সম্পত্তি খরিদ করিলে, সেই খরিদারের কিম্বা তাহার অধীনে দাওয়াদার কোন ব্যক্তির স্থানে ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমাতে, সেই খরিদ যে তারিখে হয় সেই তারিখ অবধি মোকদ্দমা করিবার কারণ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। পরন্তু সম্পত্তি যাহার নিকটে আমানৎ করা যায়, কিম্বা যাহাকে বোধ কি বন্ধকস্বরূপে দেওয়া যায় তাহার স্থানে ঐ সম্পত্তি খরীদ করা গেলে

তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা ১ ধারার ১৫ প্রকরণের নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত না করা গেলে গ্রাহ্য হইবেক না।

[বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তি পাইবার জন্যে সুপ্রিমকোর্টে বন্ধক লওনীয়ার মোকদ্দমা করিবার মিয়াদ নিরূপণের কথা।]

৬ ধারা।—বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির দখল বন্ধক দেওনীয়ার স্থানে পাইবার যে মোকদ্দমা ঐ বন্ধক লওনীয়া চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে করে, তাহাতে ঐ বন্ধকী কর্জ্জের বাবৎ আসল কিছু টাকা কি সুদ শেষ যে তারিখে দেওয়া গিয়াছিল, সেই তারিখ অবধি মোকদ্দমা করিবার কারণ হইয়াছে এমতজ্ঞান করিতে হইবেক।

নজীর।—১৮৩৫ সালে গ্রহীদার (ক) বয়বাৎ জারির মোকদ্দমায় যে এক ডিক্রী পায় তাহা পুর্ব্বের দুই বন্ধকের অধীন থাকে, অনন্তর ১৮৪৪ সালে বন্ধকি সম্পত্তিতে বন্ধক দাতার যে স্বত্ত্ব থাকে তাহা (খ) খরিদ করিয়া পুর্ব্বের দুই বন্ধক উদ্ধার করে এস্থলে অবধারিত হইল যে পুর্ব্বের (ক) এক বন্ধকের অধীন থাকিলেও উক্ত ভুমিতে (ক)র নিজ স্বত্ত্ব স্থাপন করিতে তমাদি আইনে বাধা হয় না। ভগবান দাস—বঃ—বেহারি খাঁ প্রভৃতি। ১৮ নবেম্বর ১৮৬২।

[সরকারী মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যে মহাল নীলাম হয় তাহার উপর দায় কি তাহার পেটাও পাট্টা বাতিল করিবার মোকদ্দমার মিয়াদ নিরূপণের কথা।]

৭ ধারা।—কোন মহালের সরকারের মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে ঐ মহালের বিক্রয় হইলে, তাহার উপর দায় কি তাহার পেটাও পাট্টা বাতিল করিবার, কিম্বা পত্তনি তালুক, কিম্বা বিক্রয় হইতে পারে এমত অন্য যে জমী বিক্রয় হইলে তাহার উপর দায় ও তাহার পেটাও পাট্টা বাতিল হয়, সেই জমী বাকী খাজানার নিমিত্তে বিক্রয় হইলে, তাহার উপর দায় কি তাহার পেটাও পাট্টা বাতিল করিবার মোকদ্দমাতে, ঐ মহালের কি তালুকের কি অন্য জমীর নীলাম যে সময়ে, সিদ্ধ ও চুড়ান্ত হয় সেই সময়াবধি ঐ মোকদ্দমা করিবার কারণ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

নজীর।—বাকী রাজস্বের নীলাম খরিদারের তালুক ভুক্ত যে মোকররী হকুক ছিল তৎপ্রতি তমাদীর আইন খাটান অন্যায় হইয়াছে কারণ ঐ হকুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ছিল কি না তাহা নিশ্চয় হয় নাই। জিনতুল্লা চৌধুরী—বঃ—খন্তর মহম্মদ প্রভৃতি। ২৪ আগষ্ট ১৮৫৯।

নজীর।—বাঙ্গালা প্রদেশে যে সকল দখলি স্বত্ব বাঙ্গালা আইন সংগ্রহ পুস্তকের ৬ ১৮২২ সালের ৫ আইন ও ১৮২৫ সালের ৭ আইন ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনমতে রাজস্ব মতালকের ফয়সলা হইতে উদ্ভব হইয়াছে সে তাবৎ বিশেষরূপে রক্ষা করিতে ১৮৪৮ সালের ১৩ আইনের ৬ ধারাতে লেখা যে " এই আইন প্রচলিত হইলে পর পুর্ব্বোক্ত কোন আইন অনুসারে রাজস্ব মোতালকের হাকিমাদের ফয়সলার যথার্থ বিচারের প্রতি আপত্তি করিয়া কোন মোকদ্দমা রুজু হইতে পারিবে না। এ স্থলে ডেপুটী কালেক্টর সরেজমীন তদন্ত কারণ এক জন আমীনকে এক ভুমির নকসা সংশোধন করিবার মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিলে ঐ আমীন এই রোয়দাদ দেয় যে কোন পক্ষ তাহার নিকট হাজির না থাকায় তিনি তদন্ত করিতে অপারক হইয়াছেন, অতএব ডেপুটী কালেক্টর ঐ মোকদ্দমা নথি খারিজ করেন। অবধারিত হইল যে ঐ আইনের

বর্ত্তিবে এই ফয়সলা রূপে গণ্য নহে। গোলাম মুরাদ চৌধুরী—বং—প্রাণচন্দ্র ঘোষ। ২৭ মার্চ ১৮৬৩।

[সওদাগরেরদের মধ্যে চলিত হিসাবের বাকীর বাবৎ মোকদ্দমার মিয়াদ নিরূপণের কথা।]

৮ ধারা।—যে সওদাগরেরদের ও ব্যবসায়িরদের পরস্পর লেনা দেনা চলে, তাহারদের মধ্যে চলিত হিসাবের বাকী পাইবার মোকদ্দমাতে, তাহারদের পরস্পর লেনা-দেনা চলিতেছে এই কথা দর্শাইবার শেষ যে দফা কবুল হয় কি শেষ যে দফার প্রমাণ হয়, তাহা যে হিসাবে থাকে ঐ হিসাব যে বৎসরের হয়, সেই বৎসরের সমাপ্তি অবধি মোকদ্দমা করিবার কারণ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক, ও সেই বৎসরের সমাপ্তি অবধি মিয়াদ গণ্য করিতে হইবেক। ঐ হিসাবে যে সব লেখা থাকে সেই অনেক বৎসর ধরিয়া গণিতে হইবেক।

নজীর।—উভয় পক্ষের ব্যবহৃত এক চলিত জমা খরচের বাকীর মোকদ্দমাতে যদি উভয় পক্ষের মধ্যে এমত একরার বা জানাজানি থাকে যে কেবল [illegible] বাকিই দেনা হইবে এবং যদি তমাদির মেয়াদ মধ্যে দেনাদার ঐ বাকী ও সেই বাবত যাবৎ ঐ বাকী থাকে সে তাবৎ যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে তবে তমাদির অতিরিক্ত বাব সকলের প্রতি তমাদি আইনের বাধা খাটিবে না। রামকৃষ্ণ পালচৌধুরী—বং—হরিদাস কুণ্ডু। ১৮৬২ সাল ১৯ ডিসেম্বর।

[প্রতারণামতে লুকাইবার কার্য্য হইলে মিয়াদ নিরূপণের কথা।]

৯ ধারা।—নালিশ করিবার অধিকার যে লোকের থাকে, সে যদি কোন কাহার প্রতারণাক্রমে আপনার সেই অধিকার জানিতে পারে নাই, কিম্বা সেই অধিকার যে স্বত্বক্রমে হয় তাহা জানিতে পারে নাই, কিম্বা সেই অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্যে যে কোন দলীল আবশ্যক হয়, তাহা যদি প্রতারণাক্রমে গুপ্ত করিয়া রাখা গিয়াছে, তবে ঐ প্রতারণার দোষী ব্যক্তির নামে, কিম্বা সেই কার্য্যে সহকারি ব্যক্তির নামে, কিম্বা প্রকৃত প্রস্তাবে ও উপযুক্ত মূল্যক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে যে কোন লোক তাহার দ্বারা দাওয়া করে তাহার নামে, মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার যে মিয়াদ তাহা ঐ প্রতারণাতে যাহার হানি হইয়াছে সেই জন ঐ প্রতারণার কথা যে সময়ে প্রথমে অবগত হইয়াছিল সেই সময়াবধি কিম্বা ঐ লুকাইয়া রাখা দলীল প্রথম যে সময়ে প্রকাশ করিবার কিম্বা প্রকাশ হইবার উপায় তাহার হইয়াছিল সেই সময়াবধি গণ্য করিতে হইবেক।

নজীর।—ভূমি সমূহ ইত্যাদির স্বত্ব বিষয়ে যে স্থলে দখলিকারগণ ১৮৫৯ সালের ২ আইনের ২ ধারার আদেশমতে সম্পত্তি বন্ধক তমসুক বা অন্য কোন [illegible] পাইয়াছে সে স্থলে নালিশ করিবার যে ১২ বৎসর মেয়াদ তাহা ৩০ বৎসর হইবে এই সূত্র ২ প্রকরণের আদেশের অধীন, যখন বাদি নিজ আরজিতে কি শওয়াল কি জওয়াবে ঐ বিষয় স্পষ্টরূপে লিখিবে, যে স্থলে সে ঐ রূপ না করিয়াছে সে স্থলে ১২ বৎসরের অতিরিক্ত [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছে, জিলার জজ সাহেব বাদিকে এক দখলের ডিক্রী দিতে পারেন না। রামকানাই দাস—বং—কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ১৮৬২ সাল ২৮ জুলাই।

[কোন প্রতারণার কার্য্য মোকদ্দমার মূল হইলে, মিয়াদ নিরূপণের কথা।]

১০ ধারা।—কোন প্রতারণার কার্য্য মোকদ্দমার কারণের মূল হইলে, অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঐ প্রতারণার কথা প্রথম যে সময়ে জানিতে পাইয়াছিল, সেই সময়াবধি মোকদ্দমা করিবার কারণ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।

[আইনমতে অক্ষম হইলে মিয়াদ নিরূপণের কথা।]

১১ ধারা।—কোন মোকদ্দমা করিবার অধিকার প্রথম যে সময়ে হয় সেই সময়ে, ঐ অধিকার যাহার প্রতি বর্ত্তে সেই জন যদি আইনমতে অক্ষম হয়, তবে অক্ষম না থাকিলে মোকদ্দমার কারণ হইবার সময়াবধি মোকদ্দমা করিবার যত বৎসর মিয়াদ চলিত, ঐ ক্ষমতা রহিত হইবার সময় অবধি উক্ত বৎসর মিয়াদের মধ্যে ঐ লোক কি তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক। কিন্তু যদি ঐ অক্ষমতা রহিত হইবার তিন বৎসরের অধিক কাল আগে, তবে ঐ অক্ষমতা রহিত হইবার সময়াবধি তিন বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইবে। পরন্তু মোকদ্দমা করিবার কারণ যে সময়ে কোন লোকের প্রতি বর্ত্তে সেই সময়ে যদি সে আইনমতে অক্ষম না হয়, তবে তাহার পরে তাহার কোন অক্ষমতা হইলেও, কিম্বা তাহার দ্বারা অন্য যে লোক দাওয়া করে সে আইনমতে অক্ষম হইলেও, তৎপ্রযুক্ত কোন মিয়াদ দেওয়া যাইবেক না।

নজীর।—নিশ্চিত হইল যে বাদীর মোকদ্দমা পক্ষে তমাদী আইনের বিধি খাটে, কারণ তাহার নাবালগী অবস্থা এরূপ সপ্রমাণ হয় নাই যে তাহাতে তাহার নালিশ করিবার স্বত্ব অর্শিতে পারে। কুলধর রায় প্রভৃতি—বঃ—কালীচরণ লাহেড়ী। ৩০ ডিসেম্বর ১৮৬১।

[পূর্ব্বের ধারামতে যাহারা আইনমতে অক্ষম জ্ঞান হইবেক তাহারদের কথা।]

১২ ধারা।—ইংরাজী আইনমতে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হইবেক সেই মোকদ্দমাতে বিবাহিতা স্ত্রী এবং নাবালগ ও জড় ও ক্ষেপা, ইহাদিগকে ইহার পূর্ব্বের লিখিত ধারার অর্থমতে আইনমতের অক্ষম লোক জানিতে হইবেক।

[আসামী বিদেশে থাকিলে মিয়াদ নিরূপণের কথা।]

১৩ ধারা।—এই আইনমতে নির্দ্ধারিত কোন মিয়াদের হিসাব করিলে আসামী ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে যতকাল থাকে ততকাল সেই হিসাবে ধরিতে হইবেক না। কিন্তু আসামীর বিদেশে থাকিবার কালে যদি আইনের নির্দিষ্ট কোন নিয়মে তাহার নামে হাজির হইবার ও মোকদ্দমার জওয়াব করিবার সমনজারী হইতে পারে, তবে তাহার বিদেশে থাকিবার কালও ধরিতে হইবেক।

[কোন মোকদ্দমা প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থিত করা গেলে যদি অনুপযুক্ত আদালতে করা যায়, তবে মিয়াদ নিরূপণের কথা।]

১৪ ধারা।—কোন দাওয়াদার কিম্বা সে যাহার অধীনে দাওয়া করে এমত লোক

আদালতে মোকদ্দমার সেই কারণে সেই আসামীর কিম্বা যে বাহারা জন্মাতিরিক্ত হয় তাহার নামে প্রকৃত প্রস্তাবে ও উপযুক্ত আয়াসক্রমে মোকদ্দমা করে, অথচ সেই মোকদ্দমা ঐ আদালতের এলাকার মোতালক না থাকাতে কি অন্য কারণে যদি সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই কিম্বা নিষ্পত্তি করিলেও আপীল হইয়া যদি সেই কারণে ঐ নিষ্পত্তি অন্যথা করা যায়, তবে এই আইনের নিরূপিত কোন মিয়াদের হিসাব করিলে সেই দাওয়াদার ঐ মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যেতে যত কাল নিযুক্ত ছিল, ও আপীল হইলে সেই আপীলী মোকদ্দমা যতকাল উপস্থিত ছিল, সেই তাবৎ কাল ঐ হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবেক না।

নজীর।—নিশ্চিত হইল যে তমাদি আইয়ামের ওজর যখন স্পষ্ট অধীন আদালতে উত্থাপন করা হয় নাই, তখন সেই আদালতের ফয়সলার বিরুদ্ধে যে আপীল হইয়াছে তাহা শুনা যাইতে পারে না। রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর—বঃ—কালীকান্ত রায় প্রভৃতি। ২৮ ফিব্রুয়ারি ১৮৩১।

নজীর।—১৮৫৯ সালের ১৫ আইন স্বয়ং সম্পূর্ণ তাহাতে বিশেষ তমাদির বিধান আছে, সাধারণ তমাদি আইন খাটে না। নাথুনাশা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪।

নজীর।—প্রতিবাদী তমাদীর আপত্তি করিলে যে ঘটনার উপর তমাদি খাটায় তাহা তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির মজুমদার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪।

নজীর।—১৮৫৯ সালের ১৪ আইনে যে তমাদির সামান্য ব্যবস্থা আছে তাহা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে ধৃত তমাদির বিশেষ বিধিকে অতিক্রম করে না। জান পোলসন, ১৮ জ্যানুয়ারী, ১৮৬৫। (ফুলবেঞ্চ।)

নজীর।—প্রথম আদালতে তমাদির আপত্তি না করা হইলে আপীলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না। তমাদি বিষয়ে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইন ১৮৫৯ সালের ১০ আইনকে অতিক্রম করে না। রাণী স্বর্ণময়ী, ৩০ জুলাই ১৮৬৫।

নজীর।—প্রকৃত অভিপ্রায়ে যদি কেহ অনুপযুক্ত আদালতে নালিশ করে এবং তজ্জন্য সেই নালিশ যদি অগ্রাহ্য হয়, তবে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৪ ধারামতে যত কাল সেই নালিশ চলিয়াছে সেই কাল তমাদি গণ্য করিবার সময়ে হিসাবের মধ্যে ধরা যাইবেক। কিন্তু ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ও ধারার স্পষ্ট বিধানমতে যে সকল ১০ আইনের মোকদ্দমায় উক্ত ১৪ আইন খাটে না তাহাদের প্রতি উপরোক্ত বিধানও প্রয়োগ করা যাইবেক না। সৌদামিনী দাসী, ১৯ জুলাই ১৮৬৬।

নজীর।—১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে ৩ বৎসরের যে তমাদির মেয়াদ আছে তাহার হিসাব করিবার সময়ে কোন কারণে তাহা হইতে কোন সময় বাদ দেওয়া যাইবেক না। দাক্ষায়ণী দেব্যা ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪।

[স্থাবর সম্পত্তি যাহার দখলে থাকে তাহাকে বেআইনীমতে বেদখল করা গেলে, স্বত্বের অন্য অধিকার ব্যক্ত করা গেলেও তাহা পুনরায় দখল পাইবার ও বেদখলের মোকদ্দমা ছয় মাসের মধ্যে করিবার কথা, ও কিন্তু স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার মোকদ্দমার মিয়াদ বহাল থাকিবার কথা।]

১৫ ধারা।—কোন স্থাবর সম্পত্তি যাহার দখলে থাকে, তাহার নিজ অনুমতি বিনা যদি তাহাকে আইনের নিরূপিত কার্য্য ক্রমে না হইয়া বেদখল করা যায়, তবে সেই বেদখল হওয়ার লোক কিম্বা তাহার দ্বারা দাওয়াদার কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দখল ফিরিয়া পা[illegible] [illegible] মোকদ্দমা করিয়া তাহার দখল ফিরিয়া পাইতে পারিবেক, ও সেই মোকদ্দমাতে

অন্য কোন অধিকার ব্যক্ত করা গেলেও দখল পাইতে পারিবেক। পরন্তু সেই বেদখল করিবার সময়াবধি ৬ মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইবেক। কিন্তু যাহার স্থানে ঐ সম্পত্তি দখল ফিরিয়া পাওয়া গেল সেই লোকের কিম্বা অন্য কোন লোকের ঐ সম্পত্তির উপরে আপনার স্বত্ব সাবুদ করিবার ও সেই সম্পত্তির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা এই আইনের নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে করিবার বাধা এই ধারার কোন কথাতে হইবেক না।

নজীর।—নালিশের একি হেতু বিষয়ে বিবাদী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে সময়ে মোকদ্দমা চলি-তেছিল সেই সময়ে তমাদি আইয়াম স্থগিত থাকিবে। নবকিশোর দেব প্রভৃতি—বং—সৈয়দ নুরআলী। ২০ ডিসেম্বর ১৮৫৯।

[সুপ্রিমকোর্টের একুটি পক্ষের এলাকার সঙ্গে এই আইনের সম্পর্ক না থাকিবার কথা।]

১৬ ধারা।—এই আইনক্রমে যাহার মোকদ্দমা করিবার অধিকারের বাধা নাই এমত কোন লোককে রাজী হওয়া প্রযুক্ত বলিয়া কি অন্য কোন কারণে রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালত একুটি পক্ষে উপকার করিতে যদি স্বীকার না করেন তবে ঐ আদালতের কোন বিধি কি ক্ষমতা এই আইনের কোন কথাতে খর্ব্ব হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না।

[সরকারী সম্পত্তির উপর কিম্বা সরকারী দাওয়া আদায় করিবার মোকদ্দমার উপর আইন না খাটিবার কথা।]

১৭ ধারা এই আইন সরকারী কোন সম্পত্তির কি স্বত্বের উপর, কিম্বা সরকারী মালগুজারী আদায়ের কি সরকারী কোন দাওয়ার কোন মোকদ্দমার উপর খাটিবেক না, ঐ সকল মোকদ্দমার উপর মিয়াদের যে আইন কি বিধি এইক্ষণে চলন আছে তাহা খাটিবেক।

[এইক্ষণে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে কি দুই বৎসরের মধ্যে করা যায় তাহার উপর এই আইন না খাটিবার কিন্তু তাহার পর যাহা উপস্থিত হয় তাহার উপর খাটি-বার কথা।]

১৮ ধারা।—এই আইন জারী হইবার তারিখে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে, কিম্বা তাহার পর দুই বৎসরের মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার এই আইন জারী না হইবার মতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক। কিন্তু এই আইনের বিধান যাহার উপর খাটিতে পারে এমত যে সকল মোকদ্দমা এই দুই বৎস-রের পরে উপস্থিত করা যায় তাহার বিষয়ে কেবল এই আইনমতে কার্য্য হইবেক, মিয়াদের অন্য কোন আইনমতে হইবেক না, এইক্ষণকার চলিত কোন বিধান কি আইন কি কানুন থাকিলেও হইবেক না।

[রাজকীয় কোর্টের ডিক্রী প্রভৃতি জারী করিবার উদ্যোগ ১২ বৎসরের মধ্যে করিবার কথা। ও এইক্ষণকার বলবৎ থাকা ডিক্রীর বর্জ্জিত কথা।]

১৯ ধারা।—রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের কোন নিষ্পত্তি কি ডিক্রী কি হুকুম ভোগ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তির প্রতি সেই হুকুম প্রবল করিবার স্বত্ব যে সময়ে বর্ত্তে, সেই সময়াবধি ১২ বৎসরের মধ্যে না হইলে ঐ লোক সেই হুকুম প্রভৃতি প্রবল করিবার কোন মোকদ্দমা করিতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে ঐ নিষ্পত্তির কি ডিক্রীর কি হুকুমের নিয়মিত রূপে পুনরুত্থাপন হয়, কিম্বা সেই নিষ্পত্তিতে কি ডিক্রীতে কি হুকুমেতে যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহার আসলের কোন অংশ কিম্বা তাহার কিছু সুদ দেওয়া যায়, কিম্বা তদ্বিষয়ের স্বত্ব স্বীকার করিবার কোন লিপিতে ঐ টাকা প্রাহার [illegible] হয়, সেই লোক কি তাহার মোক্তার যদি দস্তখৎ করিয়া যাহার পাওনা হয় তাহাকে কি তাহার মোক্তারকে দেয়, তবে পুনরুত্থাপনের কিম্বা সেই টাকা দেওনের কি কর্জ্জ স্বীকার করণের কালাবধি কিম্বা বিষয়বিশেষে শেষ যেবার পুনরুত্থাপন হয়, কি টাকা দেওয়া যায়, কি কর্জ্জ স্বীকার হয় তাহার কালাবধি ১২ বৎসরের মধ্যে না হইলে ঐ নিষ্পত্তি কি ডিক্রী কি হুকুম প্রবল করিবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইবেক না। পরন্তু এই আইন জারী হইবার তারিখে যে সকল নিষ্পত্তি ও ডিক্রী ও হুকুম বলবৎ থাকে তাহার বিষয়ে এই আইন জারী হইবার তারিখ অবধি ৩ বৎসর পর্য্যন্ত এইক্ষণকার চলিত আইনমতে কার্য্য হইবেক তাহার বিপরীত কোন কথা এই আইনে থাকিলেও হইবেক।

[রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত না হওয়া দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী প্রভৃতি জারী করিবার মিয়াদের কথা।]

২০ ধারা।—রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত না হইয়াছে এমত কোন আদালতের নিষ্পত্তি কি ডিক্রী কি হুকুম জারী করিবার দরখাস্ত হওনের পূর্ব্বে ৩ বৎসর অবধি যদি সেই নিষ্পত্তি ডিক্রী কি হুকুম প্রবল করিবার কিম্বা তাহা বলবৎ রাখিবার কোন কার্য্য না করা যায়, তবে তাহা জারী করিবার পরওয়ানা ঐ আদালত হইতে বাহির হইবেক না।

[এই আইন জারী হইবার কালে যে নিষ্পত্তি প্রভৃতি বলবৎ থাকে তাহার উপর ঐ ধারা না খাটিবার কথা।]

২১ ধারা।—এই আইন জারী হইবার সময়ে যে কোন নিষ্পত্তি কি ডিক্রী কি হুকুম বলবৎ থাকে তাহার উপর ইহার পূর্ব্বের ধারার কোন কথা খাটিবেক না। কিন্তু ঐ ডিক্রী প্রভৃতি জারী করিবার পরওয়ানা এইক্ষণে আইনমতে যে মিয়াদের মধ্যে বাহির হইতে পারে, তাহা সেই মিয়াদের মধ্যে না হয় এই আইন জারী হইবার কালাবধি ৩ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ইহার মধ্যে প্রথমে যে মিয়াদ ফুরায় সেই মিয়াদের মধ্যে ডিক্রী জারীর পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবেক।

[দেওয়ানী আদালতের কিম্বা রাজস্বের কার্য্যকারকের সরাসরী ফয়সলা জারী করিবার মিয়াদের কথা।]

২২ ধারা।—রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত না হইয়াছে এমত কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা রাজস্বের কোন কার্য্যকারকের কোন সরাসরী নিষ্পত্তি কি ফয়সলা জারী করিবার দরখাস্ত হইবার পূর্ব্বের এক বৎসর অবধি তাহা প্রবল করিবার কিম্বা বলবৎ রাখিবার কোন কার্য্য যদি না করা যায়, তবে সেই নিষ্পত্তি কি ফয়সলা জারী করিবার পরওয়ানা বাহির হইবেক।

[এই আইন জারী হইবার সময়ে যে সরাসরী ফয়সলা বলবৎ থাকে তাহার উপর ঐ ধারা না খাটিবার কথা।]

২৩ ধারা।—আইন জারী হইবার সময়ে যে কোন সরাসরী নিষ্পত্তি কি ফয়সলা বলবৎ থাকে তাহার উপর ইহার পূর্ব্বের ধারার কোন কথা খাটিবেক না। কিন্তু সেই ডিক্রীজারীর পরওয়ানা এইক্ষণে আইনমতে যে মিয়াদের মধ্যে জারী হইতে পারে, হয় সেই মিয়াদের মধ্যে, না হয় এই আইন জারী হইবার কালাবধি দুই বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ইহার মধ্যে প্রথমে যে মিয়াদ ফুরায় তাহার মধ্যে জারীর পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবেক।

[আইন বলবৎ হইবার কথা, ও আইন বহির্ভূত প্রদেশে কিম্বা অন্য যে স্থানে এই আইন খাটে সেই স্থানে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারের কথা।]

২৪ ধারা।—এই আইন বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশে ও সেই২ দেশের রাজধানীতে ও মোহনার বসতি স্থানে চলিবেক, কিন্তু আইন বহির্ভূত প্রদেশে কি স্থানে চলিবেক না। কেবল হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কিম্বা [illegible] কি স্থান যে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকে সেই গবর্ণমেণ্টের ইস্তিহার প্রকাশ করিয়া চলন করাইলে চলিবেক। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কিম্বা আইন বহির্ভূত তদ্রূপ কোন প্রদেশ কি স্থানে যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকে সেই গবর্ণমেণ্ট যখন ঐ প্রদেশে কি স্থানে এই আইন চলন করান, তদ্রূপ প্রদেশে কি স্থানে সেই ইস্তিহার হইবার তারিখে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে কিম্বা সেই তারিখ অবধি দুই বৎসরের মধ্যে যাহা উপস্থিত করা যায় সেই সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি এই আইন জারী না হইবার মতে হইবেক। কিন্তু এই আইনের বিধান যাহার উপর খাটিতে পারে এমত যে সকল মোকদ্দমা ঐ মিয়াদ অতীত হইলে পর সেই প্রদেশ কি স্থানে উপস্থিত করা যায় তাহার বিষয়ে এই আইনমতে কার্য্য হইবেক, মিয়াদের জন্য কোন আইনমতে নয় কোন আইন কি বিধান কি কানুন ইহার বিপক্ষে হইলেও নয়।

কলিকাতাতে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিম্নলিখিত আইন বিষয়ে শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ইংরাজী ১৮৬২ সালের ১৭ এপ্রেল তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করেন।

ইংরাজী ১৮৬২ সালের ১০ আইন।

ইষ্টাম্প মাসুলের আইন সংশোধন করণার্থ আইন।

(হেতুবাদ।)

ইষ্টাম্পের মাসুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত। এই কারণে পশ্চাৎ লিখিত বিধান হইতেছে।

[কেং আইন রদ হইল তাহার কথা।]

১ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার কালাবধি বোম্বাই দেশের চলিত ১৮৩০ সালের ১২ আইন অর্থাৎ দেওয়ানী মোকদ্দমায় ভূমির মূল্য নিরূপণের যে বিধি ১৮২৭ সালের ৪ আইনের ৫ ধারার এক প্রকরণে নির্দিষ্ট হয় তাহা মতান্তর করিবার আইন ও ইষ্টাম্পের মাসুলের আইনসংগ্রহ ও সংশোধনার্থ ১৮৬০ সালের ৩৬ আইন ও ১৮৬০ সালের ১৮ আইন সংশোধনার্থ ১৮৬০ সালের ৪০ আইন ও ১৮৬০ সালের ৩৬ আইন অধিক সংশোধনার্থ ১৮৬০ সালের ৫১ আইন রহিত হইল। কিন্তু সেই২ আইনের যে২ কথাদ্বারা অন্য২ আইন কি আক্ট কিম্বা অন্য আইনের কি আক্টের কোন অংশ রহিত হয় সেই২ কথা প্রবল থাকিবে এবং এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল দলীল কি পত্র কি লিপি করা গিয়াছে কি সিদ্ধ হইয়াছে ও যে সকল কার্য্য কি বিষয় হইয়াছে তৎসম্পর্কে উক্ত আইন প্রবল থাকিবে ও সেই দলীল কি পত্র কি লিপি করা যাইবার কি সিদ্ধ হইবার সময়ে কিম্বা সেই কার্য্য কি বিষয় হইবার সময়ে যে আইন প্রবলরূপে চলন ছিল, তাহার বিধান ঐ দলীল কি পত্র কি লিপি সম্পর্কে সেই আইন প্রচলিত না হইবার মত খাটিবে।

[A চিহ্নিত তফসীলমতেই ইষ্টাম্পের মাসুলের কথা।]

২ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার কালাবধি যে কোন দলীল কি পত্র কি লিপি করা যায় তাহা এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলে ইষ্টাম্পের যোগ্য বলিয়া নির্দিষ্ট থাকিলে, তাহার ইষ্টাম্পের মত মাসুল উপযুক্ত বলিয়া ও ঐ তফসীলে নির্দিষ্ট হয় ঐ দলীলের কি পত্রের কি লিপির উপর তৎ মাসুল গবর্ণমেণ্টে দিতে হইবেক।

[ইষ্টাম্প বিনা কি অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প দিয়া হুণ্ডী প্রভৃতি লিখিবার দণ্ডের কথা।]

৩ ধারা।—এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলে নির্দ্ধারিত মূল্যের ইষ্টাম্প যাহাতে দিতে হয় এমন কোন বিল অব এক্সচেঞ্জ অথবা প্রমিসরি নোট অর্থাৎ অঙ্গীকার

পত্র। অথবা ড্রাফ্‌ট কি চাক কি তদ্রূপ অন্য পত্র যদি কোন ব্যক্তি ইষ্টাম্প বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে লেখেন কিম্বা এই আইনের ২৪ ধারার নির্দিষ্ট স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে ইষ্টাম্প বিনা কি অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প করা কাগজাদিতে লেখা উক্ত বিল প্রভৃতি যদি কেহ গ্রহণ করেন কি ইণ্ডোর্স করেন (অর্থাৎ পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করেন) কি বিক্রয়াদি করেন কি তাহার টাকা দেন কি গ্রহণ করেন কিম্বা যাহা এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্ধারিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত হয় এমত কোন দলীল কি পত্র কি লিপি যদি কোন ব্যক্তি ইষ্টাম্প বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প করা কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে লেখেন কিম্বা তদ্রূপ দলীল যদি কেহ সিদ্ধ করেন কি তাহাতে স্বাক্ষর করেন কি তাহার এক পক্ষ হন, তবে উক্ত প্রকারের অপরাধি প্রত্যেক ব্যক্তির একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইবে কিম্বা উপযুক্ত ইষ্টাম্পের মূল্য যত দেওয়া হইয়াছে তাহার দশগুণ যদি একশত টাকার অনধিক হয় তবে সেই দশ গুণের অর্থদণ্ড হইবে যদি কোন স্থলে এই আইনেতে ততোধিক অর্থ দণ্ড ধার্য্য হয় তবে তাহার এই অধিক দণ্ড দিতে হইবেক।

[যে প্রকারে ইষ্টাম্প প্রভৃতি ব্যবহার হইবেক তাহা হজুর কৌন্সলে শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের নির্দ্ধারণ করিবার কথা।]

৪ ধারা।—এই আইনের বিধানমতে যে ইষ্টাম্প ব্যবহার হইবেক তাহার আকার ও পরিমাণ ও তাহা যে দ্রব্যেতে নির্ম্মিত হইবেক ও প্রত্যেক ইষ্টাম্পের মূল্য যে প্রকারে যে স্থানে মুদ্রাঙ্কিত হইবে কি বসান যাইবে কি চিহ্নিত থাকিবে তাহা হজুর কৌন্সলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর নির্দ্ধারিত করিবেন, ও তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা করেন, তাহা সময়ে২ পরিবর্ত্তন ও মতান্তর করিতে পারিবেন। এই ধারাক্রমে শ্রীযুত গবরনর [illegible] বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে সকল আজ্ঞা করেন তাহা যে২ প্রসীডেন্সীতে কি স্থানে প্রবল হইবে তথাকার সরকারী গেজেটে প্রকাশ হইবে।

[রসীদের ইষ্টাম্প দুই রূপে চিহ্নিত থাকিবে তাহার কথা।]

৫ ধারা।—টাকার রসীদের কিম্বা ড্রাফ্‌টের কি আর্ডর অর্থাৎ আজ্ঞাপত্র যে দিনে দেওয়া যায় সেই দিনের তারিখ যাহাতে লেখা থাকে এমত খাড়া ড্রাফ্‌টের কি আর্ডরের যে মাসুল এই আইনক্রমে নির্দ্ধারিত হয় তাহার চিহ্ন ঐ দলীল যে কাগজে লেখা থাকে সেই কাগজে বসান আটাল ইষ্টাম্প দ্বারা প্রকাশ হইতে পারিবে।

[ব্যাঙ্ক প্রভৃতি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের অংশের হস্তান্তর করণপত্রে আটাল ইষ্টাম্প দিতে পারিবার কথা।]

৬ ধারা।—ব্যাঙ্কের কি অন্য কোন চার্টর প্রাপ্ত সমাজ [illegible] কোম্পানি সম্পর্কীয় কোন আইনক্রমে যদি তাহার অংশ [illegible] পুস্তকে অঙ্কের করণদ্বারা তাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারে তবে তাহা হস্তান্তরকরণের যে মাসুল লাগে সেই মাসুলের ইষ্টাম্প বসান যাইতে পারিবে।

[অন্যং দলীল প্রভৃতিতে আটাল ইষ্টাম্প বসাইবার অনুমতি দিতে হজুর কৌন্সেলে
শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতার কথা।]

৭ ধারা।—হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল বাহাদুর সরকারী গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশপূর্ব্বক এই অনুমতি দিতে পারিবেন যে ভারতবর্ষের ব্রিটনীয় সমস্ত দেশে কিম্বা ঐ অনুজ্ঞাপত্রের নির্দ্দিষ্ট কোনং দেশে ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার লিখিত দলীল ভিন্ন অন্য যে কোন দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে ইষ্টাম্প বসাইতে হইবেক তাহাতে আটাল ইষ্ট্যাম্প বসান যায়।

[আটাল ইষ্ট্যাম্প বসান গেলে তাহার লিখিত অক্ষর কাটিয়া দিবার কথা।]

৮ ধারা।—পূর্ব্ব লিখিত যে কোন স্থলে আটাল ইষ্টাম্প বসাইবার অনুমতি হয় সেই স্থলে ঐ আটাল ইষ্টাম্প যাহাতে বসান যায় এমত দলীল কি পত্র কি লিপি যিনি করেন তিনি ঐ দলীল কি পত্র কি লিপি আপনার হস্তে জিম্মা কি ক্ষমতা হইতে হস্তান্তর করিয়া পূর্ব্বে সেই ইষ্টাম্পের উপর আপনার নাম কি আপনার নামের আদ্যাক্ষর লিখিবেন কিম্বা ইষ্ট্যাম্প ব্যবহার হইয়াছে ইহা দর্শাইবার ও তাহা পুনশ্চ ব্যবহার হইতে না পারিবার উপযুক্ত অন্য কোন প্রকারে ঐ ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করিবেন ও কোন ব্যক্তি কোন রসীদ কি ফারখৎ লিখিলে কি দিলে কিম্বা কোন ড্রাফট কি আর্ডর লিখিলে কি স্বাক্ষর করিলে কিম্বা যাহাতে আটাল ইষ্টাম্প ব্যবহার করিবার অনুমতি হয় এমত অন্য কোন দলীল কি পত্র কি লিপি করিয়া তাহাতে আটাল ইষ্টাম্প দিলে যদি পূর্ব্বোক্তমতে সেই ইষ্টাম্প প্রকৃতরূপে অকর্ম্মণ্য না করে তবে তাহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ইষ্টাম্পের কথা।]

৯ ধারা।—বিদেশীয় বিল অফ এক্সচেঞ্জের যে মাসুল এই আইনক্রমে ধার্য্য হইয়াছে সেই মাসুল ভারতবর্ষে ব্রিটনীয় দেশের অন্তর্গত স্থানে লিখিত যে বিলের টাকা ঐ দেশের বহির্গত স্থানে দেওয়া যাইবে তাহার উপর লাগিবে ও ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের বহির্গত স্থানে যে বিল লেখা যায় তাহার টাকা যে কোন স্থানে প্রাপ্য হয় যদি উক্ত দেশের অন্তর্গত স্থানে তাহা স্বীকার কি ইণ্ডোর্স হয় কি হস্তান্তর করা যায় কি তাহার টাকা দেওয়া যায় কি প্রকারান্তরে বিক্রয়াদি হয় তবে তাহার উপরও সেই মাসুল লাগিবে ও ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের বহির্গত কোন স্থানে লিখিত বিলের উপর যে মাসুল উক্ত প্রকারে ধার্য্য হয় সেই মাসুলের আটাল ইষ্টাম্প পশ্চাৎ লিখিত আজ্ঞামতে সেই বিলে বসান যাইতে পারিবে।

[বিদেশের লিখিত বিলের মত যাহা দৃষ্ট হয় তাহা এই আইনের কার্য্য হেতুক
বিদেশ লিখিত স্বরূপ জ্ঞান হইবার কথা।]

১০ ধারা।—যে প্রত্যেক বিল অফ এক্সচেঞ্জের মর্ম্ম দ্বারা বোধ হয় যে তাহা ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের বহির্ভূত কোন স্থানে লেখা হইয়াছে তাহা এই আইনে

অভিপ্রায়ার্থ ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের বহির্ভূত স্থানের লিখিত বিদেশীয় বিল অফ এক্সচেঞ্জ স্বরূপ জ্ঞান হইবে ও যদি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা উক্ত দেশের মধ্যে লেখা গিয়া থাকে তথাপি তাহার উপর বিদেশীয় বিলের ইষ্টাম্পের মাস্তুল লাগিবে।

[ব্রিটনীয় দেশের বহির্ভূত স্থানে লিখিত বিল যাহার নিকটে থাকে তাহার তাহা বিক্রয়াদিকরণের পূর্ব্বে আটাল ইষ্টাম্প বসাইবার কথা ইষ্টাম্প না বসাইবার কিম্বা সেই ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য না করিয়া ঐ বিল বিক্রয়াদী করণের দণ্ডের কথা।]

১১ ধারা।—ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের বহির্ভূত স্থানে লিখিত যে বিল অফ এক্সচেঞ্জে এই আইনের আজ্ঞাক্রমে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসান না থাকে সেই বিল একই হউক কিম্বা দুই কি ততোধিক কেতার মধ্যে এক হউক এমত কোন বিল যে ব্যক্তির নিকটে থাকে তিনি তাহা স্বীকার হইবার জন্যে কি তাহার টাকা আদায়ের জন্যে উপস্থিত কি ইণ্ডোর্স কি হস্তান্তর কিম্বা কোন প্রকারে বিক্রয়াদি করণের পূর্ব্বে তাহাতে উপযুক্ত আটাল ইষ্টাম্প বসাইবেন, অর্থাৎ সেই বিলের এক কেতা মাত্র হইলে তাহা যত টাকার উপর এই আইনমতে যত মাস্তুল ধার্য্য হইয়াছে সেই মাস্তুলের উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইবেন ও যে ব্যক্তি সেই বিল স্বীকার হইবার জন্যে কি টাকা আদায়ের জন্যে উপস্থিত করেন কি ইণ্ডোর্স কি হস্তান্তর কিম্বা কোন প্রকারে বিক্রয়াদি করেন তিনি আপনার জন্য কি তিনি কি ক্ষমতা হইতে ঐ বিল হস্তান্তর করণের পূর্ব্বে আপনার ইণ্ডোর্সের লিখন স্বরূপে ঐ ইষ্টাম্পের আড়ে আপন নাম কি আপন কুঠির নাম লিখিয়া ও যে সালের যে মাসের যে তারিখে তাহা লেখেন, সেই সাল ও মাস ও তারিখে লিখিয়া অথবা যে মোহর কি চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা তাহাতে কি ঐ নাম আড়ে ছাপাইয়া উক্ত আটাল ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করিবেন কিম্বা সেই ইষ্টাম্প ব্যবহার হইয়াছে তাহা যাহাতে বুঝা যায় ও সেই ইষ্টাম্প যাহাতে পুনরায় ব্যবহার হইতে না পারে এমতে তাহা অকর্ম্মণ্য করিবেন ও পূর্ব্বোক্তমতের আটাল ইষ্টাম্প যাহাতে বসান থাকে পূর্ব্বোক্ত এমত কোন বিল যদি কোন ব্যক্তি স্বীকার হইবার কি তাহার টাকা আদায়ের জন্যে উপস্থিত করেন কি স্বীকার করেন কি তাহার টাকা দেন কি ইণ্ডোর্স কি হস্তান্তর কিম্বা কোন প্রকারে বিক্রয়াদি করেন কিম্বা এই আইনের আজ্ঞাক্রমে যে ব্যক্তির পূর্ব্বোক্তমতের ঐ ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করা কর্ত্তব্য তিনি যদি তাহা করিতে স্বীকার না করেন কি ত্রুটি করেন তদ্রূপ কোন স্থলের অপরাধি প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেক। ও যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতের কোন বিল টাকার পরিশোধে কি প্রতিভূস্বরূপে কিম্বা ক্রয় করিয়া কি প্রকারান্তরে অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে লন কি গ্রহণ করেন ও তাহা গ্রহণের কি লওনের সময়ে যদি তাহাতে পূর্ব্বোক্তমতের ইষ্টাম্প বসান না থাকে ও সেই ইষ্টাম্প পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টমতে অকর্ম্মণ্য না করা যায় তবে সেই ব্যক্তি [illegible] টাকায়

গ্রহণের অধিকার থাকিবে না, ও তিনি কোন কার্য্যের নিমিত্তে সেই বিল ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

[যে বিলের তিন কেতা লেখা হইবার ভাব বোধ হয় তাহার সেই তিন কেতা লেখা না গেলে তাহার দণ্ডের কথা।]

১২ ধারা।—যে বিল অফ এক্সচেঞ্জের মর্ম্মদ্বারা বোধ হয় যে তাহার দুই কি ততোধিক কেতা লেখা গেলে, এমত কোন বিল যদি ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের অন্তর্গত স্থানে কোন ব্যক্তি লেখেন, কিন্তু ঐ বিলের মর্ম্ম দ্বারা যত কেতা লেখা হওয়া বোধ হয় ততই কেতা যদি এই আইনের নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প করা কাগজে তৎকালে না লেখেন, তবে তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবেক।

[বিল অফ এক্সচেঞ্জ যে তারিখে লেখা যায় তাহার পশ্চাৎ দিনের তারিখ দিবার দণ্ডের কথা।]

১৩ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মাস্তুল না দিবার অভিপ্রায়ে কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জ যে তারিখে করা কি লেখা গিয়াছিল তাহার পশ্চাৎ কোন দিনের তারিখ তাহাতে দেন, কিম্বা ঐ বিলেতে পশ্চাৎ কোন দিনের তারিখ দেওয়া গিয়াছে জানিয়া যদি কোন ব্যক্তি সেই বিল লন কি গ্রহণ করেন, কিম্বা স্বীকার করেন, কি তাহার টাকা দেন কি তাহা ইণ্ডার্শ কি হস্তান্তর কি কোনমতে বিক্রয়াদি করেন, তবে তদ্রূপ অপরাধি প্রত্যেক ব্যক্তির পাঁচ শত টাকার অধিক অর্থ দণ্ড হইবেক।

[লিপিতে অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প থাকিলে তাহার কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

১৪ ধারা।—এই আইনেতে প্রকারান্তরের বিধান যে স্থলে হইয়াছে সেই স্থল ভিন্ন, এই আইনের ২ ধারাক্রমে যে দলীলের কি পত্রের কি লিপির উপর ইষ্টাম্প লাগিতে পারে, সেই দলীলের কি পত্রের কি লিপির যে মূল্যের ইষ্টাম্প এই আইনের পূর্ব্বোক্ত A চিহ্নিত তফসীলে উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে যদি লেখা যায় কিম্বা তাহাতে আঠাল ইষ্টাম্প বসাইবার অনুমতি থাকিলে যদি তাহাতে ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প বসান যায়, তবে তাহা রাজকীয় চার্টর দ্বারা কি প্রকারান্তরের স্থাপিত কোন আদালতে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্যেতে কোন অধিকার কি নিবন্ধন সৃষ্ট কি হস্তান্তর কি লোপকরণ পত্রের ন্যায়, কিম্বা প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক না। ও তদ্রূপ কোন আদালত কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যকারক ঐ দলীল প্রভৃতির নিয়মানুসারে কার্য্য করাইবেন না। ও তাহা কোন রাজকীয় আফিসে রেজিষ্টর হইবে না, ও রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের স্বাক্ষরক্রমে সিদ্ধ করা যাইবে না। কিন্তু যে দলীলের কি পত্রের কি লিপির উপর ইষ্টাম্পের মাস্তুল ধার্য্য হইয়াছে, তাহাতে এই আইনের আজ্ঞামতের ইষ্টাম্প ছাপা কি বসান না গেলেও

সেই দলীল প্রভৃতি ফৌজদারী মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্যেতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক।

[কোন দলীলে অনবধানতাক্রমে উপযুক্তমূল্যের ইষ্টাম্প না দেওয়া গেলে, তাহা ছয় সপ্তাহের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনা গেলে ও ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মূল্য ও অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে, তাহাতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইবার কথা ও অর্থদণ্ড ক্ষমা হইবার কথা।]

১৫ ধারা।—১ প্রকরণ। এই আইনের ২ ধারাক্রমে যাহা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয়, এমত কোন দলীল কি পত্র কি লিপি যদি উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা না যায়, তবে সেই দলীল প্রভৃতি উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার যে ত্রুটি কি চুক হয়, তাহা সেই দলীল কি পত্র কি লিপির উপর এই আইনের নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্পের মাসুল না দেওয়ার ইচ্ছাতে কিম্বা প্রকারান্তরে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য হরণ করিবার অভিপ্রায়ে হয় নাই, ইহা যদি জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেব হৃদ্বোধমতে জানেন, তবে ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মূল্যের টাকা দেওয়া গেলে অথবা সেই দলীল কি পত্র কি লিপি যদি ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়া থাকে, তবে ইষ্টাম্পের যত মূল্য দেওয়া গিয়াছে তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্ট মূল্য দেওয়া গেলে এবং ঐ মূল্য সম্পূর্ণ করিবার জন্যে যতদিনে হয় তাহার দ্বিগুণদণ্ড স্বরূপে দেওয়া গেলে, কালেক্টর সাহেব সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইবার আজ্ঞা করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই দলীল কি পত্র কি লিপি যে তারিখে করা যায় সেই তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইবার কি ছাপাইবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যায়। সেই দলীল কি পত্র কি লিপি উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার যে ত্রুটি কি চুক, তাহা অত্যাবশ্যক স্থলে কি অনিবার্য্য কোন ঘটনাপ্রযুক্ত হইয়াছে অন্য কারণে নয়, ইহা যদি কালেক্টর সাহেব হৃদ্বোধমতে জানিতে পান তবে তিনি এই ধারার নির্দ্দিষ্ট অর্থদণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন।

[ইষ্টাম্প বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হইয়া যদি লিখিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের পরে কিম্বা চারি মাসের মধ্যে আনা যায়, কিম্বা চারিমাসের পরে আনা যায়, তবে তাহার দণ্ডের কথা।]

২ প্রকরণ। এই আইনের ২ ধারামতে যাহা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয়, এমত কোন দলীল কি পত্র কি লিপি যদি ইষ্টাম্প বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায়, ও যদি তাহা লিখিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের পরে কিন্তু ঐ তারিখ অবধি চারি মাসের মধ্যে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইবার জন্যে উক্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনা যায়, তবে ঐ দলীল কি লিপি উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার যে ত্রুটি কি চুক হয়, তাহা সেই দলীল কি পত্র কি লিপির উপর এই

আইনের নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্পের মাসুল না দেওয়ার ইচ্ছাতে, কিম্বা প্রকারান্তরে গবর্ণ-মেন্টের প্রাপ্য হরণ করিবার অভিপ্রায়ে হয় নাই, ইহা যদি কালেক্টর সাহেব হৃদ্বোধ-মতে জানিতে পান, তবে ইষ্টাম্পের মাসুল পূরণার্থ উপযুক্ত টাকা দেওয়া গেলে, ও সেই মাসুলপূরণার্থ উপযুক্ত টাকার তিনগুণ অর্থদণ্ডস্বরূপে দেওয়া গেলে, ঐ কালেক্টর সাহেব সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। সেই দলীল কি পত্র কি লিপি লিখিবার তারিখ অবধি চারি মাস গত হইলে পর, যদি উক্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনা যায়, তবে ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল পূরণার্থে যত টাকা দিতে হয়, তাহা দেওয়া গেলে ও সেই মাসুল পূরণার্থে উপযুক্ত টাকার বিশগুণ দণ্ড স্বরূপে দেওয়া গেলে, তাহার উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপাই-বার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

[দণ্ডের টাকা দেওয়া গেলে পর ইষ্টাম্প বিনা অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা ঐ দলীল প্রভৃতিতে ইষ্টাম্প দেওয়া কর্ত্তব্য কি না ইহা কালেক্টর সাহেবের নির্দ্ধার্য্য করিবার কথা।]

৩ প্রকরণ। ইহার পূর্ব্ব লিখিত ২ প্রকরণের উল্লিখিত যে দলীল কি পত্র কি লিপি ইষ্টাম্প বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় তাহাতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইতে হইবেক কি না ইহা নির্দ্ধার্য্য করা জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

[কোন দলীল প্রভৃতিতে উপযুক্ত বলিয়া কত টাকার ইষ্টাম্প বসাইতে হইবে তাহা ইহার পূর্ব্বের ধারামতে কালেক্টর সাহেবের নিরূপণ করিবার কথা।]

৪ প্রকরণ। কোন দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে উপযুক্ত বলিয়া কত টাকার ইষ্টাম্প এই ধারামতে বসাইতে হইবেক এই বিষয়ে যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে যে মূল্যের ইষ্টাম্প বসাইতে হইবেক তাহা জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেব নির্দ্ধার্য্য করিবেন।]

[কোনং স্থলে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইবার আজ্ঞা করিতে রেবিনিউ বোর্ড প্রভৃতির ক্ষমতার কথা।]

৫ প্রকরণ। এই ধারাতে উল্লিখিত কোন স্থলে যদি রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা কিম্বা রাজস্বের তত্ত্বাবধারণকারি প্রধান কার্য্যকারক সাহেব দেখিতে পান যে ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কোন কালেক্টর সাহেব কোন দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প বসাইবার আজ্ঞা করিয়াছেন তবে সেই ইষ্টাম্প তৎকাল পর্য্যন্ত বসান না থাকে ঐ বোর্ড কি উক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সেই দলীল কি পত্র কি লিপি যে ব্যক্তির হয় তিনি ইষ্টাম্পের মাসুলের

উপযুক্ত টাকা দিলেও তাহার এই ধারার উপযুক্ত দ্বিতীয় প্রকরণমতে যত দণ্ড দিতে হয় তাহা দিলে পরে সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসান যায়।

[এই ধারামতে দণ্ড লঘু কি প্রতিদান করিবার কথা।]

৩ প্রকরণ। রেবিনিউ বোর্ডের নিকটে কি রাজস্বের তত্ত্বাবধায়ক প্রধান অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে দরখাস্ত হইলে তাঁহারা কি তিনি এই ধারামতের নির্দ্ধারিত কোন দণ্ড লঘু করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা যদি সেই দণ্ড দেওয়া গিয়া থাকে তবে তাহার সমুদয় কি কোন অংশ ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[ইহার পূর্ব্বের ধারামতে যে ইষ্টাম্প বসান যায়, তাহাই উপযুক্ত ইষ্টাম্প জ্ঞান হইবার কথা।]

১৬ ধারা।—ইহার পূর্ব্বের ধারামতে যে ইষ্টাম্প বসান যায় তাহা সকল আদালতে ঐ২ দলীলের কি পত্রের কি লিপির এই আইনের আজ্ঞামতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বলিয়া জ্ঞান হইবে।

[১৫ ধারায় উল্লিখিত স্থলে দেওয়ানী আদালতে ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাস্থল ও দণ্ড দেওয়া গেলে ইষ্টাম্প বিনা কি ন্যূনমূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা দলীল প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবার কথা।]

১৭ ধারা।—১ প্রকরণ। এই আইনের ১৫ ধারামতে যে স্থলে ইষ্টাম্প বসান যাইতে পারে এমত কোন স্থলে কোন দলীল কি পত্র কি লিপি এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্ধারিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে না করা গেলে ও যদি দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা যায় তবে ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাস্থল ও অর্থদণ্ড উক্ত ধারানুসারে [illegible] লতে দেওয়া গেলে সেই দলীল কি পত্র কি লিপি ঐ আদালতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক। ইষ্টাম্পের কত মাস্থল উপযুক্ত হয়, তাহা ঐ আদালত নির্দ্ধার্য্য করিবেন, ও সেই বিষয়ে সেই আদালতের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক।

[ইহার পূর্ব্বের প্রকরণমতে টাকা দেওয়া গেলে, যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

২ প্রকরণ। উক্ত প্রকারের টাকা যে দেওয়া গেল, ও যত টাকা দেওয়া যায় এই কথা আদালতে রাখা এক বহিতে লিখিতে হইবে ও সেই কথা সেই দলীলের কি পত্রের কি লিপির পৃষ্ঠেও লেখা যাইবেক, ও তাহাতে আদালত স্বাক্ষর করিবেন। কোন আদালতে উক্ত প্রকারের টাকা প্রাপ্ত হইলে প্রতি মাসের শেষে তাহার রিপোর্ট জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উক্ত রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ও তাহার মধ্যে যত টাকা দণ্ড স্বরূপ ও যত টাকা মাস্থল বলিয়া পান তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন ও মোকদ্দমার নম্বর ও জাতি ও যে পক্ষের স্থানে ঐ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায় ও সেই দলীলে তারিখ থাকিলে সেই তারিখ [illegible] লিখিবার

জন্য তাহার খর্চও লিখিবেন। ও সেই আদালত উক্ত প্রকারের প্রাপ্ত টাকা ঐ কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা সেই টাকা গ্রহণ করণার্থে তিনি অন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, তাহাকে দিবেন। পূর্ব্বোক্তমতের পরে লিখিত রূপ সম্বলিত উক্ত দলীল কি পত্র কি লিপি উক্ত কালেক্টর সাহেবের কি উপযুক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা গেলে মাসুলের নিমিত্ত যত টাকা আদালতে দেওয়া গিয়াছে তত টাকার ইষ্টাম্প তিনি সেই দলীল প্রভৃতিতে বসাইবেন। কালেক্টর সাহেবকে যে অর্থ দণ্ড দেওয়া যায়, তাহার মাপ করিবার কি দিবার যেং বিধান এই আইনের ১৫ ধারার ৬ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই ধারামতে আদালতে দেওয়া অর্থ দণ্ডের বিষয়েও বর্ত্তিবে।

[ইষ্টাম্প বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প কি দলীল প্রভৃতিতে কেবল পূর্ব্বোক্তমতের ইষ্টাম্প বসাইবার কথা।]

১৮ ধারা।—কোন দলীল কি পত্র কি লিপি যদি ইষ্টাম্প বিনা ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় তবে তাহাতে স্বাক্ষর করা গেলে পর কোন সময়ে কেবল ইহার পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টমতে ইষ্টাম্প দেওয়া যাইতে পারিবে।

[১৫ ও ১৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন দলীলে বসাইবার ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণের কথা।]

১৯ ধারা।—এই আইনের ১৫ ও ১৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন কোন স্থলে কোন দলীলের কি পত্রের কি লিপির যে মূল্যের উপযুক্ত ইষ্টাম্প হইবেক এই বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তির কোন সন্দেহ থাকে তবে তিনি সেই বিষয় নিরূপণ হইবার জন্যে সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থে জিলার ইষ্টাম্প হইতে উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের দ্বারা, কিম্বা একেবারে রেবিনিউ বোর্ডের কিম্বা রাজস্বের তত্ত্বাবধারণকারি প্রধান কার্য্য-কারক সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করিবেন ও তৎকালে ১০ টাকা মাসুলও দিবেন। তাহা হইলে ঐ দলীল কি পত্র কি লিপি যত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক, তাহা উক্ত বোর্ড কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব নির্দ্ধারণ করিবেন। ও সেই টাকা দেওয়া গেলে তাঁহারা কি তিনি সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে উক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প বসাইবেন। ও ইষ্টাম্প নিরূপণার্থে মাসুলের টাকা দেওয়া গিয়াছে, ইহার নিদর্শন স্বরূপে অন্য এক ইষ্টাম্প বসাইবেন। উক্ত প্রকারে ইষ্টাম্প করা দলীল কি পত্র কি লিপি উপযুক্তমতে ইষ্টাম্প হইয়াছে বলিয়া সকল আদালতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক।

[ইষ্টাম্প হইবার জন্যে দলীল প্রভৃতি পাঠাইবার ব্যয় যাহাদের দিতে হইবেক তাহার কথা।]

২০ ধারা।—এই আইনের ইহার পূর্ব্বে লিখিত কোন ধারাক্রমে যে কোন দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে ইষ্টাম্প বসান প্রয়োজন হয়, তাহা ডাকযোগে প্রেরণ করিবার

[illegible] ও তাহা [illegible] যে ব্যক্তি ঐ দলীলে কি, [illegible] লিখিত [illegible] তাহার মর্য্যাদা দিতে হইবেক।

[কোন [illegible] হানি কি ক্ষতি হইলে গবর্ণমেণ্টের দায়ী না হইবার কথা।]

২১ ধারা।—কোন দলীল কি [illegible] কি [illegible] ইষ্টাম্প হইবার জন্যে কিম্বা ইষ্টাম্প দ্বারা [illegible] কালেক্টর সাহেবের জিম্মায় অর্পণ হইলে যদি ঐ দলীল প্রভৃতি কিছু হানি কি ক্ষতি হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট তাহার নিমিত্তে দায়ী হইবেন না ও ইষ্টাম্প ডিপার্টমেণ্টে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন কর্ম্মকারক ও তদ্রূপ কোন হানির কি ক্ষতির নিমিত্তে দায়ী হইবেন না। কিন্তু যদি সেই কর্ম্মকারক ইচ্ছাপূর্ব্বক কি প্রতারণাক্রমে কিম্বা গুরুতর অনবধানতাক্রমে ঐ হানি কি ক্ষতি জন্মান, তবে তিনি দায়ী হইবেন।

[১৫ ও ১৭ ধারার বিধান বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির উপর না বর্ত্তিবার কথা।]

২২ ধারা।—এই আইনের ১৫ ও ১৭ ধারার বিধান কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি কিম্বা টাকা দিবার অন্য প্রকার আর্ডরের প্রতি কি টাকার রসিদের প্রতি খাটিবে না।

[১৫ ও ১৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের অতিরিক্ত না হওয়ার কথা।]

২৩ ধারা।—কোন ব্যক্তি এই আইনের ১৫ কি ১৭ ধারামতে কোন দণ্ড দিলে পর ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট চুক কি ত্রুটির নিমিত্তে তাহার অধিক কোন দণ্ড হইবে না। ও যদি তদ্রূপ অন্য দণ্ডের আজ্ঞা পূর্ব্বে হইয়া থাকে তবে যত টাকা দণ্ড হয় তাহা উক্ত ধারামতে কোন দণ্ডের টাকার একাংশ স্বরূপ জ্ঞান হইয়া তাহা হইতে বাদ দেওয়া যাইবেক।

[[illegible] ব্যক্তি ইষ্টাম্প ভিন্ন কোন ড্রাফ্‌ট কি আর্ডর পাইলে তাহার তাহাতে ইষ্টাম্প লাগাইতে পারিবার কথা।]

২৪ ধারা।—যাহার এক আনা মাসুল লাগে টাকা দিবার এমত কোন খাড়া ড্রাফ্‌ট কি আর্ডর যদি ইষ্টাম্প বিনা কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তবে তিনি তাহাতে উপযুক্ত আটার ইষ্টাম্প আপনি লাগাইয়া এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে পারেন, ও তাহা করিয়া যে ব্যক্তির ঐ মাসুল দেওয়া উচিত ছিল, তাহার স্থানে লইতে পারিবেন কিম্বা ঐ ড্রাফ্‌টে যত টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা হইতে ঐ মাসুল বাদ দিতে পারিবেন। ও সেই ড্রাফ্‌টের কি আর্ডরের উপর যে ইষ্টাম্প লাগে তৎসম্পর্কে ঐ ড্রাফ্‌ট কি আর্ডর উত্তম ও সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু ইহাতে ঐ অন্য ব্যক্তির ইষ্টাম্প বিনা উক্ত ড্রাফ্‌ট কি আর্ডর দেওনেতে যে দণ্ড ঘটে, তাহার [illegible] হইতে সেই ব্যক্তি মুক্ত নহেন।

অথবা কিম্বা বাদীর কোন মোকদ্দমায় উক্ত প্রকারের কোন সর্টিফিকট দেওয়া যাইবে না।

[যে লিপিতে যেচ্ছামতে মূল্যের ইষ্টাম্প লাগাইবার অনুমতি হয় সেই লিপিক্রমে যত টাকা আদায় হইতে পারিবে তাহার কথা।]

২৭ ধারা।—কোনং দলীল কি পত্র কি লিপি যেচ্ছামতে যতমূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তাহাই এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলে উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেই দলীল প্রভৃতির প্রমাণে যে টাকা কোন আদালতে আদায় হইতে পারিবে তাহার বিধি এই। উক্ত অনুমতিক্রমে যেচ্ছামতে যত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ ব্যবহার হইয়াছে তত মূল্যের কাগজে লেখা সেই প্রকারের অন্য যে দলীলে কি পত্রে কি লিখিতে টাকা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত থাকে তাহাতে অত্যধিক যত টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় তত টাকা পর্য্যন্ত ঐ দলীল প্রমাণে আদায় হইতে পারিবেক তাহার অধিক কোন আদালতে আদায় হইতে পারিবে না। ও সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে যত ইষ্টাম্প থাকে সেই ইষ্টাম্প যত টাকার দলীলের উপযুক্ত হয়, তাহার অধিক টাকার নিমিত্তে কোন আদালত ঐ দলীল কি পত্র কি লিপি সিদ্ধ জ্ঞান করিবেন না।

[কোনং আফিডেবিটের উপর ইষ্টাম্পের কথা।]

২৮ ধারা।—আদালতে দাখিল কি পাঠ কি ব্যবহার হইবার অব্যবহিত অভিপ্রায়ে যে আফিডেবিট করা যায় তদ্ভিন্ন যে আফিডেবিট কোন জষ্টিস অফ দি পীসের কি অন্য কার্য্যকারকের সম্মুখে করা যাইতে পারে তাহা এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ও ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা না গেলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিবেন না ও তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন না।

[রসীদের ইষ্টাম্প প্রভৃতির খরচা যাহার দিতে হইবেক তাহার কথা।]

২৯ ধারা।—কোন ব্যক্তি কোন টাকা প্রাপ্ত হইলে যদি এই আইনমতে ঐ প্রকার রসীদে ইষ্টাম্প দিবার আজ্ঞা হয় তবে তাহাকে আদেশ হইলে তিনি এই আইনের নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত ইষ্টাম্প ঐ রসীদে দিবেন ও সেই ইষ্টাম্পের খরচ তাহার দিতে হইবে। যদি দিতে স্বীকার না করেন, তবে তাহার এক শত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে। ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের অন্তর্গত স্থানে কোন ব্যাঙ্কের কি অন্য ব্যক্তির উপরে যে কোন বিল অব এক্সচেঞ্জ (অর্থাৎ হুণ্ডী) কি লেটর অফ ক্রেডিট (অর্থাৎ বরাৎ চিটি) কি ড্রাফট কি চাক কিম্বা (এক কি ততোধিক ব্যক্তির স্বাক্ষর যুক্ত কোন খৎ কি পত্র কি লিপিভিন্ন) টাকা দিবার যে কোন প্রমিসরি নোট (অর্থাৎ অঙ্গীকার পত্র) কি অন্য আর্ডর (অর্থাৎ আজ্ঞা) কি নিবন্ধন করা যায় কি লেখা যায়, তাহাতে যে ইষ্টাম্প দিতে হইবে সেই ইষ্টাম্পের খরচ যে ব্যক্তি ঐ দলীল করেন কি লেখেন তাহারই দিতে হইবেক।

[B চিহ্নিত তফসীলমতের ইষ্টাম্পের কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

৩০ ধারা।—এই আইনের B চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে যাহা লিখিতে হইবে এমত কোন পত্রের কি লিপির উক্ত B চিহ্নিত তফসীলের উপযুক্ত বলিয়া যে ইষ্টাম্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে যদি লেখা না থাকে তবে সেই পত্র কি লিপি রোজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালত কিম্বা তদ্রূপ কোন আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালত ভিন্ন অন্য কোন আদালতে কি গবর্ণমেণ্ট আফিসে দাখিল করা যাইবে না কি প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা যাইবে না কি রিকার্ড হইবে না কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের দ্বারা গ্রাহ্য হইবে না ও দেওয়া যাইবে না কিন্তু আদালত সম্পর্কীয় কোন কার্য্য সাদা কি ইষ্টাম্প বিনা কাগজ ব্যবহার হইবার কোন বিশেষ বিধান যদি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে নির্দ্দিষ্ট থাকে তবে সেই বিধান এই আইনক্রমে স্পষ্টরূপে রহিত না করা গেলে এই আইনের কোন কথা দ্বারা রহিত হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না।

[তফসীলের লিখিত বিধানের ফলের কথা।]

৩১ ধারা।—এই আইন সংযুক্ত তফসীলে যে সকল বিধান থাকে তাহা এই আইনের মূল পাঠে লিখিত হওয়ার ন্যায় সলবৎ হইবে।

[দাওয়ার মূল্য নিরূপণের বিবাদ নিষ্পত্তির কথা।]

৩২ ধারা।—এই আইনের B চিহ্নিত তফসীল অনুসারে কোন নালিশের আরজীর কি আপীলের দরখাস্ত যত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবে ইহা নির্দ্ধার্য্য করণার্থে দাওয়ার যে মূল্য ধরিতে হইবেক এই বিষয়ে যদি কোন বিবাদ হয় তবে সেই নালিশের আরজী কি আপীলের দরখাস্ত যে আদালতে দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন। ও সেইরূপ আপীলের হুকুমের উপর যেরূপ আপীল হইতে পারে ঐ নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবে।

৩৩ ধারা।—এই ধারা ১৮৬৫ সালের ১৮ আইনের ১ ধারামতে রহিত হইয়াছে।

[ইষ্টাম্পের দ্বারা উৎপন্ন রাজস্ব আদায় করণার্থ কার্য্যকারকদিগের নিযুক্ত হইবার কথা।]

৩৪ ধারা।—ইষ্টাম্পের দ্বারা যে রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহা আদায় করণার্থে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করিবেন ও সেই কর্ম্মকারকদের যে যে স্থানে কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহাও নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

[ইষ্টাম্প হইতে উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরদের আজ্ঞা রেবিনিউ বোর্ড প্রভৃতির দ্বারা সংশোধন হইতে পারিবার কথা।]

৩৫ ধারা।—ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরা যে সকল আজ্ঞা করেন তাহা রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা কিম্বা রাজস্বের তত্ত্বাবধারক অন্য প্রধান

কার্য্যকারক সাহেব সংশোধন করিতে পারিবেন, কিন্তু যখন কালেক্টর সাহেব অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত কোন দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প বসাইবার অনুমতি দেন তখন এই আইনের ১৫ধারামতে তিনি যে আজ্ঞা করেন অথবা কোন ইষ্ট্যাম্পের ক্ষতি হইলে কি তাহা মলিন ও কর্ম্মের অনুপযুক্ত হইলে যখন কালেক্টর সাহেব তৎপরিবর্ত্তে নূতন ইষ্ট্যাম্প দিবার কিম্বা ইষ্ট্যাম্পের মূল্য দিবার অনুমতি দিয়া এই আইনের ৫০ ধারামতের আজ্ঞা করেন তখন তাহার সেই আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবেক ও তাহা সংশোধন হইতে পারিবেক না।

[অনুমতিপত্র প্রাপ্ত ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতারদের কথা।]

৩৬ ধারা।—স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিদিগকে ইষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিবার অনুমতি পত্র দিতে কি দেওয়াইতে পারিবেন। ও বিক্রয় হইবার জন্যে সেই ইষ্ট্যাম্প যে প্রকারে ও যে নিয়মমতে ঐ বিক্রেতারদিগকে দেওয়া যাইবেক ও তাহারদের সেই ইষ্ট্যাম্পের যে যে হিসাব রাখিতে হইবেক তাহারাও আজ্ঞা করিতে পারিবেন। সেই অনুমতি পত্র নিরূপিত কোন সময়ের নিমিত্তে হইতে পারিবে ও যিনি অনুমতি পত্র দিলেন তাহারই আজ্ঞাক্রমে কোন সময়ে তাহা রহিতও হইতে পারিবেক।

[অনুমতিপত্র ও তফসীল ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতার দোকানে লটকাইয়া রাখিবার কথা।]

৩৭ ধারা।—প্রত্যেক জন ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা যে ঘরে ইষ্ট্যাম্প বিক্রয় করেন সেই ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে জিলার চলন ভাষাতে আপনার অনুমতি পত্র ও এই আইনের লিখিত তফসীল সর্ব্বদাই লটকাইয়া রাখিবেন, না রাখিলে তাহার ৫০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[ইষ্ট্যাম্প কাগজের পৃষ্ঠে ঐ বিক্রেতারদের নামাদি লিখিবার কথা।]

৩৮ ধারা।—প্রত্যেক জন ইষ্ট্যাম্পবিক্রেতা যে যে ইষ্ট্যাম্প বিক্রয় করেন তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠে ঐ ইষ্ট্যাম্প যে তারিখে বিক্রয় করেন তাহাও যে ব্যক্তিকে ঐ ইষ্ট্যাম্প দেওয়া যায় তাহার নাম ও আপনার সাধারণমতের স্বাক্ষর লিখিবেন। না লিখিলে তাহার একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইবেক। কিন্তু আটাল ইষ্ট্যাম্পের পৃষ্ঠে কি রসীদে কিম্বা বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ কি প্রমিসরি নোটে কি ড্রাফটে কি টাকার অন্য আর্ডরে কিম্বা এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলে ১৩ প্রকরণের লিখিত ঋণসম্পর্কীয় নিয়মপত্রে কি বিল অফ লেডিঙ্গে যে ইষ্ট্যাম্প বসাইতে হইবে তাহার পৃষ্ঠে লিখিবেন না।

[বিক্রেতা অপ্রকৃত নাম কি তারিখ লিখিলে তাহার দণ্ডের কথা।]

৩৯ ধারা।—ইহার পূর্ব্বের ধারামতে যে ইষ্ট্যাম্পের পৃষ্ঠে বিক্রেতার লিখিতে হইবেক তাহাতে যদি জ্ঞানপূর্ব্বক অপ্রকৃত নাম কি তারিখ লেখেন তবে তাহার পাঁচশত টাকার অনধিক দণ্ড কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত কি বিনা পরিশ্রমে তিন মাসের অনধিক কাল কয়েদ কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইতে পারিবে।

[ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতার ইষ্ট্যাম্প দিতে বিলম্ব করিলে তাহার কথা।]

৪০ ধারা।—ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতার কাছে বিক্রয় হইবার জন্যে যে ইষ্ট্যাম্প কাগজ থাকে এমত কোন কাগজ যদি কেহ লইতে চাহে ও সেই ইষ্ট্যাম্প কাগজের নিমিত্তে বিক্রেতার যে প্রকারের মুদ্রা গ্রহণ করিবার অনুমতি আছে এমত কোন চলন মুদ্রাতে যদি তাহার মূল্য দিতে চাহে তবে ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা তাহাকে অগৌণে সেই কাগজ দিবেন। না দিলে তাহার এক শত টাকার অনধিক দণ্ড হইবেক।

[যে মুদ্রা লইবার অনুমতি হয় তদ্ভিন্ন ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে তাহার কথা।]

৪১ ধারা।—ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা ইষ্ট্যাম্প কাগজের নিমিত্তে যে প্রকারের মুদ্রা গ্রহণ করিবার অনুমতি উপযুক্তমতে পাইয়াছেন সেই প্রকারের মুদ্রা ভিন্ন ঐ কাগজের মূল্য স্বরূপে যদি অন্য কোন দ্রব্য চাহেন কি লন তবে তাহার একশত টাকা পর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক।

[ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা ইষ্ট্যাম্পের মূল্যের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করিলে তাহার কথা।]

৪২ ধারা।—যদি কোন ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা কোন ইষ্ট্যাম্পের নিমিত্তে ঐ ইষ্ট্যাম্পের মূল্যের অতিরিক্ত কিছু চাহেন কি গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার ছয় মাসের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রম সহিত কি বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হওন দণ্ড, কিম্বা যত চাহিয়াছেন কি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার দশগুণ পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। যে আদালত কি কার্য্যকারক ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন তিনি স্বীয় বিবেচনামতে এই আজ্ঞাও করিতে পারিবেন যে, অতিরিক্ত মূল্য যে ব্যক্তির স্থানে লওয়া গিয়াছে তাহাকে সেই অর্থদণ্ড হইতে ঐ অতিরিক্ত মূল্য ফিরিয়া দেওয়া যায়।

[পুরাতন ইষ্ট্যাম্প কাগজ বে আইনীমতে বিক্রয় করিবার কথা।]

৪৩ ধারা।—হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল বাহাদুর নূতন ইষ্ট্যাম্প চলন হইবার কোন সময় নিরূপণ করিলে যদি তৎপরে কোন বিক্রেতা কি অন্য ব্যক্তি কোন পুরাতন ইষ্ট্যাম্প বিক্রয় করেন, তবে তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবেক।

[ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা হিসাব না দিলে কি দিতে স্বীকার না করিলে তাহার কথা।]

৪৪ ধারা।—কোন ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতাকে হিসাব দিবার আজ্ঞা হইলে যদি না দেন কি দিতে স্বীকার না করেন, কিম্বা জিলার ইষ্ট্যাম্পদ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবকে, কিম্বা তাঁহার দ্বারা উপযুক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারককে, সেই হিসাব দেখিতে না দেন, কিম্বা যে সকল ইষ্ট্যাম্প কাগজ তাঁহার নিকটে থাকে তাহা দেখিতে দেন, তবে গবর্ণমেন্টের জমা কি খাজানা যাহাদের নিকটে প্রাপ্য হয় তাহাদের উপর ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরা আইনমতে যে রূপ কার্য্য করিতে

পারেন উক্ত কালেক্টর সাহেবের খাতায় বিক্রেতার নামে যত ইষ্টাম্প কাগজ লেখা আছে তাহার বাকী মূল্য পাইবার নিমিত্তে কিম্বা উক্ত খাতায় ঐ বিক্রেতার নামে বাকী পাওনা যত টাকা লেখা আছে তাহা পাইবার নিমিত্তে, ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ বিক্রেতার উপর সেই প্রকারের কার্য্য করিতে পারিবেন।

[বিক্রেতার অনুমতি পত্রের মিয়াদ অতীত হইলে তাহার ইষ্টাম্প কাগজ প্রভৃতি ফিরিয়া দিবার কথা।]

৪৫ ধারা।—কোন বিক্রেতার অনুমতি পত্রের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে, কিম্বা সেই অনুমতিপত্র রহিত হইলে, অথবা তিনি তাহা ত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিক্রয়ার্থে যে সকল ইষ্টাম্প তাহার হাতে দেওয়া গিয়াছিল তাহার হিসাব ও যত ইষ্টাম্প তাহার হাতে বিক্রয়ার্থে থাকে কি থাকা উচিত তাহা, ও সেই ইষ্টাম্পের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাহার যত টাকা দেনা থাকে তাহা ঐ বিক্রেতা জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে, ঐ হিসাব ইষ্টাম্প প্রভৃতি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারককে দিবেন। না দিলে তাহার পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক। কিন্তু উক্ত দণ্ড দিলে ঐ বিক্রেতা স্বাপাহরণের দোষে দোষী হইলে ঐ দোষের যে দণ্ড আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা হইতে তিনি মুক্ত হইবেন না ও কোন ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য, কিম্বা ঐ বিক্রেতার হাতে থাকা কিম্বা তাহার নামে লেখা যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা আদায় করিবার জন্যে, এই আইনের ৪২ ধারামতে জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের যে সকল কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা হইলেও সেই বিক্রেতা মুক্ত হইবেন না।

[ইষ্টাম্প বিক্রেতা মরিলে, যত ইষ্টাম্প কাগজ প্রভৃতি বিক্রয় না হইয়া থাকে তাহা উপযুক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকে দিবার কথা।]

৪৬ ধারা।—ইষ্টাম্প বিক্রেতার মৃত্যু হইলে, তাহার সম্পত্তি যে ব্যক্তির হস্তগত হয় তিনি ঐ মৃত বিক্রেতা যে সকল ইষ্টাম্প গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিক্রয়ার্থ প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিক্রয় করেন নাই, ও ইষ্টাম্প সম্পর্কীয় যে হিসাব লিখিয়া ছিলেন এমত যে সকল কাগজ ও হিসাব ঐ ব্যক্তি প্রাপ্ত হন কি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা তিনি জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের কিম্বা তাহার দ্বারা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারককে দাওয়াক্রমে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারককে দিবেন। না দিলে তাহার পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[ইষ্টাম্প বিক্রেতার জামিনেরদের উপর কার্য্য হইবার কথা।]

৪৭ ধারা।—জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের খাতায় বিক্রেতার নামে যত ইষ্টাম্প কাগজ লেখা থাকে তাহার বাকী থাকিলে মূল্য কিম্বা

ঐ কালেক্টর সাহেবের খাতায় ঐ বিক্রেতার নামে যত টাকা প্রাপ্য বলিয়া লেখা থাকে তাহা, ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ বিক্রেতার জামিনকে আনিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারি-বেন। ও তিনি তাহা না দিলে, গবর্ণমেণ্টের জমা কি খাজানা যাহার স্থানে প্রাপ্য হয় তাহার জমিনের উপর ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরা আইনমতের যে প্রকারের কার্য্য করিতে পারেন, ঐ বাকী ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের বাকী টাকা আদায় করিবার জন্যে পূর্ব্বোক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ বিক্রেতার ও জামী-নের উপর সেই প্রকারের কার্য্য করিতে পারিবেন।

[অনুমতি পত্র বিনা ইষ্টাম্প বিক্রয়ের কথা।]

৪৮ ধারা।—অনুমতি প্রাপ্ত ও নিয়মিত রূপে নিযুক্ত ইষ্টাম্প বিক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তি কোন ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় করিবেন না, করিলে তাহার একশত টাকার অন-ধিক দণ্ড হইবে। কিন্তু কোনব্যক্তি বিক্রয়ার্থে নহে কেবল ব্যবহারার্থে কোন ইষ্টাম্প নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরে তাহা বিক্রয় করিলে, তাহার বাধা নাই। ও আটাস কোন ইষ্টাম্প কিম্বা রসীদের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি প্রমিসরী নোটের কি টাকার অন্য আর্ডরে অর্থাৎ আজ্ঞাপত্রের নিমিত্তে, কিম্বা এই আইনের A চিহ্নিত তফ-সীলের ১৩ প্রকরণের লিখিত প্রকারের ঋণ বিষয়ি নিয়মপত্রের কি বিল অফ লেডিঙ্গের নিমিত্তে যে কোন ইষ্টাম্প ব্যবহার হয়, তদ্বিষয়ে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

[অনুমতি প্রাপ্ত বিক্রেতা মরিলে কি তাহার সেই পত্রের মিয়াদ অতীত হইলে কি তাহা রহিত করা গেলে তাহার কথা।]

৪৯ ধারা।—অনুমতিপত্র প্রাপ্ত কোন বিক্রেতা যখন মরেন, কিম্বা তাহার অনুমতি পত্রের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হয়, কিম্বা যদি সেই অনুমতিপত্র রহিত হয়, তখন তিনি ডিসকৌণ্ট কি শতকরা কতক টাকা বাদে যে ইষ্টাম্পের মূল্য গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছেন এমত কোন ইষ্টাম্প তাহার নিকটে থাকিলে, তাহার মৃত্যুর তারিখ অবধি অথবা বিষয় বিশেষে তাহার অনুমতিপত্রের নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে সেই কাগজ জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনা গেলে তিনি তাহার টাকা ফিরিয়া দিবেন। কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে ঐ ইষ্টাম্প ঐ বিক্রেতার নিকটে বিক্রয় হইবার জন্যে থাকে ও তৎ-কর্ত্তৃক জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের স্থানে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

[ইষ্টাম্পের ক্ষতি কি হানি হইলে তাহা নূতন করিবার কথা।]

৫০ ধারা।—১ প্রকরণ। কোন ব্যক্তি এই আইনের অনুমতিক্রমে ইষ্টাম্প কাগজ প্রাপ্ত হইলে পর যদি কোন ঘটনাক্রমে সেই কাগজের ক্ষতি কি হানি হয় কি তাহা কর্ম্মের অনুপযুক্ত হয়, অথবা সেই কাগজের কোন দলীল কি লেখ কি লিপি লিখিবার

কি নকলকরিবার সময়ে যদি কিছু অশুদ্ধ হয় ও সেই দলীল কি পত্র কি লিপি স্বাক্ষরিত কি সিদ্ধ করা যাইবার পূর্ব্বে সেই অশুদ্ধতা প্রকাশ হওয়াতে যদি তাহা ব্যর্থ হয় কিম্বা সেই দলীল কি পত্র কি লিপিক্রমে যে কার্য্য হইবার অভিপ্রায় থাকে তাহা সিদ্ধ করণার্থে যে ব্যক্তির স্বাক্ষর করা আবশ্যক তাহার মৃত্যুহওয়াতে কি অস্বীকার করাতে যদি সেই দলীল অসিদ্ধ ও ব্যর্থ হইয়া থাকে, অথবা কোন দলীল কি পত্র কি লিপি দ্বারা যে পদ কি ট্রষ্ট অর্পণ হয়, তাহা অস্বীকার হওয়াতে যদি সেই দলীল প্রভৃতির অভিপ্রায় নিষ্ফল হয়, অথবা কোন দলীল কি পত্র কি লিপি উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্পকাগজে লেখা গেলে পর অকস্মাৎ তাহার কোন হানি হওয়াতে কিম্বা তাহার লিখনে কি নকলকরণে কোন ভুল প্রকাশহওয়াতে যদি শেষে স্বাক্ষর না হইয়া সেই দলীলপ্রভৃতি নিষ্ফল হইয়া যায়, অথবা কোন দলীল কি পত্র লিপিদ্বারা যে কর্ম্ম হইবার মনস্থ ছিল তাহার টাকা প্রাপ্ত না হওয়াতে যদি সেই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে না পারে, কিম্বা যদি উপযুক্তমতের ইষ্ট্যাম্প করা অন্য কোন দলীল কি পত্র কি লিপিদ্বারা সেই কার্য্য পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অথবা প্রমিসরি নোট কি বিল অফ এক্সচেঞ্জপ্রভৃতি হইলে, তাহার টাকা যে ব্যক্তির প্রাপ্য হয় তাহাকে কি তাহার পক্ষে কোন ... প্রকারককে ঐ নোট প্রভৃতি না দেওয়াতে, কিম্বা অন্য কোন কারণে যদি সেই নোট প্রভৃতির কখন ব্যবহার না হয়, অথবা এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে যে বিলের দুই কি তিন কেতা করিতে হয়, তদ্ভিন্ন অন্য বিল অফ এক্সচেঞ্জ হইলে যদি তাহা স্বীকার হইবার জন্য কখন উপস্থিত করা না যায়, তবে এমত প্রত্যেক স্থলে যে ইষ্ট্যাম্প কাগজের উক্ত প্রকার ক্ষতি কি হানি হইয়াছে কিম্বা কর্ম্মের অনুপযুক্ত হইয়াছে, তাহা জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের হস্তে সমর্পণ করা গেলে, ও উক্ত প্রকারের হানি কি ক্ষতিগ্রস্ত কি কর্ম্মের অনুপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজের স্বামী কি তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ... ইষ্ট্যাম্প যাহাতে ছাপা হইবেক সেই কাগজের মূল্য দিলে কালেক্টর সাহেব সেই প্রকারের ও তত্তুল্য মূল্যের এক কি অধিক ইষ্ট্যাম্প কাগজে তাহাকে দেওয়াইতে পারিবেন ; কিন্তু কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জের দুই কি তিন কেতা লেখা গেলে তাহার কোন এক কেতা যদি টাকা প্রাপনিয়া ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, তবে তাহার বিষয়ে কিম্বা আটাল কোন ইষ্ট্যাম্প বিষয়ে, এই ধারার বিধান খাটিবে না।

[নূতন কাগজ পাইবার দরখাস্তের কথা।]

২ প্রকরণ। যে ব্যক্তির কোন ইষ্ট্যাম্প কাগজ পূর্ব্বোক্তমতে হানি কি ক্ষতি হয়, কি কর্ম্মের অনুপযুক্ত হয়, তিনি যে জিলাতে ঐ ইষ্ট্যাম্প ক্রয় করিয়াছিলেন সেই জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন তাহাতে কালেক্টর সাহেব সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উপযুক্ত বোধ করিলে, উক্ত যে ইষ্ট্যাম্প ক্ষতি কি হানি হইয়াছে কি কর্ম্মের অনুপযুক্ত হইয়াছে সেই প্রকারের কি তাহার তুল্য মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে এই আইনের বিধান মত ... দরখাস্ত-

কহিবেক কি তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে দিবেন কি দেওয়াইবেন। কিন্তু সে ইষ্টাম্পের হানি কি ক্ষতি তাহা কর্ম্মের অনুপযুক্ত যে কালে হইয়াছে তাহার পর ছ মাসের মধ্যে ঐ দরখাস্ত দিতে হইবেক।

[নূতন ইষ্ট্যাম্প না দিয়া ঐ ক্ষতি হওয়া ইষ্ট্যাম্পের মূল্য কালেক্টর সাহেবের দিতে পারিবার কথা।]

৩ প্রকরণ। এই ধারামতে কালেক্টর সাহেব যে স্থলে ঐ ক্ষতি কি হানি হওয় কি কর্ম্মের অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পের পরিবর্ত্তে নূতন ইষ্ট্যাম্প দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এমত স্থলে তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ দরখাস্তকারিকে ঐ ইষ্টাম্পের মূল্যের টাক ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

[হস্তান্তর করণপত্রে ক্রয়ের যথার্থ মূল্য লিখিবার কথা।]

৫১ ধারা।—১প্রকরণ। এই আইন প্রচলিত হইবার কালাবধি ব্যাঙ্কের কর্ম্মকারি চার্টর প্রাপ্ত কোন সমাজের কি জাইন্টষ্টাক কোম্পানির যে অংশের কেবল পৃষ্ঠে লিখন- দ্বারা হস্তান্তর করা যায় সেই অংশ ভিন্ন, ভূমি কি বার্ষিক বৃত্তি স্থাবর কি অস্থাবর অন্য সম্পত্তি কি পাট্টা প্রভৃতি কি বিষয় কিম্বা তদ্রূপ সম্পত্তিতে কোন অধিকার কি স্বত্ব কি সম্পর্ক কি দাওয়া বিক্রয় হইলে, যদি এই আইনক্রমে তাহার হস্তান্তর করণপত্রে ইষ্টাম্প ধার্য্য হয়, তবে মুখ্য যে দলীল কি পত্র লিপিক্রমে সেই বিক্রীত ভূম্যাদি ক্রেতার কি অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি অর্পিত হয় কি বর্ত্তে, তাহাতে ঐ ভূম্যাদি ক্রয় করণার্থ কি তাহার বিনিময়ে যত টাকা স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে দেওয়া গেল কি দিবার নিয়ম চুক্তি হইল, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইবে ও অক্ষরে লিখিয়া ব্যক্ত হইবেক। কিন্তু যদি দলীল কি পত্র কি লিপি কোন প্রচলিত আইনের নির্দ্দিষ্ট পাঠে লেখা যায়, ও তাহার মত টাকা কি যে মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়াদি হয় তাহা যদি নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে সেই বিক্রয়ের কি বিনিময়ের টাকা ঐ দলীলের কি পত্রের কি লিপির নিম্ন ভাগে যথার্থরূপে অক্ষরক্রমে ব্যক্ত ও প্রকাশ করিতে হইবে। সেই ভূম্যাদির মূল্য কি তাহার বিনিময়ে যত টাকা দেওয়া যায় তাহা যদি পূর্ব্বোক্তমতে সম্পূর্ণ ও যথার্থরূপে প্রকাশ ও ব্যক্ত না হয়, তবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পাঁচ২ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ- দণ্ড হইবে, ও উক্ত দলীল কি পত্র কি লিপি যত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হইয়াছে এবং ঐ ভূম্যাদির মূল্য কি তাহার বিনিময়ে যে টাকা দেওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণমতে ঐ দলীলে ব্যক্ত থাকিলে তাহা যত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে লেখা উচিত, ঐ উভয়ের মধ্যে যত টাকার ইষ্টাম্প বিশেষ হয়, তাহার পাঁচগুণ ঐ প্রত্যেক জনের দিতে হইবে।

[যে ব্যক্তি ঐ হস্তান্তর করণপত্র লিখিতে নিযুক্ত হন, তিনি যথার্থ মূল্যের স্থান লিখিলে তাঁহার দণ্ডের কথা।]

২ প্রকরণ। উক্ত ভূম্যাদির যত মূল্য কি তাহার বিনিময়ে যত টাকা স্পষ্ট

রূপে কি মতে দেওয়া গিয়াছে, কি দিবার নির্দ্ধারিত নিয়ম কি চুক্তি হইয়াছে, তাহার স্থান মুল্য যদি কোন ব্যক্তি জানিয়া ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে লেখেন কি ব্যক্ত করেন, তবে তাহার এই ধারার প্রথম প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড হইবেক।

[ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেব প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা নালিশ না হইবার কথা।]

৫২ ধারা।—এই আইনমতে রাজস্বের ক্ষতিকর কোন অপরাধ হেতুক জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেব কিম্বা তৎকর্ম্মের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক ভিন্ন কেহ কোন ব্যক্তির নামে নালিশ কি মোকদ্দমা করিতে পারিবেন না।

[অপরাধ মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের বিচার্য্য হইবার কথা।]

৫৩ ধারা।—এই আইনমতে যে কোন অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, তাহার বিচার ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের নির্দ্দিষ্টমতে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন কার্য্যকারকেরা কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীসের দ্বারা হইতে পারিবেক।

[অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে কারাবদ্ধ হইবার কথা।]

৫৪ ধারা।—এই আইনের বিধানমতে যাহার অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হয় তিনি যদি ঐ আজ্ঞামতে দণ্ড না দেন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি ঐ দণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তির মাল ও অন্য ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ দণ্ডের টাকা আদায় হইবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন। অথবা সেই দণ্ডের টাকা না দেওন পর্য্যন্ত কিম্বা তিন মাসের অনধিক কোন নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত পরাধিক কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু ঐ কালের মধ্যে অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে অপরাধী মুক্ত হইবে।

[গোয়েন্দাদের পুরস্কারের কথা।]

৫৫ ধারা।—যে মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি সেই প্রত্যেক দণ্ডের যত টাকা আদায় হয়, তাহার অর্দ্ধেক অনধিক অংশ গোয়েন্দাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[ইষ্ট্যাম্প ও মূল্য ও বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও দলীল ও কাগজ ও কর্জ ও মাস ও ভারতবর্ষস্থ ব্রিটিশীয় দেশ এই সকল শব্দের অর্থ ও বচন ও লিঙ্গ বিষয়ক কথা।]

৫৬ ধারা।—এই আইনের সকল ধারাতে ও তৎসংযুক্ত তফসীলে পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা অর্থান্তর বোধ না হইলে, "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দেতে ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে। "ইষ্ট্যাম্পের মূল্য" এই শব্দেতে যত টাকা কি আনা অঙ্ক কি অক্ষরদ্বারা উক্ত এক [illegible] শব্দে কি

অন্য দ্রব্যেতে নিয়মিত রূপে ছাপা থাকে তাহা বুঝাইবে। "বিল অফ এক্সচেঞ্জ" এই
কথার মধ্যে হুণ্ডী কি সেই প্রকারের অন্য কোন দলীল বুঝাইবে। দলীল এই শব্দেতে
দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয়, তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই
পত্র বুঝাইবে। "কাগজ" এই শব্দের মধ্যে পার্চমেণ্ট কি বেলম কি অন্যরূপের অন্য
দ্রব্য গণ্য হইবে। "জর্দ্দ" এই শব্দেতে হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল
বাহাদুর ৪ ধারামতে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পরিমাণের কোন ইষ্ট্যাম্প
কাগজ কি অন্য দ্রব্য বুঝাইবে। এক বচনের শব্দের মধ্যে বহুবচনান্ত সেই শব্দ ও
বহু বচনান্ত শব্দের মধ্যে এক বচনের সেই শব্দও বুঝাইবে। পুংলিঙ্গ বোধক শব্দের
মধ্যে স্ত্রীগণও গণ্য হইবে। "মাস" এই শব্দেতে ইংলণ্ডীয় পঞ্জিকামতের মাস বুঝা-
ইবে। "ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশ" এই কথাতে ভারতবর্ষের আরো উত্তম রূপে
কর্ত্তৃত্ব করিবার আইন নামে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের আইনের ১০৬
অধ্যায়ক্রমে যে সকল দেশ শ্রীশ্রীমতীর প্রতি বর্ত্তে সেই সকল দেশ বুঝাইবে।

[এই আইন প্রচলিত হইবার আরম্ভের কথা।]

৫৭ ধারা।—এই আইন ১৮৬২ সালের জুন মাসের ১ তারিখ অবধি প্রচলিত
হইবেক।

A চিহ্নিত তফসীল।

যে দলীলে ও পত্রে ও লিপিতে এই আইনমতে ইষ্ট্যাম্প দিতে হইবেক তাহা
ও সেই দলীলে ও পত্রে ও লিপিতে যত ইষ্ট্যাম্প উপযুক্ত হয়, তাহা এই তফসীলে
নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নিয়ম পত্র।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
১। এগ্রীমেণ্ট অর্থাৎ নিয়মপত্র কিম্বা নিয়মপত্রের কোন চুম্বক কি স্মারকপত্র, যদি টাকা দিবার খতের কি নিবন্ধন পত্রের ন্যায় কিম্বা হস্তান্তর করণপত্রের কিম্বা বন্ধকীপত্রের কি দানপত্রের কি যৌতুক ধন, নিরূপণ পত্রের ন্যায় না হয়, ও যদি এই তফসীলে তাহার অন্য বিধান না থাকে তবে তাহা চুক্তির প্রমাণপত্র হউক কিম্বা তাহাতে উভয়-পক্ষ বদ্ধ হউক, সেই নিয়ম পত্রের ...	১৷৷ টাকা।
মন্তব্য। উভয়পক্ষের কৃত নিয়মপত্রের প্রমাণার্থে যদি তাঁহাদের লিখিত দুই কি ততোধিক পত্র উপস্থিত করা যায় তবে তাহার মধ্যে কোন এক পত্রের, নিয়ম পত্রের উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প থাকিলেই যথাযোগ্য হয়।	
যদি সেই নিয়মপত্র কি চুম্বক কি স্মারকপত্র খতের কি টাকা দিবার অন্য নিবন্ধনপত্রের কি হস্তান্তর করণপত্রের কি বন্ধকীপত্রের কি দানপত্রের কি যৌতুক ধন নিরূপণ-পত্রের ন্যায় হয় তবে	এই তফসীলে ঐ ঐ পত্রের যে ইষ্ট্যাম্প নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই ইষ্ট্যাম্প।
২। নিয়মপত্র অর্থাৎ বৎসরের কি নিরূপিত অন্য সময়ের টাকা দিবার যে নিয়মপত্রের জন্য ইষ্ট্যাম্প এই তফসীলে ধার্য্য হয় নাই তাহাতে	১০ বৎসর পর্য্যন্ত দাতব্য ঐ টাকার খতের কিম্বা ঐ টাকা মোটে ন্যূন হইলে মোট টাকার খতের মত ইষ্ট্যাম্প তত।
৩। পাট্টার কিম্বা কোন ভূমি কি ঘর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি যে নিয়ম কি শর্ত্তমতে ভাড়া দেওয়া যায়, কি অধিকার কি দখল করা যায় তাহার নিয়মপত্রের কি চুম্বকের কি স্মারক পত্রের।	সেই নিয়ম ও শর্ত্তমতে সেই সম্পত্তির পাট্টার মত ইষ্ট্যাম্প লাগে তত।

পরন্তু সেই নিয়মপত্র কি চুম্বক কি স্মারক পত্রক্রমে সেই ভূমির কি ঘরের কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির কোন পাট্টা পরে করা গেলে তাহার উপর কেবল ৷৷০ আট আনার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে। জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে সেই নিয়মপত্র কি চুম্বক কি স্মারকপত্র উপস্থিত করা গেলে তিনি সেই পাট্টায় ঐ ইষ্ট্যাম্প বসাইবেন, নতুবা বসাইবেন না।

৪। টাকা আগাম প্রাপ্ত হইয়া কোন দ্রব্য চাষ কি প্রস্তুত কি উৎপন্ন করিবার কি যোগাইবার কি সমর্পণ করিবার নিয়মপত্র।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
৭০০ অধিক ১০০০ অনধিক হইলে	৬
১০০০ ঐ ২০০০ ঐ	১০
২০০০ ঐ ৩০০০ ঐ	১৫
৩০০০ ঐ ৫০০০ ঐ	২৫
৫০০০ ঐ ১০০০০ ঐ	৩৫
১০০০০ ঐ ২০০০০ ঐ	৫০
২০০০০ ঐ ৪০০০০ ঐ	১০০
৪০০০০ ঐ ৬০০০০ ঐ	১২৫
৬০০০০ ঐ ৮০০০০ ঐ	১৫০
৮০০০০ ঐ ১০০০০০ ঐ	২০০
লক্ষ টাকার ঊর্দ্ধের প্রত্যেক অংশের	১০০
তাহার ঊর্দ্ধ প্রতি লক্ষ টাকার	২০০

১৩। খাতকের স্বীকারপত্র কি প্রমিসরি নোট সহিত কি তদ্ভিন্ন তাহার কোন অধিকারপত্র কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নোট কি অন্য নিদর্শনপত্র কিম্বা কোন রেলওয়ের কি জাইণ্টষ্টক কোম্পানির শ্যার কি ডিবেনচুর অর্থাৎ টাকা প্রাপ্য হইবার পত্র কি বিল অফ লেডিং কিম্বা বাণ্ডহৌসে কি অন্য গুদামে গচ্ছিত মালের ওয়ারেণ্ট কিম্বা কোন প্রকারের মালের অর্পণপত্র গচ্ছিত করিয়া যে ঋণ দেওয়া যায় তাহার খৎ কি নিয়মপত্র। যদি সেই নিয়মপত্র খতের কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি প্রমিসরি নোটের ন্যায় অথবা তাহাতে পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা ... বিক্রয়ের যোগ্য দলীল হইতে পারে এমত ভাবে না লেখা যায়, তবে যত টাকার হউক ঐ ঋণ এক মাসের অনধিক কালের নিমিত্তে হইলে	১ টাকা
এক মাসের অধিক ও দুই মাসের অনধিক কালের নিমিত্তে হইলে	২ টাকা
দুই মাসের অধিক ও তিন মাসের অনধিক কালের [illegible]ত্তে হইলে	৪ টাকা
[illegible] তিন মাসের অধিক কালের হইলে	তত্তুল্য টাকার খতের যত ইষ্টাম্প ১২ প্রকরণে নির্দিষ্ট হইয়াছে তত।
১৪। জাহাজের বোঝাই [illegible] ও জাহাজের জামিনীতে ঋণ বিষয়ক খৎ কি অন্য নিদর্শন পত্রের ...	তত্তুল্য টাকার খতের যত ইষ্টাম্প ১২ প্রকরণে নির্দিষ্ট হইয়াছে তত।

	উপযুক্ত ইষ্টাম্প।
১৫। গবর্ণমেন্টের কোন নিদর্শনপত্র কিম্বা সাধারণ কোন কোম্পানির ষ্টাক হস্তান্তর করণের, কিম্বা যাহার মূল্য নিরূপণ হইতে পারে এমত কোন বিষয় কি দ্রব্য সমর্পণ করণের কি তাহার হিসাব দেওনের জামিনী স্বরূপ যে খৎ কি অন্য নিবন্ধন পত্র দেওয়া যায় ...	যত টাকা কি যত টাকার হিসাব দিবার নিয়ম হয় তাহা কিম্বা যে দ্রব্য সমর্পণ কি হস্তান্তর করিতে হইবেক তাহার মূল্য দিবার খতের যত ইষ্টাম্প ১২ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত।
১৬। খৎ কি অন্য নিবন্ধন পত্রদ্বারা যে মূল টাকা নির্দ্ধারিত হয় তাহার সুদ ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট কি অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্তে যে টাকা বৎসরের কি নিরূপিত অন্যই সময়ে দিতে হইবেক তাহার খৎ কি নিবন্ধন পত্রের ...	বৎসরের দেনা টাকার দশগুণ টাকা কিম্বা মোট মূল্য হইলে সেই মোট টাকা দিবার খতের যত ইষ্টাম্প ১২ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত।
১৭। খৎ কি অন্য নিবন্ধন পত্র যত টাকার হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট না হইলে সেই খতের কি নিবন্ধন পত্রের ...	স্বেচ্ছামতের ইষ্টাম্প লাগিবে—আইনের ২৭ ধারা দেখ।
যদি তাহাতে টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে তবে ...	ঐ নির্দ্দিষ্ট টাকার খতের যত ইষ্টাম্প ১২ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত।
১৮। কোন পদের কর্ম্ম কি কোন কার্য্য উপযুক্তমতে নিষ্পন্ন করিবার খৎ কি অন্য নিবন্ধন পত্রের ও অন্য যে কোন খতের এই তফসীলে স্পষ্ট বিধান হয় নাই কি ইষ্টাম্প হইতে মুক্ত হয় নাই তাহার খৎ হইলে ...	স্বেচ্ছামতের ইষ্টাম্প আইনের ২৭ ধারা দেখ।
১৯। হস্তান্তর করণপত্রের কি টাকার কি খতের যে ইষ্টাম্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত্তুল্য ইষ্টাম্প কাগজে লেখা কোন দলীলের কি পত্রের সহিত প্রতিপোষক জামিনী স্বরূপে, অথবা টাকা দেওনের কি সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কিম্বা কোন টাকার দাওয়া পরিশোধের চুক্তি কি প্রতিজ্ঞা কি নিয়মপত্র ভিন্ন। অন্য কোন চুক্তি কি প্রতিজ্ঞা কি নিয়মমতে কর্ম্ম সম্পাদনের জামিনীস্বরূপে, যে খৎ কি অন্য নিবন্ধনপত্র লওয়া যায় ...	সেই দলীল কি পত্র কি চুক্তিপত্র কি প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিয়ম পত্র যদি আট টাকার অধিক মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় তবে তত্তুল্য ইষ্টাম্প নতুবা আট টাকার ইষ্টাম্প লাগিবে

সর্টিফিকট।

২০। সর্টিফিকট অর্থাৎ কোন জাইণ্টষ্টাক কি অন্য কোম্পানির কি প্রস্তাবিত কি অনুকল্পিত কোম্পানির কোন এক কি অধিক শ্যারেতে কি স্কুপেতে ঐ সর্টিফিকট ধারির কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্বত্ব কি অধিকার প্রকাশক কি প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ক দলীল, অথবা সর্টিফিকটধারির কিম্বা অন্য ব্যক্তির এইক্ষণে কি ভাবিকালে তদ্রূপ কোন

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
ও তদূর্দ্ধ প্রত্যেক ৫০০০০ টাকার	২০০ টাকা।
ও তাহার কোন অংশের	১০০ টাকা।
২৪। সম্পত্তির বিনিময়ে বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া গেলে তাহার হস্তান্তরপত্র	ক্রয়ের মূল্য ঐ বার্ষিক বৃত্তির দশ গুণের সমান হইলে হস্তান্তর করণ পত্রের যতইষ্টাম্প তত।
২৫। যাহার জন্য ইষ্ট্যাম্প নির্দ্ধারিত নাই এমত অন্য কোন প্রকারের হস্তান্তর করণপত্র। এতদ্ব্যতীত হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্য কিম্বা যাহার বিনিময়ে হস্তান্তরকরণ হয়, তাহার মূল্য সেই হস্তান্তরকরণ পত্রে ব্যক্ত কি দৃষ্ট হইলে	হস্তান্তরকরণের নিয়মেঐ মূল্যের সমানটাকা পত্রে ব্যক্ত থাকিলে তাহার যত ইষ্ট্যাম্প লাগিত তত।
হস্তান্তর করণপত্রে মূল্য দৃষ্ট না হইলে	৫০ টাকা।
২৬। ব্যাঙ্কের কর্ম্মকারি সমাজের কি জাইণ্টষ্টাক কোম্পানির শ্যার দলীল দ্বারা কি পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা হস্তান্তর করণপত্র। যে শ্যার হস্তান্তর করা যায়, তাহার মূল্য যদি বাজারে ১০০ টাকার অনধিক হয়, তবে শ্যার প্রতি ..	।০
১০০ টাকার অধিক ও ২০০ টাকার অনধিক হইলে ...	।।০
২০০ ঐ ৩০০ ঐ	৷৷৹
৩০০ ঐ ৪০০ ঐ	১ টাকা।
ও তদূর্দ্ধ শত টাকা প্রতি অধিক ।০ আনার ইষ্টাম্প ও তদ্রূপ কোন শ্যারের অর্দ্ধ কি চতুর্থাংশ হস্তান্তরকরণপত্রের উক্ত নিয়মানুযায়ি ইষ্টাম্প লাগিবে	
বর্জ্জিত বিষয়।	
গবর্ণমেণ্টের কোন নোট কি কোম্পানির কাগজ হস্তান্তর করণপত্রের ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।	
২৭। সংস্কৃতি পত্রের কি দলীলের	৮ টাকা।
অনুলিপি অর্থাৎ নকল।	
২৮। অনুলিপি এতাবতা কোন দলীলের কি পত্রের কি লিপির যথার্থ অনুলিপি কি তাহা হইতে যথার্থরূপে গ্রহীত কথা বলিয়া যাহাতে স্বাক্ষর হয় কি সর্টিফিকট দেওয়া যায় ও দেওয়ানী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমায় যাহা প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করণার্থ দেওয়া যায় কিম্বা ঐ দলীলের কি পত্রের কি লিপির কোন পক্ষের কিম্বা তদ্দ্বারা কোন স্বত্ব কি সম্পর্ক অব্যবহিত রূপে প্রাপ্য কোন ব্যক্তির লাভ রক্ষণার্থে কি ব্যবহারার্থ করা যায়, এমত অন্য লিপি কি গ্রহীত কথার	মুখ্য দলীলের কি পত্রের লিপির ইষ্টাম্প আট আনার অধিক না হইলে তত্তুল্য ইষ্টাম্প।
যদি মুখ্য দলীলের আট আনার অধিক কিন্তু ১০ টাকার অনধিক ইষ্টাম্প লাগে তবে	২ টাকা।

	উপযুক্ত ইষ্টাম্প।
যদি মুখ্য দলীলের ১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকা অনধিক ইষ্টাম্প লাগে তবে	১ টাকা।
যদি মুখ্য দলীলের ৫০ টাকার অধিক ইষ্টাম্প লাগে তবে	২ টাকা।
মন্তব্য। উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত যে কোন অনুলিপি কোন সময়ে প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা যায়, সেই নকল সেই অভিপ্রায়ে করা গিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক।	
২৯। যে ব্যক্তি দলীল কি পত্র কি লিপির এক পক্ষ নহেন, কিম্বা তৎক্রমে যাঁহার অব্যবহিত রূপে কোন লাভ কি সম্পর্ক প্রাপ্তি না হয় এমত ব্যক্তির লাভ রক্ষণার্থে কি ব্যবহারার্থে ঐ অনুলিপি করা গেলে তাহার ফর্দ্দপ্রতি ..	৷৹ আনা।
৩০। অনুলিপি, এতাবতা কোন উইল কি টেষ্টমেণ্ট (অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মরণোত্তর তাঁহার স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তিবিষয়ক তাঁহার ইষ্টজ্ঞাপকপত্রের কি তাহার ক্রোড়-পত্রের কিম্বা কোন উইলের কি ক্রোড়পত্রের প্রোবেট (অর্থাৎ প্রমাণপত্রের) কি প্রোবেটের অনুলিপি কি কোন লেটর অফ আড্‌মিনিষ্ট্রেসন (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করিবার ক্ষমতাপত্রের) কিম্বা তদ্রূপ ইষ্টাম্প উইলের কি দানপত্রের স্থিরীকরণপত্রের কি তাহার কোন অংশের যথার্থ অনুলিপি বলিয়া কিম্বা দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমায় প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করণাভিপ্রায়ে কৃত বলিয়া যে অনুলিপিতে স্বাক্ষর হয় কি সর্টিফিকট দেওয়া যায় সেই অনুলিপি	১ টাকা।
৩১। কোন দলীল কি পত্র কি লিপিসংযুক্ত কোন দলীলের কি পত্রের কি লিপির অনুলিপি কি গ্রহিত কথা ..	যে দলীলের কি লিপি কি পত্রের নকল ক[illegible] যায় কি যাহাতে ক[illegible] গ্রহীত হয় তাহা য[illegible] আনার অনধিক মূল্যে[illegible] কাগজে লেখা থা[illegible] তবে তন্মূল্যমূল্যেরনত্ [illegible] ফর্দ্দ প্রতি ৷৹ আনা[illegible] ইষ্টাম্প।
৩২। কোন গবর্ণমেণ্ট আফিস হইতে কোন রিকার্ডের কি পত্রের কি হিসাবের কি বর্ণনাপত্রের কি রিপোর্টের কি অন্য পত্রের স্বাক্ষরিত কি সর্টিফিকট যুক্ত যে অনুলিপি কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহার ফর্দ্দ প্রতি	
কোন আদালত কি রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কাছারী প্রভৃতি হইতে আদালত কি রাজস্ব সংক্রান্ত পত্রের যে অনুলিপি দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে	১। চিহ্নিত তফসীল দে[illegible]

| উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।

বর্জ্জিত বিষয়।

যে কাগজপত্রের এই তফসীলে কোন ইষ্ট্যাম্প নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহার যে অনুলিপি কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের করিতে কি দিতে হয়, সেই অনুলিপির ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

প্রতিলিপি।

৩৩। পাট্টার প্রতিলিপির ... . [পাট্টার যত টাকার ইষ্ট্যাম্প তত।]

বর্জ্জিত বিষয়।

কোন রাইয়ৎ কি ভূমি প্রকৃত কৃষক পাট্টার প্রতিলিপি করিলে যদি সেই ব্যাপারের এক অংশরূপে কোন পণ দিতে না হয়, তবে তাহার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

[মান্দ্রাজের।]

মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সীর অন্তর্গত, গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী জমী বিষয়ে ভূম্যধিকারির ও রাইয়তের মধ্যে যে পাট্টা হয় তাহার প্রতিলিপির ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

পাট্টার প্রতিলিপি এই শব্দের মধ্যে কবুলিয়ৎ প্রভৃতি ধরিতে হইবেক।

প্রতিজ্ঞাপত্র।

৩৪। প্রতিজ্ঞাপত্র, এতাবতা কোন স্থাবর সম্পত্তি কি তাহাতে কোন স্বত্ব কি সম্পর্ক বিক্রয় করণ কি বন্ধক দেওনকালে, সেই সম্পত্তি কি স্বত্ব কি সম্পর্ক হস্তান্তর কি অর্পণ কি সমর্পণ কি মুক্ত করণার্থে, অথবা সেই সম্পত্তির কি স্বত্বের কি সম্পর্কের অধিক কি নিষ্কণ্টকে ভোগ কি দায় হইতে মুক্ত করণার্থে কিম্বা আরো দৃঢ় করণার্থে কি প্রকারান্তরে তদ্বিষয়ে ক্ষতি নিবারণার্থে কিম্বা অধিকার-পত্র কি তৎসম্পর্কীয় অধিকার পোষক পত্র উপস্থিত করণার্থে কিম্বা তন্মধ্যে সমস্ত কি কোন অভিপ্রায়ে কোন স্বতন্ত্র প্রতিজ্ঞাপত্র এই তফসীলে হস্তান্তর করণপত্র বলিয়া যাহার মূল্যানুসারে ইষ্ট্যাম্প ধার্য্য হয় এমত প্রতিজ্ঞাপত্র না হইলে) তাহার .... [১০ টাকা।]

৩৫। দানপত্র কি যৌতুকধন নিরূপণপত্র অর্থাৎ বর্ত্তমানে কি ভাবীকালে যাহা সফল হইবেক, তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে কি না হইলেও .... [হস্তান্তরকরণপত্রের তুল্য ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।]

৩৬। যে কোন প্রকারের দলীলের এই তফসীলে প্রকারান্তরের ইষ্ট্যাম্প ধার্য্য হয় নাই কি ইষ্ট্যাম্পের মাশুল হইতে মুক্ত হয় নাই তাহার .... [১ টাকা।]

৩৭। যে কোন প্রকার দলীলের কি পত্রের কি লিপির এই আইনমতে ইষ্ট্যাম্প ধার্য্য হইয়াছে তাহার ডুপ্লিকেটের কি প্রতিলিপির যদি এই তফসীলে প্রকারান্তরের

	উপযুক্ত ইষ্টাম্প।
ইষ্টাম্প ধার্য্য না হয় কিম্বা ইষ্টাম্প হইতে বিশেষমতে মুক্ত না হয় তবে	মুখ্য দলীলের ইষ্টাম্প ॥০ আনার অনধিক হইলে তত্তুল্য ইষ্টাম্প।
মুখ্য দলীলের ইষ্টাম্প ॥০ আনার অধিক কিন্তু ১০ টাকার অনধিক হইলে	১৲ টাকা।
মুখ্য দলীলের ইষ্টাম্প ১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হইলে	২৲ টাকা।
মুখ্য দলীলের ইষ্টাম্প ৫০ টাকার অধিক হইলে	৫৲ টাকা।

কিন্তু উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা ঐ মুখ্য দলীল জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত না করা গেলে তিনি সেই ডুপ্লিকেট কি প্রতিলিপির ইষ্টাম্প বসাইবেন না।

বিনিময়-পত্র।

৩৮। বিনিময়-পত্র এতাবতা যে কোন দলীল কি পত্র কি লিপিক্রমে কোন স্থাবর সম্পত্তি অন্য সম্পত্তির বিনিময়ে হস্তান্তর কি সমর্পণ করা যায় তাহার .... — ক্ষুদ্রতর মূল্যের [illegible] ইষ্টাম্প।

পাট্টা।

৩৯। পাট্টা এতাবতা খাজানা কি ভাড়া বিনা পণ প্রভৃতি স্বরূপে কোন পাট্টা দিয়া চিরকালীন কিম্বা কতক বৎসর মিয়াদি কিম্বা এক কি অধিক জনের জীবনান্তে যাহা রহিত হইবেক কিম্বা প্রকারান্তরের ঘটনার বশে যে পাট্টা দেওয়া যায় — ঐ [illegible] মূল্যের [illegible] কবোলা [illegible] ইষ্টাম্প লাগে তত।

৪০। পণ প্রভৃতি বিনা যে ভূমি কি বাটী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির ভাড়া কি খাজানা করিয়া দেওয়া যায় তাহার [illegible] পাট্টা।

	এক বৎসরের অনধিক মিয়াদের হইলে।	এক বৎসরের অধিক মিয়াদের হইলে।
এক বৎসরের খাজানা কিম্বা ২৪ টাকার অনধিক হইলে	।৵	[illegible]
২৫ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হইলে	।।০	৸০
৫০ ঐ ১০০ ঐ	৸০	[illegible]
১০০ ঐ ২৫০ ঐ	১৲	[illegible]
২৫০ ঐ ৫০০ ঐ	২৲	৪৲
৫০০ ঐ ১০০০ ঐ	৪৲	৮৲
১০০০ ঐ ২০০০ ঐ	[illegible]	[illegible]
২০০০ ঐ ৪০০০ ঐ	১৬৲	[illegible]
৪০০০ ঐ ৬০০০ ঐ	২৪৲	[illegible]
৬০০০ ঐ ১০০০০ ঐ	৪০৲	[illegible]
১০০০০ ঐ ২৫০০০ ঐ	১০০৲	[illegible]
২৫০০০ ঐ ৫০০০০ ঐ	২০০৲	[illegible]
ও তদূর্দ্ধ প্রত্যেক ২৫০০০ টাকার ও তাহার কোন অংশের	১০০৲	২০০৲

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
৪১। পণ প্রভৃতিস্বরূপে কিছু টাকা না দিয়া যে ভূমি কি বাটী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি অনিরূপিত মিয়াদের নিমিত্তে ভাড়া কি খাজানা করিয়া দেওয়া যায় তাহার কোন পাট্টা ...	এক বৎসরের অধিক কালের পাট্টার তুল্য ইষ্ট্যাম্প।
৪২। পণ প্রভৃতিক্রমে ভাড়ার কি খাজানার নিয়ম করতঃ যে ভূমির কি বাটীর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির কোন পাট্টা দেওয়া যায় তাহার	পণের বিনিময়ে হস্তান্তর করণপত্র ও ভাড়ার কি খাজানার পাট্টা এই দুইয়ের যত ইষ্ট্যাম্প লাগে সেই উভয়ের তুল্য ইষ্ট্যাম্প।
বর্জ্জিত বিষয়।	
রাইয়তকে কি প্রকৃত অন্য কৃষককে যে কোন পাট্টা দেওয়া যায় তাহার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ঐ কার্য্যের অংশস্বরূপে কোন পণ না দেওয়া যায়।	
[মান্দ্রাজের।]	
মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সীতে গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী জমীর বিষয়ে ভূম্যধিকারী ও রাইয়তের মধ্যে যে পাট্টা কি অন্য বন্দোবস্ত করা যায় তাহার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।	
মোক্তারনামা।	
৪৩। মোক্তারনামা। U চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মোক্তারনামা ভিন্ন	৪৲ টাকা।
সেই মোক্তারনামা যদি কেবল একি কার্য্যের উপলক্ষে হয় ও যে সম্পত্তির বিষয়ে ঐ কার্য্য হয় তাহার মূল্য যদি নির্দ্দিষ্ট থাকে ও ৫০০ টাকার অনধিক হয় তবে ...	১৲ টাকা।
৪৪। নিষ্পত্তি কি নালিশী বিষয় স্বীকার করিবার মোক্তারনামা কিন্তু অন্য যে দলীল এই আইনক্রমে মূল্যানুসারে ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা যায় সেই দলীলের নির্দ্দিষ্ট কোন টাকা পরিশোধ করিবার প্রতিপোষক জামীনস্বরূপে না দেওয়া গেলে	খতের যে ইষ্ট্যাম্প লাগে সেই।
ঐ মোক্তারনামা পাঁচশতের অধিক টাকা রক্ষা করণার্থে দেওয়া গেলে ও যে ব্যক্তি মোক্তারনামা দেন তিনি সেই টাকার নিমিত্তে মোকদ্দমা চলনকালীন হুকুমমতে কি হুকুম জারীক্রমে কয়েদ থাকিলে	৪৲ টাকা।
যদি পূর্ব্বোক্তমতে প্রতিপোষক জামীনি স্বরূপে দেওয়া যায় তবে	৫৲ টাকা।
মন্তব্য। কোন আদালতে কিম্বা রাজস্বসম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরদের সম্মুখে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমা কি কোন প্রকারের কার্য্য চালাইবার জন্যে যাহা প্রয়োজন হয় এমত ওকালৎনামা কি মোক্তারনামা প্রভৃতির বিষয়ে	U চিহ্নিত তফসীল দেখ।
অনুমতি-পত্র।	
৪৫। অনুমতিপত্র এতাবত খাতক ঋণ শোধ করিতে না পারিলে মহাজন যে অনুমতিপত্র ক্রমে তাহাকে অধিককাল নিরূপণ করেন তাহার	৮৲ টাকা।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
বন্ধকীপত্র।	
৪৬। বন্ধকীপত্র অর্থাৎ কোন স্থাবর সম্পত্তির অধিকার দিয়া কি না দিয়া কিম্বা অস্থাবর কোন সম্পত্তির অধিকার না দিয়া তাহার কি তদ্বিষয়ের যে কোন বন্ধকীপত্র কি কট-কওয়ালা অর্থাৎ নিয়মে বদ্ধ বিক্রয়পত্র কি অর্পণপত্র কি পণপত্র কিম্বা বন্ধকী খৎক্রমে কি বন্ধকী-পত্রের কি নিয়মবদ্ধ বিক্রয়পত্রের কি পণ-পত্রের কি বন্ধকী-খতের তুল্য প্রকারের কোন স্বীকার পত্রক্রমে যে টাকা প্রাপ্য হয় কি ঋণ দেওয়া যায়, তাহার প্রতিভূস্বরূপ হইলে সেই পত্রের এবং প্রাপ্য কি ঋণ দেওয়া টাকা পরিশোধ হইবার প্রতিভূস্বরূপ যদি কোন সম্পত্তির অধিকার-পত্র অর্পণ হয়, তবে তাহার সহিত যে কোন দলীল কি চুক্তি পত্র দেওয়া যায় তাহার	সেই প্রাপ্য কি ঋণ দেওয়া টাকার খতের যে ইষ্ট্যাম্প লাগে তত্তুল্য ইষ্ট্যাম্প।
৪৭ কোন অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক যে টাকা ঋণস্বরূপে কি অগ্রিম দেওয়া যায় তাহার বন্ধকীপত্র কি নিয়মবদ্ধ বিক্রয়পত্র কি নিয়মবদ্ধ বিক্রয়পত্রের কি বন্ধকী খৎ কি বন্ধকীপত্রের কি নিয়মবদ্ধ বিক্রয়পত্রের কি অর্পণ পত্রের কি পণপত্রের কি বন্ধকীখতের তুল্য প্রকারের কোন স্বীকার পত্র হইলে	অঙ্গীকার পত্রের তুল্য ইষ্ট্যাম্প।
৪৮। কোম্পানির কাগজ হস্তান্তর করিবার কিম্বা নিরূপিতকালের নিমিত্তে বার্ষিক টাকা দিবার কিম্বা যে বিষয়ে কি দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ হইতে পারে তাহা ভবিষ্যৎ কোন কালে দিবার প্রতিভূস্বরূপে কোন স্থাবর সম্পত্তির কি তাহার কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্কের অধিকার দিয়া কি না দিয়া যে বন্ধকী-পত্র কি নিয়মবদ্ধ বিক্রয়পত্র কি অর্পণপত্র কি পণপত্র কি বন্ধকীখৎ দেওয়া যায় তাহার ...	যত টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা কি ঐ দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যের টাকা দিবার খতের যে ইষ্ট্যাম্প লাগে তত্তুল্য ইষ্ট্যাম্প।
৪৯। জীবন পর্য্যন্ত কিম্বা অন্য অনিরূপিত কালের নিমিত্তে বার্ষিক টাকা দিবার প্রতিভূস্বরূপে কোন স্থাবর সম্পত্তির কিম্বা তাহাতে কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্কের অধিকার দিয়া যে বন্ধকী-পত্র কি নিয়মবদ্ধ বিক্রয়-পত্র কি অর্পণ-পত্র কি বন্ধকী-খৎ দেওয়া যায় তাহার	বার্ষিক যত টাকা দিতে হয় তাহার দশগুণ টাকার যত ইষ্ট্যাম্প লাগে তত্তুল্য ইষ্ট্যাম্প।
ঐ বন্ধকী-পত্র যত টাকার প্রতিভূস্বরূপে হয় তাহা নিরূপিককতক টাকার অধিক না হইবার নিয়ম থাকিলে	ঐ নিরূপিত টাকার বন্ধকীপত্রের যত ইষ্ট্যাম্প লাগে তত ইষ্ট্যাম্প।
বন্ধকী-পত্র যে টাকার প্রতিভূস্বরূপ হয়, তাহার সীমা নিরূপণ না হইলে	[illegible] ইষ্ট্যাম্প আইনের ২৭ ধারা দেখ।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
৫০। বন্ধকী-পত্র যে টাকার প্রতিভূস্বরূপ হয় সেই টাকার ঋণ যদি পূর্ব্বে হইয়া থাকে, কিম্বা অন্য কোন কারণ বশতঃ অন্য যে কার্য্যের দলীল ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হয়, তদ্রূপ দলীল লওয়াতে যদি ঐ বন্ধকী-পত্র ঐ কার্য্যের কেবল প্রতিপোষক প্রতিভূস্বরূপ হয়, এমত স্থলে	ঐ ঋণের কি অন্য দলীল আট টাকার অনধিক মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা থাকিলে তাহার তুল্য ইষ্ট্যাম্প নতুবা আট টাকার ইষ্ট্যাম্প।
মন্তব্য। উভয় পক্ষ ঐ বন্ধকের কার্য্য যে প্রকারে সিদ্ধ করিতে চাহে, তদর্থে যদি এক দলীলের অধিকের প্রয়োজন হয়, তবে মুখ্য দলীল উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে করা গেলে সেই মুখ্য দলীল ভিন্ন প্রত্যেক দলীলের	মুখ্য দলীল ৮ টাকার অনধিক মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা গেলে তত্তুল্য ইষ্ট্যাম্প নতুবা ৮ টাকার ইষ্ট্যাম্প।
বর্জ্জিত বিষয়।	
বিল অফ একচেঞ্জ অর্থাৎ হুণ্ডী সম্বলিত যে বন্ধকী ঋণ থাকে তাহার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।	
বন্ধকী সম্পত্তি।	
৫১। বন্ধকী-সম্পত্তির প্রত্যর্পণ-পত্র	অর্পণপত্রের তুল্য ইষ্ট্যাম্প
৫২। বন্ধকী-সম্পত্তি মুক্ত করণের স্বত্বত্যাগে মুক্তিকরণ পত্র।	হস্তান্তর করণ পত্রের তুল্য ইষ্ট্যাম্প।
উকীল দ্বারা লিখিত কথা।	
৫৩। নোটেরিয়ল আক্ট এতাবতা উকীলদ্বারা লিখিত যে পত্রের প্রকারান্তরের ইষ্ট্যাম্প এই তফশীলে নির্দ্ধারিত নাই তাহার	২ টাকা।
সম্পত্তি বিভাগ পত্র।	
৫৪। মহাল কিম্বা স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি, কিম্বা হিন্দুরদের মধ্যে যেমন হইয়া থাকে, তেমনি সাধারণ ভ্রাতৃভোগ পৃথক্‌করণ ভাবে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কি রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক যে বিভাগ করা যায় সেই বিভাগপত্রের যে অনুলিপি প্রত্যেক অংশী লন, তাহার সেই অংশের অংশের মূল্য এক শত টাকার অধিক না হইলে	।৹
১০০ টাকার অধিক ও ২০০ টাকার অনধিক হইলে	১ টাকা।
২০০ ঐ ৪০০ ঐ	২ টাকা।
৪০০ ঐ ৬০০ ঐ	৪ টাকা।
৬০০ ঐ ৮০০ ঐ	৬ টাকা।
৮০০ ঐ ১০০০ ঐ	৮ টাকা।
অতোধিক চারিশত টাকার কি তাহার কোন অংশের ...	২ টাকা।

উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।

যে সম্পত্তি বিভাগ হয়, তাহার সমুদয় কি একঅংশ যদি নগদ টাকা ভিন্ন অন্য সম্পত্তি হয় ও যদি সেই সম্পত্তির কোন ভাগের ন্যূনতা পুরণার্থে ঐ সম্পত্তির টাকা ভিন্ন অন্য টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয়, তবে ....

বিভাজ্য সম্পত্তি সমানাংশে বিভক্ত হইলে তাহার যে মূল্যের ইষ্টাম্প এবং ঐ অংশের ন্যূনতা পুরণার্থে যত টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয় তত টাকার হস্তান্তর করণপত্রের কি বিক্রয় পত্রের যে মূল্যের ইষ্টাম্প হয় সেই উভয় মূল্যের ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।

বিমাপত্র

৫৫। ইনস্যুরান্স পালিসি অর্থাৎ বিমাপত্র অথবা কোন নামান্তরে খ্যাত যে পত্রক্রমে কোন ব্যক্তির জীবৎকালে কিম্বা জীবৎনাশে কোন ঘটনা বিশেষে অথবা ঐ প্রকরণের লিখিত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য সম্পত্তি কি গৃহাদি দগ্ধ হইলে কতক টাকা দিবার নির্দ্ধারণ হয়।

একং সহস্র টাকার ও সহস্র টাকার প্রত্যেক ক্ষুদ্রাংশের .... ||০

৫৬। বিমাপত্র অর্থাৎ কোন জাহাজের কি স্লুপের কি ভড় প্রভৃতির কিম্বা তাহাতে কোন দ্রব্যের কি সম্পত্তির কিম্বা কোন জাহাজের কি স্লুপের কি ভড় প্রভৃতির বোঝাই দ্রব্যের উপর, কিম্বা তৎ সম্পর্কীয় অন্য কোন সম্পর্কের উপর, কিম্বা কোন যাত্রাকালীন বিমাপত্র। যে স্থলে ঐ বিমাপত্রদ্বারা নির্দ্ধারিত টাকার উপর শতকরা দুই টাকার অনধিক প্রীমিয়ম লাগে সেই স্থলে

বিমাপত্রের এক কেতা মাত্র হইলে	দুই কেতা হইলে প্রত্যেকে ইষ্ট্যাম্প

নির্দ্ধারিত টাকা এক সহস্রের অধিক না হইলে .... ||০ |০

যদি নির্দ্ধারিত টাকা এক সহস্রের অধিক হয়, তবে এক কেতা মাত্র করা গেলে, প্রত্যেক সহস্র টাকার ||০ আনা ও দুই কেতা করা গেলে প্রত্যেক কেতার |০ আনা।

বিমাপত্রের এক কেতা মাত্রহইলে	দুই কেতা হইলে প্রত্যেকের ইষ্টাম্প।

নির্দ্ধারিত টাকার উপর শতকরা দুই টাকার অধিক প্রীমিয়ম হইলে যদি সমুদয় টাকা এক সহস্রের অধিক না হয় তবে .... ১৲ |.০

যদি এক সহস্র টাকার অধিকের বিমা হয়, তবে বিমাপত্রের এক কেতা মাত্র করা গেলে তাহার প্রত্যেক সহস্র টাকার ও সহস্রের কোন ক্ষুদ্রাংশের ১ টাকা। যদি দুই কেতা হয় তবে প্রত্যেক কেতার ||০ আনা।

যদি দুই কেতার অধিক করা যায়, তবে দুই কেতা হইলে প্রত্যেকের যত ইষ্ট্যাম্প লাগে, উর্দ্ধপ্রত্যেকের ততই লাগিবে

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
উপযুক্তমতে ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা কোন বন্ধকীপত্রের কি প্রতিভূস্বরূপ অন্য পত্রের কি হস্তান্তরকরণ পত্রের কি নিরূপণ পত্রের কি হস্তান্তরকরণ পত্রের কি অন্য পত্রের লিখিত টাকা প্রাপ্ত হইবার কিম্বা তাহাতে যে মূল্যে টাকা কি সুদ কি বার্ষিক বৃত্তি দিবার নিয়ম হয় তাহা প্রাপ্ত হইবার যে রসীদ কি ফারখৎ ঐ বন্ধকীপত্র প্রভৃতির উপর কি তাহার মধ্যে লেখা যায় তাহাতে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।	
কোন ব্যাঙ্কের কি বণিকের নিকটে গচ্ছিত যে টাকার হিসাব সুদ সহিত কি সুদ বিনা গচ্ছিতকারি ব্যক্তিকে দিতে হইবে ও তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে কি দ্বারা ঐ টাকা প্রাপ্ত হইবার কথা ঐ হিসাবে লেখা না থাকে এমত স্থলে ঐ ব্যাঙ্ক কি বণিকের হাতে যে টাকা গচ্ছিত হয়, তাহার রসীদের ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না। কিন্তু কোন জাইন্টষ্টাক কি অন্য কোম্পানির কি প্রস্তাবিত কি কল্পিত কোম্পানির কোন অংশ কি শ্যারের উপর টাকা দিবার আদেশ সম্পর্কে, ঐ শ্যারের নিমিত্তে কি তাহার পত্র সম্পর্কে যে টাকা দেওয়া যায় কি গচ্ছিত হয় তাহা প্রাপনের রসীদ কি স্বীকার পত্র বিষয়ে এই বর্জ্জিত বিধি খাটিবে না। ঐ শেষোক্ত রসীদ কি স্বীকারপত্র যাহারই দ্বারা দেওয়া যাউক তাহার উপর রসীদের তুল্য ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।	
মুক্তকরণ পত্র।	
৬২। অছির কি ট্রষ্টির প্রতি অর্পিত ভার হইতে মুক্তকরণ পত্রের	১০ টাকা।
৬৩। কোন নিয়মপত্রের কি পাট্টার কি খতে কি দলীলে কি অন্যপত্রে যে তফসীল সংযুক্ত থাকে কি যাহা উল্লেখ হয়, তাহার নকল প্রভৃতি	।০
নিরূপণ পত্র।	
৬৪। নিরূপণ-পত্র ও স্ত্রীধন নিরূপণ-পত্র প্রভৃতি। এতদ্দ্বারা যে কোন দলীল কি পত্রক্রমে কোন টাকা কি কোম্পানির কাগজ কিম্বা স্থাবর কি অস্থাবর অন্য সম্পত্তি কোন প্রকারে কোন ব্যক্তির প্রতি কি তাঁহার উপকারার্থে নিরূপিত হয় কি নিরূপিত হইবার নিয়ম হয় তাহার	যত টাকা কি যত মূল্যের দ্রব্য নিরূপণ হয় কি নিরূপিত হইবার নিয়ম হয় তত টাকা দিবার খতের যে ইষ্ট্যাম্প ১২ প্রকরণে নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই অথবা যেস্থলে মূল্য নিশ্চিত নাই সেই স্থলে স্বেচ্ছা- [illegible] ইষ্ট্যাম্প আইনের ২৭ ধারা দেখ।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
শিপিং অর্ডর।	
৬৫। শিপিং আর্ডর এতাবতা কোন জাহাজের কোন মাল লইয়া যাইবার বিষয়ী কি তৎসম্পর্কীয় আজ্ঞাপত্রের ...	
৬৬। ওয়ারণ্ট—মাণ্ড ক্রৌশের	

সাধারণ বর্জ্জিত বিধি।

যে কোন প্রকারের দলীল কি পত্র কি লিপি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন গবর্ণমেণ্টের কি বোর্ডের কি কমিসানের কি আদালতের কি কার্য্যকারকে কি এজেণ্টের দ্বারা করা যায় তাহার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

মন্তব্য যথা। কোর্ট ওয়ার্ডসের কি স্থান বিশেষের এজেণ্ট সাহেবের কিম্বা তদ্রূপ কোন কোর্টের কি এজেণ্ট সাহেবদের অধীনে কোন কার্য্যকারকের দ্বারা কি মুনিসিপল কমিসানরের দ্বারা কিম্বা কোন আদালতে নিযুক্ত কোন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল কি রিসীবরের দ্বারা যে দলীল কি পত্র কি লিপি করা যায় তদ্বিষয়ে উক্ত বর্জ্জিত কথা খাটে না।

ও বাকী মালগুজারী কি খাজানা আদায়ের জন্যে কিম্বা আদালতের ডিক্রী কি হুকুম জারী ক্রমে যে নীলাম হয় তদ্বিষয়েও ঐ বর্জ্জিত কথা খাটে না।

উক্ত কোন স্থলে ক্রেতা যে সময়ে ক্রয়ের টাকা দেন সেই সময়ে তৎসঙ্গে ঐ টাকার উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্পের মূল্য কিম্বা ইষ্ট্যাম্প কাগজ দিতে হইবে। ও যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি তাহাকে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত বিক্রয় পত্র দিবেন।

রাইয়ত কি প্রকৃত অন্য কৃষক ভূম্যধিকারির নিকটে ভূমি ত্যাগ করণের যে পত্র দেন তাহাতে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

পূর্ব্বকৃত কোন নিরূপণ পত্র কি দলীল কি উইল অনুসারে কিম্বা তৎক্রমে দত্ত ক্ষমতাগতে কার্য্য করত কোন ট্রুষ্ট কি নিয়োগ প্রকাশ কি প্রকারান্তরের দলীল সহিত যে উইল কি টেষ্টমেণ্ট প্রভৃতি দেওয়া যায় তাহাতে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

মন্তব্য কথা।

(ক) উক্ত তফসীল অনুসারে যে কোন দলীল কি পত্র কি লিপি ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিবার আজ্ঞা হয় তাহা এক ইষ্ট্যাম্প কাগজে না ধরিলে অধিক কাগজে লেখা যাইতে পারিবে, কিন্তু ঐ ইষ্ট্যাম্প কাগজের যত মূল্য তফ-

| উপযুক্ত ইষ্টাম্প।

লে নির্দ্দিষ্ট হয়, ঐ সমুদয় কাগজের তত্তুল্য মূল্য হওয়া আবশ্যক।

(খ) অনেক দলীল কি পত্র কি লিপি থাকিলে তাহার মধ্যে কোনটা প্রধান এই বিষয়ের কোন সংশয় হইলে, ঐ দলীল সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা আপনারদের মধ্যে তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন। কিন্তু যে স্থলে একের অধিক দলীল থাকে সেই স্থলে মুখ্য দলীল আট টাকার অনধিক মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হইলে অন্য প্রত্যেক দলীল সেই ইষ্টাম্পের তুল্য ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক, (প্রতিপোষক দলীলের অতি উচ্চ ইষ্টাম্পের আট টাকা মূল্য) ও মুখ্য দলীলক্রমে হস্তান্তর কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহা অন্য সকল দলীলের মূল পাঠে নির্দ্ধারিত থাকিবেক তাহা উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হইয়াছে এই কথাও নির্দ্দিষ্ট হইবে।

—:*:—

B চিহ্নিত তফসীল।

আদালত সম্পর্কীয় কাগজপত্রে যত ইষ্টাম্প লাগিবে, তদ্বিষয়ে B চিহ্নিত যে তফসীল এই আইনের ৩০ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই।

| উপযুক্ত ইষ্টাম্প।

প্রার্থনাপত্র—রাজীনামা দেখ।

১। কোন রাজধানীর কষ্টমের কালেক্টর সাহেবকে যে প্রার্থনাপত্র দেওয়া যায়, ও ১৮৫৬ সালের ১৪ আইনমতে অর্থাৎ কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও পুলুপিনাঙ্গ ও সিংহপুর নামক বসতি স্থানের পারিপাট্য ও সৌষ্ঠব করণের আইনমতে মুনিসিপল কমিসানরকে কি কোন মাজিষ্ট্রেট কি জষ্টিস অফ দি পীস সাহেবকে যে প্রার্থনাপত্র দেওয়া যায় তাহার। …… /০

জামিনী পত্র।

২। জামিনীপত্র অর্থাৎ কোন আদালত কি রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক দ্বারা কি তাঁহার আজ্ঞাক্রমে নির্দ্দিষ্ট কতক টাকার কি নির্দ্দিষ্ট কতক টাকা দণ্ডের কি নির্দ্দিষ্ট টাকার বে হাজির জামিনীপত্র কি প্রতিভূস্বরূপ পত্র কি অন্য নিদর্শন লওয়া যায় তাহার …… …… …… ……

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প ।

বৰ্জ্জিত বিষয় ।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় হাজির জামিনীপত্রের ও মোকদ্দমা চালাইবার কি প্রমাণ দিবার প্রতিজ্ঞাপত্রের ও স্বয়ং উপস্থিত হইবার কি প্রকারান্তরের প্রতিজ্ঞাপত্রের ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

সর্টিফিকট

৩। ১৮৬০ সালের ২৭ আইন মতের অর্থাৎ উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকা আদায় করা সুগম করণের ও মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত লোকদিগকে যাহারা আপনহ কর্জ্জা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহাদের বেবাকী হওনের আইনমতের সর্টিফিকট যে প্রাপ্য টাকা কি অন্য সম্পত্তি সম্পর্কে দেওয়া যায় তাহা ৫০০ টাকার অনধিক এমত শপথ হইলে.....

৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে .....

ও তত্তোধিক প্রত্যেক সহস্র টাকার কিম্বা তত্তোধিক সহস্রের কোন অংশের ....

যে ব্যক্তিকে ঐ সর্টিফিকট দেওয়া যায় তিনি কি তাঁহার উত্তরাধিকারী কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ঐ সর্টিফিকটের তারিখ অবধি দশমাস গত হইলে পর, ও তৎপরে ঐ সর্টিফিকট যে আদালত দেন সেই আদালত যে সময়ে আজ্ঞা করেন সেই সময়ে ঐ সর্টিফিকটক্রমে যে সকল টাকা আদায় করিয়াছেন কি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার বিবরণ ঐ আদালতে অর্পণ করিবেক ও সেই সর্টিফিকট যাহাকে দেওয়া যায়, তিনি যত টাকা প্রাপ্য কি সম্পত্তি শপথ করিয়াছেন তত্তোধিক টাকা যদি সেই প্রকারে আদায় করেন কি প্রাপ্ত হন, তবে আদালত সর্টিফিকট রহিত করিয়া বৰ্দ্ধিত টাকার নিমিত্তে এই প্রকরণক্রমে যত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে নূতন সর্টিফিকট গ্রহণ করিতে ঐ ব্যক্তিকে আজ্ঞা করেন, নিরূপিত কালের মধ্যে ঐ বিবরণ অর্পণ না হইলে আদালত ঐ সর্টিফিকট রহিত করিতে পারেন।

ডিক্রীর নকল।

৪। যে মোকদ্দমার দাওয়ার মূল্য পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত হয় তাহাতে কিম্বা আদালতের কোন আপীলি মোকদ্দমায় সদর আদালতের অধীন কোন আদালতের কিম্বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন আদালতের ডিক্রীর নকলের ....

যদি সদর আদালতে কোন মোকদ্দমায় কি আপীলক্রমে ডিক্রী হয়, তবে তাহার নকলের ....

	উপযুক্ত ইষ্টাম্প।
৫। সদর আদালতের অধঃস্থ আদালতের কিম্বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন আদালতের ডিক্রী ভিন্ন নিষ্পত্তির কি হুকুমের নকল	।।৽
সদর আদালতের হইলে	১৲

সেই নিষ্পত্তি অন্য কোন ভাষায় তরজমা করা গেলে সেই তরজমার নকল পাইবার প্রার্থনা শাদা কাগজে হইতে পারিবে ও সেই তরজমার নকল ঐ নিষ্পত্তির নকলের অতিরিক্ত কি তাহার পরিবর্ত্তে তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দেওয়া যাইতে পারিবে।

বর্জ্জিত বিষয়।

যে মোকদ্দমায় দাওয়ার মূল্য পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত না হয় আপীলক্রমে না হইয়া এমত মোকদ্দমায় কি তৎসম্পর্কে সদর আদালতের অধঃস্থ কোন আদালতে কিম্বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন আদালতে যে কোন নিষ্পত্তি কি ডিক্রী কি হুকুম হয় তাহার নকল ঐ আদালত হইতে লওয়া গেলে সেই নকলের জন্যে ইষ্টাম্প লাগিবে না।

৬। রাজস্ব কি আদালত সম্পর্কীয় কোন রুবকারীর কি হুকুমের যে নকলের বিধান এ প্রকরণে কি ঐ প্রকরণের বর্জ্জিত কথার মধ্যে না আইসে সেই নকলের কিম্বা কোন হিসাব কি কৈফিয়ৎ কি রিপোর্ট প্রভৃতির যে নকল ব্যবহার কি দৃষ্টি করিবার জন্যে কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত কি কাছারী হইতে লওয়া যায় কিম্বা আসল দলীলের পরিবর্ত্তে নথীতে অর্পণ হয় তাহার ফর্দ্দ প্রতি	।।৽
৭। এই আইনের A চিহ্নিত তফসীল অনুযায়ী ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত যে দলীল কি পত্র কি লিপির নকল আসলের পরিবর্ত্তে নথীতে রাখা যায় সেই নকলের	ঐ মুখ্য দলীল।।৽ আনার অনধিক ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গেলে তত্তুল্য ইষ্টাম্প নচুবা ফর্দ্দ প্রতি ।।৽ আনার ইষ্টাম্প

বর্জ্জিত বিষয়।

যদি উক্ত A চিহ্নিত তফসীলমতে আসল দলীল কি পত্র কি লিপি ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে না হয় তবে নকলের ইষ্টাম্প লাগিবে না।

লেটের অফ আডমিনিষ্ট্রেসন প্রোবেট দেখ।

মোক্তারনামা।

৮। মোক্তারনামা ও ওকালতনামা ও অন্য যে ক্ষমতাপত্র কোন আদালতে কি রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে কোন মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্তে দাখিল কি উপস্থিত করা যায় তাহা

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
সদর আদালতে দাখিল হইলে	২৲
রেবিনিউ বোর্ডে কি রাজস্বের তত্ত্বাবধারক প্রধান অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে দাখিল হইলে	২৲
রাজস্বের তত্ত্বাবধারক প্রধান কার্য্যকারক সাহেব ভিন্ন রাজস্বের কমিসানর সাহেব কি কষ্টমের কমিসানর সাহেবের সম্মুখে দাখিল হইলে	১৲
সদর আদালত ভিন্ন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন আদালতে কিম্বা কোন কালেক্টর সাহেবের কি রাজস্ব সম্পর্কীয় অন্য কার্য্যকারকের নিকটে দাখিল হইলে	॥০

বর্জ্জিত বিষয়।

পল্টনের কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী যে মোক্তারনামা করে তাহাতে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

যে স্থলে লিখিত মোক্তারনামা বিনা উকীলের কোন ফৌজদারী আদালতে আসামীর পক্ষে উপস্থিত হইবার অনুমতি হয় সেই স্থলে কোন ইষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নাই।

আপীলের ও অন্য দরখাস্ত।

৯। আপীলের দরখাস্ত। এতাবতা নালিশের আরজী অগ্রাহ্য করিবার কোন হুকুমের উপর কিম্বা যে ডিক্রী কি হুকুম আইনমতে ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হয়, তাহার উপর না হইয়া অন্য আপীলের দরখাস্ত, ও কোন দেওয়ানী আদালতে যে দরখাস্ত কি প্রার্থনাপত্র দেওয়া যায় তাহা নীচের লিখিত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক অর্থাৎ

সদর আদালতে ....

সদর আদালতের অধীন কোন আদালতে হইলে ......

বঙ্গদেশের নিমিত্তে বিশেষ বিধি।

১০। রেবিনিউ বোর্ড কিম্বা রাজস্বের তত্ত্বাবধারক অন্য প্রধান কার্য্যকারকের নিকটে আপীলের যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহার ....

রেবিনিউ বোর্ডে কিম্বা রাজস্বের তত্ত্বাবধারক অন্য প্রধান কার্য্যকারকের নিকটে অন্য কোন দরখাস্ত কি প্রার্থনাপত্র হইলে তাহার ....

অন্য কোন বিধানের কিম্বা এই তফসীলের বর্জ্জিত কথার অন্তর্গত নহে, এমত যে দরখাস্ত কি প্রার্থনাপত্র অন্য ফৌজদারী আদালতে কি রাজস্ব সম্পর্কীয় অন্য কাছারীতে দেওয়া যায় তাহার ....

সাধারণ বর্জ্জিত বিষয়।

পঞ্চাশ টাকার মূল্যে টাকার কি ভূমি মূল্যের কোন মোকদ্দমা সম্পর্কীয় যে দরখাস্ত কি প্রার্থনাপত্র কোন

| উপযুক্ত ইষ্টাম্প। |

মুন্সেফের আদালতে কিম্বা ১৮৫৯ সালের ৩ আইনমতে (অর্থাৎ সৈন্যেরদের ছাউনী স্থানের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে কোনং স্থলে দেওয়ানী কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওনের ও তাঁহারদিগকে দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টর করণের আইনমতে) দেওয়ানী আদালত স্বরূপে উপবিষ্ট ছাউনীর স্থানের কোন জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে, কিম্বা ১৮৬০ সালের ৪২ * আইনমতে (অর্থাৎ রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিমকোর্টের এলাকার সীমার বাহিরে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত সংস্থাপন করিবার আইনমতে) স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালতে উপস্থিত করা যায় অথবা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে (অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গালা দেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইনমতে) বিচারিত উক্ত মূল্যের কোন মোকদ্দমা সম্পর্কে যে দরখাস্ত কি প্রার্থনাপত্র কালেক্টর সাহেবের কি ডেপুটী কালেক্টরের নিকটে উপস্থিত করা যায় তাহাতে ইষ্টাম্প লাগিবে না।

প্রমাণ দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে কোন সাক্ষিকে কি অন্য ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার শমনের নিমিত্তে কিম্বা কোন দস্তাবেজ উপস্থিত কি অর্পণ করণ বিষয়ে যে প্রার্থনাপত্র হয় তাহার ইষ্টাম্প লাগিবে না।

চৌকীদারি যে টাক্স ধার্য্য হয় তাহার বিরুদ্ধে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে আপীলের যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহার ইষ্টাম্প লাগিবে না।

পোলীস সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে যে পত্রাদি লেখা যায় তাহা রিকার্ড করিবার অভিপ্রায়ে না হইলে তাহার ইষ্টাম্প লাগিবে না।

যে কালেক্টর সাহেব কি কার্য্যকারক বন্দোবস্ত করিতেছেন তাহার নিকটে ভূমির জমাধার্য্য করণ কি অধিকার নির্ণয়করণ সম্পর্কীয় কিম্বা ভূমির উপর গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের বন্দোবস্ত সম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ে যে দরখাস্ত ঐ বন্দোবস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে দেওয়া যায় তাহার ইষ্টাম্প লাগিবে না।

সেই বিষয়ে রেবিনিউ বোর্ডের কি কমিশানর সাহেবের নিকটে যে দরখাস্ত করা যায় তাহার ইষ্টাম্প লাগিবে না।

কোন দোষ কি অপরাধ বিষয়ে যে সকল দরখাস্ত কি প্রার্থনা-পত্র কি অভিযোগ কি আপন পত্র লেখা যায়

* ১৮৬৭ সালের ১১ আইনের ২ ধারামতে রহিত হইয়াছে।

তাহার ও কারাবদ্ধ ব্যক্তিদের ও বিচার হওনের নিমিত্তে কি প্রকারান্তরে যাহাদিগকে অবরোধ করা যায় কিম্বা আদালতের কিম্বা আমলাগণের হেফাজতে রাখা যায়, তাহাদের যে দরখাস্ত হয় তাহার কোন ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রসীডেন্সীর নিমিত্তে বর্জ্জিত বিষয়।

রাজস্বের কার্য্যকারকের নিকটে দরখাস্ত কি প্রার্থনাপত্র ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা আবশ্যক নাই। কেবল বোম্বাই প্রসীডেন্সীর মধ্যে কালেক্টর সাহেবের বিচার্য্য মোকদ্দমা সম্পর্কে যে দরখাস্ত করা যায়, তাহার ইষ্ট্যাম্প এই তফসীলের শেষ ভাগের লিখিত বিশেষ বিধিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নালিশ কি আপীল।

১১। নালিশের আরজী কি আপীলের দরখাস্ত অর্থাৎ যাহার প্রকারান্তরে বিধান হয় নাই এমত যে মোকদ্দমা কি আপীল কোন টাকা আদায়ের জন্যে কিম্বা কোন সম্পর্কে কি বিষয় কি দ্রব্য প্রাপণার্থে রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতের এলাকার সীমানার বহির্ভূত কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা যায় তাহাতে নালিশের আরজীর কি আপীলের দরখাস্তের ইষ্ট্যাম্প।

যে টাকার কি যে বিষয়ের দাওয়া হয়, তাহা কি তাহার মূল্য ১৬ টাকার অনধিক হইলে.... ১৲

১৬ টাকার অধিক			ও	৩২	ঐ	ঐ	২৲
৩২	ঐ	ঐ	ও	৬৪	ঐ	ঐ	৪৲
৬৪	ঐ	ঐ	ও	১৫০	ঐ	ঐ	৮৲
১৫০	ঐ	ঐ	ও	৩০০	ঐ	ঐ	১৬৲
৩০০	ঐ	ঐ	ও	৮০০	ঐ	ঐ	৩২৲
৮০০	ঐ	ঐ	ও	১৬০০	ঐ	ঐ	৫০৲
১৬০০	ঐ	ঐ	ও	৩০০০	ঐ	ঐ	১০০৲
৩০০০	ঐ	ঐ	ও	৫০০০	ঐ	ঐ	১৫০৲
৫০০০	ঐ	ঐ	ও	১০০০০	ঐ	ঐ	২৫০৲
১০০০০	ঐ	ঐ	ও	১৫০০০	ঐ	ঐ	৩৫০৲
১৫০০০	ঐ	ঐ	ও	২৫০০০	ঐ	ঐ	৫০০৲
২৫০০০	ঐ	ঐ	ও	৫০০০০	ঐ	ঐ	৭০০৲
৫০০০০	ঐ	ঐ	ও	১০০০০০	ঐ	ঐ	১০০০৲
১০০০০০	ঐ	ঐ					২০০০৲

মোকদ্দমা ছৈফা সম্পর্কীয় কোর্ট ডিক্রীতে কিম্বা ১৮৫৯ সালের ৩ আইনমতে জাষ্টিস অব দি পীস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের

* ১৮৬৮ সালের ১৮ আইনের ৩ ধারা। এই পুস্তকের ২২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

	উপযুক্ত ইষ্টাম্প
আদালতে উপস্থিত হইলে, ও টাকা কি মোকদ্দমার মূল্য ৮ টাকার অধিক না হইলে	।০
৮ টাকার অধিক হইয়া ১৬ টাকার অধিক না হইলে	॥০
১৬ টাকার অধিক হইয়া ৩২ টাকার অধিক না হইলে ..	১৲ টাকা।
যদি ৩২ টাকার অধিক হয়, তবে.....	অন্য কোন আদালতে মোকদ্দমা হইলে ৩৩ ইষ্টাম্প আবশ্যক,
১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৪ ধারামতে দখল পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে	উপযুক্ত নির্দ্দিষ্ট হারের চতুর্থাংশ মূল্যের ইষ্টাম্প।

মন্তব্য কথা।

(ক) গবর্ণমেণ্টের মালগুজারীর যে ভূমি মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসীডেন্সীর অন্তর্গত নহে, সেই ভূমি যদি সম্পূর্ণ এক মহাল হয়, কিম্বা যাহার জমাবৃদ্ধি হইতে পারিবে এমত নির্দ্ধারিত জমার বিশেষ অংশ হয়, তবে সেই ভূমির নিমিত্তে মোকদ্দমা হইলে ঐ মহালের কি তাহার পূর্ব্বোক্ত অংশের যত জমা বৎসরে গবর্ণমেণ্টে দিতে হয় তাহাই মোকদ্দমার মূল্য জ্ঞান হইবে। যদি সেই ভূমির চিরকালীন জমা ধার্য্য হইয়া থাকে, তবে ঐ বার্ষিক জমার তিন গুণ, মোকদ্দমার মূল্য গণিতে হইবেক।

(খ) মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সীর মধ্যে গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী ভূমির নিমিত্তে মোকদ্দমা হইলে, যে বৎসরে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহা সেই বৎসরে মফঃস্বল জমীদারের কি রাইয়তেরদের ঐ ভূমির বার্ষিক উৎপন্ন যত দেনা দিতে হইবে, তাহার মূল্য ঐ সম্পত্তির মূল্য জ্ঞান হইবে।

(গ) বোম্বাই প্রেসীডেন্সীর মধ্যে গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী ভূমির নিমিত্তে মোকদ্দমা হইলে বৎসরের যত জমা ধার্য্য আছে, তদনুসারে ঐ সম্পত্তির মূল্য ধার্য্য হইবে।

(ঘ) নিষ্কর ভূমির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, ঐ ভূমির রাইয়তেরদের কি পেট্টাও অন্য প্রজারদের সর্ব্বশুদ্ধ যত খাজানা বৎসরেং দিতে হয়, তাহার অষ্টাদশ গুণ মোকদ্দমার মূল্য ধার্য্য হইবে।

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বিষয় ভিন্ন ঘর কি বাগানের কিম্বা স্থাবর কি অস্থাবর অন্য মূল্যবান বিষয়ের নিমিত্তে মোকদ্দমা হইলে ও গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী ভূমিতে কোন স্বত্বের নিমিত্তে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে যাহার মূল্য নিরূপণ হইতে না পারে, এমত অন্য কোন স্বত্বের কি বিষয়ের নিমিত্তে মোকদ্দমা হইলে, সেই দ্রব্যাদি অনুমান যত মূল্যে বিক্রয় হইতে

পারে তদনুসারে মোকদ্দমার মূল্য ধার্য্য হইবে কিম্বা যদি তাহার বিক্রয়ের অনুমান হইতে না পারে তবে ফরিয়াদী মোকদ্দমার যে মূল্য ধরেন তাহাই তাহার মূল্য জ্ঞান হইবে। ও খেসারৎ কি ক্ষতিপূরণ প্রভৃতির নিমিত্তে যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে ফরিয়াদী যত টাকা দাওয়া করেন মোকদ্দমার তত টাকা মূল্য জ্ঞান হইবে।"

(ছ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনেতে যে হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন হেতুতে আপীল কি নালিশের আরজী অধঃস্থ আদালতে অগ্রাহ্য হইলে পর, যদি তাহা গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা হয়, অথবা যদি আপীল হইয়া সেই মোকদ্দমা অধঃস্থ আদালতে দ্বিতীয়বার নিষ্পত্তির নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান যায়, তবে আপীল আদালত আপেলাণ্টকে এই মর্ম্মের সর্টিফিকট দিবেন যে সেই আপেলাণ্ট আপীলের দরখাস্তের নিমিত্তে ইষ্ট্যাম্পের যত মাশুল দিয়াছে তাহা কালেক্টর সাহেবের স্থানে ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের বিশেষ বিধি।

(জ) গবর্ণমেণ্টের বাকী জমা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী জমীর খাজানা কিম্বা তদ্রূপ জমীর গোমস্তার হস্তগত টাকা প্রাপণের নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টর সাহেব কিম্বা ডেপুটি কালেক্টরের আদালতে উপস্থিত করা যায়, তাহাতে দাওয়ার বর্ণনাপত্র দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট ইষ্ট্যাম্পের চতুর্থাংশ মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে। ও গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী জমীর বিষয়ে অন্য যে সকল প্রকারের মোকদ্দমা উক্ত আইনমতে কালেক্টর সাহেবের কি ডেপুটী কালেক্টরের আদালতে উপস্থিত করা যায় তাহাতে দাওয়ার বর্ণনাপত্র ।০ আনা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে

প্রোবেট।

১২। কোন আদালতের দত্ত প্রোবেট কি লেটর্স অফ আড্‌মিনিষ্ট্রেশনের, কিম্বা বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ৮ আইনক্রমে (অর্থাৎ উত্তরাধিকারি ও অছি ও আড্‌মিনিষ্ট্রেটরদিগের দাঁড়াগতে স্বীকৃত হইবার ও আদালত কর্ত্তৃক সম্পত্তির আড্‌মিনিষ্ট্রেটর ও কর্ম্মনির্ব্বাহক ব্যক্তিদিগের নিযুক্ত হইবার বিধান করিবার আইনক্রমে কিম্বা ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনক্রমে অর্থাৎ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন বঙ্গদেশস্থ নাবালকদিগের ও

	উপযুক্ত ইষ্টাম্প।
তাহারদের সম্পত্তি রক্ষণার্থে সুবিধান করিবার আইনক্রমে যে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহার	
রাজীনামা প্রভৃতি।	
১৩। রাজীনামা ও রফানামা ও সোলেনামা প্রভৃতি অর্থাৎ	
লিখিত যে কোন প্রার্থনাক্রমে কি অনুসারে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমা বিচার পাত্তর কি অন্য কার্য্যকারকের নিষ্পত্তিকরণ ভিন্ন চুকান যায় কি চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার	মকদ্দমায় ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে [illegible] ইষ্টাম্প।
বোম্বাই প্রেসীডেন্সীর নিমিত্তে বিশেষ বিধি।	
বোম্বাই দেশের চলিত ১৮৩৮ সালের ১৬ আইনক্রমে সংস্কৃত ১৮২৭ সালের ১৭ আইনের অর্থাৎ বোম্বাইয়ের অধীন দেশে ভূমির জমা খর্চা ও আদায়করণের বিধান নির্দ্দিষ্ট করিবার ও ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যেতে গবর্ণমেণ্টের এক্তিয়ারি অধীন ব্যক্তির ও প্রজার স্বত্ব নির্ণয় করিবার ও ভূমি ও তাহার খাজানা ও উৎপন্ন দ্রব্য বিষয়ী মোকদ্দমার বিচার করিতে কালেক্টর সাহেবকে ক্ষমতা দিবার ও কোন ব্যক্তিকে ভূমি নিষ্কররূপে ভোগ হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার আইনের ৮ অধ্যায় ক্রমে কালেক্টর সাহেবেরদের বিচার্য্য সকল মোকদ্দমাতে ইষ্টাম্প সম্পর্কে দেওয়ানী আদালতে যে বিধি প্রবল আছে সেই বিধি চলিবেক।	
সাধারণ বিধি।	
কোন নালিশী আরজীর কি লিখিত দরখাস্তের কি দস্তাবেজের কিম্বা ডিক্রীর কি হুকুমের নকলের সমুদয় কথা যদি [illegible] নির্দ্দিষ্ট মূল্যের এক ইষ্টাম্প কাগজে অনায়াসে না ধরে তবে অবশিষ্ট কথা সমূহ [illegible] মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে [illegible] মূল্যের অন্য এক কি অধিক ফর্দ্দ কাগজে লেখা যাইতে পারিবে। এই বিধি নিষ্পত্তির নকলের বিষয়ে খাটে না সেই নকলের জন্যে অধিক যত ফর্দ্দ লাগে তাহাতে ইষ্টাম্পের প্রয়োজন নাই।	

ইংরাজী ১৮৬৫ সালের ১৮ আইন।

মন্ত্রি সভাগত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল সাহেবের পশ্চাৎ লিখিত আইন প্রচলিত হওন বিষয়ে মহিমবর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল সাহেব ১৮৬৫ সালের ১০ এপ্রেল তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

১৮৬২ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ইষ্ট্যাম্পের মাসুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন) সংশোধনার্থ আইন।

(হেতুবাদ।)

১৮৬২ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ইষ্ট্যাম্প মাসুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন) সংশোধন করা বিহিত এই হেতু পশ্চাৎ লিখিত বিধান প্রচার করা গেল।

[১৮৬২ সালের ১০ আইনের ৩৩ ধারা রহিত হইবার কথা।]

১ ধারা।—উক্ত ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ৩৩ ধারা ইহাতে রহিত হইল, এবং তৎপরিবর্ত্তে পশ্চাৎ লিখিত ধারা পাঠ করিতে হইবে।

[মন্ত্রি সভাগত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল সাহেব তফসীলে উল্লিখিত কোন২ নিদর্শন পত্রাদির উপর কিম্বা তদ্রূপ নিদর্শনপত্রাদি কোন২ শ্রেণীর উপর ইষ্ট্যাম্পের মাসুল ন্যূন করিতে পারিবেন ইহার কথা।]

২ ধারা।—মন্ত্রি সভাগত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল সাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবে, যে ১৮৬২ সালের উক্ত ১০ আইনের তফসীলে নির্দ্দিষ্ট সমুদয় কি কোন কোন দলীল কি পত্র কি লিপির উপর, কিম্বা তদ্রূপ দলীলের কি লিপির বিশেষ কোন শ্রেণীর উপর, কিম্বা তদ্রূপ কোন শ্রেণীতে পরিগৃহীত বিশেষ কোন দলীলের কি পত্রের কি লিপির উপর, কি বিশেষ জনশ্রেণীরদ্বারা কি তাহার পক্ষে কি এমত শ্রেণী-ভুক্ত কোন ব্যক্তিরদের দ্বারা কি তাহাদের পক্ষে স্বাক্ষরিত কি প্রদত্ত উক্ত প্রকারের কোন দলীলের কি পত্রের কি লিপির উপর উক্ত আইনের বিধানমতে যে ইষ্ট্যাম্পের মাসুল দিতে হয়, তাহা তিনি রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ্য আজ্ঞাদ্বারা উক্ত আইনের প্রবলতার অধীন সমুদয় দেশে কি সেই দেশের কোন২ অংশে ন্যূন করিতে কি ক্ষমা করিতে পারিবেন। তদ্রূপ তিনি ইহাতে প্রদত্ত ক্ষমতার সীমার মধ্যে ঐ আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। রহিত কি পরিবর্ত্তন করিলে তাহারও সংবাদ রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

[১৮৬২ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১১ প্রকরণে কিছু যোগ করিবার কথা।]

৩ ধারা।—উক্ত ১৮৬২ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১১ দফা পাঠ করিতে হইলে "মাজিষ্ট্রেটের আদালতে" এই কথার পরে, "কিম্বা ১৮৬৪ সালের

২২ আইনমতে (অর্থাৎ সৈনিক ছাউনী স্থানের কার্য্য নির্ব্বাহের বিধান করণের আইনমতে) স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে, এই কথা যোগ করা গিয়াছে বলিয়া সেই দফা পাঠ করিতে হইবে।

[এই আইন ১৮৬২ সালের ১০ আইনের অংশস্বরূপ জ্ঞান হওয়ার কথা।]

৪ ধারা।—এই আইন উক্ত ১৮৬২ সালের ১০ আইনের অংশস্বরূপ পাঠ ও জ্ঞান করিতে হইবে।

ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ১১ আইন। *

করসম্পর্কীয় সমস্ত ভূমির উত্তরাধিকারিত্বের সমস্ত মোকদ্দমায় শরা ও শাস্ত্রের যাবদীয় বিধান চলনে যে বাধা হইয়াছে তাহা না থাকিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইংরাজী ১৭৯৩ সালে ১ মে তারিখে জারি করিলেন।

১ ধারা।—শ্রীযুত ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার এ সকল দেশে নওয়াবী আমলে রাজকীয় ব্যাপারে বিশেষ লাভ সন্দর্শনে যে ব্যবহার চলন অর্থাৎ যে দস্তুর ছিল তদনুসারে বড় ভারী জমীদারী বিভাগ যোগ্য হইত না তাহাতে ঐ প্রকার রাজ্যের কর্ত্তার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারী শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্র অথবা নিকট সম্পর্কীয় প্রধান এক জনকেই সে রাজ্য অর্শিত অন্য উত্তরাধিকারিরা নিরাশ হইত এ ব্যবহার শরা ও শাস্ত্রের বিপর্য্যায় এই হেতুক যে শরা ও শাস্ত্রের মতে উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ব কেবল প্রধান উত্তরাধিকারিদিগের নির্দ্দিষ্ট নহে এবং এ ব্যবস্থা স্থির থাকিবাতে শরা ও শাস্ত্রের মতে সে রাজ্যে উত্তরাধিকারিদিগের যাহা নিশ্চয় প্রাপ্তব্য তাহা নষ্ট হয় এবং এ ব্যবহার দেশের মঙ্গল বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক এই হেতুক যে পতিত ভূমি পত্তনের নিমিত্তে যে চেষ্টা ও উদ্যোগ করণ উচিত ও আবশ্যক তাহার পর্য্যাব-শ্যক এক জন কর্ত্তা হইতে তাহার রাজ্যের বিস্তীর্ণতাপ্রযুক্ত কিম্বা যথেষ্ট সম্পত্তি হস্তগত না থাকন প্রযুক্ত হওন ভার অতএব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উপরের লিখিত সমস্ত মন্দ গতিক দর্শনে এবং যাবদীয় বিস্তীর্ণ রাজ্য বিভাগ হইয়া তাহাতে রাজসংসারের নিশ্চিত রাজস্ব অর্থাৎ সরকারের মোকররী জমা ধার্য্য না হইয়া থাকিবার কালে যে সকল বিরুদ্ধ ও ক্ষতি হইয়াছে তদৃষ্টে এইক্ষণে মোকররী জমার ধার্য্য ও ঐ সকল রাজ্য অংশাংশ হইয়া ইহার ভাগ বিভাগক্রমে অর্থাৎ কিসমৎ ওয়ারী জমা নির্দ্দিষ্টের আইন পরিষ্কার হইবাতে সেই সকল মন্দ গতিকাদি না থাকিবার কারণ পৃথক বিধানে কএক আইন নির্দ্ধার্য্য করিলেন।

[ইংরাজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলায়ের পর ভূম্যধিকারির মরণ হইলে তাহার ভূমি শরা ও শাস্ত্রের মতে তাহার উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে অংশ হইবার অথবা ওসীয়ৎনামানুসারে অথবা প্রকারান্তরে অন্যকে অর্শিবার কথা।]

২ ধারা।—ইংরাজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গালা ১২০১ সালের ২০ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২০১ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২০১ সালের ২০ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫১ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী

* ১৮০০ সালের ১০ আইন দেখ।

১২০৮ সালের ৭ জীহিজ্জার পর কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির মৃত্যু হইলে তাহার ভূমি তাহাকে অর্পণ হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণয়ের ও সে ভূমি অংশ হইবার বিষয়ে ওসীয়ৎনামা কিম্বা অন্য নিদর্শন লিপি প্রস্তুত অথবা বাচনিক ধার্য্য অর্থাৎ জোবানী একরার স্থির না করিয়া মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী দুই কিম্বা অধিক জন এমত যদি থাকে যে শরা ও শাস্ত্রের মতে সে ভূমির বিভাগ তাহারদিগেরে অর্শে তবে তাহারদিগের প্রত্যেকেই মুসলমান হইলে শরার মতে ও হিন্দু হইলে শাস্ত্রানুসারে আপন২ অংশ পাইবেক।

[ভূম্যধিকারির মরণ হইলে তাহার উত্তরাধিকারিরা সেই সমুদয় ভূমি আপনার-দিগের সাধারণে রাখিতে পারিবার কথা।]

৩ ধারা।—২ ধারায় লিখিত তারিখ সকলের পর কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির মৃত্যু হইলে তাহার ভূমি যাহাকে অর্পণ হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণয়ের ও সে ভূমি অংশ হইবার বিষয়ে ওসীয়ৎনামা কিম্বা অন্য নিদর্শন লিপি প্রস্তুত অথবা বাচনিক ধার্য্য না করিয়া মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী দুই কিম্বা অধিক জন এমত যদি থাকে যে শরা ও শাস্ত্রের মতে সে ভূমির বিভাগ তাহারদিগেরে অর্শে তবে তাহারা সেই ভূমি সমুদয় আপনারদিগের সাধারণে রাখিতে চাহিলে রাখিতে পারিবেক। আর তাহারদিগের অনেক কিম্বা অধিক জনে অথবা সকলে আপনারদিগের অংশ পৃথক২ চিহ্নিত করিয়া লইতে চাহিলে ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের * লিখনানুসারে অংশ হইবেক এবং জমাজাতে আপন২ অংশ [illegible] করিবেক; আর সেই উত্তরাধিকারিরা তিন কিম্বা ততোধিক জন হইলে তাহারদিগের মধ্যে দুই অথবা অধিক জনে আপনারদিগের অংশ সাধারণে রাখিতে চাহিলে রাখিতে পারিবেক।

(তাহারা আপনারদিগের অংশ সাধারণে রাখে তাহারদিগের ভূমির সদরবাহেকার ধার্য্য হইবার কথা।)

৪ ধারা।—ঐ সকল উত্তরাধিকারির মধ্যে দুই কিম্বা অধিক জনে ৩ ধারার লিখিত হুকুমমতে আপনারদিগের অংশ সাধারণে রাখিতে চাহিলে কর্ত্তব্য যে ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩। ২৪। ২৫। ২৬ ধারার † লিখনানুসারে তাহারদিগের ভূমির সদরবাহেকার জমা ধার্য্য হয়। আর সকল উত্তরাধিকারির মধ্যে অনেক কিম্বা অধিক জনে আপনারদিগের অংশ বিভিন্নতায় ভোগ করিতে চাহিলে কর্ত্তব্য যে ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ‡ লিখিত দাঁড়াক্রমে তাহারদিগের জমাজাতের অংশের মোকররী জমা ধার্য্য হয় অর্থাৎ কিসমৎওয়ারীতে জমা বিছানী করা যায়;

* এই আইন ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ২ ধারামতে রহিত হইয়াছে অতএব " রেবিনিউ হেণ্ডবুক " নামক পুস্তকের ৩৪২ পৃষ্ঠায় দেখ।

† উক্ত পুস্তকের ১২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ উক্ত পুস্তকের ১৮৫ পৃষ্ঠার শেষ ভাগের টীকা দেখ।

ও সেই ভূমি খাস তহসীল থাকিলে কিম্বা ইজারা বিলি রহিলে তাহার বিভাগের বিষয়ে ঐ আইনের ১১ ধারায় যে প্রকার লেখা আছে তাহাই হয়।

[ইংরাজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পূর্ব্বে যে সকল ভূমি উত্তরাধিকারিদিগের অনেকের ভোগদখল হইয়া থাকে তাহাতে এই আইনের হুকুম চলন না হইবার কথা।]

৫ ধারা।—উপরের লিখিত ধারাক্রমে যে ব্যবস্থা মৌকুফের জন্যে এই যে আইন পরিষ্কার হইয়া ধার্য্য হইল ইহার মতে কোন ভূমির অনেক উত্তরাধিকারি স্বত্বে সে ভূমি সমুদয় তাহারদিগের অনেকের ভোগদখলে এইরূপে থাকিলে এবং ইংরাজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পূর্ব্বে ঐ ব্যবহারানুসারেও সেই সমুদয় ভূমিসকল উত্তরাধিকারির মধ্যে এক জনের দখলে রহিলে সে ভূমিতে অন্য জনেরদিগের অংশের দাওয়া সাব্যস্ত হইবেক না।

[এই আইনের মতে ভূম্যধিকারী ভূমি যে রূপে যাহাকে দেয় তাহা শরা ও শাস্ত্র ও হজুরের আইন সকলের মতের অন্যথায় না হইতে দিতে নিষেধ না থাকিবার কথা।]

৬ ধারা।—ইংরাজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলায়ের পূর্ব্বে কিম্বা পরে উদ্দেশ দানপত্র অথবা অন্য নিদর্শন কিম্বা বাচনিক ধারাক্রমে কোন ভূম্যধিকারী আপন অধিকার ভূমি অন্যের স্বত্ব রহিত অর্থাৎ অস ধারণ করিয়া আপনার উত্তরাধিকারিদিগের কিম্বা উপরি লোক সকলের এক জনকে সমুদয় অথবা যে কএক জনকে দেওয়া উচিত জানে তাহাকে তাহা দিতে চাহিলে সেই দান ও উদ্দেশ দানপত্র অথবা অন্য নিদর্শন কিম্বা বাচনিক ধার্য্য শরা ও শাস্ত্রের মতের বহির্ভূত এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইন সকলের অন্যথায় না হইয়া ঐ সকল মতানুসারে হইলে তাহা দিতে এই আইনের মতে নিষেধ না জানে ইতি।

ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইন।

সদরের মালগুজার সকল জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের স্থানে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের মতের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ১ মে তারিখে জারী করিলেন।

(হেতুবাদ।)

১ ধারা।—সদরের মালগুজার সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের স্থানে সরকারের মালগুজারীর অবিলম্বে ও বিনা বাধায় সরকারে ওয়াসিল হইবার কারণ কালেক-

ক্টর সাহেবদিগেরে এইমতে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করণ উচিত যে মালগুজারীর যে টাকা বাকী থাকে তাহা আদালতের বিনা সহায়তায় আপনারা উসুল করিতে পারেন এই হেতুক যে আদালতে উপস্থিত করিয়া বাকী টাকা উসুল করিতে হইলে তথাকার বিবেচনায় আবশ্যকতা জন্য যে বিলম্ব হয় তদ্দৃষ্টে অব্যবহিত লোকেরা মালগুজারী দিতে শৈথিল্য করিত ও তাহা উসুল হইতে আদালতে বিস্তর উত্তর প্রত্যুত্তর ও বচসা অনেকও হইত কিন্তু ঐ কর্ত্তৃত্ব কালেক্টর সাহেবদিগেরে এমতে অর্পণ করণ উচিত হয় যে তাঁহারদিগ হইতে আদালতের ব্যবস্থার ব্যতিক্রমে কোন ক্রিয়া হইলে তাঁহারদিগের সম্বন্ধে আদালত হইতে তাহার বিধান হইতে পারে ও ঐ কর্ত্তৃত্বকে দৌরাত্ম্যের মধ্যেও না আনেন অর্থাৎ তদনুসারে দৌরাত্ম্য না করেন ইহার হেতু এই যে এমত ক্রিয়া হই-লেতে ভূমির পত্তনে বাধা জন্মিয়া তাহার উৎপন্ন কখন অল্প ও কখন বিস্তর হইয়া বস্তুর হানি এতাবতা মূল্যের অল্পতা হয় অতএব সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদার-দিগের প্রত্যেকের শিরের মালগুজারীর মাসড়া কিস্তির নির্দ্দশনে সমস্ত তাহুতের ফর্দ্দ ও বাকী টাকা উসুলের মতের যাবদীয় আইন যদি কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে থাকি-লেক যে সময়ে কালেক্টর সাহেবদিগ হইতে ঐ সকল তাহুত ও আইনের ব্যতিক্রমে কোন ক্রিয়া না হয় সে সময়ে তাঁহারদিগের নামে অযথার্থ নালিশ উপস্থিত হইলে কোন প্রকারে তাঁহারদিগের ক্ষতি হইতে পারিবেক না ইহার কারণ এই যে কালেক্টর সাহেবেরা সরকারের মালগুজারীর প্রকৃত বাকী টাকা উসুলের কার্য্যে ঐ কর্ত্তৃত্ব চালাইতে আদালতের কাছারী হইতে তাঁহারদিগের সহায়তা এবং এ কর্ত্তৃত্বক্রমে দৌরাত্ম্য করিলে তাঁহারদিগের সম্বন্ধে তাহার বিধান হইতে পারিবেক, আর তদনুসারে সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগ হইতে যথাবৎ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারদিগের তাহুতের লিখিত নিয়মিত কার্য্য করিতে ত্রুটি না হয় তাবৎ তাহারদিগের প্রতি কালেক্টর সাহেব-দিগের ঐ কর্ত্তৃত্বতে কোন প্রকারের ক্ষতি হইতে পারিবেক না তাহার হেতু এই যে ঐ সকল অধিকারী ও ইজারদারেরা যাবৎ আপনারদিগের তাহুতের লিখিত বিষয়ের অন্যথাচরণ না করে তাবৎ কালেক্টর সাহেবদিগের উপযুক্ত নহে যে তাহারদিগের প্রতি কিম্বা তাহারদিগের ধনের উপর আপত্তি জন্মান আর ঐ সাহেবেরা আপনার-দিগের প্রতি অর্পিত কর্ত্তৃত্বের বৈলক্ষণ্য কিম্বা উৎপাত করিলে উৎপাতগ্রস্তেরা আদা-লতে তাঁহারদিগের নামে নালিশ করিয়া তাহার সমুচিত বুঝিয়া লইতে পারিবেক অত-এব শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে নীচের লিখনানুসারে এই আইন জারী করিলেন।

২ ধারা।—এই ধারা ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ১ ধারামতে * রহিত হইয়াছে।

* এইস্থলে রেবিনিউ হেণ্ডবুক নামক পুস্তকের ৩৪৫ পৃষ্ঠার শেষভাগের টীকা দেখ।

[পরওয়ানার দ্বারা বাকী টাকা তলব করিবার ও সে পরওয়ানায় কালেক্টরী মোহর ও কালেক্টর সাহেবের ও কালেক্টরীর দেওয়ানের দস্তখৎ হইবার ও পরওয়ানার পাঠের ও তাহা লিখিবার ও তাহা বাকীদারের স্থানে পঁহুছিবার কথা।]

৩ ধারা।—* যে সময়ে কালেক্টর সাহেব কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যাধিকারী কিম্বা ইজারদারের স্থানে মালগুজারীর বাকী টাকা তলব করেন সে সময়ে কালেক্টরী মোহর ও আপন দস্তখৎ ও কালেক্টরীর দেওয়ানের সহী যুক্তে সে বাকীদারের নামে এক পরওয়ানা বাকী টাকার সংখ্যা ও যে তারিখে সে টাকা দেওয়া যথার্থ ছিল সে তারিখ নিদর্শনে ও কালেক্টরী দপ্তরখানা হইতে সেই বাকীদারের ঠিকানা যত দূরে হয় তদনুসারে সে পরওয়ানা পঁহুছিলে বাকীদারের তথা হইতে ত্বরাক্রমে যত দিনে সরকারের খাজানাখানায় সে বাকী টাকা দাখিল করিতে পারে তাহার মিয়াদ বিবেচনাক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখাইয়া এক পেয়াদার হাওয়ালে করিয়া তাহাকে যথোচিত হুকুম করিবেন যে, সে পরওয়ানা শুদ্ধা সেই কালেক্টর সাহেবের জিলায় জাঁড়াগতে সেই বাকীদারের সদর কাছারীতে কিম্বা যথায় তাহার অবস্থিতি থাকে তথায় যায় ও সে পেয়াদা সেই বাকীদারের সদর কাছারীতে কিম্বা তাহার অবস্থিতির স্থানে গেলে সে বাকীদার আপনি কিম্বা তাহার যে প্রধান আমলা সে কাছারীতে হাজির থাকে সে সেই পরওয়ানা যে তারিখে পঁহুছে সেই তারিখ নিদর্শনে তাহার রসীদ লিখিয়া সেই পেয়াদাকে দেয় এবং সে পেয়াদা সেই পরওয়ানা সেই বাকীদারের স্থানে পঁহুছাইতে ও তথা হইতে পুনরায় কালেক্টর সাহেবের নিকটে আসিতে যে কএক দিন ঐ সাহেবের স্থান হইতে নিরূপণ হয় সেই কএক দিনের তলবানা দিন প্রতি ৵০ দুই আনার হিসাবে সেই পেয়াদাকে দেয় কিন্তু যে সকল জিলায় পেয়াদার তলবানা দিন প্রতি দুই আনার কম দস্তুর থাকে সে সকল জিলায় সেই দস্তুর মতে পাইবেক ইহাতে সেই পরওয়ানার পৃষ্ঠে পেয়াদার নাম ও মিয়াদ নির্দ্দিষ্টে তাহার তলবানার প্রস্তাব লেখা যাইবেক তাহাতে সেই পেয়াদা সেই বাকীদারের সদর কাছারী কিম্বা তাহার অবস্থিতির স্থানে যে দিবসে উপস্থিত হয় তাহার পর দিবস সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত সেই বাকীদার কিম্বা তাহার প্রধান আমলার সহিত সে পেয়াদার সাক্ষাৎ না হইলে অথবা সেই বাকীদার কিম্বা তাহার প্রধান আমলা সে পেয়াদার সঙ্গে দেখা হইলে ও পরওয়ানা পঁহুছিলে শীঘ্র তাহার রসীদ না দেয় তবে সে পেয়াদা সেই পরওয়ানাকে সেই বাকীদারের সদর কাছারীতে কিম্বা তাহার অবস্থিতির স্থানে লটকাইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া যে তারিখে সেই পরওয়ানা লট্‌কায়

* এই আইনের ৩ ও ২৪ ও ২৫ ধারার যেং অংশে বাকীদারদিগের উপর কোন রূপ তলবানা জারী করিবার বিধান আছে অথবা ভূমি বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে তাহা ক্রোক করিবার যে বিধান আছে কিম্বা ভূমি মনোনীত করিয়া লইবার বিষয়ে ও বিক্রয়ের বিষয়ে, কিম্বা বিক্রয়ের সময় নির্দ্ধারণ বিষয়ে যে রূপ যে রূপ প্রতিষেধ আছে তাহা সকল ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের দ্বারা রদ হইয়াছে। ফলতঃ এই আইন অন্যান্য আইন দ্বারা পুনঃ২ রহিত হইয়াছে এক্কারণ রেবিনিউ হেণ্ডবুক নামক পুস্তকের ৩১৫ পৃষ্ঠার শেষভাগের টীকা দেখ।

তাহার সমাচার বিবেক তাহোতে উপায়ের লিখনানুসারে যে পরওয়ানা লটকান সেই বাকীদার কিম্বা তাহার প্রধান আমলার হস্তে যে পরওয়ানা দিয়া রসীদ লইবার ন্যায় জ্ঞান হইবেক।

৪ ধারা।—(বাকীদারদিগকে কারাগারে দিবার বিষয়) এই ধারার পরিবর্ত্তে ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ৩ ধারা এবং ১৮৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ২ প্রকরণে বিধিকৃত হইয়াছে। অতএব "রেবিনিউ হেণ্ডবুক" নামক পুস্তকের ৬৪৪ পৃষ্ঠার শেষ ভাগের টীকা দেখ।

[কালেক্টর সাহেবেরা যেমতে বাকীদারকে কয়েদ করিবেন তাহার কথা ও পেয়াদারা জিলার আদালতের জেলখানায় বাকীদারকে পঁহুছাইবার ও কালেক্টর সাহেব জজ সাহেবের নিকটে বাকীদারের বিষয়ে দরখাস্ত দিবার ও সে দরখাস্তের পাঠের ও জজ সাহেব বাকীদারকে কয়েদ করিবার ও পেয়াদাদিগের তলবানার কথা।]

৫ ধারা।—যে সময়ে কোন কালেক্টর সাহেব ৪ ধারার হুকুমমতে কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে বাকী টাকার কারণ কয়েদ করিবার মনস্থ করেন সে সময়ে কালেক্টরী মোহর ও আপন দস্তখত ও কালেক্টরীর দেওয়ানের সহীযুক্তে এক দস্তক বাকী টাকার সংখ্যা ও যে তারিখে সে টাকা দেওয়া ওয়াজিবী ছিল সেই তারিখ নিদর্শনে এইমতে যে, সে বাকীদার দস্তক হাওয়ালে হওয়া পেয়াদাদিগের নিকটে রুজু হয় পেয়াদারা তাহাকে লইয়া জিলার আদালতের জেলখানায় দাখিল করে, লিখিয়া দুই পেয়াদার হাওয়ালে করিয়া সেই বাকীদারের উপর তৈনাৎ করিবেন ও দুই জন পেয়াদার অধিক তৈনাৎ না করিবেন। আর পেয়াদারা সে বাকীদারকে ধরিয়া ত্বরাতে জেলখানায় লয় ও সে বাকীদার জেলখানায় পঁহুছিলে সেকালে দরবার থাকে কি না থাকে কালেক্টর সাহেব সেই বাকী টাকার সংখ্যা ও তাহা যে দিনে ওয়াজিবী হয় সে দিন নিদর্শনে এক দরখাস্ত লিখিয়া সেই বাকীদারকে কয়েদ করিবার কারণ সরকারী উকীলের দ্বারা আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করাইবেন। সে দরখাস্ত পঁহুছিলে জজ সাহেব সে বাকীদারকে দেওয়ানী আদালতের জেলখানায় কয়েদ করিবেন এবং সে বাকীদার সেই বাকী টাকা ও যে পর্য্যন্ত সে কয়েদ থাকে সে পর্য্যন্তে যে টাকা তাহার স্থানে ওয়াজিবী তলব হয় তাহা সমেত যাবৎ বেবাক না দেয় কিম্বা কালেক্টর সাহেব উপরের লিখিত হুকুম মতে তাহাকে খালাসকরণের দরখাস্ত যাবৎ দাখিল না করেন তাবৎ সে বাকীদারকে কয়েদ রাখিবেন। আর ঐ পেয়াদারা সে বাকীদারকে জেলখানায় পঁহুছাইবার বিষয়ে যে কএক দিন নিযুক্ত থাকে সেই কএক দিনের আপনারদিগের তলবানা দিনপ্রতি একেক জনে ৵০ আনার হিসাবে সেই বাকীদারের স্থানে পাইবেক কিন্তু যে সকল জিলায় পেয়াদার রোজ দুই আনার কম দস্তুর থাকে সে সকল জিলায় সেই দস্তুর মাফিক পাইবেক তাহাতে সেই পেয়াদাদিগের নামে ও তাহারদিগের তল

থানার নম্বর দিয়া নিরূপণে সে দস্তকের পৃষ্ঠে লেখা থাকিবেক আর যে জিলার এলা- কায় সেই বাকী টাকার সম্পর্কীয় ভূমি থাকে সে জিলায় সে বাকীদারের বসত না থাকিলে কিম্বা তথায় সে হাজির না রহিলে কালেক্টর সাহেব দস্তক দুই পেয়াদার হাওয়ালে করিয়া হুকুম দিবেন যে অন্য জিলায় সেই বাকীদার বসত করে কিম্বা হাজির থাকে সেই অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহারা যায় তাহাতে সেই অন্য জিলার কালেক্টর সাহেব সেই পেয়াদাদিগের সঙ্গে আপন পেয়াদা দিয়া সেই বাকীদারকে দেখাইয়া দিবেন পেয়াদারা সেই বাকীদারকে ধরিয়া যে জিলায় তাহাকে ধরে সেই জিলার আদালতের জেলখানায় পঁহুছায় তাহাতে আদি জিলার অর্থাৎ সে আসামী যে জিলার বাকীদার সে জিলার কালেক্টর সাহেব যে জিলার জেলখানায় সে বাকীদার পঁহুছে তথায় সে বাকীদারকে কয়েদ করাইবার জন্য এক দরখাস্ত সেই অন্য জিলার সরকারী উকীলের নিকটে পাঠাইবেন সে উকীল তথায় সে বাকীদার পঁহুছিলে সে দরখাস্ত সেই জিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক ও যে জিলার আদালতের জেলখানায় সে বাকীদারকে লওয়া যায় সে জিলার নাম সেই দস্তকের পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক ইহাতে উপরের লিখিত দুই হেতু ছাড়া ফলতঃ সে জিলার বাকীদার তথায় তাহাকে না পাইলে অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবের সহকারিতায় তাহাকে ধরিয়া সেই অন্য জিলার আদালতের জেলখানায় তাহাকে কয়েদ করাণের হুকুম জারী সেওয়ায় আদি জিলার আদালতের জেলখানায় সে বাকীদার কয়েদ হইলে যে রূপে এই ধারার লিখিত অন্য যাবদীয় বিষয়ে সাবধান- হওন উচিত হইত এ বিষয়েও সেইমত সাবধান হওন উচিত হইবেক তাহাতে কালে- ক্টর সাহেবের কিম্বা তাঁহার আমলার স্থানে অথবা সে বাকীদারের ভূমির এহতমাম এন্তাবস্তা বিষয় কার্য্যে যে আমীন নিযুক্ত হয় তাহার উপর সে বাকীদারের যে দাওয়া হয় তাহা সে বাকীদার আদি জিলার আদালতে উপস্থিত করে ও তথাকার জজ সাহেব সে মোকদ্দমায় যে হুকুম ও ডিক্রী করেন তদনুসারে অন্য যে জিলায় সে বাকীদার কয়েদ হয় সে জিলার জজ সাহেব কার্য্য করিবেন।

[কোন ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কয়েদ হইলে তাহার মালগুজারীর টাকা তহসীলের কারণ একজন আমীন নিযুক্ত হইবার কথা।]

৬ ধারা।—যে কালে কালেক্টর সাহেব ৫ ধারানুসারে কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে কয়েদ করেন সে কালে সেই জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা অন্য ভূমি কিম্বা ইজারা মহালের মালগুজারী তহসীলের কারণ একেক আমীনকে সরকারী আমলাসমেত নিযুক্ত করিবেন ও আমলাসমেত আমীনের বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ বোর্ড রেবিনিউ সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে ফর্দ্দ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন ঐ শ্রীযুতের হজুরে সে ফর্দ্দ মঞ্জুর অথবা বরাওর্দ্দ অল্প কিম্বা অধিক

করণ যাহা উচিত জানেন তাহাই করিবেন তাহাতে আমলার বরাওর্দী ও আমীনের এলাকার অন্যান্য খরচের যে টাকা ঐ শ্রীযুতের হজুরের মঞ্জুর হয় তাহা বাকীদারের শিরে পড়িয়া তাহার সম্পর্কীয় ভূমির উৎপন্ন হইতে আদায় হইবেক। আর সেই বাকীদারের দেওয়ান কিম্বা সে বাকীদার যাহাকে নিযুক্ত করে সে সেই আমীনের ওয়াশীলাতের সকল জমা ও খরচের কাগজে রুজু লিখিবে আর সেই বাকীদারের সহিত তাহার তাবের সকল ইজারদার ও প্রজাদিগের যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহা কোন প্রকারে অন্যথা না করিয়া তদনুসারে সেই আমীন তহসীল করিবেক ও সে করারদাদ ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের নিদর্শ হুকুমমতে হইয়া থাকে কি না থাকে তথাপি কোনরূপে সে করারদাদের অধিক কাহার স্থানে লইবেক না ইহাতে যদি সে আমীন এই ধারার হুকুমের অন্যথা কার্য্য করে তবে তাহার নালিশ সে আমীনের নামে জিলার আদালতে হইতে পারিবেক। যদি কোন বিষয়ে বাকীদারের সহিত তাহার তাবের সকল ইজারদার ও প্রজাদিগের করারদাদ না হইয়া থাকে তবে সে আমীন পরগণার নরে ও দাঁড়ামতে তহসীল করিবেক। তাহাতে সে আমীন তহসীলের কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে কিছু টাকা অপব্যয় করিলে কিম্বা সেই জমীদারী অথবা তালুক কিম্বা অন্য ভূমি অথবা ইজারার কিছু ক্ষতি হইলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের ক্ষমতা আছে যে সে কারণে সেই আমীনের নামে নালিশ করে। ইহাতে যদি বাকীদারের সম্পর্কীয় ভূমি এমত অল্প হয় যে তাহার উৎপন্নে আমীনের সকল খরচ না কুলায় তবে সে ভূমির তহসীলের কার্য্যের ভার কালেক্টর সাহেবের প্রস্তে সে ভূমির নিকট স্থানে যে তহসীলদার থাকে অথবা তহসীলের সেরিস্তার এলাকা অন্য যে কেহ রাখে তাহার প্রতি হইবেক ও যে লোককে এ কার্য্যের ভার হইবেক সে লোক এই ধারানুসারে নিষেধ ও বিধিক্রমে যে যে বিষয় কার্য্য আমীনের কর্ত্তব্য হইল ও আমীনের প্রতি যে যে মর্ম্ম ও হুকুম চলিত সেই নিষেধ ও বিধিক্রমে সেই বিষয় কার্য্য করিবেক ও সেই সকল মর্ম্ম ও হুকুম তাহার প্রতিও চলিবেক।

৭ ধারা।—এই ধারা ১৮৩০ সালের ৭ আইনের ২ ধারা দ্বারা রদ হইয়াছে*।

[কালেক্টর সাহেবেরা ৪ ধারাক্রমে বাকীদারদিগের বন্ধিকরণের বিষয়ে যে কর্ত্তৃত্ব রাখেন তাহা অপর নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে না করিবার কথা।]

৮ ধারা।—যে স্থানের অধিকারী কিম্বা ইজারদারের আলস্য ও ত্রুটি ছাড়া জলাভাবে কিম্বা জলবৃদ্ধিতে অথবা অপর দৈবিক উৎপাতে কিম্বা কারণান্তরে সে স্থানের ভূমির চাস কর্ম্ম ক্ষতি হয় কিম্বা সে ভূমি হাজে ও তাহাতে সেই অধিকারী কিম্বা ইজারদারের শিরে মালগুজারী টাকা এমত বাকী পড়ে যে সে জন্য ৪ ধারাক্রমে সে

* উক্ত আইন ১৮৪১ সালের ১২ আইনমতে রূপান্তরিত হইয়া ১৮৪৫ সালের ১ আইনমতে রহিত হয় এবং তাহা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১ ধারামতে রহিত হইয়াছে। অতএব ইহার সবিশেষ "রেবিনিউ রেগুলেশন" নামক পুস্তকের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় [illegible] দেখ।

ব্যক্তি অবশ্য কয়েদ হয় ইহাতে কালেক্টর সাহেব তাহার আদ্যোপান্ত আলোচন করিয়া যদি নিশ্চয় জানেন যে সে বাকীদার আপন শিরের বাকী টাকা ৩ ধারায় প্রসঙ্গিত পরওয়ানার লিখিত মিয়াদতক আপন সম্পর্কীয় ভূমির উৎপন্ন হইতে অথবা নিজহইতে কিম্বা কর্জ্জ করিয়া দিয়া পরিশোধ না করিতে পারে তবে কালেক্টর সাহেব সে বাকীদারকে ঐ ধারাক্রমে কয়েদ না করিয়া সে বিষয়ের বেওরা ও সে বাকীদারকে কয়েদ না করিবার হেতু বোর্ড রেবিনিউ সাহেবদিগের স্থানে লিখিবেন।

৯ ধারা।—}
১০ ধারা।—} এই তিন ধারা ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১১ ধারামতে রহিত হইয়াছে। *
১১ ধারা।—}

[যাহারা বাকী টাকার কারণ কয়েদ হয় তাহারা অন্যায় বাকী হইবার বিষয়ে জিলার আদালতে নালিশ করিতে শক্তি রাখিবার কথা।]

১২ ধারা।—কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার মালগুজারী বাকী টাকার কারণ কয়েদ হইলে যদি জিলার আদালতের ডিক্রীক্রমে যে বাকী তাহার দেওয়া যথার্থ না হয় তবে তাহার সাধ্য আছে যে, যে কালেক্টর সাহেব তাহাকে কয়েদ করিয়া থাকেন তাঁহার নামে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সেই বাকী অন্যায় তলব হইবার বিষয়ে নালিশ করে ইহাতে বিচারান্তে কিছু টাকা তাহার শিরে যথার্থ তলব না হইলে জজ সাহেব তাহাকে খালাস করিয়া সে মোকদ্দমার অনুসারে যে খরচা ও দণ্ড ফরিয়াদীকে দেওয়ান উচিত জানেন তাহা কালেক্টর সাহেব দেন এমত ডিক্রী করিবেন আর সেই তলবের সমস্ত টাকার মধ্যে কিছু দেওয়া যথার্থ হইলে যদি সেই বাকীদার তাহা দেয় তবে জজ সাহেব তাহাকে খালাস দিবেন কিন্তু উপরের লিখিত এদুই বিষয়ে সেই বাকীদার খালাস হইবার পূর্ব্বে জজ সাহেব তাহার স্থানে মাতবর জামিন ও একরারনামা এইমতে লইবেন যে কালেক্টর সাহেব যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমে কিম্বা বিনাহুকুমে সে মোকদ্দমার আপীল করেন তবে আপীলের সাহেবদিগের বিচারে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা স্বীকার রাখে ইহাতে যদি কালেক্টর সাহেব জজ সাহেবের স্থানে এমত জানান যে আমি এ মোকদ্দমার আপীল করিব না অথবা মফঃসল আপীল আদালতে আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সে মিয়াদের মধ্যে আপীল না করেন তবে জজ সাহেব সে বাকীদারের স্থানে উপরের লিখনানুসারে একরারনামা না লইয়া তাহাকে খালাস করিবেন কিন্তু ভূম্যধিকারী অথবা তাহার মালজামিন ৯ ও ১০ ও ১১ ধারার লিখিত একরারনামাক্রমে নালিশ না করিলে কিম্বা ঐ সকল ধারার লিখিত বিবরণক্রমে কার্য্য না করিলে যদি তাহাকে কালেক্টর সাহেব কয়েদ করেন তবে সে কারণে বিচারক্রমে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার

---

* সদরলেণ্ড সাহেবের ইংরাজী পুস্তকের ১৯৯ পৃষ্ঠা দেখ।

মালজামিনের শিরে কিছু টাকা যথার্থ বাকী না হইলেও কিছু তহখরচ ও দণ্ড কালেক্টর সাহেবের দেওয়া উচিত হইবেক না।

১৩ ধারা।—এই ধারা ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের দ্বারা রহিত হইয়াছে।*

১৪ ধারা।—এই ধারা ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১১ ধারা দ্বারা রহিত হইয়াছে।†

[ভূম্যধিকারিরা পেয়াদাদিগেরে না মানিলে কিম্বা ধরা পড়িয়া পেয়াদাদিগের নিকট-হইতে পলাইলে অথবা ধরা না পড়িতে অস্পষ্ট হইলে তাহারদিগের সম্পর্কে কালেক্টর সাহেবের যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।]

১৫ ধারা।—কালেক্টর সাহেব ৫ ধারার লিখনানুসারে কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারিকে মালগুজারীর টাকা বাকীর কারণ কয়েদ করাইবার জন্যে পেয়াদাদিগের মারফত দস্তক জারী করিতে পাঠাইলে যদি সে বাকীদার সেই দস্তক না মানে কিম্বা সেই পেয়াদাদিগেরে আপনি কিম্বা অন্য লোকের মারফতে বেদখল করে অথবা ধরা পড়িয়া সেই পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলায় কিম্বা ধরা না পড়িতে পূর্ব্বে অস্পষ্ট হয় অর্থাৎ আপন ঘরে কিম্বা অন্যের বাটীতে লুকায় অথবা কোন স্থানে যায় যে তথায় সেই পেয়াদাদিগের দখল না হইতে পারে তবে এইসকল হেতুতে কালেক্টর সাহেব সেই বিষয়ের দাওয়ার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ তেওরা লিখিয়া সেই বাকীর সম্পর্কীয় ভূমি যে জিলার এলাকায় থাকে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের স্থানে সরকারের উকীলের মারফতে দাখিল করিবেন তাহাতে কালেক্টরসাহেবের সেই দাওয়া যথার্থ জানাইবার নিমিত্তে জজসাহেবের নিকটে সেই পেয়াদারা কিম্বা অন্য মাতবর দুই জন অথবা অধিক জনে স্বীকৃতি করিলে তৎকালে তাহারদিগের কথায় ও তাহারা স্বীকৃতি করিয়া আদালতের সওয়ালের যে জওয়াব দেয় তাহাতে যদি জজ সাহেবের হৃৎপ্রত্যয় হয় যে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া যথার্থ তবে জজসাহেব সেই বাকীদার হাজির হইবার কারণ এইমত ইশ্‌তিহারনামা যে সেই বাকীদার সেই ইশ্‌তিহারনামা লিখনের তারিখের পরদিন হইতে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে আপনি আদালতে হাজির হয় জারী করিবেন তাহাতে যদি সেই বাকীদারের সেই ভূমি সুবে বাঙ্গালা কিম্বা সুবে উড়িষ্যায় থাকে তবে সে ইশ্‌তিহারনামা পারসী ও বাঙ্গালা ভাষায় ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ও হিন্দীশব্দে ও নাগরী অক্ষরে লেখা যাইবেক ও সে ইশ্‌তিহারনামা লেখা হইলে পর যত ত্বরাতে হয় সেই বাকীদারের সদর কাছারী কিম্বা তাহার অবস্থিতির স্থানে ও কালেক্টর সাহেবের দপ্তরখানায় ও আদালতের কাছারীতেও লটকান যাইবেক। আর এ ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ও বাকীদার কয়েদ হইলে

* সদরলণ্ড সাহেবের ইংরাজী পুস্তকের ১০২৩ পৃষ্ঠা এবং এই পুস্তকের ৫৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

† সদরলণ্ড সাহেবের ইংরাজী পুস্তকের ১৯৯ পৃষ্ঠা দেখ।

তাহার ভূমির এজমাল অর্থাৎ উসুল তহসীলের বাপারাথে ৬ ধারার লিখনক্রমে যে রূপে অনেক আমীনকে কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত করিতেন ঐ বাকীদারের ভূমির এজমালের কারণেও সেই রূপে অনেক আমীনকে কালেক্টরসাহেব প্রবৃত্ত করিবেন।

[বাকীদার মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে পরে দাওয়া প্রমাণ হইলে ডিক্রী হইবার কথা।]

১৬ ধারা।—১৫ ধারার লিখিত ইশ্‌তিহারনামায় লেখা মিয়াদের মধ্যে কোন বাকীদার আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে ও কালেক্টর সাহেবের দাওয়ার জওয়াব দিলে এবং কালেক্টরসাহেব ও সেই বাকীদারের পক্ষের সাক্ষির কথা শুনাইলে যদি কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হয় তবে সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে এই রূপে ডিক্রী হইবেক যে সে বাকীদারের ভূমি সরকারে জব্দ হয় ও সে বাকীদার কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিরা কখন তাহা ফিরিয়া না পায়। তাহাতে সে বাকীদার ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের * ১২ ধারার অবধারিত মিয়াদের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার নালিশ মফঃসল আপীল আদালতে না করে তবে জজ সাহেব সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শীঘ্র শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর সেই বাকীদার সেই মিয়াদের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করিলে যদি তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালত অর্থাৎ সদর আপীলের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলেও যদি সে বাকীদার ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের * ১০ ধারার নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে না করে তবে এই দুই মতে মফঃসলী আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে ত্বরাতেই পাঠাইবেন। আর মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইলে যদি সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ না হয় তবে তথাকার জজ সাহেব ৫ ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ঐ বাকীদার কয়েদ হইবার বিষয় হইলে তাহাকে যেমতে কয়েদ রাখিতেন ঐ মোকদ্দমাতেও তাহাকে সেই মতে কয়েদ রাখিবেন কালেক্টরসাহেব অব্যাজে সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল লইয়া সেই ডিক্রীর প্রতি আপনার যে

---

* ১৭৯৭ সালের ১০ আইনমতে রহিত হইয়াছে।

আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন সহিত বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না তত্র যাহা উচিত জানেন তাহাই করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন। তাহাতে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হুকুম দেন ও তদনুসারে নিয়মিত কালের মধ্যে আপীল করা যায় ও তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী না মঞ্জুর হইয়া সে বাকীদারের ভূমি জব্দ করিবার বিষয়ে হুকুম হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত না হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা অবিলম্বে সে মোকদ্দমায় আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হয় তবে কালেক্টর সাহেব মঞ্জুর হইয়া জিলার আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত মফঃসল আপীলের ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে তথায় সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন তাহাই করিতে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দিবেন তাহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হইয়া বাকীদারের ভূমি জব্দ করিবার বিষয়ে হুকুম হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন। আর এই ধারার সম্পর্কীয় মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে যে বৎসরের বাকী টাকার মোকদ্দমা হয় সে বৎসরে সেই বাকী টাকার সম্পর্কীয় ভূমির পেটার সকল তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের শিরের মালগুজারীক্রমে যে টাকা তলব থাকে তাহা সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না অতএব ১৫ ধারার লিখনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে দাওয়ার কৈফিয়ৎ জিলার আদালতের জজসাহেবের নিকটে সরকারী উকীলের দ্বারা দেন তাহাতে ইহাও লেখা থাকে যে সেই বাকী টাকার সম্পর্কীয় ভূমির সেই বৎসরের উৎপন্ন সিক্কা একহাজার টাকার অধিক হয় কি না। ইহাতেও যদি বাকীদার পঞ্চদশ ধারার প্রস্তাবিত ইশ্তিহারনামার লিখিত নিয়মিত কালের মধ্যে

জিলার আদালতে হাজির না হয় কিম্বা সেই নিয়মিত কালের মধ্যে তথায় হাজির হয় ও কালেক্টরসাহেব সেই বাকী টাকার সম্পর্কীয় ভূমির সেই বৎসরের উৎপন্ন সিক্কা এক হাজার টাকার কম লিখিয়া থাকেন ও সে বাকীদার কালেক্টরসাহেবেরদের দাওয়ার জওয়াব দিবার কালে সেই উৎপন্ন সিক্কা এক হাজার টাকার কম হইবার বিষয়ে আপত্তি না করে তবে এমত মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালত হইতেই নিষ্পত্তি হইবেক সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না আর যদি কালেক্টর সাহেব সে ভূমির উৎপন্ন সিক্কা এক হাজার টাকার কম কিম্বা অধিক লিখিয়া জিলার আদালতে দাখিল করিয়া থাকেন ও বাকীদার মিয়াদের মধ্যে তথায় হাজির হইয়া তাহাতে আপত্তি করে তবে জিলার আদালতের জজসাহেব তাহা বুঝিয়া যাহা উচিত জানেন তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন আর মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত হইলে তথায় কালেক্টরসাহেবের লিখিত ভূমির উৎপন্নের উপর বাকীদার যদি আপত্তি না করে তবে কালেক্টর সাহেবের ভূমির উৎপন্ন যাহা লিখিয়া থাকেন তাহাই সাব্যস্ত হইবেক তাহাতে যদি বাকীদার আপত্তি করে তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহা বিবেচনা করিয়া সেই সংখ্যা যে নিষ্পত্তি বিহিত জানেন তাহাই করিবেন আর মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য হওয়ার নির্ভর সেই ভূমির গত বৎসরের উৎপন্নের ভূম্যধিকারি প্রভৃতি নিশ্চয়ের বুঝিয়া সেই উৎপন্নের সংখ্যা জিলার আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন তাহার হুকুম দিবেন। আর এই ধারার লিখনানুসারে যে কালে জিলার আদালত কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে বাকীদারের ভূমি ক্রোকের বিষয়ে ডিক্রী হয় সে কালে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে তাহার বিবরণ সুগোচর হইয়া তথাকার বিবেচনাক্রমে সে ডিক্রী মঞ্জুর ও সে ভূমির সম্বন্ধে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহা করণের বিষয়ে যাবৎ ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম না হয় তাবৎ সে ভূমি সরকারে ক্রোক হইবেক না। তাহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সে ডিক্রী অবগত হইয়া পরে চারি হপ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা তাহার এওজে বাকীদারের স্থানে তাহার অপরাধ ও শক্তানুসারে যে দণ্ড হওন উচিত জানেন তাহা লইতে হুকুম করেন। ইহাতে ঐ শ্রীযুত দণ্ড লইবার বিষয়ে হুকুম দিলে যে আদালত হইতে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে উপস্থিত হয় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম পাইলে আপনারদিগের মোতাল্লক আদালতের ডিক্রী জারী করিবার বিষয়ে যে রূপ শক্তি রাখেন সেই রূপ শক্তি সেই দণ্ড লইবার বিষয়েও রাখিবেন ও সেই দণ্ড তথাকার কালেক্টরসাহেবের স্থানে পঁহু-

হইবেন। ইহাতে ঐ শ্রীযুতের হুজুর হইতে ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা মওকুফ করিতে হুকুম না হইলেও সে ডিক্রী বহাল থাকিবেক। আর এই ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেব যে বাকীদারের নামে জিলার আদালতে নালিশ করেন তাহাকার এবং মফস্বল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতে কালেক্টর সাহেবকে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে কিম্বা আপীলের দাওয়ার জওয়াব দিতে হইলে তাহার খরচা সরকার হইতে দেওয়া যাইবেক আর সে মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হয় তথাকার সরকারী উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব হইবেক কালেক্টর সাহেব সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকারণ সমস্ত দেওয়া সরকারী উকীলকে জ্ঞাত করাইবেন।

[ভূমিজব্দ ক্ষমা হইয়া দণ্ডনিরূপণ হইলে সে ভূমির খাজানার টাকা সরকারের বাকী ও দণ্ড ও আমীনের খরচাবাবদে বাকীদারকে দেওয়া যাইবার কথা।]

১৭ ধারা।—১৬ধারার প্রস্তাবক্রমে কোন বাকীদারের ভূমি সরকারে জব্দ না হইলে আমীনের মারফতে সে ভূমির যে ওয়াসিলাৎ হইয়া থাকে সরকার ও বাকীদারেতে তাহার হিসাব নিষ্পত্তি হইবেক তদনুসারে আমীনে যে টাকা তহসীল করিয়া থাকে তাহাতে সরকারের মালগুজারী ও আমীনের খরচা ও দণ্ড পোষাইয়া যদি অধিক হইলে সরকারের মালগুজারী ও আমীনের খরচা ও দণ্ড লইয়া পরে যাহা ফাজিল থাকিবেক তাহা সেই বাকীদারকে দেওয়া যাইবেক। ইহাতে যদি আমীনের ওয়াসিলাতে সরকারের মালগুজারী ও আমীনের খরচা ও দণ্ড না পোষায় তবে যে টাকা অকুলান হয় তাহা সেই বাকীদার না দিলে সেই অকুলান টাকা আদায়ের কারণ সেই বাকীদারের কিছু ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক।

[বাকীদারের ভূমি জব্দ হইলে সে ভূমি তাহার ওয়ারিসানদিগকে দেওয়াইতে অথবা নীলাম করাইতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের ক্ষমতার কথা।]

১৮ ধারা।—শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে ১৬ ধারার লিখিত হেতুক্রমে বাকীদারের ভূমি জব্দের বিষয়ের ডিক্রী মঞ্জুর হইলে তাহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে সেই বাকীদারের শিরে সরকারের যে টাকা প্রকৃত পাওনা হয় তাহা দিতে ও তাহার ভূমির যে মালগুজারীর ধার্য্য আছে তাহার সরবরাহ করিতে তাহার উত্তরাধিকারিরা স্বীকার করিলে অভীষ্ট হয় তাহারদিগেরে সে ভূমিতে দখল দেওয়ান্ অথবা নীলামে বিক্রয় করান্ তাহাতে যদি সেই বাকীদারের উত্তরাধিকারিরা তাহার ভূমিতে দখল পায় তবে সে বাকীদার স্বয়ংই বন্ধনদশা হইতে মুক্ত হইবেক আর যদি তাহার ভূমি নীলামে বিক্রয় হয় তবে মালগুজারী কি আমীনের খরচা কি সেই বাকীদারের দুষ্কৃতায় উপর যে যে খরচ হইয়া থাকে তাহা আদি যেসকল বিষয়ে সরকারের পাওনা রহে তাহা সকল সেই বাকীদারের ভূমির মূল্য হইতেই লওয়া যাইবেক আর যদি সে ভূমি নীলামের সময়ে বাকীদারের শিরে সরকারের কিছু টাকা পাওনা না থাকে তবে সে ভূমির মূল্যের টাকা সমস্তই সরকারে লওয়া যাইবেক কিম্বা অন্যপ্রকারে খরচ করা যায় ঐ শ্রীযুতের যে অভীষ্ট হয় তাহা করিবেন আর যদি সে ভূমি নীলামের কালে

সে বাকীদারের শিরে সরকারের কিছু টাকা পাওনা থাকে তবে তাহা সে ভূমির মূল্য হইতে কর্ত্তন করিয়া লইয়া যাহা ফাজিল রহে তাহা সরকারেই দেওয়া যায় অথবা অন্য খরচ হয় ঐ শ্রীযুত যে উচিত জানেন করিবেন।

[ইজারদার পেয়াদাদিগের না মানিলে কিম্বা ধরা পড়িয়া পেয়াদাদিগের নিকট হইতে পলাইলে অথবা ধরা না পড়িতে অস্পষ্ট হইলে তাহার সম্পর্কে কালেক্টর সাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।]

১৯ ধারা।—যে কালে কালেক্টরসাহেব ৫ ধারার লিখনানুসারে মালগুজারীর টাকা বাকীর কারণ কোন ইজারদারকে কয়েদ করাইতে পেয়াদাদিগের মারফতে দস্তক জারী করেন ও সে ইজারদার সে দস্তক না মানে কিম্বা সেই পেয়াদাদিগের আপনি অথবা অন্য লোকের মারফতে বেদখল করে অথবা ধরা পড়িয়া সেই পেয়াদাদিগের নিকট হইতে পলায় কিম্বা ধরা না পড়িতে পূর্ব্বে অস্পষ্ট হয় অথবা আপন ঘরে কিম্বা অন্যের বাটীতে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে তথায় সে পেয়াদাদিগের দখল না হইতে পারে তবে সে কালে এইসকল হেতুতে কালেক্টরসাহেব সে বিষয়ের দাওয়ার কৈফিয়ৎ লিখিয়া সেই বাকীর সম্পর্কীয় ভূমি যে জিলার এলাকায় থাকে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের স্থানে সরকারের উকীলের মারফতে দাখিল করিবেন তাহাতে কালেক্টরসাহেবের সেই দাওয়া যথার্থ জানাইবার নিমিত্তে জজসাহেবের নিকটে সেই পেয়াদারা কিম্বা অন্য মাতবর দুই জন অথবা অধিক জনে স্বকৃতি করিয়া কহিলে তৎকালে তাহারদিগের কথায় ও তাহারা স্বকৃতি করিয়া আদালতের সওয়ালের যে জওয়াব দেয় তাহাতে যদি জজসাহেবের প্রত্যয় হয় যে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া যথার্থ তবে জজসাহেব সেই ইজারদার হাজির হইবার কারণ ইস্তিহারনামা এইমতে যে সেই ইজারদার সেই ইস্তিহারনামা লিখনের পরদিন হইতে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে আপনি আদালতে হাজির হয় জারী করিবেন। তাহাতে যদি সেই ইজারদারের সেই ইজারার ভূমি সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় থাকে তবে সেই ইস্তিহারনামা পারসী ও বাঙ্গলা ভাষায় ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ভাষায় কি হিন্দী শব্দ ও নাগরী অক্ষরে লেখা যাইবেক ও ইস্তিহারনামা লেখা হইলে পর যত শীঘ্রাতে হয় সেই ইজারদারের বসত সে জিলায় হইলে তথায় কিম্বা তাঁহার ইজারার সদর কাছারীতে ও কালেক্টরসাহেবের দপ্তরখানায় ও আদালতের কাছারীতেও লটকান যাইবেক। আর পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ও ইজারদার কয়েদ হইলে তাহার ইজারার ভূমির এন্তমামের নিমিত্তে ৬ ধারার লিখনক্রমে যে রূপে অনেক আমীনকে কালেক্টরসাহেব নিযুক্ত করিতেন এই ইজারদারের ইজারার মহালের এন্তমামের কারণও সেই রূপে অনেক আমীনকে প্রবৃত্ত করিবেন। ইহাতে যদি সেই ইজারদার ইস্তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইলে ও কালেক্টর সাহেবের দাওয়ার জওয়াব দিলে এবং কালেক্টরসাহেব ও

সেই ইজারদারের পক্ষের সাক্ষির কথা শুনিলে যদি সেই কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ হয় তবে সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে এই রূপে ডিক্রী হইবেক যে সেই ইজারদারের ইজারা সুবে বাঙ্গালায় থাকিলে যেমন সে ডিক্রী হয় সেই সন বাঙ্গলা গত হইলে ও সুবে উড়িষ্যায় থাকিলে সেই সন বিলায়তী আখের হইলে ও সুবে বেহারে থাকিলে সেই সন ফসলী তামাম হইলে তাহার সেই ইজারা মৌকুফ হইবেক। ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের * ১২ ধারার মোকদ্দমায় আপীল মফঃসল আপীল আদালতে করিবার কারণ যে মিয়াদ ধার্য্য আছে সে মিয়াদের মধ্যে যদি সেই ইজারদার সে মোকদ্দমার নালিশ মফঃসল আপীল আদালতে না করে তবে জিলার আদালতের জজসাহেব শীঘ্র সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। যদি সেই ইজারদার সেই মিয়াদের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করে ও জিলার আদালতের ডিক্রী তথায় মঞ্জুর হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের আপীলের যোগ্য না হয় কিম্বা যোগ্য হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের * ১০ ধারায় মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিবার কারণ যে মিয়াদ ধার্য্য আছে সে মিয়াদের মধ্যে যদি সেই ইজারদার সে মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে না করে তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে চালান করিবেন। আর মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইলে যদি সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের অবগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ না হয় তবে তথাকার জজসাহেব ৫ ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ও ইজারদার কয়েদ হইলে তাহাকে যে মতে কয়েদ রাখিতেন এ মোকদ্দমাতেও তাহাকে সেই মতে কয়েদ রাখিবেন কালেক্টর সাহেব অবিলম্বে সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ও সেই ডিক্রীর প্রতি আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন সহিত রেবিনিউ বোর্ডেতে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন তাহাই করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন। তাহাতে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হুকুম দেন ও তদনুসারে অবধারিত কালের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে

---

* ১৮৬১ সালের ১০ আইনমতে রহিত হইয়াছে।

আপীল করা যায় ও কথায় জিলার আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হইয়া সেই ইজারদারের ইজারা বরখাস্তের বিষয়ে হুকুম হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা অবিলম্বে সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল সমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সলের হুজুরে পাঠাইবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হওয়াতে কালেক্টরসাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া জিলার আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল সমেত মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর বিষয় আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা আজ্ঞা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে তথায় সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না, অথবা যাহা উচিত জানেন তাহাই করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন। আর যদি সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমা আপীল হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হইয়া ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত করিবার বিষয়ে হুকুম হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আর ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সলের হুজুরে দাখিল করিবেন। আর এই ধারার মোতাবেক মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া যে ২ মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে বৎসরের বাকী টাকার মোকদ্দমা হয় সে বৎসরের সেই ইজারদারের ইজারার ভূমির উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না অতএব এই ধারার লিখনানুসারে কালেক্টরসাহেব যে দাওয়ার কৈফিয়ৎ জিলার আদালতের জজসাহেবের নিকটে সরকারী উকীলের মারফতে দাখিল করিবেন তাহাতে ইহাও লেখা থাকে যে সেই ইজারার ভূমির সেই বৎসরের উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ হাজারটাকার উর্দ্ধ হয় কি না ইহাতে ১৬ ধারার লিখনানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে বাকীদারের সম্পর্কীয় ভূমির উৎপন্নের সংখ্যা জিলার আদালতে লিখেন কিন্তু যদি সেই উৎপন্নের সংখ্যার বিষয়ে কিছু আপত্তি জন্মে তবে তাহার নিষ্পত্ত্যর্থে যে যে প্রকার ঐ ১৬ ধারায় লেখা গিয়াছে কালেক্টরসাহেব যে কালে এই ধারাক্রমে ইজারদারের ইজারার ভূমির উৎপন্নের সংখ্যা জিলার আদালতে লিখিবেন তাহাতে কোন আপত্তি জন্মিলেও সে কালে সেই প্রকারানুসারে সেই ইজারদারের আপত্তি মিটান যাইবেক

এই ধারানুসারের যে সময়ে জিলার আদালতে কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে ইজারদারের ইজারা বরখাস্তের বিষয়ে ডিক্রী হয় সে সময়ে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে তাহার বিবরণ সুগোচর হইয়া তথাকার বিবেচনাক্রমে যাবৎ সে ডিক্রী মঞ্জুরের বিষয়ে হুকুম ঐ শ্রীযুতের হজুর হইতে না হয় তাবৎ সেই ইজারা বরখাস্ত হইবেক না। আর ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সে ডিক্রী অবগত হইয়া ৪ চারি হপ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কি তাহার এওজে ইজারদারের স্থানে তাঁহার অপরাধ ও সম্ভাবনাক্রমে যে দণ্ডলওন উচিত জানেন্ তাহা লইতে হুকুম করেন যদি সেই ইজারদার দণ্ডের হুকুম হইলে পর তাহার ইজারা পূর্ব্বমত বহাল রাখিতে না চাহে তবে ঐ শ্রীযুতের ক্ষমতা আছে যে সেই দণ্ড সরকারে দাখিল করাইয়া যাবৎ সে ইজারার মুদ্দত আখের না হয় তাবৎ সেই ইজারদারের ইজারা বহাল রহিতে হুকুম দেন্ ও যাবৎ সেই ইজারার মুদ্দত গত না হয় তাবৎ সেই ইজারার মালগুজারীর জওয়াব সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিন দেয়। ঐ শ্রীযুত দণ্ড লইবার বিষয়ে হুকুম দিলে যে আদালত হইতে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে উপস্থিত হয় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হুকুম পাইলে আপনারদিগের মোতালক আদালতের ডিক্রী জারী করিবার বিষয়ে যে রূপ শক্তি রাখেন সেই রূপ শক্তি সেই দণ্ড লইবার বিষয়েও রাখিবেন ও সে দণ্ড তথাকার কালেক্টরসাহেবের স্থানে পঁহুছাইবেন ইহাতে শ্রীযুতের হজুর হইতে ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা দণ্ড লইতে হুকুম না লইলেও সে ডিক্রী সাবাস্ত থাকিবেক। আর এই ধারাক্রমে কালেক্টরসাহেব যে ইজারদারের নামে জিলার আদালতে নালিশ করেন্ তথাকার এবং মফঃসল আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে কালেক্টর সাহেবকে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে কিম্বা আসামীর দাওয়ার জওয়াব দিতে হইলে তাহার খরচা সরকার হইতে দেওয়া যাইবেক আর সে মোকদ্দমার যে আদালতে উপস্থিত হয় তথাকার সরকারি উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব হইবেক কালেক্টর সাহেবের সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ সমস্ত বেওরা সরকারী উকীলকে জ্ঞাত করাইবেন।

[ইজারা বরখাস্ত হইলে হিসাব নিষ্পত্তিরমতের কথা।]

২০ ধারা।—১৯ ধারাক্রমে কোন ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত হইলে তাহার মালগুজারীর যে টাকা আমীনের মারফতে তহসীল হয় তাহার মধ্যে আমীনের যে খরচা মঞ্জুর থাকে তাহা বাদে যে ফাজিল রহে তাহা সেই ইজারদারের হিসাবে মজুরা হইবেক। তাহাতে যে সন সেই ইজারা বরখাস্ত হয় সে সন সেই ইজারদারের শিরে সরকারের কিছু বাকী হইলে তাহা সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিন দিবেক ইহাতে ৩ ধারার মতে বাকীদারের নামে বাকীর তলবের যে মতে পরওয়ানা

জারী হয় সেই মতে কালেক্টরসাহেব এ বাকীর তলবে সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিনের নামে এক পরওয়ানা পাঠাইবেন তাহাতে যদি সেই পরওয়ানায় লিখিত মিয়াদের মধ্যে সে বাকী সরকারে দাখিল না হয় তবে কোন মাসের কিস্তির টাকার তেহাই আন্দাজে তাহার পর মাসের ১৫ পোনরই তারিখতক না দিলে কালেক্টর সাহেব সেই বাকীদারের প্রতি ৪ ও ৫ ধারাক্রমে যে মত উদ্যোগ করিতেন সেই মত উদ্যোগ এই মালজামিনের সম্পর্কেও করিবেন বরং যদি সেই ইজারদার হাজির থাকে ও সে সময়ে কয়েদ না রহে তবে তাহার সম্বন্ধেও সেই মত উদ্যোগ করিবেন তাহাতে সেই ইজারদারের ইজারা বরখাস্তের সময়পর্য্যন্ত তাহার মোতালক কোন তালুকদার কিম্বা দরইজারদার অথবা প্রজার স্থানে কিছু মালগুজারীর টাকা পাওনা থাকিলে সেই ইজারদারের সাধ্য আছে যে তাহা উসুলের কারণ তাহার নামে জিলার আদালতে নালিশ করে।

[ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের মালজামিন পেয়াদাদিগেরে না মানিলে কিম্বা ধরা পড়িয়া পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলাইলে অথবা ধরা না পড়িতে অস্পষ্ট হইলে তাহার সম্পর্কে কালেক্টর সাহেব যে উদ্যোগ করিবে তাহার কথা।]

২১ ধারা।—যে কালে কালেক্টরসাহেব ৫ ধারার লিখানাহুসারে বাকীর কারণ কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের মালজামিনকে কয়েদ করাইবার নিমিত্তে পরওয়ানা জারী করেন্ ও সে মালজামিন সে পরওয়ানা না মানে কিম্বা সেই পেয়াদাদিগেরে আপনি কিম্বা অন্য লোকের মারফতে বেদখল করে অথবা ধরা পড়িয়া সেই পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলায় কিম্বা ধরা না পড়িতে পূর্ব্বে অস্পষ্ট হয় অথবা আপন ঘরে কিম্বা অন্যের বাটীতে লুকায় অথবা কোন স্থানে যায় যে তথায় সে পেয়াদাদিগের দখল না হইতে পারে সে কালে এই সকল হেতুতে কালেক্টরসাহেব সে বিষয়ের দাওয়ার কৈফিয়ৎ লিখিয়া সেই বাকীর সম্পর্কীয় ভূমি যে জিলার এলাকায় থাকে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের স্থানে সরকারের উকীলের মারফতে দাখিল করিবেন। তাহাতে কালেক্টরসাহেবের সেই দাওয়া যথার্থ জানাইবার জন্যে জজসাহেবের নিকটে সেই পেয়াদারা কিম্বা অন্য মাতবর দুই জন অথবা অধিক জনে দিব্য করিয়া কহিলে তৎকালে তাহারদিগের কথায় ও তাহারা দিব্য করিয়া আদালতের সওয়ালের যে জওয়াব দেয় তাহাতে যদি জজসাহেবের হৃদ্বোধ হয় যে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া যথার্থ তবে জজসাহেব সেই মালজামিন হাজির হইবার কারণ এই মত এক ইস্তিহারনামা যে সেই মালজামিন সেই ইস্তিহারনামা লিখনের পর দিন হইতে ৪ হপ্তার মধ্যে আপনি আদালতে হাজির হয় জারী করিবেন। ইহাতে যদি সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের ভূমি সুবে বাঙ্গালা কিম্বা সুবে উড়িষ্যায় থাকে তবে ইস্তিহারনামা পারসী ও বাঙ্গলা ভাষা ও অক্ষরে ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ভাষায় কি হিন্দী শব্দ ও নাগরী অক্ষরে লেখা যাইবেক ও সে ইস্তিহারনামা লেখা

হইলে পর যত জরাতে হয় সে মালজামিনের ঠিকানা সে জিলার মধ্যে থাকিলে তথায় ও সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সদর কাছারীতে ও কালেক্টর সাহেবের দপ্তরখানায় ও জিলার দেওয়ানী আদালতের কাছারীতেও লটকান যাইবেক। ইহাতে সেই মালজামিন ইস্তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইয়া কালেক্টর সাহেবের দাওয়ার জওয়াব দিলে এবং কালেক্টর সাহেব ও সেই জামিনের পক্ষের সাক্ষির কথা শুনিলে যদি কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হয় তবেসে মোকদ্দমা জিলার আদালতের জজসাহেব এই রূপে ডিক্রী করিবেন যে সেই মালজামিনের স্থানে তাহার অপরাধ ও শর্ত্তানুসারে দণ্ড সরকারের লওয়া যায় ইহাতে যদি সেই মালজামিন ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের * ১২ ধারায় অবধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার নালিশ মফঃসল আপীল আদালতে না করে তবে জিলার জজসাহেব সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শীঘ্র শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর সেই মালজামিন সে মিয়াদের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করিলে যদি তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় ও সেই মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় ও মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলেও যদি ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের * ১০ ধারায় নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে না করে তবে এই দুই মতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনা-রদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে ত্বরাতেই পাঠাইবেন। আর মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইলে যদি সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল-সমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ না হয় তবে তথাকার জজসাহেব ৫ ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলেও মালজামিন কয়েদ হইবার বিষয়ে হইলে তাহাকে যে রূপে কয়েদ রাখিতেন ঐ মোকদ্দমাতে ও তাহাকে সেই রূপে কয়েদ রাখিবেন কালেক্টর সাহেব অবগত সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল লইয়া সে ডিক্রীর প্রতি আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখনসহিত বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন তাহাই কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন। তাহাতে যদি ঐ বোর্ডের

* ১৮৩১ সালের ১০ আইনমতে রহিত হইয়াছে

ইজারা বরখাস্ত করিলে সেই ইজারদারের সাধ্য আছে যে তাহার ইজারা বহাল থাকিতে তাহার জাবে সকল প্রজা ও তালুকদার ও ইজারদারের শিরে যে বাকী টাকা ফুলব থাকে তাহা উসুলের নিমিত্তে তাহারদিগের নামে জিলার আদালতে নালিশ করে।

[যে সময়ে কালেক্টর সাহেব মালজামিনকে কয়েদ করেন সে সময়ে বাকী আদায়ের আনওআনে তাহার ভুমি ক্রোক করিবার কথা ও মালজামিনের কিছু ভুমি সে জিলায় না থাকিলে কালেক্টর সাহেব বাকী উসুলের জন্যে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।]

২৪ ধারা।—* যে সময়ে কালেক্টর সাহেব এই আইনের লিখিত হেতুক্রমে কোন ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের মালজামিনকে কয়েদ করিতে চাহেন সে সময়ে কালেক্টর সাহেব সত্বর হইয়া সেই মালজামিনের যে কিঞ্চিৎ ভুমি বিক্রয় করিলে সে বাকী [illegible] হইতে পারিবার অনুমান করেন তাহা ৬ ধারাক্রমে ক্রোক করিয়া তথাকার তহসীলে জনেক আমীন নিযুক্ত করিবেন। তাহাতে সেই মালজামিনের কিছু ভুমি সে জিলায় না থাকিলে কালেক্টর সাহেব সেই মালজামিনের যে ভুমি অন্য জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের স্থানে সেই তলবের টাকার ও যে ভুমি ক্রোক হইবেক তাহার তারদাদ নিদর্শনী আপনার লিখন মুদ্রা জনেক আমীনকে ধার্য্য করিয়া পাঠাইবেন তথাকার কালেক্টর সাহেব আপনার জনেক প্যেয়াদাকে হুকুম করিবেন যে আমীনকে সে ভুমি দেখাইয়া দেয় ও রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা যাবৎ ভুমি নীলামের হুকুম শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুর হইতে না পান তাবৎ আমীন সে ভুমি ক্রোক রাখে ও সে আমীন সে ভুমির যাহা তহসীল করে তাহাতে আমলাসমেত আপন সমস্ত খরচ বাদ দিয়া বাকী সেই ভুমির মালগুজারীতে যে জিলায় সে ভুমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক ও সে মালগুজারী শোধ পড়িয়া কিছু ফাজিল হইলে তাহা যে বাকীর কারণ সে ভুমি ক্রোক হইয়া থাকে সেই বাকীর আদায়ে আনিবেক ইহাতে মালজামিনের যে ভুমি ক্রোক হয় সে ভুমি যদি এমত অল্প হয় যে তাহার উৎপন্নে আমীনের সকল খরচ যোগায় না তবে যে কালেক্টর সাহেব সেই মালজামিনের স্থানে বাকী টাকার তলব রাখেন সেই কালেক্টর সাহেব সেই ভুমি যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে লিখিবেন যে সে ভুমির নিকটে তাঁহার তরফ যে তহসীলদার কিম্বা তহসীলের এলাকার অন্য যে কেহ থাকে তাহাকে সেই ভুমির একমাদের বিষয়ে হুকুম দেন ও অন্য জিলার কালেক্টর সাহেব প্রথম জিলার কালেক্টর সাহেবের লিখনানুসারে কার্য্য করেন আর যে কেহ উপরের লিখনক্রমে সেই ভুমির এতমামদারীতে নিযুক্ত হয় ৬ ধারার মতে যে সকল বিষয় আমীনের কর্ত্তব্য হইত

* ৬ ধারার টীকা দেখ।

ও যে সকল নিষেধ ও বিধির হুকুম আমীনের সম্পর্কে চলিত সেই সকল বিষয় সেই এহ্‌তমামদারের কর্ত্তব্য হইবেক ও তাহার প্রতিও সেই সকল নিষেধ ও বিধির হুকুম চলিবেক ইহাতে যে জিলার কালেক্টর সাহেবের এলাকায় সে ভূমি থাকে সে জিলার কালেক্টর সাহেবের নামে সেই ক্রোকী মোকদ্দমার নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু যে কালেক্টর সাহেবের লিখনানুসারে সে ভূমি ক্রোক হয় সে কালেক্টর সাহেবের জিলায় সে ভূমি থাকিলে সে ভূমির ক্রোকের মোকদ্দমার জওয়াব যে রূপে তাহাকে দেওয়া উচিত হইত সেই রূপে এ বিষয়েও তাঁহার জওয়াব দেওয়া উচিত হইবেক। আর রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সনে যে ভূমির বাকী পড়ে সেই সনের মধ্যে কিম্বা সেই সনগতে সে ভূমি নীলাম হইবার বিষয়ে যাহা উচিত জানেন তাহার হুকুম শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুর হইতে লন।

২৫ ধারা।—
২৬ ধারা।—
২৭ ধারা।—
২৮ ধারা।—
এই ধারা ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণ দ্বারা রহিত হইয়াছিল পুনরায় ১৮৭১ সালের ১২ আইনমতে রহিত হইয়াছে অতএব এই পুস্তকের ২২৬ পৃষ্ঠায় টীকা দেখ।

[কয়েদীরা আপনারদিগেরে কয়েদ রাখাইবার হেতু কালেক্টর সাহেবের স্থানে জিজ্ঞাসা করিবার কারণ জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবার সাধ্য রাখিবার ও তাহাতে জজ সাহেবের মতের কথা।]

২৯ ধারা।—এই আইনের মতে মালগুজারী কিম্বা সরকারের অন্য পাওনা টাকার কারণ আদালতের ডিক্রীমতে অথবা বিনা ডিক্রীতে যে কেহ কয়েদ হয় তাহার সাধ্য আছে যে জিলার আদালতে জজ সাহেবের নিকটে সে বিষয়ের এমত দরখাস্ত করে যে তদনুসারে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন যে সে লোককে কিহেতু [illegible] রাখেন তাহাতে যে লোক সেই দরখাস্ত করে সে যদি সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা জিলার দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীমতে কয়েদ রহে ও সে নিমিত্তে আপীল করিবার যে মিয়াদ ধার্য্য আছে সেই মিয়াদ গত হইয়া থাকে তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার মোকদ্দমা প্রকৃত কি অপ্রকৃত তাহার বেওরা বিবেচনা না করিয়া কেবল তাহাই তহকীক করেন যে যে লোক দরখাস্ত করে সে লোক ডিক্রীর টাকা ও কয়েদ হইলে তাহার শিরে যে টাকা তলব হইয়া থাকে তাহা দিয়াছে কি না। ইহাতে যদি সে লোক আদালতের ডিক্রীক্রমে কয়েদ না হইয়া থাকে বরং এই আইনের মতে বাকীদারদিগেরে কয়েদ করিবার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের যে শক্তি আছে তদনুসারে কয়েদ হইয়া আপন শিরের তলবের টাকা অন্যায় দাওয়া কহিয়া দিতে আপত্তি করে তাহাতেও জজ সাহেবের উচিত যে তাহার মোকদ্দমা প্রকৃত কিম্বা অপ্রকৃত তাহার বেওরা বিবেচনা করিয়া এমত [illegible] যে সেই ব্যক্তি ১২ ধারার লিখনানুসারে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ [illegible] আর জানিবেন যে ঐ ১২ ধারার লিখিত সমস্ত বিষয় কেবল ভূম্যধিকারী ও ইজারাদার-

দিগের অবস্থার প্রতি তৎপর না হইয়া মালজামিন ও নীলামী ভূমির খরীদারদিগের প্রতিতেও তৎপর হইবেক কিন্তু যদি সেই কয়েদী লোক আপন শিরের তলবের টাকা ও সে কয়েদ হইলে পর যাহা তাহার শিরে তলব হয় তাহা যথার্থ মানিয়া কহে যে আমি তাহা বেবাক দিয়াছি তবে জজ সাহেবের উপযুক্ত যে সেই কয়েদী আসামী সে টাকা দিয়াছে কি না তাহা তহকীক করেন ও সেই সকল তহকীক সময় মোকদ্দমার সম্পর্কীয় না বুঝিয়া পূর্ব্ব বিচারের অবশেষ জ্ঞান করেন ও জজ সাহেব সেই কয়েদীর হিসাব দৃষ্টে যে সময়ে নিশ্চয় জানেন যে সেই ব্যক্তি যে টাকার কারণ কয়েদ হইয়াছে তাহা সমস্তই দিয়াছে তবে সে সময়ে যদি সেই কয়েদী জামিন ও একরারনামা এই মজমুনে দাখিল করে যে আমি যে টাকা দিয়াছি তাহা ছাড়া কালেক্টর সাহেব যে টাকার দাওয়া আমার উপর রাখেন সে টাকা এ মোকদ্দমার আপীল হইলে যদি সরকারের ন্যায্য প্রাপ্তব্যের উপর ডিক্রী হয় তবে তাকে খালাসী দিবেন আর যদি কালেক্টর সাহেব জজ সাহেবের কৃত নিষ্পত্তিতে সম্মত হন তবে জজ সাহেব সেই কয়েদীর স্থানে জামিন ও একরারনামা না লইয়া তাহাকে খালাসী দিতে পারিবেন ও যদি কালেক্টর সাহেব জজ সাহেবের কৃত নিষ্পত্তি স্বীকার না করেন ও সেই কয়েদী জামিন ও একরারনামা দাখিল না করে ও কালেক্টর সাহেব নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল না করেন তাহাতেও জজ সাহেবকে চাহি যে সেই কয়েদীর স্থানে জামিন ও একরারনামা লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন ও যদি জজ সাহেব বিচার করিলে পরে প্রকাশ পায় যে সেই কয়েদী তাহার শিরের তলবের যে টাকার কারণ কয়েদ হইয়াছে সে টাকার মধ্যে কিছু কিম্বা সে টাকা সমস্তই আদায় হয় নাই তবে তাহাতে সেই ব্যক্তি যদি সেই টাকার নিমিত্তে এক বৎসরের অধিক কয়েদ রহিয়া থাকে ও জজ সাহেবের কৃত এমত নিষ্পত্তি স্বীকার করে যে আপনি খালাস হইলে পর সে টাকা যাফিক কিস্তিবন্দী এক বৎসরের মধ্যে দিবেক তবে সেই কয়েদী এমত মজমুনে একরারনামা লিখিয়া দিলে জজ সাহেব তাহাকে কয়েদ হইতে খালাসী দিবেন ইহাতে কালেক্টর সাহেব ও কয়েদী আসামীর ক্ষমতা আছে যে এই ধারার লিখিত নিষ্পত্তির উপর ৫ ও ৬ আইনে সমস্ত মোকদ্দমার আপীলের বিষয়ের যে বিবরণ লেখা আছে তাহা জ্ঞাত হইয়া আপীল করেন আর কালেক্টর সাহেবদিগের জন্যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির প্রতি যে যে হুকুম ৩০ ধারায় লেখা আছে সেইং হুকুম এই ধারার লিখনানুসারে কেবল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবেক তাহার প্রতি চলন হইবেক।

[কালেক্টর সাহেব কাহারও স্থানে মালগুজারির টাকা তলব করিলে কিম্বা লইলে তাহা আদালতে অযথার্থ ঠাহরিলে তাহাতে কালেক্টর সাহেবের যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৩০ ধারা।—যে সময় জিলার দেওয়ানী আদালতে মালগুজারীর মোকদ্দমা এইমতে [illegible] হয় যে কালেক্টর সাহেব যে মালগুজারীর বাকী টাকা এই আইনের মতানু-

যাঁরে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের স্থানে তলব রাখিবেন অথবা উসুল করিয়া থাকেন তাহার মধ্যে কিছু কিম্বা তাহা সমস্তই প্রকৃত পাওনা নহে তবে সে সময়ে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সরকারের উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জজ সাহেবের স্থানে চাহেন ও জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে অনায়াসে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল কালেক্টর সাহেবকে দেন ও কালেক্টর সাহেব সেই ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত সেই ডিক্রীর উপর আপনি যে আপত্তি রাখেন সেই আপত্তির নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউ সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা দেখিয়া যদি বুঝেন যে সে মোকদ্দমার ডিক্রী অন্যায় হইয়াছে তবে কালেক্টর সাহেবকে মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে অনুমতি করিবেন তাহাতে যদি মফঃসল আপীল আদালতে সে ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে কালেক্টর সাহেব মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল তাঁহার সাহেবদিগের স্থানে চাহিবেন ও সেই আপীলের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল কালেক্টর সাহেবকে দিবেন কালেক্টর সাহেব সেই ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল সমেত সেই মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে সেই আপত্তির নিদর্শনী লিখন ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে চালান করিবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া যদি জানেন যে সেই মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী অন্যায় হইয়াছে তবে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে কালেক্টর সাহেবকে তথায় তাহার আপীল করিবার হুকুম করিবেন ও যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী যথার্থ জানেন তবে সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে কালেক্টর সাহেবকে নিষেধ করিবেন। আর জানিবেন যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে করণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবকে অনুমতি করিলে তাহাতে কালেক্টর সাহেবের উপর যে খরচা কিম্বা দণ্ড দিতে জিলার আদালতে ডিক্রী হইয়া থাকে তাহা সরকার হইতে দেওয়া যাইবেক, আর তদনুসারে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা জিলার আদালতের ডিক্রী যথার্থ জানিয়া আপীল করিতে অনুমতি না করেন তাহাতে কালেক্টর সাহেবের উপর যে খরচা ও দণ্ড দিতে জিলার আদালতের ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার দিশা কালেক্টর সাহেব নিজহইতে করিবেন কিন্তু ঐ বোর্ডের সাহেবেরা জিলার আদালতের ডিক্রী যথার্থ জানিলেও কালেক্টর সাহেবের সাধ্য আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল করেন তাহাতে যদি মফঃসল আপীল আদালতে কালেক্টর সাহেবের উপর যে খরচা ও দণ্ড দিতে মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হয় তাহা কালেক্টর সাহেব নিজহইতে দিবেন ইহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমমাফিক কালেক্টর সাহেবকে মফঃসল আপীল আদালতে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে হয় সে সকল মোক-

দ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কালেক্টর সাহেবের তরফহইতে সরকারী উকীলে করিবেক ও তাহার খরচা সরকার হইতে দেওয়া যাইবেক।

[কালেক্টর সাহেবের নামে যে সকল মোকদ্দমার নালিশ হয় তাহার মধ্যের যে যে মোকদ্দমার উত্তর প্রত্যুত্তর সরকারের উকীলকে করিতে অনুমতি করিবেন তাহার কথা।]

৩১ ধারা। —৯ কিম্বা ১০ *অথবা ১২ কিম্বা ১৪ অথবা ২২ দ্বাবিংশতি কিম্বা ২৯ উনত্রিংশৎ ধারার লিখিত সকল বিষয়ানুসারে জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ হইয়া তথায় ফরিয়াদীর দাওয়া অপ্রমাণ হইয়া ডিক্রী হইলে ও ফরিয়াদী সে নিষ্পত্তিতে সম্মত না হইয়া মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করিলে কালেক্টর সাহেব মফঃসল আপীল আদালতের অনেক উকীলকে আপন তরফহইতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ প্রবৃত্ত করিবেন তাহাতে যদি জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে মঞ্জুর হয় ও ফরিয়াদী তাহাতেও সম্মত না হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে রুজু হয় তবে কালেক্টর সাহেব আপন তরফহইতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন উকীলকে প্রবৃত্ত করিবেন। আর যদি জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হয় তবে কালেক্টরসাহেবের মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের স্থানে জিলার আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল চাহিবেন মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র সেই সকল নকল কালেক্টর সাহেবকে দিবেন কালেক্টরসাহেব তাহাসমেত মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর উপর যে আপত্তি রাখেন তাহার নিদর্শনী লিখিয়া ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন তাহাতে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী অন্যায় বুঝেন তবে কালেক্টরসাহেবকে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিতে অনুমতি দিবেন। আর যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করণ অনুচিত জানেন তাহাতেও কালেক্টর সাহেবের সাধ্য আছে যে সে মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে করেন কিন্তু তাহাতে যদি কালেক্টর সাহেবের দাওয়া সদর দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ না হয় তবে যে খরচা ও সুদ দিতে সদর দেওয়ানী আদালতে কালেক্টরসাহেবের উপর ডিক্রী হয় তাহা কালেক্টর সাহেব নিজহইতে দিবেন। আর যে কালেক্টরসাহেব ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে এই ধারার লিখিত বিষয়ানুসারে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন অথবা রিস্পাণ্ডেণ্ট অর্থাৎ আপীলের আসামী হন তবে তাহার সওয়াল ও জওয়াব সরকারের তরফ উকীলে করিবেক ও তাহার

---

* এই দুই ধারা রহিত হইয়াছে তাহা এই পুস্তকের ২৩০ পৃষ্ঠায় দেখ।

সাহেবেরা ঐ সকল মোকদ্দমার জওয়াব দিয়া যে খরচা ও দণ্ড দিতে তাঁহাদিগের শিরে ডিক্রী হয় তাহা নিজহইতে দিবেন।

[৩৩ ধারার লিখিত সকল মোকদ্দমা ছাড়া এই আইনের মতের অন্য যে যে মোকদ্দমা আদালতে সকলে উপস্থিত হয় তাহাতে কালেক্টর সাহেবদিগের লাভ [illegible] কথা।]

৩৪ ধারা।—৩৩ ধারার লিখনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবদিগের [illegible] আদালতের ডিক্রীমতে যে সকল মোকদ্দমায় যে লাভ হইবেক তাহাতে তাঁহারদিগের স্বত্ব তাহা ছাড়া কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের এলাকার বিষয়ক্রমে যে যে নালিশ আদালতে সকলে করেন কিম্বা তদনুসারে তাঁহারদিগের নামে যে যে নালিশ হয় সেই২ মোকদ্দমায় কোন প্রকারে তাঁহারদিগের লাভ দর্শিবেক না। আর সেইরূপে যদি আদালতে প্রমাণ হয় যে কালেক্টর সাহেবেরা সরকারের পাওনা টাকা উসুলের বিষয়ে এই আইনের অন্যথা করেন নাই তবে সে কারণে কালেক্টর সাহেবেরাও কিছু মোক্তারেতে [illegible]। কিন্তু উপরের লিখিত বিষয় ছাড়া কালেক্টর সাহেবেরা ৩৩ ধারার লিখনানুসার ছাড়া অপর সকল মোকদ্দমার যে খরচা ও দণ্ড কোন আদালতের ডিক্রীক্রমে পান তাহা আপনারদিগের মাসকাবারী হিসাবে সরকারের জমা খরচের সিরিস্তায় লেখাইবেন। আর এই আইনের মতে সরকারের উকীলের মারফতে সওয়াল ও জওয়াব হইয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় ও তাহার খরচা এই আইনের হুকুম সকলের মতে সরকার হইতে দিতে হয় ও যে সকল মোকদ্দমার দণ্ডের নিশা প্রথম কালেক্টর সাহেবের করণ উচিত হইয়া পশ্চাৎ সরকার হইতে তাহা দেওয়া কর্ত্তব্য হয় কালেক্টর সাহেব সে সকল মোকদ্দমায় [illegible] করেন সে সকল খরচ মাসকাবারী হিসাবে অন্যং খরচের নীচে কিম্বা অন্য কোন অথবা আলাহিদা সিরিস্তায় লেখাইতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যেমত হুকুম দেন তদনুসারে কার্য্য করিবেন কিন্তু ঐ সকল খরচ লিখিবার বিষয়ে যাবৎ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম না পান তাবৎ কোন প্রকারে সে সকল খরচ মাসকাবারী হিসাবে দাখিল করাইবেন না ও যাবৎ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতি না হয় তাবৎ সে সকল খরচের জওয়াব দিবার ভার কালেক্টর সাহেবদিগের শিরে রহিবেক।

[যে কালে আদালতের ডিক্রীক্রমে খরচা কিম্বা দণ্ড কালেক্টর সাহেবের স্থান হইতে দেওয়ান যায় সে কালে রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা কালেক্টর সাহেবের দিবার ভার উচিত না জানিলে সে সংবাদ শ্রীযুতের কৌন্সেলের হজুরে এত্তেলা করিবার কথা।]

৩৫ ধারা।—এই আইনের মোতাবক যে যে মোকদ্দমায় কিছু খরচা কিম্বা দণ্ড আদালতের ডিক্রীক্রমে কোন কালেক্টর সাহেবের স্থান হইতে দেওয়ান যায় ও কালেক্টর সাহেব সে সংবাদ রেবিনিউ বোর্ডেতে দিলে পর যদি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিশ্চয়

বোধ হয় যে সেই খরচাদিগর কালেক্টর সাহেবের দেওয়া যথার্থ নহে তবে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে বিষয়ের সমাচার শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে করিবেন তদৃষ্টে ঐ শ্রীযুত তাহা কালেক্টর সাহেবের দেওয়া যথার্থ হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন তাহাই হুকুম করিবেন।

[আদালতের ডিক্রীক্রমে খরচা ও দণ্ড কালেক্টর সাহেবদিগের দেনা হইলে তাহাতে যে যে বিষয়ে ঐ সাহেবদিগের স্থানে মালজামিন লওয়া যাইবেক তাহার কথা।]

৩৬ ধারা।—এই আইনের মোতাবেক যে যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণ কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য হয় তাহাতে কোন প্রকারে কালেক্টর সাহেবের হাজির জামিন লওয়া যাইবেক না আর এই আইনের যে যে হুকুমমতে যে যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সরকারের উকীলের করিতে হয় ও তাহার খরচা দেওয়া সরকারের সহিত এলাকা রাখে সে খরচা দিবার ও ডিক্রীর টাকা দিবার জন্যে কোন কালেক্টর সাহেবের স্থানে মালজামিন তলব হইবেক না, কিন্তু যে যে মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের [illegible] টাকা তলব করিয়া অথবা [illegible] তাহার খরচা ও দণ্ডের দিশা কদাচিৎ কালেক্টর সাহেবকে দিতে করণ উচিত হইলে তাহাতে অন্যান্য লোকের স্থানে তাহারদিগের যাবদীয় মোকদ্দমার খরচা ও দণ্ডের দিশার জন্যে যে রূপে মালজামিন লওয়া উচিত হয় সেই রূপে কালেক্টর সাহেবের স্থানেও মালজামিন লওয়া যাইবেক কিন্তু আদালতে উপস্থিত হওয়া যে মোকদ্দমার খরচা সরকার হইতে দিবার এলাকা রাখে সে মোকদ্দমার ডিক্রীর টাকা দিবার বিষয় হইলে তদর্থে কালেক্টর সাহেবের স্থানে মালজামিন লওয়া যাইবেক না। যে কারণ ৩৩ ধারার লিখিত যে যে মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ হয় সে সমুদয় সেই সকল মোকদ্দমায় আদালতের ডিক্রীর টাকা দিবার ও সকল খরচার দিশা করিবার কারণ যেমতে অন্যান্য লোকের স্থানে মালজামিন লওয়া যায় কালেক্টর সাহেবের স্থানেও সেইমতে মালজামিন লওয়া যাইবেক তাহাতে কালেক্টর সাহেবের নিচে ৩৩ ধারার লিখনানুসারে যে যে মোকদ্দমার টাকা দিবার বিষয়ে ডিক্রী হয় কিম্বা এই আইনের যে যে হুকুমের মতে যে খরচা কিম্বা দণ্ডের দিশা কালেক্টর সাহেবের করণ উচিত হয় ও সে সকল খরচা যদি সময় মিতে না দেন তবে জজ সাহেব সে টাকা কালেক্টর সাহেবের মালজামিনের স্থানে দস্তুর মাফিক উসুল করিবেন তাহাতে যদি জজ সাহেব সে টাকা সেই মালজামিনের স্থানে উসুল করিতে না পারেন তবে জজ সাহেব সে বিষয়ের রেওরা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এত্তেলা করিবেন ঐ শ্রীযুত তাহা সরকারের খাজানা হইতে দেওয়াইয়া তাহার দিশা কালেক্টর সাহেবের মাহিয়ানা হইতে দেওয়াইবেন। আর যে সকল বিষয়ে কালেক্টর সাহেব কোন আদালতের ডিক্রী না মানেন সে আদালতের জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার মাফিক কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহার দণ্ড দিতে হুকুম করিবেন তাহাতে যদি কালে-

কলেক্টর সাহেব সেই দণ্ডের টাকা না দেন তবে জজ সাহেব তাহার বেওরা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে এক্তেলা করিবেন ঐ শ্রীযুত সেই দণ্ড মঞ্জুর করিলে তাহার নিশা কালেক্টর সাহেবের মাহিয়ানা হইতে দেওয়াইবেন।

[কালেক্টর সাহেবেরা এই ধারার লিখিত যে যে মোকদ্দমায় আদালতের ডিক্রীমতে যে খরচা ও দণ্ড পান কিম্বা দেন তাহা যেরূপে আপনারদিগের মাসকাবারী হিসাবে লিখিবেন তাহা লিখিতে রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম করিবার ও সে সকল মোকদ্দমার ও অন্যং টাকার জমা খরচের নিদর্শনী কাগজপত্র যাহা আবশ্যক চাহি তাহা কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে তলব করিবার কথা।]

৩৫ ধারা।—রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবেরা কোন আদালতের ডিক্রীমতে খরচা ও দণ্ডের যে টাকা পান তাহা তাঁহারদিগের মাসকাবারী হিসাবে যেরূপে জমা করিতে হয় তাহার হুকুম করেন ও যে মোকদ্দমার খরচার নিশা সরকার হইতে দিতে হয় ও যে মোকদ্দমার খরচা প্রথম কালেক্টর সাহেবের শিরে দেনা হইয়া পশ্চাৎ সরকার হইতে দিতে হয় সেই [illegible] যে টাকা খরচা ও দণ্ড কালেক্টর সাহেবেরা দেন সে সকল খরচ তাঁহারদিগের মাসকাবারী হিসাবে [illegible] খরচের নীচে কিম্বা মতান্তরে লিখিতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে অনুমতি করিবেন ও উপরের লিখিত সকল টাকার জমা ও খরচ আদালতের ডিক্রী মতে যে সকল টাকা সরকার হইতে দিতে হয় এবং আদালতের ডিক্রীমতে যে সকল টাকায় সরকারের দায় না হয় তাহার নিদর্শন কাগজপত্র যাহা আবশ্যক চাহিতে হয় তাহা কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে তলব করিবেন।

[এই আইনের মতে কোন আদালত হইতে কালেক্টর সাহেবের নামে যে সকল হুকুম হয় তাহা সেই কালেক্টর সাহেবের স্থানে পঁহুছাইবার মতের কথা।]

৩৬ ধারা।—এই আইনের লিখনানুসারে কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাতে আদালতের যে হুকুম কালেক্টর সাহেবের নামে যে সময়ে হয় সেসময়ে সেই আদালতের রেজিষ্টর সাহেব সেই হুকুম লিখন পত্রের ন্যায় থাম করিয়া তাহার খামের উপর আপন পদের মুদ্রা দিয়া আপন নাম লিখিয়া সেই কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন কালেক্টর সাহেব সেই হুকুম পঁহুছিবার তারিখ সেই হুকুমের রসীদমতে এক লিখন সেই রেজিষ্টর সাহেবকে লিখিবেন।

[আদালতের যে সকল উকীল কালেক্টর সাহেবদিগের তরফে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবে প্রবৃত্ত থাকে তাহারদিগের কাগজপত্র এবং ঐ সাহেবদিগের হুকুম লিখন ডাকের মহসুল না দিয়া চালানের কথা।]

৩৭ ধারা।—কালেক্টর সাহেবেরা আপনং কার্য্যে বহাল থাকিতে কিম্বা কার্য্য ত্যাগ করিলে ৩৬ ধারার লিখিত সমস্ত মোকদ্দমাসুদ্ধা এই আইনের লিখনানুসারে যে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব যেকালে তাঁহারদিগেরে করিতে হয় সে কালে যাবৎ

যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাবৎ সেই কালেক্টর সাহেবদিগের পক্ষে সওয়াল জওয়াব করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের যে উকীল প্রবৃত্ত থাকে তাঁহারদিগের সহিত সেই কালেক্টর সাহেবদিগের উভয়তঃপত্রাদি অনায়াসে চলিতে পারিবার কারণ কালেক্টর সাহেবদিগের শক্তি আছে যে সে সকল উকীলকে যে সময়ে যে হুকুম লিখিতে উচিত জানেন সে সময়ে তাহা লিখিয়া রসুম না দিয়া সে লিখন ডাকে পাঠান। এবং সেই লিখনের খামের উপর উকীলের নাম লিখিয়া আপন মোহর করিয়া তাহার উপর অন্য কাগজ মুড়িয়া তাহাতে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নামে শিরনামা ও সেই খামের অন্য পৃষ্ঠে আপন পদের ধ্বনিতে নিজ নাম লিখিয়া ও আপন মোহর করিয়া সেই রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন রেজিষ্টর সাহেব সেই লিখন পাইয়া উকীলের নামের লিখন যেমত পাইবেন সেইমতেই শীঘ্র তাহাকে দেওয়াইবেন। আর কোন কালেক্টর সাহেব জিলার দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে কার্য্য ত্যাগ করিলে সে সময়েও তাঁহার শক্তি আছে যে আপন কার্য্যে মুক্তান সকিবার মতানুসারে যে কালে যে হুকুম যে আদালতের উকীলের স্থানে পাঠান আবশ্যক হয় তাহা সেই কালে সেই আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের মারফতে পাঠাইতে পারেন। এবং এই আইনের লিখনানুসারে যে যে আদালতের উকীলেরা কালেক্টর সাহেবদিগের পক্ষে যে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে প্রবৃত্ত থাকে তাহারদিগের সাধ্য আছে যে যাবৎ সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ তাহার যেং কাগজপত্র যে কালে কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাঠাইতে চাহে সেই কালেই তাহা সেই সাহেব বহাল থাকিলে কিম্বা কার্য্য ত্যাগ করিলেই বা হউক তাঁহার নিকটে রসুম না দিয়া ডাকে পাঠাইতে থাকে ও এমতে উকীলের কর্ত্তব্য সেই সকল কাগজপত্র মুড়িয়া তাহার উপর সেই সাহেবের নাম লিখিয়া আপন মোহর করিবেক রেজিষ্টর সাহেব উকীলের মোহর করা সেই খামের উপর অন্য কাগজ মুড়িয়া সেই কালেক্টর সাহেবের নামে শিরনামা দিয়া তাহার অন্য পৃষ্ঠে আপন ব্যাপারের ধ্বনিতে নিজ নাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

[এই আইনের মতে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের কারণ যে রূপ ধার্য্য আছে সেই রূপে তাগাবী ও পুলবন্দী ওগয়রহের বাকী টাকা উসুল হইবার কথা।]

৪০ ধারা।—সরকার হইতে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের যে টাকা তাগাবী দেওয়া যায় অথবা পুলবন্দী কিম্বা তাহার মরম্মতের জন্যে অথবা জল বান্ধিয়া রাখিবার কারণ কিম্বা জলের নালা কাটাইবার নিমিত্তে অথবা ভূমির জঙ্গল ও পত্তনের অপর যে যে কার্য্যার্থে যে সকল টাকা পেশগী দাদন করা যায় তাহার বাকী টাকা যেমতে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের ধার্য্য আছে তদনুসারে উসুল হইবেক এবং মালগুজারীর বাকীউসুলের বিষয়ে যে সকল মত স্থৈর্য্য আছে তাহার মধ্যে যাহা এমত সকল মোকদ্দমায় চলিতে পারে তাহা চলিবেক।

সরকারি প্রভুত্তির স্থানে বাকী টাকা উসুল করিবার

[পূর্ব্বের কালেক্টর সাহেবের কৃত কার্য্যের জওয়াব পরের কালেক্টর সাহেবের না দিবার ও কালেক্টর সাহেব আপন কার্য্য ত্যাগ করিলে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করণ ও তাহার জওয়াব দেওন তাঁহার উচিত হইবেক তাহার কথা।]

৩৫ ধারা।—পূর্ব্বের কালেক্টর সাহেবেরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন সে কারণে পরের কালেক্টর সাহেবেরা আদালতে আপত্তিগ্রস্ত হইবেন না। কিন্তু কোন কালেক্টর সাহেব আপন কার্য্য ছাড়িলে পর তাঁহার নামে ৩৩ ধারাক্রমে যে নালিশ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সরকারের তরফ যে টাকা তলব করণ ও লওনের জন্যে যে মোকদ্দমার খরচা ও দণ্ড এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কালেক্টর সাহেবের নিজ হইতে দিতে হয় সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে উপস্থিত থাকে ও যে মোকদ্দমার আপীল করিতে রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতি না হইয়া থাকে সে মোকদ্দমা আপীলে উপস্থিত রহে এমত সকল মোকদ্দমায় সওয়াল ও জওয়াব যেমতে সেই কালেক্টর সাহেবের আপন কার্য্যে বহাল থাকিতে করণ উচিত ছিল কার্য্য ত্যাগ করিলেও সেইমতে কর্ত্তব্য হইবেক।

[পূর্ব্বের কালেক্টর সাহেবের আমলে যে সকল মোকদ্দমা সে সাহেবের মরণ কিম্বা কর্ম্মচ্যুত হওনের কালপর্য্যন্ত নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে তাহার উত্তর প্রত্যুত্তর পরের কালেক্টর সাহেব করিবার কথা।]

৩৬ ধারা।—কোন কালেক্টর সাহেব দৈবাধীন মরিলে কিম্বা আপন কার্য্যত্যাগ করিলে তাঁহার আমলে এই আইনের মতানুসারে সরকারী উকীলের মারফতে সওয়াল ও জওয়াব করিবার ও সরকার হইতে খরচা দিবার যোগ্য যে মোকদ্দমা জিলার আদালতে উপস্থিত থাকে ও সেই সাহেবের মরণ কিম্বা কার্য্য পরিত্যাগ করণের দিবসপর্য্যন্ত সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে তবে যে সাহেব তাঁহার পদাভিষিক্ত হইবেন সেই সাহেব সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবেন ও সে মোকদ্দমার আপীল হইলেও আপীল আদালতে তাহার উত্তর প্রত্যুত্তর যোগাইবেন আর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের ভার পূর্ব্বের কালেক্টর সাহেবের শিরে থাকে ও তাহার সওয়াল ও জওয়াব এই আইনের মতে সরকারী উকীলের মারফতে করিবার এলাকা রহে ও তাহার খরচা সরকার হইতে দিবার বিষয় হয় তবে সেই স্থলাভিষিক্ত সাহেব সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবেন।

[রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা যে যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের যে যে মোকদ্দমার উত্তর প্রত্যুত্তর করণের ভার আপনারদিগের শিরে লইবেন তাহার কথা।]

৩৭ ধারা।—রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে কালেক্টর সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে যে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী হইয়া থাকেন

তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবের পক্ষে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও
জওয়াব আপনারা করণ উচিত জানিলে সে কালে অথবা যে সময়ে শ্রীযুত গবর্নর
জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুর হইতে হুকুম হয় সে সময়ে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা
সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের ভার আপনারদিগের শিরে লইবেন।

[নীলামী ভূমির মূল্যের টাকায় বাকী শোধ না পড়িলে অবশিষ্ট বাকী আদায়ের
কারণ বাকীদারের অপর বস্তু নীলাম হইবার কথা।]

৪৪ ধারা।—এই আইনমতে সরকারের বাকীদার কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার
অথবা তাহারদিগের মালজামিন কিম্বা নীলামী ভূমির খরীদারের সকরভূমি নীলাম
হইয়া তাহার মূল্যের টাকায় সে বাকী শোধ না হয় তবে শেষ বাকী টাকা আদায়ের
কারণ সেই বাকীদারের অন্য বৃত্তি ও দ্রব্য সামগ্রী ক্রোক হইয়া নীলাম হইবেক ও
বাকীদারের ভূমি নীলামের বিষয়ে এই আইনে যেমত২ হুকুম আছে তাহার মধ্যে যাহা
সেই বৃত্তি ও দ্রব্যসামগ্রী নীলাম হইতে পারে তাহাই জারী হইবেক। এবং যে সময়ে
কোন বাকীদারের ভূমি কিম্বা অপর বৃত্তি ক্রোক ও নীলামের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর
জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুর হইতে হুকুম হয় সে সময়ে সেই বাকী টাকা
আদায় হইবাতে অথবা কারণান্তরে তাহার নীলাম মৌকুফ হইলে তাহাতে বাকী-
দারের কর্তব্য যে আপন ভূমি ও বৃত্তি ক্রোকের খরচা যেমতে সেই ভূমি ও বৃত্তি
নীলাম হইলে পর তাহার দেওয়া সঙ্গত হইত এমতেও তাহাই সঙ্গত জানিয়া দেয়
ইহাতে যদি সে বাকীদার সেই খরচা না দেয় তবে তাহা সেই বাকীদারের স্থানে যে
বাকী টাকা উসুলের কারণ তাহার ভূমি নীলামের যে মত হুকুম হইয়াছিল সেইমতে
উসুল করা যাইবেক।

[শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদে যে বাকীদার থাকে কিম্বা বসত
করে তাহারদিগের প্রতি কালেক্টর সাহেব ৫ ধারার লিখিত নকল উদ্যোগ করণের
মতের কথা।]

৪৫ ধারা।—৫ ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে কালেক্টর সাহেব কোন ভূম্যধিকারী
কিম্বা ইজারদারকে কয়েদ করাইবার বিষয়ে পেয়াদাদিগের মারফতে দস্তকজারী করিতে
হইলে যদি সেই ব্যক্তি শহর পাটনা কিম্বা শহর ঢাকা অথবা শহর মুরশিদাবাদে থাকে
কিম্বা বসত করে তবে কালেক্টর সাহেব সেই দস্তকের পেয়াদাদিগের হুকুম করিবেন
যে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার যে শহরে থাকে তাহারা সেই শহরের আদা-
লতের জজ সাহেবের নিকটে যায় জজ সাহেব সেই পেয়াদাদিগের সঙ্গে আপন পেয়াদা
দিয়া সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার রহিবার স্থান দেখাইয়া দেন তাহাতে সেই
পেয়াদারা সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে যে শহরে ধরে সেই শহরের আদা-
লতের জেলখানায় লইয়া যায় তাহার পর বাকীদার হাজির না হইলে যে জিলায়
সেই বাকীদারের মালগুজারীয় ভূমি থাকে সেই জিলায় তাহার প্রতি যে দাওয়া ও উদ্যোগ

[illegible] এ ধারায় লেখা আছে ও ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার শহরছাড়া কোন জিলায় [illegible] তাহার প্রতি যে সকল উদ্যোগ হয় সেই সকল উদ্যোগ উপরের লিখিত নিয়মেও হইবেক যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার শহর কলিকাতায় থাকে অথবা বসত করে তবে কালেক্টর সাহেব সেই দস্তক রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন ঐ শ্রীযুত তাহা অবগত হইয়া সেই হস্তগত অর্থাৎ ধরাপড়া ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে সেই কালেক্টর সাহেবের মোতালক জিলার আদালতের জেলখানায় পাঠাইতে হুকুম দিবেন অথবা অপর যে উদ্যোগ উচিত জানেন তাহাই করিবেন ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুমে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার জিলার আদালতের জেলখানায় পাঠান গিয়া তথায় কয়েদ হইলে ৫ ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার জিলায় হাজির থাকিবাতে ধরা পড়িয়া তথাকার জেলখানায় কয়েদ হইয়া যেমত অবস্থায় থাকে ইহার অবস্থাও সেইমত হইবেক।

[কালেক্টর সাহেব কোন ভূম্যধিকারি প্রভৃতির স্থানে মাফিক করারদাদ মালগুজারীর টাকা চাহিলে সেই ব্যক্তি ঐ করারদাদকে অসঙ্গত কহিলে আর শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমে কিম্বা রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে কালেক্টর সাহেব সেই ব্যক্তির প্রতি যে উদ্যোগ করেন তাহাতে সে আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত জানিলে এই দুই রূপে জিলার আদালতের জজ সাহেবদিগের যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহারি কথা।]

৪৬ ধারা।—শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমে ও রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতিতে কালেক্টর সাহেব কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মালজামিন কিম্বা নীলামী ভূমির খরীদারের প্রতি যে উদ্যোগ করেন তাহাতে তাহারদিগের কেহ আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত জানে কিম্বা যেকালে কালেক্টর সাহেব সরকারের তরফে কিছু তাহার স্থানে তলব করেন তাহাতে সেই ব্যক্তি এমত কহে যে কালেক্টর সাহেব যে করারদাদ মাফিক আমার স্থানে টাকা তলব করেন তাহা সঙ্গত নহে কিম্বা সেই ব্যক্তি কোন আইনের লিখিত মর্ম্মানুসারে সেই করারদাদের উপর আপত্তি উপস্থিত করে তবে এ সকল বিষয়ে সেই কালেক্টর সাহেব সেই উদ্যোগ করিবার কারণে অথবা সেই করারদাদের মতে টাকা তলব করিবার জন্য জিলার আদালতে উপস্থিত হইবার যোগ্য হইবেন না বরং যাবৎ জিলার আদালতে সেই করারদাদ মোকুফের কিম্বা ফিরিবার বিষয়ে ডিক্রী না হয় তাবৎ সে করারদাদ পূর্ব্বমত বহাল থাকিবেক এবং জিলার আদালতে যাবৎ এমত ডিক্রী না হয় তাবৎ সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার প্রভৃতিকেও সেই করারদাদের মতে তলবের টাকা দেওয়া উচিত হইবেক কিন্তু এ সকল মালিকের মোকদ্দমা হইতে লাগিলে তাহা সরকারের কৃত উদ্যোগের প্রতি যে নালিশ ও সেই করারদাদের উপর যে আপত্তি রাখে তাহার

নালিশী আরজী তাহার বেওরাযুক্তে লিখিত দরখাস্তে যে তাহার বিচার ও নিবেদনার্থে জিলার আদালতের জজ সাহেবের প্রতি শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের হুকুম হয় লিখিয়া জিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করে জজ সাহেব সেই আরজী শীঘ্র ঐ শ্রীযুতের হুজুরে পাঠান ঐ শ্রীযুত সেই আরজী অবগত হইয়া পরে যদি তাহার বিধান আপনি না করেন ও সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে বিচারের উপযুক্ত হয় তবে তাহার বিচার করিতে জজ সাহেবকে হুকুম দিবেন ও সেই মোকদ্দমার বিচারার্থে ঐ শ্রীযুতের হুজুরের হুকুম জজ সাহেবের প্রতি হইলে জজ সাহেব সেই হুকুমের মজমুন লিখনের দ্বারা সেই ফরিয়াদীকে জানাইবেন ও সেই লিখনের তারিখ হইতে সে মোকদ্দমা সেই আদালতে উপস্থিত হওয়া অন্যং মোকদ্দমার সাথে জানা যাইবেক ও অপর উভয় বিবাদিদিগের সকল মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে যে সকল আইন ধার্য্য আছে জজ সাহেব তদনুসারেই সে মোকদ্দমার বিচার করিবেন আর এই ধারাক্রমে সরকারের নামে যে নালিশ আদালতে উপস্থিত হয় তাহাতে কালেক্টর সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতি ও বিহিতবিধানক্রমে তাহার সওয়াল ও জওয়াব করিবেন এবং সরকারের নির্দ্দিষ্ট জিলার আদালতের উকীলকেও যে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে তথাকার নির্দ্ধারিত উকীলদিগেরেও সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণ যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিতে সমাচার ও অনুমতি করিবেন তাহাতে জিলার আদালতে কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতে ফরিয়াদীর দাওয়া সাব্যস্ত হইবাতে সে মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে কালেক্টর সাহেব সেই মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত সেই ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইহাতে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে যত দ্বরাতে হয় কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তমতে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল কালেক্টর সাহেবকে দেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবের পাঠান সেই লিখন ও ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত সে মোকদ্দমার প্রতি আপনারদিগের যে মন্ত্রণা ঠাহরে তাহার নিদর্শনী লিপি শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠাইবেক তদৃষ্টে ঐ শ্রীযুত সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হয় না হয় যাহা উচিত জানেন তাহার হুকুম দিবেন ও এই ধারার লিখিত যে সকল মোকদ্দমার খরচা ও দণ্ড যাহা সরকার হইতে দিবার বিষয়ে ডিক্রী হয় তাহা সরকারের খাজানাখানা হইতে দেওয়া যাইবেক।

[কালেক্টর সাহেবদিগের অসাক্ষাৎকালে তাঁহারদিগের স্থানে স্থিত সাহেবদিগের প্রতি এই আইনের সকল হুকুম বর্ত্তিবার কথা।]

[illegible]।—কালেক্টর সাহেবদিগের অসাক্ষাৎকাল অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম্ম স্থানে না থাকিলে কিম্বা তাঁহারদিগের কালেক্টরী সিরিস্তা খালী রহিলে তিরিস্তার সকল কার্য্যের

[illegible] তাহা হইতে ও ইহাতে সরকারের স্বত্ব শঙ্কা এই যে যে ভূমি ভূম্যধিকারিদিগের [illegible] কিম্বা অনেক কালের নিমিত্তে কমা অর্থাৎ রেয়াইত করা যায় অথবা মোকররী জমায় ধার্য্যক্রমে তাহা হইতে কিছু কমী হইয়া ভূম্যধিকারী পাইয়া থাকে তাহা ছাড়া একং বিঘা ভূমির উপর সাম্বৎসরিক উৎপন্ন হইতে কিঞ্চিৎ নগদ কিম্বা জিনিসে সরকারে দাখিল হয় ইহাতে উচিত যে ভূম্যধিকারিদিগের এমত শক্তি অর্পণ হয় যে তদনুসারে যত কালে তাহারদিগের তাবের মফঃসলী তালুকদারদিগের ও প্রজাবর্গের মোতাল্লক মহালাত পত্তন আবাদ হইতে পারে তত কালের জন্যে তাহারদিগের [illegible] কমী দিতে পারে ও সেই শক্তিক্রমে ভূম্যধিকারিরা যে সকল করারদাদ করে তাহাতে সরকারের [illegible] স্বত্ব নিতান্ত নষ্ট হইবার যোগ্য নহে তাহাতে কিছু ক্ষতি [illegible] কারণ [illegible] সাব্যস্ত ও বহাল রহে অতএব শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উপরের লিখিত সকল বিষয় বিবেচনাক্রমে এবং দশসনা বন্দোবস্তের মতে মোকররী জমার [illegible] পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিদিগের যে শক্তি ছিল [illegible] যে তদনুসারে তাহারা আপনারদিগের তাবের মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের সহিত আপনারদিগের [illegible] কাল হইতে অতিরিক্ত কালের জন্যে কোন করারদাদ করে এই দৃষ্টে নীচের লিখনানুসারে দাঁড়া ও কায়েদা ধার্য্য করিলেন।

২ ধারা।—এই ধারা ১৮১২ সালের ৫ আইনের [illegible] ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে।

৩ ধারা।—} এই দুই ধারা ১৮১২ সালের ৫ আইনের [illegible] ও ধারার ১ প্রকরণ
৪ ধারা।—} দ্বারা রহিত হইয়াছে।

যে কালে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ভূমি নীলাম হয় সে কালে নীলামের পূর্ব্বে সেই নীলামী ভূমির পূর্ব্বাধিকারির সহিত মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাদিগের যে সকল করারদাদ হইয়া থাকে তাহা নীলামের দিন হইতে নামঞ্জুর হইবার কথা ও এই ধারার হুকুমের স্বতন্ত্র কথা।

৫ ধারা।—যদি কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার অংশ সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ নীলামে বিক্রয় হয় তবে তাহার যে মফঃসলী তালুক কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজাবর্গের সম্পর্কীয় ভূমি নীলামের ভূমির শামিলে রহে তাহারদিগের যে সকল করারদাদ নীলামের পূর্ব্বে সেই জমীদার প্রভৃতির সহিত হইয়া থাকে তাহার যাহা এই আইনের ৭ ও ৮ ধারার লিখনানুসারে হইয়া থাকে তাহা ছাড়া সমস্তই নীলামের দিন হইতে নামঞ্জুর হইবেক। আর যদি সেই নীলামের পূর্ব্বে এমত করারদাদ না হইয়া থাকে তবে যে স্থানে সে ভূমি থাকে সেই পরগণা কিম্বা জিলার শরে ও দাঁড়া মাফিক পূর্ব্বাধিকারিকে

* [illegible] সাহেবের ইংরাজী পুস্তকের ৭২৯ পৃষ্ঠা দেখ।
† [illegible] সাহেবের ইংরাজী পুস্তকের ৭৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

যে রাজস্ব অর্পিত সেই রাজস্ব সেই খরীদারেরা নীলামী ভূমির মফঃসলী তালুকদার ওগয়রহ মালগুজারদিগের স্থানে পাইবেক।

[এই আইনের মতে ভূম্যধিকারিতে আপন ভূমি মফঃসলী তালুক রূপে অন্যকে দিতে নিষেধ না জানিবার কথা।]

৬ ধারা।—এই আইনের অনুসারে এমত নিষেধ অনুমান না হয় যে কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী আপনার ভূমির কিছু স্বেচ্ছায় বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা মতান্তরে মফঃসলী তালুকরূপে অন্যকে না দেয়।

[এই আইনের মতে দশসনী বন্দোবস্তের ক্রমে মফঃসলী তালুকের যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে তাহার উপর ইজাফা হইবার হুকুম না জানিবার কথা।]

৭ ধারা।—এই আইনের অনুসারে এমত বিধি ও হুকুম অনুমান না হয় যে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার ১ প্রকরণের লিখনক্রমে দশসনী বন্দোবস্তের সময়ে যে মফঃসলী তালুকদারদিগের ভূমির জমা মোকররীমতে নির্দ্ধার্য্য হইয়া থাকে তাহার উপর বেশী হয় বরং সেই তালুকদারদিগের ভূমির সেই জমা চিরকালের নিমিত্তে বহাল থাকিবেক আর যে জমীদারীর মধ্যে এমত ভূমি থাকে সে জমীদারী বিভাগ হইলে সে ভূমি এথা মোকররীর প্রস্তাবে অংশ হইবেক অর্থাৎ মোকররী জমার ভূমি বহাল থাকিবেক।

[এই আইনক্রমে ভূম্যধিকারিরা বিলায়তী সাহেব লোক ছাড়া কাহাকেও গৃহাদি করিতে আপনারদিগের কিছু ভূমি দিতে নিষেধ না জানিবার কথা।]

৮ ধারা।—এই আইনের অনুসারে এমত নিষেধ অনুমান না হয় যে ভূম্যধিকারিরা বিলায়তী সাহেবলোক ছাড়া অন্য কাহাকেও আপনারদিগের কিছু ভূমি কিঞ্চিৎকাল মুদ্দতে কিম্বা চিরকালের নিমিত্তে কোন ইমারৎ ও অন্যং ব্যাপারের গৃহ ও বাগাৎ আদি করিতে সরকারের কার্য্যকারকদিগের বিনা হুকুমে না দেয় ইতি।

৮। ক, এক জন মুন্সেফ, তাহার ভ্রাতাকে খ নামক ব্যাঙ্কারের নিকট এই বলিয়া এক কার্য্য লইয়া দিল যে উক্তপক্ষকে তিনি একটী মোকদ্দমায় ডিক্রী দিবেন।

৯। ক, একজন সরকারী চাকর, তাঁহার স্ত্রী খ, এই বলিয়া একজনের নিকট কয়েকটী টাকা লইয়া যে তাহার পতিকে তাহার একটী চাকরির জন্য অনুরোধ করিবে, ক ও তাহাতে সহায়তা করিলেন।

১০। "মিথ্যা প্রমাণ" এবং "মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত" করা কাহাকে বলা যায়? যে অপরাধে প্রাণদণ্ড, এবং যে অপরাধে দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, এমন অপরাধ প্রমাণার্থে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে কি কি শাস্তি হয়?

১১। দণ্ডবিধি অনুসারে নরহত্যা কয় প্রকার? অপরাধযুক্ত নরহত্যা কাহাকে বলা যায়? কোন কোন স্থলে অপরাধযুক্ত নরহত্যাকে জ্ঞানকৃত বধ বলা যায়?

১২। "পীড়াজনক" কার্য্য কাহাকে বলা যায়? কি কি প্রকারের পীড়াজনক কার্য্যকে গুরুতর পীড়াজনক কার্য্য বলা যায়? "বল প্রকাশ" "অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ" এবং "আক্রমণ" কাহাকে বলা যায়?

১৩। "অপবাদ দেওয়া" কাহাকে বলে? মৃত ব্যক্তি, কোন কোম্পানী কি কোন সমাজের নামে কি অপবাদ দেওয়া যায়? দোষারোপ কোন স্থলে মনুষ্যের সুখ্যাতির ক্ষতিকর হয়?

১৪। কোন২ স্থলে সুখ্যাতি ক্ষতিকর কথা, অপরাধের মধ্যে গণ্য নহে? অপবাদের দণ্ড কি?

১৫। কেরাণী কি চাকরের অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড কি?

১৬। কোন২ স্থলে "বৃত্তান্তঘটিত ভ্রম" আইনঘটিত ভ্রম, দৈবযোগ ও "সম্মতির" সহিত কোন অপরাধজনক কার্য্য হইলেও তাহা অপরাধের মধ্যে গণ্য নহে।

১৭। দণ্ডবিধি ব্যতিত অন্য কোন আইন দ্বারা অপরাধির শাস্তি হইতে পারে কি না?

১৮। দণ্ডবিধি প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এদেশে ফৌজদারী কি কি আইন প্রচলিত ছিল?

১৯। নির্জ্জণ কারাবাস দিবার নিয়ম কি? নির্জ্জনকারাবাস কত দিনের হইতে পারে?

২০। কোন২ অপরাধে ১৪ বৎসরের মেয়াদ হইতে পারে।

২১। জুরি ও আসেসর মধ্যে প্রভেদ কি?